ম ভাগ। ফাল্গুন, ১৩১১। সপ্তম সংখ্যা।

সচিত্র

মাসিক পত্র।

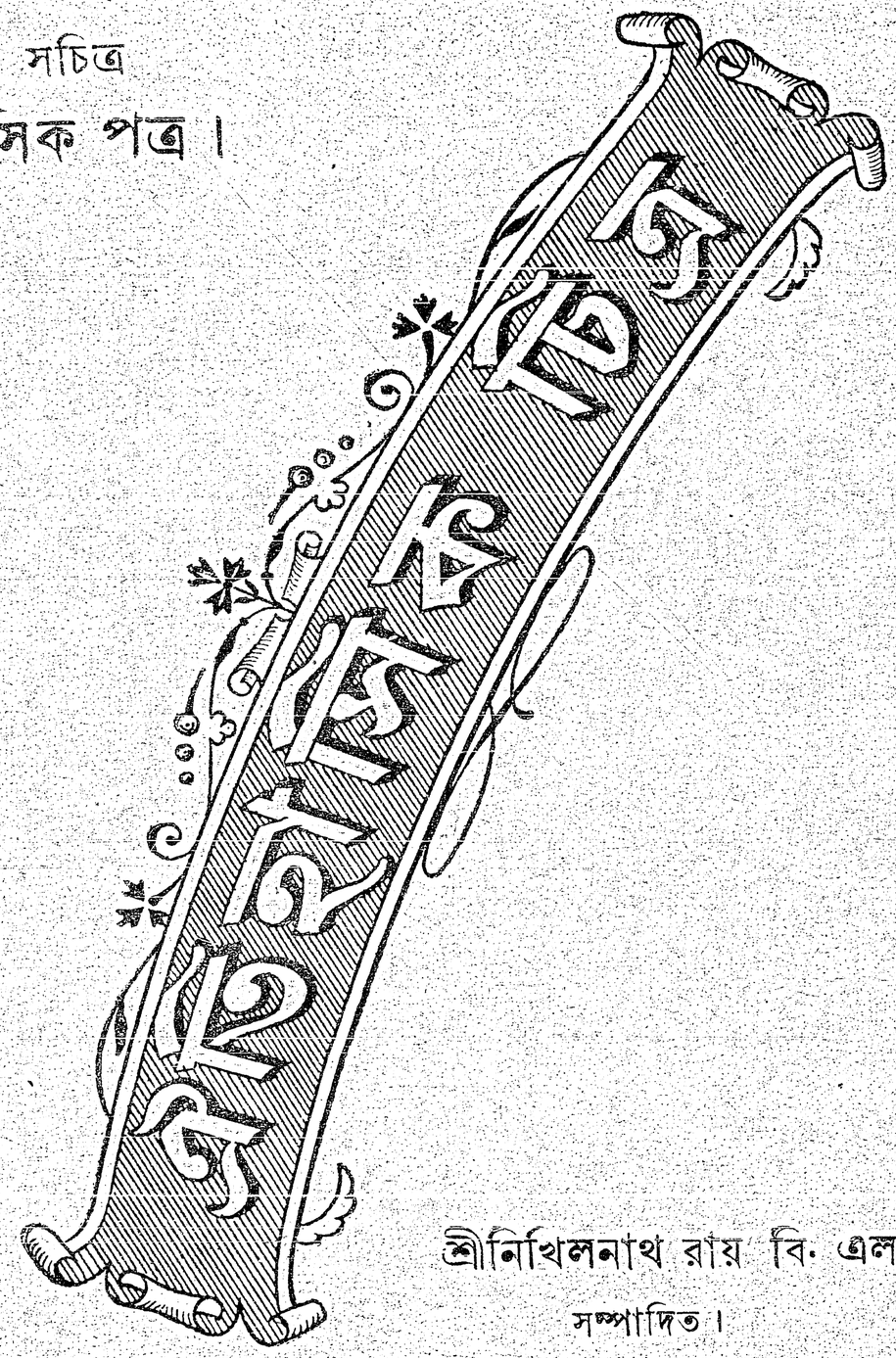

শ্রীনিখিলনাথ রায় বি. এল.

সম্পাদিত।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২, টাকা।

প্রতি সংখ্যার মূল্য ৶০ আনা।

ISSUE(S) MISSING

ডাক্তার মেজরের বিশ্ববিখ্যাত সেই

ইলেক্ট্রো সার্শা প্যারিলা

চিকিৎসা-জগতে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে !

ইহা—রক্তদুষ্টির ব্রহ্মাস্ত্র, পারাদোষনাশের অমোঘ, বাতগ্রস্ত রোগীর ভরসা, প্রমেহ ও ধাতুদৌর্ব্বল্যে অদ্বিতীয়।

ফলতঃ শুক্র ও শোণিত বিকারাদিঘটিত সর্ব্বপ্রকার ব্যাধি ও তাহার সহ ধিক উৎকট কুৎসিত উপসর্গাদি সমূলে বিনাশসাধন করিয়া বিপর্য্যস্ত স্নায়ুপু পুনঃসংস্কার করিতে, রক্তশূন্য শরীরেরও বৃদ্ধি করিতে, দেহ হইতে বিষাক্ত অস্বাস্থ্যকর পদার্থ দূরীভূত করিতে, অসুস্থ দেহে স্বাস্থ্যের প্রবাহ প্রবা করিতে, যে চিররোগী মৃত্যুর দিকে শনৈঃ শনৈঃ যাত্রা করিতেছে, তাহা যৌবনের বল ও আনন্দপূর্ণ করিতে ইহাই একমাত্র অমোঘ শক্তিশালী মহৌষ

ইলেক্ট্রো সার্শা প্যারিলার মূল্যাদি।—ভারতবর্ষে প্রচলিত সর্ব্বপ্রক ভাষার ব্যবস্থাপত্র সম্বলিত।

প্রত্যেক শিশির মূল্য ২৲ টাকা, ৩ শিশি ৫৷৹ টাকা, ৬ শিশি ১০৷৹ টাক ডজন ২০৲ টাকা। প্যাকিং ও ডাকমাশুল ইত্যাদি যথাক্রমে ৮৹, ৸৹, ১ ১৶৹ সাতসিকা।

ভারতবর্ষের একমাত্র বিক্রেতা—

ডবলিউ মেজর এণ্ড কোম্পানি।

হেড আফিস্,—১২ নং ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বোম্বাই এজেন্সি,—ফ্যান্সি বিল্ডিং হর্ণবয় রোড।

মান্দ্রাজ এজেন্সি,—ডফর ড্রগিষ্টস মাউণ্ট রোড।

কলিকাতার সব এজেণ্টস,—মেঃ বি, কে, পাল এণ্ড কোং খোঙ্গরাপটী মেঃ ঈশ্বরচন্দ্র কুণ্ডু এণ্ড কোং চাদনীচক। মেঃ উপেন্দ্রকৃষ্ণ নাগ বহুবাজার বৈঠকখানা। মেঃ বসু এণ্ড কোং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্।

লেখকগণের নাম।

শ্রীঅমূল্য চরণ বিদ্যাভূষণ, শ্রীসতীশ চন্দ্র মিত্র বি. এ.

শ্রী—— ও সম্পাদক।

সূচী।

। শেকোর "সির-উল-অসৃরার" ...	২৮৯	সাময়িক প্রসঙ্গ	৩৩৩
য়র মুতাক্ষরীণ ও মুস্তাফা	৩০০	সহযোগী চিত্র	৩৩৫
গৎশেঠ	৩০৯	বিবিধ	৩৩৬
র্ম্মনাশে সিপাহীবিদ্রোহ	৩১৯		

নিয়মাবলী।

ঐতিহাসিক চিত্রের জন্য প্রবন্ধাদি, বিনিময়ার্থে পত্রিকা প্রভৃতি ও সমালোচ্য গ্রন্থাদি সম্পাদকের নামে, এবং টাকা কড়ি, চিঠি পত্র কার্য্যাধক্ষের নামে নিম্ন-লিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে। বিজ্ঞাপনের হারও কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট জ্ঞাতব্য।

ঐতিহাসিক চিত্র কার্য্যালয়,
৯১নং দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীট্,
কলিকাতা।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য
প্রকাশক ও কার্য্যাধ্যক্ষ।

ভারতের শুভদিন।

স্বদেশজাত অতি উত্তম সাবান।

সুগন্ধে ও সৌন্দর্য্যে বিদেশীয় সাবান হইতে কোন অংশে হীন নহে,
মূল্য অতি সুলভ।

স্বদেশহিতৈষী ও শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেরই ব্যবহার করা উচিত।

রাজা অটো	৩ খানা এক বাক্স	১৷৷০
ল	” ”	১৲
জ	” ”	৷৷৵০
	” ”	৷৷০
লেট	” ”	।৵০
সেলসিয়র	” ”	।৵০
কিস্‌বাথ	১২ ”	১।৵০
লট সুপিরিয়র	৪ ”	।৵০
” ”	১২ ”	১৵০
ারিণ	” ”	৸৵০
র্ব্বলিক	” ”	৷৷৵০
সোপ	২০ “	৩৸০
ন উইণ্ডসর	৪৮ ”	২।০

বেঙ্গল সোপ ফ্যাক্‌টরি।

৬৪।১ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রতাপ সিংহ।

শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র বি, এ, প্রণীত।

এই গ্রন্থে মিবারেশ্বর মহারাণা প্রতাপসিংহের জীবনবৃত্ত বিবৃত্ত করা হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত প্রতাপসিংহ সম্বন্ধে যত গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে, সমস্তই উপন্যাস। ইহাতে প্রতাপসিংহের প্রকৃত ইতিহাস প্রদত্ত হইয়াছে। প্রতাপ সিংহের এক খানি হাফটোন চিত্রসম্বলিত। ছাত্রদিগের পাঠের বিশেষরূপ উপযোগী। মূল্য ।৵০ ছয় আনা মাত্র, ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

শ্রীব্রজেন্দ্রমোহন দত্ত,

ষ্টুডেণ্টস্ লাইব্রেরী, ৬৭নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ম্যালেরিয়া নাশক পাঁচন।

যে কোন প্রকারের বহু দিনের জ্বর হউক না কেন, ইহা সেবনে নিশ্চয়ই আরোগ্য হইবে। বিজ্ঞাপনের আড়ম্বর দেখাইতে চাহি না। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

১৫ দিনের সেবনোপযোগী		১৲ টাকা
৭ দিনের	”	৷৷০

কলিকাতা ৯১ নং দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীট,
ঐতিহাসিক চিত্র কার্য্যালয়ে প্রাপ্তব্য।

রামদাস-গ্রন্থাবলী।

প্রথম ভাগ।

ডাক্তার রামদাস সেন প্রণীত।

এই প্রথম ভাগে ডাক্তার রামদাস সেনের ইউরোপ আদৃত ঐতিহাসিক রহস্য তিনখণ্ড তাঁহার জীবনী ও একখানি সুন্দর প্রতিমূর্ত্তি সন্নিবেশিত আছে। যে ঐতিহাসিক রহস্য তাঁহার স্বাধীন অনুসন্ধানের ফলস্বরূপ ভারতবর্ষ ও ইউরোপে সমাদর লাভ করিয়াছিল, তাহা তাঁহার পুত্রগণ কর্ত্তৃক পুনর্মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। ম্যাক্সমুলার, ওয়েবার প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ এই গ্রন্থের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। এই গ্রন্থে ভারতের পুরাতত্ত্বসকল স্বধীন অনুসন্ধান দ্বারা আবিষ্কৃত ও আলোচিত হইয়াছে। যাঁহারা ভারতের পুরাবৃত্ত পাঠ করিতে উৎসুক, তাঁহাদিগের এই গ্রন্থ পাঠ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। এই নূতন সংস্করণে ডাক্তার রামদাস সেনের প্রতিমূর্ত্তি সহ তাঁহার একটি সংক্ষিপ্ত জীবনীও প্রদত্ত হইয়াছে। তাঁহার জীবনীতেও অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। তাঁহার অন্যান্য গ্রন্থও মুদ্রিত হইতেছে। প্রথম ভাগের মূল্য ২৲ টাকা।

এই গ্রন্থ কলিকাতা ২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের পুস্তকালয়ে, ২০ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, মজুমদার লাইব্রেরী ও ঐতিহাসিক চিত্র কার্য্যালয়ে পাওয়া যায়।

দারাশেকো।

দারা শেকোর "সির-উল-অস্‌রার্"

কয়েক মাস পূর্ব্বে মেটিয়াবুরুজ নিবাসী "মহম্মদ লতিফ" নামক কোন মুসলমান ভদ্রলোকের নিকট আমি আড়াই শত বৎসরের প্রাচীন হস্ত-লিখিত একখানা পার্‌সী পুঁথি দেখি। পুঁথি খানি মোগল সম্রাট্ শাহ্‌জহাঁর পুত্র দারা শেকো-সঙ্কলিত। পুঁথি খানির হরফগুলি এখনও স্পষ্ট ও উজ্জ্বল রহিয়াছে। কৌতূহল পরবশ হইয়া কিঞ্চিৎ পাঠ করিতে করিতে দেখি যে ইহাতে এক অভিনব বিষয়ের আলোচনা করা হইয়াছে। বেদ, উপনিষৎ ও হিন্দু দর্শন সম্বন্ধীয় ব্যাপারই ইহার আলোচ্য বিষয়। হিন্দুধর্ম্মের প্রশংসাচ্ছলে ইহাতে কোরাণের যথেষ্ট বচনও সংগৃহীত হইয়াছে। বস্তুতঃ, পুঁথিখানি বড়ই অপরূপ বলিয়া মনে হইল। সঙ্গে সঙ্গে লোভও জন্মিল; কাজেই ভদ্র মুসলমান মহোদয়ের নিকট পুঁথি খানি ভিক্ষা প্রার্থনা করিলাম। তাহাতে তিনি স্বীকৃত না হওয়ায় অগত্যা যথাশক্তি মূল্য দিয়া পুঁথি খানিকে স্বাধিকার-ভুক্ত করিলাম। পরে, শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধুগণের অনুরোধে আমি এই পুঁথি খানির কতক অংশ বাঙ্গলায় অনুবাদ করি। বর্ত্তমান প্রবন্ধ উক্ত পুঁথির বঙ্গানুবাদের ভূমিকা স্বরূপ লিখিত হইল।

সংগৃহীত পুঁথিখানির নাম "সির-উল-অস্‌রার্" অর্থাৎ "নিগূঢ় রহস্য"।

মোগল সম্রাট্ শাহ্‌জহাঁ বাদ্‌শাহ্‌র জ্যেষ্ঠ ও প্রিয়তম পুত্র দারা শেকো ইহার অনুবাদক। হিজ্‌রা ১০২৪, ২৯শে সফর, অর্থাৎ ১৬১৫ খৃষ্টাব্দের ২০শে মার্চ্চ্ মাসে দারা জন্মগ্রহণ করেন। নুরজহাঁ বেগমের ভ্রাতা উজির অসফ্‌খাঁর কন্যা "অর্জ্জুমন্দ্" ইঁহার মাতা। সাধারণতঃ, এই রমণী মমতাজ

মহল” ও “অলিয়া বেগম” নামে খ্যাতা। ১৬৩৩ খৃষ্টাব্দে (১০৪৩ হিঃ), দারার ২০ বৎসর বয়ঃক্রম কালে স্বীয় পিতৃব্য-কন্যা নাদিরার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। জহাঁসীরের দ্বিতীয় পুত্র সুলতান পরবেজ-কন্যা এই নাদিরার গর্ভে দারার দুই পুত্র জন্মে। ইঁহাদের নাম “সোলেমান শেকো” ও “সিপহর শেকো”। ১৬৫২ খৃষ্টাব্দে ঔরঙ্গজেব কান্দাহার-অবরোধে বিফল-মনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসিলে, দারা স্বেচ্ছায় পিত্রাদেশ লইয়া পুনরায় কান্দাহার অবরোধ করিতে যান। পরে, অবরোধে ৫ মাস অতীত হইল দেখিয়া তিনিও অবরোধ উঠাইয়া ফিরিয়া আসেন। যাহা হউক, এই অবরোধে দারা বীরত্বের যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছিলেন। ১৬৫৩ খৃষ্টাব্দের মধ্য ভাগে শাহ্‌জহাঁ এক মহৎ উৎসব করেন। এই উৎসবে, তাঁহার প্রিয় পুত্র দারা শেকোকে প্রচুর অর্থ ও একটী বহুমূল্য পরিচ্ছদের সহিত (“শাহ্‌ বুলন্দ ইক্‌বার দারা শেকো”) উপাধি দান করিয়া তাঁহাকে তিনি বিশেষ সম্মানিত করিয়াছিলেন। অতঃপর, ১৬৫৮ খৃষ্টাব্দে শাহ্‌জহাঁর পীড়িতাবস্থায় রাজসিংহাসন লইয়া দারা ও ঔরঙ্গজেব আলমগিরে তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হয়। এইযুদ্ধে দারা পরাভূত হইয়া সিন্ধু দেশাভিমুখে পলায়ন করেন। তথায় তিনি সিন্ধু দেশাধিপতি-কর্ত্তৃক ধৃত হ’ন। অপিচ, হাওদা-শূন্য একটী হস্তি পৃষ্ঠে শৃঙ্খলাবদ্ধাবস্থায় স্থাপিত হইয়া ঔরঙ্গজেব-সমীপে আনীত হ’ন। এরূপ দীনাবস্থায় তাঁহাকে সহরের প্রধান প্রধান স্থানে ঘুরাইয়া বেড়ান হইয়াছিল। পরে প্রাচীন দিল্লীস্থ খিজিরাবাদ নামক স্থানের একটী কারাগারে তাঁহাকে কিছু দিন আবদ্ধ করিয়া রাখা হয়। এই ভীষণ কারাগারে ১০৬৯ হিজরার ২১ জিলহিজ্জায় অর্থাৎ ২৯শে আগষ্ট ১৬৫৯ খৃষ্টাব্দে ঔরঙ্গজেবের অনুমত্যনুসারে দারা শেকোর শিরশ্ছেদ হয়। এ ব্যাপার রাত্রিযোগে সঙ্ঘটিত হয়। পরদিন প্রাতঃকালে তাঁহার শিরঃশূন্য-কলেবর হস্তীর পৃষ্ঠে তুলিয়া জন-সাধারণে প্রদর্শিত হয়। অনন্তর, হতভাগ্য দারা শেকোর ছিন্নশিরঃ সম্রাটের নিকট আনীত হইল। তিনি তদ্দর্শনে যার পর নাই শোক প্রকাশ-পূর্ব্বক রোদন করিতে লাগিলেন। অবশেষে তিনি দারার সশরীর মস্তক হুমায়ূনের কবরে সমাহিত করিতে আদেশ করিলেন। এদিকে, সিপহর শেকো যিনি পিতৃসহ বন্দীকৃত হইয়াছিলেন

তাঁহাকে গোয়ালিয়ারে বন্দী করিয়া পাঠান হইল। আর, দারার জ্যেষ্ঠ পুত্র সোলেমান শেকো কিছু কালের জন্য শ্রীনগরে আশ্রয় গ্রহণ করেন। কিন্তু, পরে, ১৬৭০ খৃষ্টাব্দে তত্রত্য রাজকর্ত্তৃক ঔরঙ্গজবের কর্ম্মচারীদিগের হস্তে সমর্পিত হন। তাহারা তাঁহাকে দিল্লীতে পাঠাইয়া দেয়। ইনিও ঔরঙ্গজেব-কর্ত্তৃক গোয়ালিয়রে প্রেরিত হ’ন। কিন্তু, তথায় দুই ভ্রাতাই অল্পকাল মধ্যে কাল-কবলিত হয়।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি দারা শেকো পিতার অতিশয় প্রিয় পাত্র ছিলেন। ইহার কারণ, শাহ্‌জহাঁ যে কেবল পুত্রের সারল্য, সাহস, তীক্ষ্ণবুদ্ধিমত্তাতে বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন তাহা নহে, দারার আর একটী গুণ তাঁহাকে বড়ই চমৎকৃত ও মোহিত করিয়াছিল। সেটী তাঁহার বিদ্যানুরাগ ও ধর্ম্মানুরক্তি। দারা, জ্ঞান-লাভের জন্য যেমন আরবী, পারসী ও সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন, হৃদয়ের পবিত্রতা লাভের জন্যও তেমনই হিন্দু, মুসলমান ও খৃষ্টান ধর্ম্মের যথেষ্ট আলোচনা করিতেন। এই উদার ভাবের মধ্য দিয়া দেখিলে তিনি যে সমগ্র মোগল সম্রাট্‌গণের শীর্ষ স্থানীয়, এ কথা বলিতে হয়। দারা শেকো পারসী ভাষায় নিম্নলিখিত ৫খানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তাহাদের নাম ও রচনা কাল নিম্নে প্রদত্ত হইল।

১। সফিনৎ-উল-অউলিয়া (১০৪৯ হিঃ)
২। সকিনৎ-উল-অউলিয়া (১০৫২ হিঃ)
৩। মজ্‌মা-উল-বহ্‌রেন (১০৬৫ হিঃ)
৪। সির-উল-অস্‌রার (১০৬৭ হিঃ)
৫। * * বাবা লাল দাস (?)

এক্ষণে, আমরা উক্ত ৫খানি গ্রন্থের মধ্যে “সির-উল-অস্‌রার” নামক গ্রন্থের কিঞ্চিৎ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

“সির-উল-অসরার” বা গূঢ় রহস্য। এখানি চতুর্ব্বেদের উপনিষৎগুলির অনুবাদ। অনুবাদক—মহম্মদ দারা শেকো। অনুবাদক ভূমিকায় বলিয়াছেন যে হিঃ ১০৫০ তাঁহার কাশ্মীর প্রদেশে অবস্থানকালে, তিনি “মোল্লা শাহ্‌”

নামক জনৈক সাধুর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তিনি সুফিদিগের ধর্ম্মের প্রধান প্রধান গ্রন্থ সমুদয় পাঠ করিয়াছেন; সুফিধর্ম্ম সম্বন্ধীয় কতকগুলি পুস্তক নিজেও লিখিয়াছেন। তিনি আরও বলিয়াছেন যে তিনি Pentateuch, Gospel, Psalm ইত্যাদি খৃষ্টীয় ধর্ম্মপুস্তকও পড়িয়াছেন। ভূমিকায় তিনি লিখিয়াছেন যে বেদে বিশেষতঃ উপনিষদে অদ্বৈতবাদ (বা তৌহিদ্) যেরূপ প্রাঞ্জল ভাবে লিখিত হইয়াছে এরূপ আর কোথাও নাই। বেদোপনিষদুপদিষ্ট এ তত্ত্বগুলি সাধারণ-গ্রাহ্য করিবার জন্য তিনি উপনিষৎগুলি পারসী ভাষায় অনুবাদ করিতে মনস্থ করেন। আর, শাস্ত্রানুশীলনের প্রধান স্থান বারানসী তাঁহার শাসনাধীন থাকায় তিনি তথাকার বড় বড় পণ্ডিতের সাহায্যে "স্বয়ং" এই অনুবাদ লিখিয়াছেন। মৎ-সংগৃহীত এই পুঁথির প্রারম্ভে "শ্রীগণেশায় নমঃ" লিখিত আছে। এই পুঁথির শেষভাগে লিখিত আছে যে এই অনুবাদ-কার্য্যে তাঁহার ৬ মাস লাগিয়াছিল। এবং ইহা ২৯শে রমজান্ ১০৬৭ হিঃ সমাপ্ত হয়। মৎ-সংগৃহীত পাণ্ডুলিপিতে গ্রন্থখানির নাম "সির-উল-অসরার" লিখিত আছে। এই নাম Stewart সাহেবের তালিকায়ও (P. 53. XXII) পাওয়া যায়। কিন্তু Sir William Ouselyr' সংগ্রহ-তালিকায় (No 480), Cambridge, King's college লাইব্রেরীর ২১৭ নং পুস্তকে এবং Anquetil র অনুবাদে (Vol I, p. 6) ইহার নাম "সির অকবর" দেওয়া হইয়াছে। যাহা হউক, এই গ্রন্থে ৫০ খানি উপনিষদের অনুবাদ দেওয়া হইয়াছে। * (Anquetil Duperon) আঁকেতি দুপেরোঁ নামক একজন ফরাসী লেখক-কর্ত্তৃক এই পারসী অনুবাদের একটী লাটিন অনুবাদ প্রকাশিত হয়। নিম্নে তাঁহার পুস্তকের নাম দেওয়া হইল—

Oupnekhat (i. e. Secretum tegendum) opus ipsa in India rerissimum, Continens antiquam et arcanam doctrinam equatuor Sacris Indorum libris excerptam, ad verbum e

* উপনিষদগুলির নাম বাহুল্য ভয়ে দেওয়া হইল না। নিম্নলিখিত পুস্তকে নামগুলি উক্ত আছে। Colbrooke Essays, pp 91—98, weber, Indische Studien, Heft 1—2, & Vorbesugen pp 148—165.

Persico idiomate in Latinum Conversam, etc. Argentorati, 1801."

আমরা পূর্ব্বে দুপেরোঁর অনুবাদের উল্লেখ করিয়াছি। কাহারও কাহারও ধারণা যে দুপেরোঁর অনুবাদই অত্যন্ত সুন্দর। কিন্তু, আমাদের বিশ্বাস যে দুপেরোঁর অনুবাদের সারবত্তা কিছুই নাই। দারার পারসী অনুবাদ ও দুপেরোঁর লাটিন অনুবাদ পড়িয়া যাহা বুঝিয়াছি তাহাতে আমাদের ধারণা জন্মিয়াছে যে দুপেরোঁর সংস্কৃত ভাষায়তো দূরের কথা পারসী ভাষায়ও তাঁহার তাদৃশ ব্যুৎপত্তি ছিল না।

দুপেরোঁ তাঁহার অনুবাদের ভূমিকায় লিখিয়াছেন যে দারার গ্রন্থে অনেক সংস্কৃত শব্দ আছে; সুতরাং সাধারণের সুবিধার্থে তিনি একখানি সংস্কৃত অভিধান সঙ্কলন করিবেন। পারসীতে জের, জবর, পেষ প্রায়ই দেওয়া থাকে না—পাঠককে কোনও গতিকে বুঝিয়া লইতে হয়। কাফ্, গাফ্—দুইটী অক্ষরের কার্য্য প্রায়ই কাফের দ্বারা হইয়া থাকে। দুপেরোঁর কিরূপ সংস্কৃত শব্দজ্ঞান ছিল নিম্নোক্ত কয় ছত্র হইতে পাঠক বেশ বুঝিতে পারিবেন। তিনি "গর্গ" স্থানে 'kark' লিখিয়াছেন। এইরূপ—

গন্ধর্ব্ব	স্থানে	Kandherb
জ্ঞান	,,	Aghian
ঋক্	,,	Rak
যজুঃ	,,	Djedjr
বুদ্ধি	,,	Badia
অদিতি	,,	Adat
বায়ু	,,	Baib
বরুণ	,,	Baran

ইত্যাদি।

সংস্কৃত শব্দগুলি এইরূপ আকার ধারণ করিলে তাহার সংস্কৃত ভাষা যে কিরূপ আকার ধারণ করিবে তাহা আমাদের সামান্য বুদ্ধির অতীত। পারসী

সম্বন্ধে তিনি এরূপ বিদ্যার পরাকাষ্ঠা দেখান নাই, সত্য। কিন্তু, তাঁহার অনুবাদ সমীচীন হইয়াছে বলিয়া আমরা তাহা গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহি। আমরা নিম্নে "সির-উল-অসরার" গ্রন্থের ভূমিকার কিয়দংশ বাঙ্গলায় অনুবাদ করিয়া দিলাম। পাঠক ইচ্ছা করিলে মূলের সঙ্গে দুপেরোঁর অনুবাদ মিলাইবেন—দেখিবেন মূল পারসীর সঙ্গে তাঁহার অনুবাদের কতদূর সম্পর্ক! আমাদের অনুবাদ এই—

শ্রীগণেশায় নমঃ।

ক্ষমাশীল, কারুণিক পরমেশ্বরের নাম (গ্রহণ) পূর্ব্বক (নিবেদন)—যাঁহার আদি, রহস্যনিচয় (বিস্‌মল্লা) এই বাক্যে নিহিত বলিয়া ঈশ্বর প্রেরিত লেখকগণ (বিবেচনা করেন), যে ঈশ্বরের নাম ও ধন্যবাদ পবিত্র কোরাণের সমস্ত পুস্তকের আরম্ভ—সেই পুরুষের প্রশংসা,—সমগ্র স্বর্গদূত, ঈশ্বরাদিষ্ট ধর্ম্মগ্রন্থ সমূহ, সিদ্ধ পুরুষ সকল ও কুলপতি নিচয় সম্বলিত সেই রৌদ্র নামকেই লক্ষ্য করিতেছে।

যখন ঈশ্বর—ন্যস্তচিত্ত ভক্ত দারাশেকো সেই শ্রেষ্ঠ (পুরুষের) আশীর্ব্বাদে এবং তাঁহার স্বর্গীয় ইচ্ছার অসীম প্রভাবে, ১০৫০ হিজ্‌রায় কাশ্মীরে উপস্থিত হন, তাঁহার সহিত পণ্ডিতাগ্রগণ্য, শিক্ষকশ্রেষ্ঠ, সর্ব্বোচ্য-উপেদেষ্টা, নেতৃগণের পরিচালক, অদ্বৈত-বাদের সূক্ষ্মতত্ত্বজ্ঞ মোল্লাশাহ্‌র সাক্ষাৎ হয়। তিনি ঈশ্বরযুক্ত হউন্!

যেহেতু সেই কুমার নিরন্তর প্রত্যেক সম্প্রদায়ের পণ্ডিত ব্যক্তিদিগের সংসর্গে ও অদ্বৈতবাদের উচ্চ মত শ্রবণে আমোদ অনুভব করিতেন; যেহেতু তিনি সুফি দার্শনিকদিগের নানা গ্রন্থ পাঠ করিতেন, এবং এমন কি নিজেও কিছু কিছু লিখিয়াছিলেন; সেই জন্য অদ্বৈতবাদ-সম্বন্ধীয় মত সমুদ্ভাবনের তৃষ্ণা প্রতিদিনই তদীয় মনে বৃদ্ধি পাইত এবং তাঁহার মন এ চেষ্টায় নিরন্তর ব্যাপৃত থাকিত।

সেই রাজকুমার ইতঃপূর্ব্বেই প্রত্যেক সম্প্রদায়ের প্রাজ্ঞ জনগণের ধর্ম্মমত শিক্ষা ও ধারণা করিয়া বিশেষ প্রীতিলাভ করিয়াছিলেন এবং নানা স্থানে নানা

জনের নিকট একেশ্বর বাদিতার মত শ্রবণ করিয়া সুফি দার্শনিকদিগের বিবিধ ধর্ম্ম গ্রন্থ পর্য্যালোচনা করিয়াছিলেন এবং এমন কি নিজেও কয়েকখানি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধর্ম্ম গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। অসীম মহা সমুদ্র-সম একেশ্বরবাদিত্বের অনন্তবক্ষে বিচরণ করিয়া ও তাহার অগাধ গর্ভে মগ্ন হইয়া তাহার প্রকৃত তথ্য নির্ণয়ের তৃষা দিন দিন বলবতী হইতে লাগিল। এবং ক্রমশঃ তদ্বিষয়ে তাঁহার নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি এতই প্রবলা হইয়া উঠিল যে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ভগবানের কৃপা ভগবানের প্রতি অচলা ভক্তি ব্যতীত সেরূপ হওয়া অসম্ভব।

পবিত্র কোরাণের অধিকাংশ স্থলই দুর্ব্বোধ্য এবং তৎকালে কোরাণ বিশদ ভাবে ব্যাখ্যা করিয়া দিতে পারেন এরূপ লোকের অভাবপ্রযুক্ত তিনি যাবতীয় পবিত্র ধর্ম্মগ্রন্থ অধ্যয়ন করিবার সংকল্প করিলেন। এইরূপ সমুদায় ধর্ম্মগ্রন্থ অধ্যয়নের উদ্দেশ্য এই যে অনুক্ষণ ভগবানের বিষয় আলোচনা করিয়া তদ্গত চিত্ত ও তদ্ভাবাপন্ন হইতে পারিলে আর অন্যের সাহায্যের আবশ্যক হইবে না। যাবতীয় গূঢ় রহস্য স্বতঃই উদ্ভিন্ন হইবে এবং একখানি গ্রন্থে যে বিষয় অতি সংক্ষিপ্ত ভাবে উল্লিখিত হইয়াছে হয়ত গ্রন্থান্তরে তাহার বিস্তারিত ব্যাখ্যা পাওয়া যাইতে পারে। এই উদ্দেশ্যে তিনি ওল্ড্ টেষ্টামেণ্ট, সুসমাচারিক গ্রন্থনিচয় এবং মহম্মদীয় ধর্ম্মগ্রন্থ সকল মনোযোগ-সহকারে পাঠ করিলেন, কিন্তু ঐ সকল গ্রন্থে একেশ্বরবাদিতা এতই অস্পষ্ট ও জটিল ভাবে বর্ণিত যে পাঠককে ধাঁধার মধ্যে পড়িতে হয়। যে সকল গ্রন্থের ভাষা তিনি অজ্ঞাত ছিলেন বহু ভাষাবিদ্‌দিগকে বেতন দিয়া তিনি সেই সকল গ্রন্থ অনুবাদ করা ইয়া লইয়াছিলেন সে সকল অনুবাদও তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধির পক্ষে বিশেষ কিছু সহায়তা করে নাই।

তাহার পর হিন্দুস্থানের লোক যে সর্ব্বদাই একেশ্বরবাদিতার আলোচনা করিয়া থাকেন এবং হিন্দুদার্শনিকগণ (যাঁহারা নিজ নিজ মত প্রচার করিয়াছেন এই উভয় শ্রেণীর দার্শনিকগণই) যে ঈশ্বরের একত্ব অস্বীকার করেন না এবং তদ্বিষয়ে কোন আপত্তিও করেন না বরং ইহা স্বতঃসিদ্ধ বলিয়াই মনে করেন তাহা কোন্ সূত্র ধরিয়া, তাহাই নির্ণয় করিবার জন্য তাঁহার ইচ্ছা

হইল। আজ কালকার অজ্ঞ লোকেরা যাঁহারা হিংসাকারী ও অবিশ্বাসী যাঁহারা ঈশ্বরের একত্ব ও মহিমা স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হন এবং কোরাণ ও অন্যান্য সুপ্রমাণিত ধর্ম্মগ্রন্থের মতও প্রমাণ সকলের প্রতিবাদ করিয়াও দার্শনিক বলিয়া পরিচিত হন তাঁহারা ধর্ম্ম পথের কণ্টক স্বরূপ। হিন্দুস্থানের দার্শনিকগণ সে প্রকৃতির লোক ছিলেন না এরূপ তাঁহার ধারণা ছিল।

হিন্দুদার্শনিকদিগের গ্রন্থ নিচয় পাঠ করিতে করিতে তিনি জানিতে পারিলেন যে হিন্দুদিগের চারিখানি অতি পবিত্র গ্রন্থ আছে :—সে গ্রন্থ কয়খানির নাম ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ ও অথর্ব্ববেদ। এই গ্রন্থ কয়খানি স্বর্গ হইতে তৎকালিক ঈশ্বরপ্রেরিত লোকদিগের নিকট মর্ত্তে প্রেরিত হইয়াছিল। তাঁহাদের মধ্যে আদমই সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ। ধন্য আদম তুমি স্বর্গে গিয়াছ সেখানে চিরশান্তি ভোগ কর। সেই গ্রন্থ কয়খানি নীতি এবং উপদেশপূর্ণ এবং একেশ্বরবাদ অতি বিশদ ভাবে তাহাতে বর্ণিত হইয়াছে।

ধর্ম্ম কর্ম্ম, ঈশ্বর-চিন্তা ও ঈশ্বরের একত্ব ঐ সকল গ্রন্থে আলোচিত হইয়াছে এবং ঐ সকলের সার মর্ম্ম লইয়া উপনিষদ প্রণীত হইয়াছে। ব্যাখ্যা ও টীকা সমন্বিত উপনিষদ্ তৎসাময়িক মহাজনগণ—বিরচিত এবং লোকে উহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট ধর্ম্মগ্রন্থ বলিয়া অধ্যয়ন করিয়া থাকে।.....

দারাশেকোর উপনিষৎগুলির পারসী অনুবাদ সম্বন্ধে দু'এক কথা বলা আবশ্যক মনে করি। অনুবাদে মূলের সৌন্দর্য্যের যে হানি হয় তাহা নিঃসন্দেহ। দারার পারসী অনুবাদেও মূলের সৌন্দর্য্যের যথেষ্টই হ্রাস হইয়াছে। অনেক সময়, মূলের অর্থ, ভাব, উদ্দেশ্য অক্ষুণ্ণ রাখিতে গিয়া ভাব-বৈপরীত্য ঘটিয়াছে। বিশেষতঃ, কোরাণ ও উপনিষদের সামঞ্জস্য করিতে গিয়া হাস্য-রসের অবতারণা করিয়া ফেলিয়াছেন। স্থানে স্থানে সূক্ষ্মতত্ত্বাবলী বুঝিতেই পারেন নাই। বেদাদি হইতে সূত্রাদি উদ্ধার করিতে গিয়া দু'পাঁচটি ভুলও যে করেন নাই তাহাও নয়। ঋগ্বেদ হইতে সূত্র উদ্ধার করিতে গিয়া অথর্ব্ববেদের আশ্রয় লইয়াছেন। অষ্টমাবতার শ্রীকৃষ্ণ, যিনি বেদব্যাসের সমকালবর্ত্তী, তাঁহার নামও তিনি অথর্ব্ববেদ হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন। তবে

এরূপ ভ্রমের জন্য তাঁহার ততদূর দোষ না থাকিতেও পারে। কেননা যে বৎসর এই পুস্তকের অনুবাদ শেষ হয়, সেই বৎসরেই তাঁহার মৃত্যু ঘটে। যাহা হউক, দারার অনূদিত গ্রন্থ যে একখানি উপাদেয় গ্রন্থ তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহই থাকিতে পারে না। এই বার আমরা অন্যান্য গ্রন্থের কিঞ্চিৎ বিবরণ দিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

মজমা-উল-বহেরেন—এই গ্রন্থের ভূমিকায় গ্রন্থকার বলেন যে তিনি সুফিমত অবলম্বন করিয়াছেন। তিনি হিন্দু ফকিরদিগের সহিত কথোপকথনে বুঝিয়াছেন যে হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম্মের উদ্দেশ্য এক। তিনি হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম্মের সামঞ্জস্য-বিধানার্থ এই গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থের শেষে লিখিত আছে যে তাঁহার ৪০ বৎসর বয়ঃক্রম-কালে ১০৬৫ হিজরায় তাঁহার এই গ্রন্থ-প্রণয়ণ-কার্য্য শেষ হয়। (Munich Catalogue. ৪০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

বাবা লালদাস এবং দারাশেকোর হিন্দু ফকিরদিগের ধর্ম্মমত ও জীবন-বিষয়ক একখানি গ্রন্থ দারা কর্ত্তৃক রচিত হয়। ইহার রচনা কাল জানা যায় না। অধ্যাপক Palmer বলেন ইহার একখানি পাণ্ডুলিপি King's college library তে সংরক্ষিত আছে। পুঁথির সংখ্যা—১৪।

সফিনৎ-উল-অউলিয়া—ইস্‌লাম ধর্ম্মের আরম্ভ হইতে গ্রন্থকারের সময় পর্য্যন্ত যে সমস্ত প্রধান প্রধান সেখ ও পবিত্র ও ধার্ম্মিক ব্যক্তি জীবিত ছিলেন তাঁহাদের জীবনী এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট আছে। এ গ্রন্থে গ্রন্থকার আপনাকে দারা শেকো হনফি কাদিরি বলিয়া আখ্যাত করিয়াছেন। বস্তুতঃ, কাব্য-জগতে তিনি কাদিরি বলিয়াই বিখ্যাত ছিলেন।

ভূমিকায় লিখিত আছে যে প্রত্যেক সাধু ব্যক্তির নাম, জন্ম ও মৃত্যু তারিখ, সমাধিস্থানের নাম এবং অন্যান্য যাহা কিছু বিবরণ প্রাচীন ও অর্ব্বাচীন, গ্রন্থাদিতে তৎসমুদয় একত্র সমাবেশ করা এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য। তিনি আরও লিখিয়াছেন যে "নফহত্-উল-ন্সু" "তারিখে ইয়ফি" এবং "তবকতে সুলতানি নামক গ্রন্থে যাহা না পাওয়া যাইবে তাহাও ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। গ্রন্থ

শেষে উল্লেখ আছে যে ২৭শে রমজান ১০৪৯ হিঃ ইহা সমাপ্ত হয়। গ্রন্থে যাঁহাদের জীবনী লিখিত আছে তাঁহাদের নাম যথা—

প্রথম মহম্মদ এবং ১১ জন পরবর্ত্তী ইমাম। সলেমান ফারিসী, উবইস্ করণি, হসন বস্‌রি। মহম্মদ পুত্র কাসিম, ৪ জন ইমাম, আবু য়ুসুফ এবং মহম্মদ শাইবানি। শেখদিগের প্রধান প্রধান সম্প্রদায়ের মধ্যে এ গ্রন্থে যে যে সম্প্রদায়ের শেখদিগের নাম আছে তাহার তালিকা যথা—

১। মরুফ কর্‌খি (মৃত্যু-২০০ হিঃ) হইতে মিয়ান জিব (মৃত্যু-১০৪৫) পর্য্যন্ত কাদিরি সম্প্রদায়। [ইহাদিগকে অব্দ-উল-কাদিরের পূর্ব্বে "জয়ানইদি" বলা হইত]

২। নক্‌ষাবন্দী—[ইসা-দস্তামি-পুত্র বায়াজিদ তায়ফুরের সময় হইতে খাওয়জা সলিহ্‌র (মৃত্যু ১০৪৮ হিঃ) সময় পর্য্যন্ত ইহাদিগকে "তায়ফুর" বলা হইত]

৩। জইদ (মৃত্যু-১৭৭ হিঃ) পুত্র অব্দ-উল—ওয়াহেদ হইতে শেখ জলাল থানেশ্বরী (মৃত্যু-৯৪০ হিঃ) চিষ্‌তি বা কিষ্‌তি সম্প্রদায়। *

৪। অব্দ উল্লা নসস্‌জ-পুত্র আবু বেকার হইতে সুলতান ওয়ালদ—(মৃত্যু—৭১২ হিঃ) পর্য্যন্ত "কুব্‌রাবি" সম্প্রদায়। [নজম-উদ্দিন কুব্‌রা হইতে এই নামের উৎপত্তি]।

৫। মমশাদ্ দিনাবরি (মৃ—২৯৯ হিঃ) হইতে সিরাজুদ্দিন মহম্মদ শাহ্ আলম (মৃত্যু—আহ্‌মাবাদ ৪৪০ হিঃ) পর্য্যন্ত সুহ্‌রাবর্দ্দি সম্প্রদায়।

এই সফিনত্ অউলিয়ার লক্ষ্ণৌ প্রদেশে ১৮৭২ হিঃ একটী Lithograph সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সকিনত্-উল-অউলিয়া—সাধু মিয়ানজিব এবং তাঁহার শিষ্যবৃন্দের বিবরণ-সমন্বিত একখানি সুন্দর গ্রন্থ। দারা শেকো ভূমিকায় বলিয়াছেন যে তিনি ১০৪৯ হিঃ ২৫ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে, মহম্মদ শাহ্ লিসান উল্লা মাহক মিয়ান-

* দারা তাঁহার ভগিনী জহান্ আরাকে (বেগম সাহেব) সফিনৎ-উল-অউলিয়ার মতানুসারে "কিষ্‌তি"-ধর্ম্মমতে স্বয়ং দীক্ষিত করেন।

জিবের একজন প্রধান শিষ্যের নিকট কাদিরি সম্প্রদায়-সম্মত ধর্ম্মে দীক্ষিত হ'ন। ইঁহারই প্রভাবে তিনি ধন, সম্পদসম্মানাদি সত্ত্বেও অনতি-কাল মধ্যে প্রকৃত দরবেশের মনোবৃত্তি লাভ করেন। তিনি এই গ্রন্থ ১০৫২ হিঃ সমাপ্ত করেন।

মির মহম্মদ ও মিয়ানমির, মিয়ানজিবের অপর নাম। ইনি ৯৩৪ হিঃ সিন্ধুপ্রদেশস্থ সিবাস্তানে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম ছিল কাজি সাঁই দাতা (স্বামিদত্ত?)। ইঁহারা খলিফ উমরের বংশ বলিয়া পরিচিত। মিয়ানজিব লাহোরে ৬০ বৎসর ছিলেন। শাহ্‌জহাঁ তাঁহাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতেন। এই মহাত্মা ১০৪৫ * হিঃ লাহোরে দেহত্যাগ করেন। দারা শেকো ইঁহার সমাধির উপর একটী প্রকাণ্ড গম্বুজ নির্ম্মাণ করিয়া দেন।

এই গ্রন্থের নকলকারীর নাম শরফুদ্দিন মুলতালি।

আমাদের লিখিত বিবরণ হইতে পাঠকবর্গ বুঝিতে পারিবেন যে দারা শেকো অদ্বৈতবাদ ও সুফি মতের সামঞ্জস্য দ্বারা কিরূপে হিন্দু ও ইস্‌লাম ধর্ম্মের একতা স্থাপনের জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রপিতামহ অকবর শাহ্ ধর্ম্মসমন্বয়ের যে পন্থা প্রদর্শন করিয়াছিলেন দারা শেকো তাহাই সম্যক্‌রূপে প্রতিপাদনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। গভীর জ্ঞানপিপাসার সহিত অতুল বীরত্ব তাঁহাকে মোগল বাদশাহ্ জাদাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ করিয়া গিয়াছে। আমাদের মতে শাহ্‌জাহাঁর পর যদি দারা দিল্লীর সিংহাসনে উপবিষ্ট হইতেন, তাহা হইলে সম্ভবতঃ অল্পদিনের মধ্যে মোগল সাম্রাজ্যের পতন হইত না।

শ্রীঅমূল্যচরণ ঘোষ।

* পাদিশানামায় মিয়ানজিবের অন্তকাল ১০৪৪ বলিয়া লিখিত আছে।

—o—

মুতাক্ষরীণ ও মুস্তাফা।

"সৈয়র মুতাক্ষরীণ" নামক পারস্যগ্রন্থ ভারতবর্ষের খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর একখানি সুলিখিত ও প্রামাণিক ঐতিহাসিক গ্রন্থ বলিয়া প্রাচ্য ও প্রতীচ্য জগতে সমধিক খ্যাতিলাভ করিয়াছে। ইহাতে খৃষ্টীয় ১৭০৭ অব্দ হইতে ১৭৮৩ অব্দ পর্য্যন্ত অর্থাৎ বাদসাহ আওরঙ্গজেবের মৃত্যুকাল হইতে ওয়ারেণ হেষ্টিংসের শাসনকালের শেষ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষীয় ইতিহাসের অধিকাংশ ঘটনা সুন্দর ও সুবিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ভারতবর্ষের ইতিহাসের এই যুগ অতি সমস্যাময় সময়—এই যুগে সমস্ত ভারতবর্ষে যে ঘোর পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে, যে বিপ্লবের উপর বিপ্লবে ভারতবক্ষ বিধ্বস্ত হইয়াছে, অন্য কোন যুগের ঘটনাবলীর সহিত তাহা তুলনীয় নহে। এই যুগেই ইংরাজ-রাজত্বের প্রথম ভিত্তি সংস্থাপিত হয়, এবং ইংরাজ জাতির গৌরব সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। আওরঙ্গজেবের মৃত্যু, তাঁহার বংশধরগণের অকর্ম্মণ্যতা, মারহাট্টাজাতির অভ্যুদয়, নাদির ও আহম্মদের প্রবল আক্রমণে মোগলসাম্রাজ্যের ধ্বংস সাধিত হয়। গৃহবিবাদে মারহাট্টাসম্প্রদায়ের পতন হইতে থাকে; অবশেষে আহম্মদসাহের উপর্য্যুপরি ভীষণ আক্রমণের পর পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধে মারহাট্টা-বীর্য্য অস্তমিত হইল। আরকট ও বন্দীবাসের যুদ্ধে ফরাসীগৌরব বিলুপ্ত হওয়াতে ইংরাজের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল; মোগল ও মারহাট্টার পতনে, পলাশী ও বক্সারের যুদ্ধে সেই প্রাধান্য ভারতক্ষেত্রে শীর্ষস্থান অধিকার করিল। ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে ওয়ারেণ হেষ্টিংসের ভারতপরিত্যাগের প্রাক্কালে ইংরাজ-বিজয়ের রক্তরঙ্গে ভারতের বহুস্থান সুরঞ্জিত হইয়াছিল। সৈয়র মুতাক্ষরীণে এই যুগের বহু ঘটনার প্রামাণিক ইতিবৃত্ত সংগৃহীত হইয়াছে।

এই প্রকাণ্ড পুস্তকে শেষ সাতজন মোগলবাদসাহের রাজত্বকাল, বাঙ্গালাদেশে আলিবর্দ্দী ও সিরাজউদ্দৌলার নবাবী আমল, অযোধ্যা প্রদেশে সুজাউদ্দৌলা ও আসফউদ্দৌলার শাসনকাল এবং বাঙ্গালাদেশে ইংরাজদিগের

যুদ্ধবিগ্রহ—এই সকল বিষয়ের সুবিস্তৃত ইতিবৃত্ত আছে। কিন্তু এই সকল রাজত্বকালের বর্ণনা অপেক্ষা এই গ্রন্থে ভারতবর্ষের ও বাঙ্গালার যে সামাজিক ও রাজনৈতিক বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে, এ পুস্তক পাঠ করিলে দেশের অবস্থা ও দশের অবস্থার যে সুন্দর ও সজীব আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার মূল্য অত্যন্ত অধিক। এই গ্রন্থে যেরূপ ভাবে নবাবসরকারের অসংখ্য নিগূঢ়-রহস্য সাধারণ্যে প্রকাশ করিয়া দিয়াছে, নবাবগণের নিভৃত অন্দরমহলের উন্মুক্ত জীবন্ত চিত্র যেরূপ ভাবে লোক-লোচনের পথবর্ত্তী করিয়া দিয়াছে, তাহাতে পাঠক মাত্রেরই কৌতূহল উদ্দীপ্ত করে। যেখানে নির্ভীক লেখকের তীব্র সমালোচনায় নৃপতিবিশেষের বা কোন প্রধান ব্যক্তির চরিত্র চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে, যেখানে সুনিপুণ ঐতিহাসিকের সূক্ষ্মানুসন্ধানে অনেক দুর্ব্বোধ্য ঐতিহাসিক সত্য সরল ও সতেজভাবে প্রতিকৃত হইয়াছে, যেখানে উন্নতমনা লেখকের সরল ও সহৃদয় বর্ণনায় উচ্চভাব ও উচ্চভাষার সদ্ব্যবহার করা হইয়াছে, সে সকল স্থান পড়িতে পড়িতে বিস্মিত ও বিমোহিত না হইয়া পারা যায় না। যে স্থানে গ্রন্থকার বৃটিশশাসনের প্রারম্ভে ইংরাজগণের রাজ্যশাসন-প্রণালীর সুবিস্তৃত সমালোচনা করিতে গিয়া একে একে দ্বাদশটি কারণ উদ্ঘাটন পূর্ব্বক ইংরাজশাসনের অবিচার, অত্যাচার এবং অকৃতকার্য্যতা ও অনুপযোগিতার উল্লেখ করিয়াছেন, সে স্থলে প্রদত্ত বিবরণীর সম্পূর্ণ প্রামাণিকতার না হউক, গ্রন্থকারের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার প্রশংসা না করিয়া পারা যায় না।

এই পুস্তকে দেখি ওয়ারেণ হেষ্টিংসের শাসনকালে লোকের অবস্থা কিরূপে হীন হইতেছিল; আর যদি বর্ত্তমান সময়ের সহিত তৎকালীন সমগ্র বঙ্গবিহারের সাধারণ প্রজার অবস্থা তুলনা করি, তাহা হইলে তাহারা আমাদের অপেক্ষা কত সমৃদ্ধ ছিল, তাহা সহজে বুঝিতে পারি। মুসল্‌মান শাসকেরা বিশৃঙ্খলভাবে রাজস্ব আদায় করিয়াও তখন যে পরিমাণে অর্থসংগ্রহ করিতে পারিতেন, বর্ত্তমান সময়ে বৃটিশগবর্ণমেণ্টের সুনিপুণ ও সুপরিচালিত বিরাট শাসনপ্রণালী দ্বারাও তাহার শতাংশের একাংশ রাজস্ব আদায় হয় না। এক্ষণে যেরূপ

সোরা, লবণ, গাঁজা, আফিঙ্, ডাকবিভাগ, রেলওয়ে ও টেলিগ্রাম প্রভৃতি পন্থা হইতে গবর্ণমেণ্টের অর্থভাণ্ডার পূর্ণ হইতেছে, তখন এ সকল বিষয় হইতে এক কপর্দ্দকও সংগৃহীত হইত না। কিন্তু তখন জমির উৎপাদিকা শক্তি, উৎপন্নদ্রব্যের পরিমাণ, অর্থাগমের সুবিধা, এবং দেশে ধনাধিক্য এত ছিল যে লোকে স্বল্পায়াসে স্বল্প আয় করিয়া, তদ্দ্বারা বহুবিলাসে, সমৃদ্ধভাবে ও পরম সুখে জীবন যাপন করিত। রাজায় রাজায় বিবাদ, বিদ্রোহীর বিদ্রোহ ও নানা দেশে সৈন্যপরিচালনা প্রভৃতি অপ্রীতিকর ব্যাপার নিত্য সংঘটিত হইলেও, সে সব ব্যাপারে প্রজাকুলের ব্যাকুল হইবার আবশ্যকতা ছিল না, বা তদ্দ্বারা তাহাদের শান্তি বা বিলাসভঙ্গ করিত না। রাজধানীর উন্মুক্তসমুদ্রে বিদ্রোহ-পবনে যে প্রচণ্ড সমরতরঙ্গ সমুত্থিত করিত, নিভৃতপল্লীর দূরপ্রান্তে পৌঁছতে পৌঁছতেই তাহার ক্ষীণরেখা শান্তসলিলের সমতলে বিলীন হইয়া যাইত। সৈয়র মুতাক্ষরীণের পত্রে পত্রে এই সকল বিষয় পাঠ করিলে, মনে মনে যে হর্ষোৎপত্তি হয়, তাহাতে গ্রন্থকারের সামান্য দুই একটি দোষের বিষয় বিস্মৃত হইয়া তাঁহার প্রতি যুগপৎ ভক্তি ও প্রীতির সমুদ্রেক হয়। অসংখ্য অসংযোজ্য ঐতিহাসিক ঘটনা সংগ্রহ করিয়া, বিরাট ঐতিহাসিক পুস্তক প্রণয়ন করিতে গ্রন্থকারকে কত কষ্ট ও কত চেষ্টা করিতে হইয়াছিল, তাহাও আমাদের বিবেচনার বিষয়ীভূত না হইয়া পারে না।

সৈয়র মুতাক্ষরীণের গ্রন্থকর্ত্তার নাম সৈয়দ গোলাম হোসেন খাঁ। মহম্মদের দৌহিত্র হোসেনের বংশধরগণ "সৈয়দ" নামে পরিচিত হইয়া মুসলমান জগতে কিরূপ সম্মানিত হন, বঙ্গদেশে তাহা অবিদিত নাই। গোলাম হোসেন উচ্চবংশসম্ভূত এবং সুশিক্ষিত। বহু রাজনৈতিক ব্যাপারে তাঁহার সংশ্রব থাকিলেও তাঁহার জীবন প্রধানতঃ সাহিত্য ও জ্ঞানচর্চ্চায় অতিবাহিত হইয়াছিল, বলা যাইতে পারে। তিনি ১৭২৬ খৃষ্টাব্দ হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। যে সকল ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ মুতাক্ষরীণে স্থান পাইয়াছে, তাহার অধিকাংশই তিনি স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন, কতকগুলি ঘটনায় নিজেই সংশ্লিষ্ট ছিলেন, অবশিষ্ট স্বীয় আত্মীয় বা বিশ্বস্ত বন্ধু-

বর্গের নিকট হইতে সংগ্রহ করেন। পুস্তকের দুই এক স্থলে মাত্র কোন কোন পারস্য গ্রন্থের বা বৈদেশিক গ্রন্থোক্ত বিষয়ের উল্লেখ আছে। তন্মধ্যে পারস্য-গ্রন্থগুলি নিজে পড়িয়াছিলেন, এবং বৈদেশিক গ্রন্থোক্ত বিষয় সকল ইংরাজ বন্ধুর নিকট হইতে প্রাপ্ত হন। বিবৃত ঘটনাবলীতে সর্ব্বত্রই সত্যতার সুন্দর প্রমাণ রহিয়াছে। বিশেষতঃ এই জন্যই মুতাক্ষরীণ পাশ্চাত্য জগতে অত্যধিক আদরণীয় হইয়াছে।

গোলাম হোসেন তাঁহার পুস্তকের সর্ব্বস্থলেই একজন ধীর, সুবিজ্ঞ, সরল ও সুনিপুণ ঐতিহাসিকরূপে পরিচিত হন। সাধারণতঃ এতদ্দেশীয় প্রাচীন ঐতিহাসিকের ভাষা যেরূপ রূপক ও কল্পনাময় হয়, গোলাম হোসেনের ভাষা সেরূপ নহে। তাঁহার ভাষা অধিকাংশ স্থলেই সহজ, প্রাঞ্জল ও আড়ম্বরশূন্য। তাঁহার প্রত্যেক কার্য্যে ও কথায় সত্যতা ও স্বদেশভক্তির সুন্দর আভাস পাওয়া যায়। প্রকৃত ঘটনাবলী নিরপেক্ষ এবং অনতিরঞ্জিত ভাষায় প্রতিকৃত করিয়া দেখানই প্রকৃত ঐতিহাসিকের কার্য্য; মুসলমান ঐতিহাসিকদিগের মধ্যে আমরা গোলাম হোসেনে ইহার দৃষ্টান্ত দেখি। * তিনি ঘটনা সকল যেরূপ দেখিয়াছেন বা জানিয়াছেন, অবিকল সেইরূপ ব্যক্ত করিয়াছেন। অনেক স্থলেই তিনি নিজে যেরূপ অবিচলিত হইয়া, নিরপেক্ষ সমালোচনা দ্বারা স্বীয় গ্রন্থের পৃষ্ঠা সমলঙ্কৃত করিয়াছেন, তাহা মুসলমান লেখকের পক্ষে গৌরবের বিষয় সন্দেহ নাই। এ জাতীয় ইতিহাস য়ুরোপেও যে ধরণে লিখিত হয়, মুতাক্ষরীণও সেই ধরণে লিখিত। য়ুরোপীয় কোন ঐতিহাসিক মুতাক্ষরীণের গ্রন্থকার হইলেও তাঁহার লজ্জিত হইবার কোন কারণ ছিল না। †

* এ সম্বন্ধে গোলাম হোসেন স্বয়ং যাহা বলিয়াছেন, তাহার ইংরাজী অনুবাদ এই :—"It is the faithful historian's duty to bring to light whatever he knows with certitude. I shall take the liberty to assemble such events as are come to my knowledge and to speak of them precisely as they have happened without being biassed by either envy or love, and without flattering either side or party. * * * They (my readers) shall overlook all the blemishes of this history in favour of its sincerity and exactitude."

† It is written in the style of private memoirs in the most useful

যদি কোন সূক্ষ্মদর্শী সমালোচক পাশ্চাত্যতুলাদণ্ডে পরিমাণ করিয়া শতাব্দী পূর্ব্বে লিখিত মুসলমান ঐতিহাসিকের বিস্তীর্ণ পুস্তকে কোন দোষ উদ্ঘাটন করিতে সমর্থ হন, তাহা হইলে গ্রন্থকারের সময়, সুবিধা ও বিদ্যাবত্তার বিষয় বিবেচনা করিয়া সে সকল বিস্মৃত হইতে পারেন।

সৈয়র মুতাক্ষরীণের ইংরাজী অনুবাদই আমাদের বর্ত্তমান প্রবন্ধের অবলম্বন হইয়াছে। দুর্ব্বোধ্য ও দুষ্প্রাপ্য বিস্তৃত পারস্য গ্রন্থ পাঠ করা আমাদের সাধ্য বা সুবিধার আয়ত্তাধীন হয় নাই। তবে উক্ত অনুবাদ এত বিশ্বস্ত ও মূলানুবর্ত্তী যে মূল গ্রন্থের সাহায্য না লইলেও কার্য্যহানির সম্ভাবনা নাই। এমন কি পারস্যভাষাভিজ্ঞ সুবিখ্যাত ষ্টুয়ার্ট সাহেব স্বকীয় বাঙ্গালার ইতিহাস রচনার সময় মূল-গ্রন্থের আবশ্যকতা বোধ করেন নাই। *

উপরোক্ত অনুবাদক হাজি মুস্তাফা নামে পরিচিত। কিন্তু তাঁহার প্রকৃত নাম হাজি মুস্তাফা নহে। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে একটি ফরাসি পরিবার ঘটনাক্রমে তুর্করাজধানী কনস্তান্তিনোপলে বাস করিতেন। ১৭২৫ খৃষ্টাব্দে বা তাহার প্রাক্কালে এই পরিবারে মাসিও রেমণ্ড (M. Raymond) জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহারা জাতিতে ফরাসী দেশীয় খৃষ্টান হইলেও, তুর্কসংস্পর্শে কতকাংশে মুসলমান ভাবাপন্ন হইয়াছিলেন। যখন তাহার বয়স প্রায় ত্রিশ বৎসর হইবে, তখন রেমণ্ড ভাগ্যমৃগয়ান্বেষণে ভাগ্যভূমি ভারতবর্ষে আসিতেছিলেন। তিনি যে জাহাজে আসিতেছিলেন, তাহা দৈবক্রমে বিনষ্ট হওয়াতে কয়েকজন ইংরাজের সাহায্যে সে যাত্রা তাঁহার জীবন রক্ষা পায়। রেমণ্ড বঙ্গদেশে আসিয়া

and engaging shape which history can assume nor, excepting in the peculiarities which belong to the Mohomedan character and creed, do we perceive throughout its pages any inferiority to the historical memoirs of Europe. The Duc. De Sully, Lord Clarondon or Bishop Burnet. need not have been ashamed to be the authors of such a production—*General John Briggs*.

* "It bears such strong evidence of being a literal translation, that I did not think it requisite to search for the original." *Stewarts History of Bengal*. pp. xiii—iv

উপনীত হন এবং তত্রত্য নবাবের রাজধানী মুর্শদাবাদে স্বীয় অধিষ্ঠান নির্দ্দেশ করেন। সম্ভবতঃ এই সময়ে নবাব সিরাজ উদ্দৌলা বাঙ্গলার ভাগ্যবিধাতৃ পদে সমাসীন হইয়াছিলেন। রেমণ্ড মুর্শিদাবাদে ফীলখানা বা হস্তিশালার দারোগা ছিলেন। * নবাবের রাজধানীর জল বায়ু দোষে রেমণ্ড অল্পদিন মধ্যে বিলাস-স্রোতে ভাসমান হন এবং জনৈক মুসলমান রমণীর প্রেমকাঙ্ক্ষী হইয়া স্বধর্ম্মে জলাঞ্জলি দেন, এবং মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ পূর্ব্বক মুস্তাফা নাম ধারণ করেন। মুস্তাফা বিলাসী হইলেও অলস ছিলেন না; তিনি অল্পদিন মধ্যে পারসীক ও ইংরাজী ভাষায় সমধিক ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। এমন কি এক সময়ে বৈদেশিকদিগের মধ্যে মুস্তাফা, হেষ্টিংস এবং ভান্সিটার্ট ব্যতীত আর কেহই পারস্য ভাষায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন না। মুস্তাফা নানা কার্য্যে নানা ভাবে মুর্শিদাবাদ, কলিকাতা, পাটনা ও লক্ষ্ণৌ সহরে বাস করেন। তিনি পারস্য পুঁথি ও ভারতীয় অপূর্ব্ব সামগ্রী সমূহের বিশেষ সমাদর করিতেন। ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দে মুস্তাফা মক্কা মদিনা প্রভৃতি তীর্থ স্থান দর্শনার্থ যাত্রা করেন। ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে জেড্ডা ও মক্কা নগরে তাঁহার সমস্ত ধন রত্ন দস্যু কর্ত্তৃক লুণ্ঠিত হয়; ধনরত্ন অপেক্ষা দুর্ল্লভ পুস্তকগুলি অপহৃত হওয়াতেই তিনি অধিকতর দুঃখিত হইয়াছিলেন। মক্কা হইতে প্রত্যাগত হইয়া মুসলমানগণ হাজি নামে পরিচিত হন; এজন্য রেমণ্ডের নাম হইল হাজি মুস্তাফা। হাজি মুস্তাফা এবার লক্ষ্ণৌ সহরে অবস্থান নির্দ্দেশ করিলেন, এবং পুস্তকাদি সংগ্রহরূপ অনর্থক কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া সুন্দরী মহিলা পরিবৃত অন্দরমহল গঠনে অধিকতর মনোযোগী হইয়া পড়িলেন। কিন্তু তাঁহার জীবনগগনে তখন সন্ধ্যা সমাগত প্রায়; প্রৌঢ় বয়সে প্রেমবিলাসে যুবতীসঙ্গে লীলাখেলায় যে সমস্ত ফল হয়, তাঁহারও সে সকল ফল হইয়াছিল। † সমস্ত কথা তিনি খুলিয়া বলেন নাই, তবে তিনি যে মদ্যপায়ী

* মহারাজ নন্দকুমারের পত্র, "মুর্শিদাবাদ কাহিনী (দ্বিতীয় সংস্করণ), পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

† মুস্তফা নিজেই লিখিয়াছেন:—"Men on the decline of life who after abondoning the scheme of making a collection of books, jump at once into the project of making a collection of Female Beauties, must lay their account with cutting now and then a capital figure in certain adven-

ছিলেন না তাহা স্থানান্তরে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। * হেষ্টিংসের শাসন-কালে নায়েব দেওয়ান রেজা খাঁর সহিত মুস্তাফার এক ভীষণ বিবাদ হয়, তৎ-সময়ে তিনি দুর্ব্বৃত্ত রেজা খাঁর কুচরিত্র-কাহিনী বিস্তৃত বিবরণীতে ইংরাজ গবর্ণ-মেণ্টের গোচরে আনয়ন করেন। ক্রমে গবর্ণমেণ্টের চক্ষু ফুটিলে, ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের কারণসমূহ প্রকাশিত হইলে, রেজা খাঁ পদচ্যুত হন। এই সময়ে মুস্তাফা স্বীয় সন্তানদিগকে য়ুরোপে পাঠাইয়া স্বয়ং কলিকাতায় বাস করিতেছিলেন।

মুস্তাফা পারসীক, ইংরাজী ও ফরাসী এই তিন ভাষায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন। প্রায় ত্রিশ বৎসর যাবত ইংরাজ রাজ্যে, ইংরাজ সংস্পর্শে নানা রাজনৈতিক ব্যাপারে লিপ্ত থাকিয়া মুস্তাফা উক্ত ভাষায় এরূপ অভিজ্ঞতা লাভ করেন, যে স্যর উইলিয়ম জোন্স-প্রমুখ মহাত্মগণও তাঁহার ইংরাজী অনুবাদের বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন। পারস্যভাষায় তাঁহার অধিকার কত বেশী ছিল, তাহা যাঁহারা মুতাক্ষরীণের মূলগ্রন্থ পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা ভিন্ন কেহ বুঝিতে পারিবেন না। মূল মুতাক্ষরীণ সে সময়ে মুদ্রিত হয় নাই; হস্তলিখিত পুঁথিও দুষ্প্রাপ্য ছিল; তাহা হইতে দুর্ব্বোধ্য ভাষায় লিখিত পুস্তকের অবিকল ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশ করা কত দুরূহ ব্যাপার তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তির বিবেচ্য বিষয়।

মুস্তাফা ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে এই অনুবাদ সমাপ্ত করেন। তখন ওয়ারেণ হেষ্টিংস ভারতবর্ষ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ইংলণ্ডে গিয়াছেন; এই বৎসরই সুবিখ্যাত বাগ্মি-কুলগৌরব মহামতি এডমণ্ড বার্ক ওয়ারেণ হেষ্টিংসের ভারতশাসনের সমস্ত দোষোদ্ঘাটন পূর্ব্বক বৃটিশ পার্লিয়ামেণ্টে এক ভীষণ অভিযোগ উপস্থাপিত করেন। মুস্তাফা হেষ্টিংসের নিকট নানাভাবে সাহায্যপ্রাপ্ত ও অনুগৃহীত হইয়াছিলেন, এজন্য তিনি অনুবাদপুস্তক তাঁহারই নামে উৎসর্গ করেন। †

tures, which never fail to spring up in a house where youth and beauty are jumbled together with old age and wrinkles."

Preface to the translation of Seir Mutaqherin. p. 2.

* P. G. Vol. I. (Preface).

† মুস্তাফা স্বীয় নাম গোপন করিয়া "Nota Manus" এই গুপ্তনামে সৈয়র মুতাক্ষরীণের অনুবাদ বা Review of Modern Times নামক পুস্তক ওয়ারেণ হেষ্টিংসকে উৎসর্গ করেন।

গোলাম হোসেন ইংরাজদিগের নিকট সময়ে সময়ে যথেষ্ট সাহায্য পাইয়া তাঁহাদের সহিত সৌহৃদ্যসূত্রে আবদ্ধ ছিলেন; সম্ভবতঃ এই জন্যই ব্যক্তিগত-ভাবে হেষ্টিংসের কার্য্যপ্রণালীর কোনও তীব্র সমালোচনা তাঁহার পুস্তকে স্থান পায় নাই। মুসলমান ঐতিহাসিকের প্রামাণিক গ্রন্থের অনুবাদ পার্লিয়ামেণ্টে উপস্থিত হইলে, তৎসাহায্যে হেষ্টিংস স্বীয় পক্ষ সমর্থন করিবার যথেষ্ট সুবিধা পাইবেন মনে করিয়া, মুস্তফা ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসেই স্বীয় অনুবাদ পুস্তকের তিন খণ্ড হস্তলিখিত প্রতিলিপি ইংলণ্ডে প্রেরণ করেন। এই তিন খণ্ড প্রতিলিপিতে ৭৪০০ পৃষ্ঠা হইয়াছিল এবং তাহাতে দুই সহস্রেরও অধিক টাকা ব্যয় পড়িয়াছিল। পর বৎসর হইতে কলিকাতার কূপার কোম্পানির মুদ্রাযন্ত্রে উক্ত পুস্তকের মুদ্রাঙ্কণ আরম্ভ হইয়া ১৯ মাস পরে ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে উহা প্রকাণ্ড তিন ভাগে প্রথম প্রকাশিত হয়। তখন মুদ্রাযন্ত্র বর্ত্তমান সময়ের মত উন্নত বা সুলভ হয় নাই; এজন্য উক্ত পুস্তকের মুদ্রাঙ্কণ ব্যয় নির্ব্বাহ জন্য গ্রন্থকারকে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হইয়াছিল। এমন কি তিনি উক্ত ব্যাপারে যে ঋণগ্রস্ত হইয়াছিলেন, তাহা পরিশোধের জন্য তাঁহাকে পুস্তক বাসন ও অলঙ্কারাদি পর্য্যন্ত বিক্রয় করিতে হইয়াছিল। কিন্তু মুস্তাফার দুর্ভাগ্য এত বেশী যে ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে যে জাহাজে মুদ্রিত পুস্তকগুলি ইংলণ্ডে প্রেরিত হয়, তাহা পথি মধ্যে বিনষ্ট হওয়াতে ইংলণ্ডে তাহার একখণ্ডও যায় নাই। যে অল্প সংখ্যক পুস্তক কলিকাতায় বিতরিত বা বিক্রীত হইয়াছিল, তাহাই মাত্র মুস্তাফার গুরুতর পরিশ্রম ও অপরিমিত অর্থব্যয়ের স্মৃতি রক্ষা করিল। ইংলণ্ডে মুতাক্ষরীণের অনুবাদের বহুল প্রচার জন্য মান্দ্রাজের সৈনিক বিভাগের কর্ণেল জ্যন ব্রিগস্ সাহেব এক অনুবাদ প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করেন; ১৮৩২ খৃঃ অব্দে মারে কোম্পানি দ্বারা উহার একখণ্ড মাত্র প্রকাশিত হয়। ব্যালফোর নামক জনৈক সাহেব অন্য এক অনুবাদ প্রকাশিত করিয়াছিলেন বলিয়া শুনা যায়। জোনাথন স্কটস্ সাহেবও কতকাংশ মাত্র অনুবাদ করিয়াছিলেন। এতন্মধ্যে মুস্তাফার পুস্তকই সম্পূর্ণ, সুন্দর ও মূলানুবর্ত্তী। তাঁহার পুস্তক পড়িলে অনেকস্থলে অনুবাদ বলিয়া বোধ হয় না। তবে তাঁহার

ভাষা কিছু কঠিন ও আড়ম্বর পূর্ণ। ইহার এক কারণ এই যে অনুবাদ পুস্তকে এরূপ না হইয়া পারে না; দ্বিতীয় কারণ মুস্তাফা স্বয়ং ইংরাজ নহেন। মুস্তাফার পুস্তকের একটি বিশেষত্ব আছে; তাঁহার পুস্তক শুধু অনুবাদ নহে; তিনি নিজেও বহু রাজনৈতিক ব্যাপারে লিপ্ত থাকিয়া, তদানীন্তন অনেক ঘটনার বিশেষ সংবাদ জানিতেন, এবং তাহার ঐতিহাসিক অনুসন্ধানও কম ছিল না। তিনি গোলাম হোসেনের বর্ণিত অনেক ঘটনা প্রকৃত ইতিহাসের সহিত মিলাইয়া দেখিয়াছেন এবং অনেকস্থলে পুস্তকের নিম্নে যে টীকা বা টিপ্পনী সংযোগ করিয়াছেন, তাহাতে অনেক নিগূঢ় রহস্য উন্মুক্ত হইয়া পড়িয়াছে। তিনি স্বয়ং মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া মুসলমান ধর্ম্ম ও মুসলমান সমাজের অনেক তত্ত্ব অবগত ছিলেন। এজন্য গোলামহোসেনের পুস্তকের কোনস্থলে সামান্য মাত্র সাম্প্রদায়িক একদর্শিতা প্রকাশিত হইলেই মুস্তাফা উপযুক্ত সমালোচনা দ্বারা তাহা সংশোধিত করিয়া দিয়াছেন। যেখানে বর্ণিত ঘটনার মধ্যে কোনও অসঙ্গতি দেখা গিয়াছে, সেই স্থানেই মুস্তাফার সংযোজিত অংশে বহু সন্দেহ অপনীত করিয়া দিয়াছে। এই টীকাগুলি যেমন মৌলিক তেমন ইহাতে ঐতিহাসিক গবেষণার যথেষ্ট পরিচয় আছে। সুতরাং মুস্তফা কেবল অনুবাদক নহেন—তিনি ঐতিহাসিকও ছিলেন, ভ্রমপ্রমাদ মানুষমাত্রেরই থাকে; মুস্তাফার বর্ণনা স্থানে স্থানে একটু অতিরঞ্জিত হইলেও, সময় ও দৈশিক অবস্থার বিষয় ভাবিয়া তাহা বিস্মৃত হওয়া উচিত।

সম্প্রতি কলিকাতার ক্যাম্বে্র কোম্পানি প্রকাণ্ড চারিখণ্ড পুস্তকে মুস্তাফার অনুবাদ পুস্তকের এক সুবৃহৎ নূতন সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছেন। অনূন সার্দ্ধদ্বিসহস্র পৃষ্ঠায় এই বৃহদাকার পুস্তক সমাপ্ত হইয়াছে। বাঙ্গালীর গৃহে গৃহে এই পুস্তকের প্রচার হওয়া প্রার্থনীয়। *

শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র।

* মুতাক্ষরীণের গ্রন্থকার গোলামহোসেন স্বীয় পুস্তকে কোথায়ও নিয়মিত ভাবে স্বীয় জীবনচরিত লিপিবদ্ধ করেন নাই। প্রকৃত প্রস্তাবে গ্রন্থখানিও সময়ানুক্রমিক ভাবে লিখিত হয় নাই। তবুও সেই বিরাট গ্রন্থের নানাস্থান হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তথ্য সংগ্রহ করিয়া তাহা হইতে গোলাম হোসেনের জীবনবৃত্ত সম্বন্ধে যাহা কিছু জানা যায়, তাহা আমরা পাঠকবর্গকে উপহার দিবার চেষ্টা করিব। বর্ত্তমান বর্ষের "ভারতী" পত্রিকার "ঐতিহাসিক গোলাম হোসেন" শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

জগৎশেঠ।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

ফতেচাঁদ।

সরফরাজের ধ্বংসের পর আলিবর্দ্দি খাঁ মুর্শিদাবাদের সিংহাসনে অধিরূঢ় হন। তিনি যে উপায়ে মুর্শিদাবাদের সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন তাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। এক্ষণে সাধারণের অন্তঃকরণ হইতে তাঁহার প্রতি অপ্রীতি দুর করার জন্য তিনি সকলের সহিত সাধু ব্যবহার আরম্ভ করিলেন। সর্ব্বাগ্রে তিনি সরফরাজের পরিবারবর্গের প্রতি যারপরনাই সম্মান দেখাইয়া তাঁহাদের জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য সুচারুরূপ বন্দোবস্ত করিয়া দেন। নগরের ও রাজ্যের অন্যান্য লোকেরাও তাঁহার ব্যবহারে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া উঠে। সম্ভ্রান্ত লোক হইতে জনসাধারণ পর্য্যন্ত নূতন নবাবের ব্যবহারে অসীম প্রীতিলাভ করে। আলিবর্দ্দি খাঁ সিংহাসনে আরোহণ করিয়া প্রজাবর্গের কষ্ট বিমোচনের জন্য যারপর নাই যত্ন করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে হিন্দু মুসল্‌মানের বিশেষ কোন পার্থক্য ছিল না। ইতি পূর্ব্বে হিন্দুগণ কেবল রাজস্ব সংক্রান্ত বিষয়ে মুন্সীগিরি প্রভৃতি কার্য্যে নিযুক্ত হইতেন, নবাব আলিবর্দ্দির সময় তাঁহারা যুদ্ধ সংক্রান্ত বিষয়েরও ভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, বিশেষতঃ তিনি বাঙ্গালীদিগকে ঐরূপ পদ প্রদান করিয়া তাহাদের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। আলিবর্দ্দি খাঁর এইরূপ উদার ব্যবহারে তাঁহাকে বাঙ্গলার আকবর বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে। আলিবর্দ্দির পূর্ব্বে বাঙ্গলার কোন নবাব হিন্দু বাঙ্গালীদিগকে যুদ্ধসংক্রান্ত বিষয়ের ভার দিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায় না। তাঁহার এইরূপ আদর্শ ব্যবহারে লোকে তাঁহার এরূপ পক্ষপাতী হইয়াছিল যে, তিনি যে অসদুপায়ে বাঙ্গলার সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন তাহা ক্রমে বিস্মৃত হইয়া গেল। এইরূপে কি সম্ভ্রান্ত, কি জনসাধারণ, কি প্রজাবর্গ সকলের সহিত সদ্ব্যবহার করিয়া আলিবর্দ্দি খাঁ বাঙ্গলার আদর্শ নবাব বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন।

যে জগৎশেঠের সাহায্যে আলিবর্দ্দি খাঁ মুর্শিদাবাদের সিংহাসন লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতে তিনি কিছুমাত্র ত্রুটি করেন নাই। সেই বৃদ্ধ জগৎশেঠের পরামর্শে আলিবর্দ্দি খাঁ রাজ্যের অনেক সুবন্দোবস্ত করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার প্রতি নবাবের দিন দিন অনুরাগ বর্দ্ধিত হইতে থাকে। বিশেষতঃ আলিবর্দ্দির রাজ্য অন্তর্বিদ্রোহ ও বহিঃশত্রুদ্বারা বারম্বার আক্রান্ত হওয়ায় তিনি অশেষ প্রকারে বিপদগ্রস্ত হইয়া উঠেন। তাঁহার রাজত্ব কালের প্রথম হইতে প্রায় শেষ পর্য্যন্ত তাঁহাকে বিদ্রোহ দমন ও অন্যান্য যুদ্ধ সংক্রান্ত বিষয়ে লিপ্ত থাকিতে হইয়াছিল, রাজকোষের সমস্ত অর্থ প্রায় তাহাতেই ব্যয়িত হইত। এই জন্য তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে জগৎশেঠের নিকট হইতে সাহায্য গ্রহণ করিতে হইত। মহারাষ্ট্রীয় ও আফগানদিগের সহিত যুদ্ধে তাঁহাকে যেরূপ অর্থব্যয় করিতে হইয়াছিল, তাহাতে জগৎশেঠের সাহায্য না পাইলে তাঁহাকে যার পর নাই বিপন্ন হইতে হইত। মহারাষ্ট্রীয়গণের আক্রমণে রাজ্যমধ্যে যেরূপ হাহাকার বর্দ্ধিত হয়, প্রজাবর্গের যেরূপ সর্ব্বনাশ সাধিত হয়, ও জমীদারগণ যেরূপ হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া উঠে, তাহাতে রাজ্যের রাজস্ব-সংগ্রহ করা বড়ই কষ্টকর হইয়া উঠে। অথচ প্রতিনিয়ত নবাবকে যুদ্ধকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতেই হইয়াছিল, সেই সময়ে জগৎশেঠ নবাবকে অনেক সাহায্য করিয়াছিলেন। কেবল অর্থ দিয়া নহে, তিনি এই বিশৃঙ্খলময় রাজত্বে নবাবকে অনেক সদুপদেশ দিয়া তাঁহার অশান্ত চিত্তকে শান্তিময় করিতেন। ফতেচাঁদের এইরূপে পূর্ব্বাপর ব্যবহারে নবাব আলিবর্দ্দি খাঁর অনুরাগ তাঁহার প্রতি অত্যন্ত সুদৃঢ় হইয়া উঠে, এবং বৃদ্ধ জগৎশেঠও নবাবের সাধু ব্যবহারে যারপরনাই প্রীত ছিলেন।

আলিবর্দ্দি খাঁ সিংহাসনে আরোহণ করিয়া প্রথমতঃ স্ববংশীয়দিগকে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করেন, রাজস্ব দেওয়ান রায়রায়ান্ আল্‌মচাঁদের মৃত্যু হওয়ায় তাঁহার সহকারী চায়েনরায়কে উক্ত পদ ও উপাধি প্রদান করা হয়। চায়েনরায় মুর্শিদকুলী জাফর খাঁর জায়গীরের মোহরারের কর্ম্ম করিতেন। *

* তারিখ বাঙ্গলা।

তিনি অত্যন্ত বিশ্বাসীও ধার্ম্মিক হওয়ায় নবাব তাঁহাকে রাজস্ব দেওয়ানের পদে নিযুক্ত করেন। তিনি জগৎশেঠ ফতেচাঁদের সহিত পরামর্শ করিয়া রাজস্ব-সংক্রান্ত বিষয়ের সুন্দর বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। যে সময়ে বঙ্গভূমি অন্তর্বিদ্রোহ ও বহিঃশত্রুকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া নানারূপে বিপন্ন হইয়া উঠিয়াছিল, প্রজাবর্গের অশেষ অনিষ্ট সাধিত হওয়ায়, রাজস্ব আদায় বিষয়ে নানারূপ বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছিল, সেই সময়ে চায়েনরায় রাজস্ব দেওয়ান হইয়া প্রজা ও জমীদার বর্গকে সন্তুষ্ট রাখিয়া অনেক কৌশলে রাজস্ব আদায় করিতেন। নবাবের প্রতি সন্তুষ্ট থাকায় ও চায়েনরায়ের সুবন্দোবস্তে জমীদারেরা মহারাষ্ট্রীয় আক্রমণের জন্য অনেক সময় অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য জগৎশেঠ ফতেচাঁদের সুপরামর্শে চায়েনরায় অনেক সময়ে চালিত হইতেন।

সিংহাসনে আরোহণ করিয়া আলিবর্দ্দি খাঁ বিদ্রোহ দমনে প্রবৃত্ত হন। সরফরাজ খাঁকে নিহত করিয়া মুর্শিদাবাদের সিংহাসন লাভ করার সংবাদ শুনিয়া সরফরাজের ভগিনীপতি মুর্শিদকুলি খাঁ বিদ্রোহী হইয়া উঠেন। মুর্শিদকুলী উড়িষ্যার শাসনকর্ত্তার পদে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি আপনাকে স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করেন। আলিবর্দ্দি খাঁ তাঁহার বিরুদ্ধে যাত্রা করিলে তিনি প্রথমতঃ সন্ধির ইচ্ছা করিয়াছিলেন, কিন্তু পরিবারবর্গের পরামর্শে অবশেষে তিনি যুদ্ধ করিতে বাধ্য হন। যুদ্ধে পরাজিত হইয়া তিনি মছলীপত্তনাভিমুখে পলায়ন করেন। পুরুষোত্তমের রাজা অবশেষে তাঁহার পরিবার ও সম্পত্তি মুর্শিদকুলী খাঁর নিকট পাঠাইয়া দেন। আলিবর্দ্দি স্বীয় মধ্যম ভ্রাতুষ্পুত্র ও জামাতা সৈয়দ আহম্মদকে উড়িষ্যার শাসন কর্ত্তৃত্ব প্রদান করিয়া মুর্শিদাবাদে আগমন করেন। কিন্তু কিছুকাল পরে মুর্শিদকুলীর জামাতা মির্জাবকীর উড়িষ্যা অধিকার করিয়া সৈয়দ আহম্মদকে বন্দী করায়, আলীবর্দ্দিকে পুনর্ব্বার উড়িষ্যায় যাইতে হয়। তাঁহাকে পরাস্ত করিয়া তাহার হস্ত হইতে সৈয়দ্ আহম্মদের উদ্ধার সাধন করেন। পরে তিনি মুর্শিদাবাদ অভিমুখে যাত্রা করিয়া পথিমধ্যে মৃগয়ামোদ উপভোগ করিতেছিলেন, এই সময়ে শুনিতে পান যে, মহারাষ্ট্রীয়েরা বাঙ্গলায় উপস্থিত হইয়াছে। যদিও পূর্ব্বে তিনি ইহার কিছু

সংবাদ পাইয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে তিনি বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন নাই। তাঁহার অধিকাংশ সৈন্য পূর্ব্বে রাজধানী অভিমুখে যাত্রা করায়, তিনি যারপরনাই চিন্তিত হইয়া পড়েন। নবাব ক্রমে বর্দ্ধমানের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলে মহারাষ্ট্রীয়গণ সেই দিকে অগ্রসর হয়; এবং বর্দ্ধমানের চারিপাশে অগ্নি প্রদান করিয়া গৃহাদি ভস্মীভূত করিয়া ফেলে, সেইখানে উভয় পক্ষে কয়েকটী সামান্য যুদ্ধ হয়, এবং সন্ধ্যা হওয়ায় যুদ্ধ স্থগিত হয়। ইহার পর রাত্রিতে উভয় পক্ষের মধ্যে একবার সন্ধির প্রস্তাব হইয়াছিল। মহারাষ্ট্রীয় সেনাপতি ভাস্কর পন্ত নবাব আলিবর্দ্দি খাঁর নিকট ১০ লক্ষ টাকা চাহিয়া পাঠাইলে, নবাব তাঁহাকে কোনরূপ উৎকোচ প্রদানে অস্বীকৃত হন। অগত্যা উভয় পক্ষের মধ্যে যুদ্ধারম্ভ হয়। প্রভাত হইলে নবাব স্বীয় সৈন্যদিগকে উত্তেজিত করিয়া মহারাষ্ট্রীয়গণের প্রতি ধাবিত হন। মহারাষ্ট্রীয়েরা চতুর্দ্দিক হইতে নবাব সৈন্যকে আক্রমণ করিয়া বসে। নবাবের আফগান সেনাপতি যুদ্ধে ঔদাসীন্য প্রকাশ করায় নবাব বহুদূর অগ্রসর হইতে পারেন নাই, এবং সে দিবস সন্ধ্যা হওয়ায় যুদ্ধ হইতে উভয় পক্ষকে নিরস্ত হইতে হয়। উড়িষ্যার যুদ্ধে নবাব কতকগুলি আফগান সৈন্যকে বিদায় দেওয়ায় আফগান সৈন্যগণ তাঁহার উপর অসন্তুষ্ট হইয়া এইরূপ ঔদাসীন্য দেখাইয়াছিল। যাহা হউক নবাব তাহাদিগকে সান্ত্বনা করিয়া বিপক্ষদিগের সহিত যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হওয়ার পরামর্শ করিলেন। কিন্তু সে সময়ে নবাব সৈন্য চতুর্দ্দিক হইতে মহারাষ্ট্রীয়গণ কর্ত্তৃক বেষ্টিত হওয়ায় প্রথমতঃ তাহাদের ব্যূহ ভেদ করিয়া কাটোয়ার দিকে অগ্রসর হওয়ার প্রয়োজন ঘটিয়া উঠিল। যে দিবস তাঁহারা কাটোয়ার দিকে অগ্রসর হওয়ার পরামর্শ স্থির করেন, সেই দিবস রাত্রিকালে মহারাষ্ট্রীয়েরা তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া বসে। একটী অধিকৃত কামান নিকটস্থ বৃক্ষে সংলগ্ন করিয়া তাহারা নবাব সৈন্যের উপর গোলাবৃষ্টি আরম্ভ করে। এইরূপ আক্রমণে নবাব সৈন্যের মধ্যে মহা আতঙ্ক উপস্থিত হয়। গভীর রাত্রিতে তাহাদের আক্রমণ আরও ঘোরতর হইয়া উঠে। প্রাতঃকালে নবাবের আদেশে সৈন্যগণ কাটোয়াভিমুখে অগ্রসর হয়। তাহারা জগন্নাথের পথ ধরিয়া যাইতে আরম্ভ করে। নবাবের সমস্ত

সেনাপতি অতুল উৎসাহের সহিত যুদ্ধ করিয়া বিশেষরূপ কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। মুর্শিদকুলী খাঁর কর্ম্মচারী মীরহাবিব এই সময়ে নবাব সৈন্য মধ্যে ছিল, সে আহত হইয়া মহারাষ্ট্রীয়দের হস্তে বন্দী হয়, এবং পরে তাহাদের কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিল। সেনাপতিগণের উৎসাহে নবাব সৈন্যগণ যুদ্ধ পরিত্যাগ করে নাই সত্য, কিন্তু অনাহারে অনিদ্রায় পথকষ্টে ও রণক্লেশে তাহারা জীর্ণ শীর্ণ কঙ্কালাবশেষ হইয়া উঠিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে খাদ্য-দ্রব্যের যারপর নাই অভাব ঘটিয়াছিল। একদিবস আলিবর্দ্দি খাঁর অন্যতম প্রধান সেনাপতি মস্তাফা খাঁ কতকগুলি মহারাষ্ট্রীয়কে পরাজিত করিয়া তাহাদের কতকগুলি খাদ্যদ্রব্য অধিকার করায় সৈন্যেরা তাহা মহানন্দে ভোজন করিয়াছিল। এইরূপে কয়েক দিবস যুদ্ধ চলিয়াছিল। একদিন মহারাষ্ট্রীয়েরা প্রায় নবাবের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হয়। তাঁহার নিকট দুইটী প্রকাণ্ড হস্তী থাকায়, তাহারা এরূপভাবে আপনাদের শৃঙ্খল ঘুরাইতে আরম্ভ করে যে, মহারাষ্ট্রীয়েরা আর নবাবের নিকট অগ্রসর হইতে পারে নাই। সেই দিবস উক্ত হস্তীদ্বয়ের জন্য নবাবের প্রাণরক্ষা হইয়াছিল, এইরূপে নানারূপ কষ্টভোগ করিয়া কয়েক দিবস পরে নবাব সৈন্যগণ কাটোয়ায় উপস্থিত হয়। নবাব-সৈন্যের কাটোয়ায় উপস্থিতির পূর্ব্বে মহারাষ্ট্রীয়েরা তথায় উপস্থিত হইয়া তথাকার সমস্ত খাদ্যদ্রব্য অগ্নিসংযোগে দগ্ধ করিয়া ফেলে। নবাব সৈন্যগণ সেই দগ্ধাবশিষ্ট তণ্ডুল প্রভৃতি ভোজন করিয়া কোনরূপে জীবন রক্ষা করিতে সমর্থ হয়। এই ভীষণ আক্রমণে নবাবসৈন্যগণের যারপরনাই শোচনীয় অবস্থা ঘটিয়াছিল। অবিশ্রান্ত যুদ্ধে তাহাদের মধ্যে খাদ্যদ্রব্যের অভাব হইয়া পড়ে। যে গ্রামে তাহারা উপস্থিত হয়, মহারাষ্ট্রীয়েরা পূর্ব্বে তথায় উপস্থিত হইয়া সমস্ত শস্য অগ্নি সংযোগে ভস্মস্তূপে পরিণত করিত। পরিশেষে নবাব সৈন্য মধ্যে খাদ্যদ্রব্যের এরূপ অভাব ঘটে যে, তাহাদিগকে বৃক্ষপত্র, বল্কল, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি ভোজন করিয়া উদরপূর্ত্তি করিতে হইয়াছিল। মৃত জন্তুর মাংস পাইলে পরস্পরে কাড়াকাড়ি করিয়া কলহ আরম্ভ করিত, রাত্রিতে কেহ নিদ্রা যাইবার অবকাশ পাইত না। ক্রমাগত রাত্রিজাগরণে তাহাদের শরীর অত্যন্ত

শীর্ণ হইয়া উঠে। জগন্নাথের পথপার্শ্বস্থ বৃক্ষতলে ভূমিশয্যা অবলম্বন করিয়া তাহারা সামান্য মাত্র বিশ্রাম করিতে পাইত। আবার সেই সময়ে বর্ষার অবিশ্রান্ত বারিবর্ষণে তাহাদিগকে যৎপরোনাস্তি উৎপীড়িত হইতে হইয়াছিল। এইরূপ ভয়াবহ কষ্ট সহ্য করিয়া তাহারা কোন প্রকারে কাটোয়ায় উপস্থিত হয়। সেখানেও দগ্ধ শস্যরাশি তাহাদিগের আহার্য্য হইয়াছিল। পরিশেষে মুর্শিদাবাদ হইতে তাহাদের জন্য খাদ্যদ্রব্য প্রেরিত হয়। নবাব-সৈন্যের দুর্দ্দশা শ্রবণ করিয়া হাজী আহম্মদ মুর্শিদাবাদের যাবতীয় রুটীওয়ালার নিকট হইতে রুটী সংগ্রহ করিয়া অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যসহ নৌকাযোগে কাটোয়ায় পাঠাইয়া দেন। এই ভীষণ আক্রমণ হইতে নবাব-সৈন্যের আত্মরক্ষা বাঙ্গলার ইতিহাসের যে একটী স্মরণীয় ঘটনা তাহাতে সন্দেহ নাই। কিছুকাল কাটোয়ায় অবস্থিতির পর নবাব মুর্শিদাবাদাভিমুখে গমন করিবার ইচ্ছা করেন।

এই সময়ে বর্ষা উপস্থিত হওয়ায় মহারাষ্ট্রীয়েরা স্বদেশে যাইবার জন্য উদ্যোগী হয়; এবং তাহাদিগের মধ্যে অর্থাভাব ঘটিয়া উঠে। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে মীর হাবিব মহারাষ্ট্রীরদিগের হস্তে বন্দী হইয়া তাহাদের কার্য্যে নিযুক্ত হয়। মহারাষ্ট্রীয়দিগের অর্থাভাব দেখিয়া সে এক নূতন উপায়ের উদ্ভাবন করিল। মীর হাবিব ভাস্করের নিকট এইরূপ প্রকাশ করে যে, সে আলিবর্দ্দী খাঁর মুর্শিদাবাদে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে তথায় গমন করিয়া লুণ্ঠন দ্বারা অনেক অর্থ আনিয়া দিতে পারে। ভাস্কর তাহার প্রস্তাবানুযায়ী মীর হাবিবকে সহস্র সৈন্য প্রদান করেন। হাবিব কাটোয়া হইতে মুর্শিদাবাদের পথ পরিত্যাগ করিয়া অন্যপথ দিয়া দ্রুতগামী মহারাষ্ট্রীয় সৈন্যসহ মুর্শিদাবাদে উপস্থিত হইল। তাহারা প্রথমে ডাহাপাড়ায় উপস্থিত হইয়া নদীর পূর্ব্ব পারে আসিবার চেষ্টা করে, সে সময়ে মুর্শিদাবাদ প্রাচীর বেষ্টিত ছিল না। কাজেই নগরে প্রবেশ করিতে তাহাদের কোনরূপ অসুবিধা ঘটিল না। হাজী ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র নওয়াজিস্ মহম্মদ মহারাষ্ট্রীয়গণের বাধাপ্রদানে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু বিশেষরূপ কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। তবে নিজামত কেল্লার নিকট অনেক সৈন্য রক্ষা করিয়া বিপক্ষগণের গতিরোধ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। মীর হাবিব কেল্লার দিক্ পরিত্যাগ

করিয়া মুর্শিদাবাদের অন্যান্য স্থান লুণ্ঠন করিতে প্রবৃত্ত হয় ও স্থানে স্থানে অগ্নি লাগাইয়া দেয়। অবশেষে তাহারা মহিমাপুরে জগৎশেঠের কুঠীতে উপস্থিত হয়। জগৎশেঠ ফতেচাঁদ পূর্ব্বে বুঝিতে পারেন নাই, যে মহারাষ্ট্রীয়েরা এত শীঘ্র রাজধানীতে আসিয়া উপস্থিত হইবে। কাজেই তিনি স্বীয় গদী কোনরূপে সুরক্ষিত করেন নাই। মহারাষ্ট্রীয়গণের আগমন সংবাদ পাইয়া ফতেচাঁদ সতর্কতা অবলম্বনের চেষ্টা করিতে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যে তাঁহার গদীর অগাধ সম্পত্তি স্থানান্তরিত করার বা তৎসম্বন্ধে অন্য কোন উপায় অবলম্বন করার অবকাশ ঘটিয়া উঠে নাই। মীরহাবিব মহিমাপুরে উপস্থিত হইয়া গদী আক্রমণ করিয়া বসে ও তাহা লুণ্ঠন করিতে প্রবৃত্ত হয়। মহারাষ্ট্রীয়দিগের সুবিধার জন্য তাহারা মহিমাপুরের গদী হইতে দুই কোটী আর্কট মুদ্রা গ্রহণ করে। * অবশেষে রাজা দুর্লভরাম প্রভৃতিকে বন্দী করিয়া ও স্বীয় ভ্রাতাকে সঙ্গে লইয়া হাবিব মুর্শিদাবাদের পশ্চিম কিরীটকোণায় আসিয়া উপস্থিত হয়। পরদিবস আলীবর্দ্দী খাঁ মুর্শিদাবাদে আসিয়া পঁহুছেন। মহারাষ্ট্রীয়েরা দ্রুতবেগে কাটোয়াভিমুখে গমন করে। উক্ত দুই কোটী আর্কট মুদ্রায় জগৎশেঠদিগের বিশেষ কোনরূপ ক্ষতি হয় নাই। মুতাক্ষরীণকার বলেন যে উক্ত দুই কোটী টাকা শেঠদিগের নিকট দুই গুচ্ছ তৃণের সমান ছিল। এই লুণ্ঠনের পরও শেঠেরা প্রতিবার দরবারে কোটী টাকার দর্শনী প্রদান করিতেন। তৎকালে শেঠদিগের সম্বন্ধে এইরূপ প্রবাদ প্রচলিত ছিল যে, তাঁহারা ইচ্ছা করিলে টাকা দিয়া সুতীর নিকট ভাগীরথীর মোহনা বাঁধাইয়া দিতে পারিতেন। বাস্তবিক এই সময়ে শেঠদিগের গদীর কিরূপ শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল তাহা এই লুণ্ঠন ব্যাপার হইতেই সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা যায়। মহারাষ্ট্রীয়দিগের আগমনের পূর্ব্বে ধন রত্নাদি লুক্কায়িত করা সত্ত্বেও তাহারা দুই কোটী আর্কট মুদ্রা গ্রহণ করিয়াছিল এবং আর্কট মুদ্রারই প্রয়োজন থাকায় তাহারা উক্ত মুদ্রা আত্মসাৎ করে অন্য মুদ্রার প্রতি তাহারা তত লক্ষ্য করে নাই। আর্কট মুদ্রা গ্রহণের কারণ এই যে, দাক্ষিণাত্য প্রভৃতি স্থানে

* মুতাক্ষরীণ Vol. II.

তাহার প্রচলন অধিক ছিল; এবং মহারাষ্ট্রীয় সৈন্যের অধিকাংশই তত্তৎ প্রদেশ হইতে সংগৃহীত। ধন-রত্নাদি গোপন করার পরও যে গদী হইতে দুই কোটী আর্কট মুদ্রা অনায়াসলভ্য হইতে পারে, অন্যান্য মুদ্রা তাহাতে কি পরিমাণে ছিল" ইহাই অনুমান করিলে শেঠদিগের গদীর তাৎকালীন শ্রীবৃদ্ধির বিষয় সহজেই প্রতীত হইবে।

নবাব আলিবর্দ্দি খাঁ কাটোয়া পরিত্যাগ করিলে মহারাষ্ট্রীয়েরা কাটোয়ায় আপনাদিগের শিবির সন্নিবেশ করে, এবং ক্রমে ক্রমে ভাগীরথীর পশ্চিমপার্শ্বস্থ সমস্ত স্থান অধিকার করিয়া বসে। হুগলী হইতে রাজমহল পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূভাগ তাহাদের অধিকারভুক্ত হয়, সেই সময়ে ঘোরতর বর্ষা উপস্থিত হওয়ায় নবাব তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে সাহসী হন নাই। নবাবকে নীরব দেখিয়া মহারাষ্ট্রীয়েরা ভাগীরথী পার হইয়া পূর্ব্বতীরে মুর্শিদাবাদের নিকট পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া অনেক স্থান লুণ্ঠন করে ও তথাকার শস্যাদি বিনষ্ট করিয়া ফেলে। সেই সেই স্থানের অধিবাসীরা পলায়ন করিয়া অন্যান্য স্থানে আশ্রয় লইতে বাধ্য হয়। সম্রাট্ মহম্মদ সাহ রঘুজীর বাঙ্গলা আক্রমণ ও অধিকারের কথা অবগত হইয়া, রঘুজীর সৈন্যদিগকে বাঙ্গলা হইতে বিতাড়িত করিবার জন্য পেশওয়া বালাজী বাজীরাওকে অনুরোধ পত্র লিখিয়া পাঠান। এদিকে বর্ষার অবসানে নবাব আলিবর্দ্দি খাঁ অধিকতর সৈন্য সংগ্রহ করিয়া মহারাষ্ট্রীয়দিগকে আক্রমণের জন্য কাটোয়াভিমুখে অগ্রসর হন। ভাগীরথী ও অজয় পার হইয়া নবাব সৈন্য মহারাষ্ট্রীয়দিগকে আক্রমণ করে, তজ্জন্য অজয়ের উপরে নৌসেতু নির্ম্মাণ করিতে হইয়াছিল। যেরূপ কৌশলে নৌসেতু নির্ম্মাণ করিয়া নবাব মহারাষ্ট্রীয়দিগকে আক্রমণ করিয়াছলেন, সেরূপ সমরকৌশল অল্প যুদ্ধেই দৃষ্ট হইয়া থাকে। অজয় পার হইয়া নবাব সহসা কাটোয়ায় মহারাষ্ট্রীয়দিগকে আক্রমণ করিলে তাহারা এই আকস্মিক আক্রমণে ভীত হইয়া তথা হইতে প্রস্থান করে। নবাব ক্রমে তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া মহারাষ্ট্রীয়দিগকে দাক্ষিণাত্যাভিমুখে বিতাড়িত করিয়া দেন।

১৭৪৩ খৃষ্টাব্দে পেশওয়া বালাজী বাজী রাও বাঙ্গলায় উপস্থিত হন। তিনি

প্রথমতঃ বিহারে আগমন করেন, পরে তথা হইতে বাঙ্গলার দিকে অগ্রসর হইয়াছিলেন। এদিকে রঘুজী ভোঁসেলা ভাস্করের উত্তেজনায় নিজে বাঙ্গলায় উপস্থিত হইলে আলিবর্দ্দি দুই দল মহারাষ্ট্রীয় সৈন্যের আগমনে অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়েন। অবশেষে তিনি ভাগলপুরের নিকট বাজীরাওএর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে অনেক উপঢৌকনাদি প্রদান করেন, এবং দুইজনে মিলিত হইয়া রঘুজীর বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। পেশওয়া আজিমাবাদ প্রভৃতি প্রদেশের চৌথ গ্রহণের প্রস্তাব করিলে, নবাবকে অগত্যা স্বীকার করিতে হয়। পেশওয়া ও নবাবের মিলন শুনিয়া রঘুজী বাঙ্গলা পরিত্যাগের চেষ্টা করিতে প্রবৃত্ত হন, কিন্তু বালাজী রাও সহসা তাঁহাকে আক্রমণ করায়, তিনি পরাজিত হইয়া প্রস্থান করেন। ইহার পর অতি অল্পকালের জন্য বঙ্গভূমি মহারাষ্ট্রীয়দিগের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছিল।

অধিক দিন স্থিরভাবে অবস্থিতি করিতে না পারিয়া মহারাষ্ট্রীয়েরা পুনর্ব্বার ১৭৪৪ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গলায় আসিয়া উপস্থিত হয়। বর্ষার অপগমে ভাস্করপন্ত প্রায় দ্বাবিংশ সহস্র সৈন্যের সহিত উড়িষ্যা অতিক্রম করিয়া কাটোয়ায় আগমন করেন। নবাব মহারাষ্ট্রীয়দিগের পুনরাগমনে যারপরনাই চিন্তিত হইয়া পড়েন। ক্রমাগত যুদ্ধের পর যুদ্ধে তাঁহার সৈন্যগণ ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। তাঁহার প্রধান সেনাপতি মস্তাফা খাঁ কর্ম্ম পরিত্যাগের চেষ্টা করিতেছিলেন, নবাব তাঁহাদিগকে নানা প্রকার প্রলোভন দেখাইয়া বশীভূত করেন। এইরূপ নানা প্রকার গোলযোগে নবাব মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত পুনর্ব্বার যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া অসুবিধাজনক মনে করিতেছিলেন। তিনি কৌশলে এই শত্রুপক্ষের হস্ত হইতে নিষ্কৃতিলাভের উপায়াবলম্বনে প্রবৃত্ত হন। আলিবর্দ্দি খাঁ মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত সন্ধি করিবার জন্য ভাস্করের নিকট প্রস্তাব করিয়া পাঠান, ভাস্করও তাহাতে সম্মত হন। মুর্শিদাবাদ হইতে প্রায় ৬ ক্রোশ দক্ষিণে মণকরা নামক স্থানে সন্ধি-শিবির প্রতিষ্ঠিত করিয়া নবাব ভাস্করকে নিমন্ত্রিত করিয়া পাঠান ও তথায় সন্ধির সমস্ত বন্দোবস্ত হইবে এইরূপ স্থির হয়। নবাবের প্রকৃত মনোভাব কিন্তু অন্যরূপ ছিল। ভাস্কর নবাবের মনোগত ভাব বুঝিতে

না পারিয়া কতিপয় অনুচর সহ মণকরার শিবিরে উপস্থিত হইলেন। নবাবের ইঙ্গিত অনুসারে তাঁহার সৈন্যগণ ভাস্করকে খণ্ড বিখণ্ড করিয়া ফেলে। ভাস্করের অনুচরবর্গের মধ্যে কেহ বা আহত, কেহ বা নিহত হইলে, অবশিষ্ট কয়েক জন নদীতে ঝম্পপ্রদান করিয়া পরপারে উত্তীর্ণ হয়। অবশেষে মহারাষ্ট্রীয়েরা কাটোয়া পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। এই ভীষণ মহারাষ্ট্রীয় আক্রমণের জন্য বঙ্গভূমি বারম্বার বিপর্য্যস্ত হওয়ায় এবং অধিবাসিগণ উৎপীড়িত, হৃতসর্ব্বস্ব ও পলায়িত হওয়ায় সরকারের রাজস্বের অনেক ক্ষতি হইয়াছিল। বিশেষতঃ এই অবিশ্রান্ত যুদ্ধের ব্যয়ভার নির্ব্বাহের জন্য নবাবকে যারপর নাই অর্থাভাব অনুভব করিতে হইয়াছিল, কিন্তু যেখানে জগৎশেঠের গদী সরকারের সাহায্যের জন্য সর্ব্বদাই উন্মুক্ত রহিয়াছে, সেখানে অর্থাভাব কোথায়? তাই নবাবের অর্থাভাব উপস্থিত হইলেও তাঁহাকে অধিক দিন তাহার কষ্টভোগ করিতে হয় নাই। শেঠেরা প্রয়োজনানুসারে নবাবের সাহায্য করিয়া তাঁহাকে এই ভয়াবহ বিপদ হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন। এই শেঠবংশীয়দিগের সহিত মুর্শিদাবাদের নবাবগণের সম্বন্ধ যে কিরূপ প্রগাঢ় ছিল এই সমস্ত ঘটনা হইতে তাহা সুস্পষ্ট প্রতীত হইয়া থাকে।

এই বৎসর অর্থাৎ ১৬৪৪ খৃষ্টাব্দে * জগৎশেঠ ফতেচাঁদের মৃত্যু হয়। তাহার মৃত্যুর পর তদীয় পৌত্র ও শেঠ আনন্দচাঁদের পুত্র মহাতাবচাঁদ গদীতে উপবিষ্ট হন। ফতেচাঁদের বয়স অশীতি বৎসর হইয়াছিল। সেই বহুদর্শী বৃদ্ধ

* হণ্টার লিখিয়াছেন যে, ১৭৪৪ খৃষ্টাব্দে ফতেচাঁদের মৃত্যু হয়। ইহা কতদূর সত্য বলা যায় না, কারণ, আমরা মহাতাবচাঁদের জগৎশেঠ ফরমানে দেখিতে পাই যে মহাতাবচাঁদ সম্রাট আমেদ শাহার রাজত্বের প্রথম বর্ষে ১১৬১ হিজরী বা ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে জগৎশেঠ উপাধি প্রাপ্ত হন। ফতেচাঁদের মৃত্যুর ৪ বৎসর পরে এই উপাধি পাওয়ায় তাঁহার মরণাব্দ ১৭৪৪ কি না ইহাতে সন্দেহ উপস্থিত হয়। তবে যদি সেই সময়ে মহাতাবচাঁদের বয়স অধিক না থাকায় অথবা মহারাষ্ট্রীয় আক্রমণ ও আফগান বিদ্রোহের অশান্তির জন্য তাঁহার জগৎশেঠ উপাধি পাইবার বিলম্ব ঘটিয়া থাকে তাহা হইলে ১৭৪৪ খৃষ্টাব্দে ফতেচাঁদের মৃত্যু হওয়া অসম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। হণ্টার নিজামত দেওয়ান রাজা প্রসন্ননারায়ণ দেব বাহাদুরের দ্বারা তাৎকালিক জগৎশেঠের নিকট হইতে বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তজ্জন্য সন্দেহ থাকিলেও আমরা ১৭৪৪ খৃষ্টাব্দে ফতেচাঁদের মৃত্যু-বৎসর ধরিয়া লইলাম।

জগৎশেঠের মৃত্যুতে আলিবর্দ্দি খাঁ অত্যন্ত অভাব অনুভব করিতে লাগিলেন। যাঁহার সাহায্যে ও পরামর্শে তিনি ভাগ্যলক্ষ্মীর আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়া মুর্শিদাবাদের সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়াছিলেন, এবং মহারাষ্ট্রীয় আক্রমণরূপ ভীষণ বিপদ হইতে যিনি তাঁহাকে পদে পদে রক্ষা করিয়াছিলেন, তাঁহার অভাব যে যারপর নাই কষ্টকর তাহাতে সন্দেহ কি? কিন্তু অল্পকাল মধ্যে শেঠ মহাতাবচাঁদ নবাবের সে অভাবমোচনে সমর্থ হইয়াছিলেন।

ফতেচাঁদের ন্যায় প্রতিভাশালী কার্য্যদক্ষ ও সুচতুর ব্যক্তি অল্পই দৃষ্ট হইয়া থাকে, তিনি জগৎশেঠবংশীয়দিগের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন। আপন প্রতিভা ও ক্ষমতাবলে তিনিই প্রথমে "জগৎশেঠ" উপাধি লাভ করেন। মাণিকচাঁদ হইতে যে গদীর উন্নতি আরম্ভ হইয়াছিল, ফতেচাঁদের দ্বারা তাহা পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। বাদশাহ ও নবাব দরবারে তাঁহার অসীম প্রতিপত্তি ছিল। কেবল সরফরাজ খাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে যোগদান করিয়া তিনি আপনার নামকে কলঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন। তথাপি তিনি যে বহুগুণে গরীয়ান্ ছিলেন তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

ধর্ম্মনাশে সিপাহী-বিদ্রোহ।

খৃষ্টীয় ১৮৫৭ অব্দে বঙ্গভূমি হইতে যে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ উদ্গত হইয়া সমগ্র উত্তর ভারতবর্ষে প্রচণ্ড দাবানলের সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহার প্রলয়ঙ্করী কাহিনী অদ্যাপি ভারত ইতিহাসের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় বিঘোষিত হইতেছে। হিন্দু ও মুসলমানগণ একতাসূত্রে আবদ্ধ হইয়া কিরূপে এই বিদ্রোহের সূচনা করিয়াছিল ও স্ব স্ব জাতীয় সিপাহীগণের সাহায্যে কিরূপে ব্রিটিশসিংহকে উত্ত্যক্ত করিয়াছিল, যাঁহারা ভারতবর্ষের ইতিহাস পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা সকলেই সে বিষয়ের অল্পবিস্তর অবগত আছেন। কিন্তু কি নিমিত্ত এই মহাপ্রলয়াগ্নির উৎপত্তি হইয়াছিল, সে বিষয়ের নানা কারণ কল্পিত হইয়া থাকে। লর্ড

ডালহৌসীর রাজ্যগ্রাস-পিপাসা যে ইহার মূল কারণ, ইহাই সকলেই অনুমান করিয়া থাকেন। অযোধ্যা, সেতারা, পুনা প্রভৃতি রাজ্য বিপুল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সহিত অঙ্গীভূত করিয়া তিনি ভারতের রাজন্যবর্গের মধ্যে এক ভীষণ বিদ্বেষের সৃষ্টি করেন, এবং প্রত্যাখ্যাত রাজন্যবৃন্দ ইহার প্রতিকারের জন্য সুযোগ অন্বেষণে ব্যাপৃত হন। সেই সময়ে ধর্ম্মান্ধ হিন্দু ও মুসলমান সিপাহীগণ গব্য ও শৌকর চর্ব্বিমিশ্রিত টোটা কাটায় স্ব স্ব ধর্ম্মনাশের আশঙ্কায় কোম্পানীর বিরুদ্ধে উত্থিত হওয়ায়, প্রত্যাখ্যাত রাজন্যবর্গের সহিত তাহাদের মিলন সংঘটিত হয়। এই মিলনে তাহারা এই ভয়াবহ বিদ্রোহের অবতারণা করিয়াছিল। ইহাই সাধারণ কারণ বলিয়া কল্পিত হইয়া থাকে।

কিন্তু কাবুল ও ট্রান্সভাল বিজয়ী 'সিপাহী-জেনেরেল' লর্ড রবার্টস্ ও ঐতিহাসিক তথ্যানুসন্ধানপর ফরেষ্ট প্রভৃতি অনুমান করিয়া থাকেন যে, ঐ সমস্ত কারণ ব্যতীত কোম্পানীর শাসনকর্ত্তৃগণের কঠোর নীতিবলে হিন্দুদিগের ধর্ম্মসম্মত অনেক প্রথার রোধ হওয়ায় ও পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতায় ব্রাহ্মণদিগের অপরিসীম ক্ষমতার হ্রাস হওয়ায় জনসাধারণের মধ্যে এক মহা অশান্তির সৃষ্টি হইয়াছিল। এই অশান্তি ক্রমে হিন্দু বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ সিপাহীদিগের হৃদয়েও স্থান পাইয়াছিল। তাহার পর পুরাতন বন্দুকের পরিবর্ত্তে এনফিল্ড রাইফল প্রচলিত হওয়ায় তাহার টোটার জন্য যে সমস্ত উপকরণের প্রয়োজন হইয়াছিল, তাহা হিন্দু ও মুসলমান উভয় জাতীয় সিপাহীদিগের পক্ষে অপবিত্র হওয়ায় তাহারা কোম্পানীর বিরুদ্ধে উত্থিত হয়। ঐ সমস্ত কঠোরনীতি মুসলমানদিগের কোন প্রথার প্রতি তাদৃশ হস্তক্ষেপ না করায় তাহাদের উত্তেজিত হওয়ার বিশেষ কোন কারণ ছিল না। কিন্তু লর্ড রবার্টস্ বলিতে চাহেন যে, রাজস্ব বিষয়ের নূতন বন্দোবস্ত হওয়ায়, হিন্দু মুসলমান উভয় জাতিই কোম্পানীর বিরুদ্ধে বিদ্বেষভাব পোষণ করিতে আরম্ভ করে। এই বন্দোবস্তে কোম্পানীই প্রকৃত প্রস্তাবে জমীর অধিকারী হওয়ায় জমীদারবর্গ অসন্তুষ্ট হন। আমরা স্থানান্তরে দেখাইব যে, লর্ড রবার্টসের এ যুক্তি অকিঞ্চিৎকর। মুসলমান রাজত্ব অপেক্ষা ব্রিটিশ রাজত্বে জমীদারেরা যে জমী সম্বন্ধে উত্তমরূপ অধিকার

পাইয়াছিলেন, ইহাই আমাদের ধারণা। বিশেষতঃ বাঙ্গলা দেশে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রচলিত হওয়ায়, জমীদারদিগের অধিকার সুদৃঢ় হয়। যাহা হউক, লর্ড রবার্টস্ উক্ত মতের পোষণ করিয়া থাকেন। তাহার পর ডালহৌসীর রাজ্যবিস্তার প্রথা দেশীয় রাজন্যগণের মনে অশান্তির উদয় করায় এই বিদ্রোহের অবতারণা হয়। আমরা স্বতন্ত্র প্রবন্ধে লর্ড রবার্টসের এই সমস্ত যুক্তির আলোচনা করিব। বর্ত্তমান প্রবন্ধে ধর্ম্মনাশ-আশঙ্কায় কিরূপে সিপাহী-বিদ্রোহের অবতারণা হইয়াছিল আমরা তাহারই বিষয় আলোচনা করিতেছি।

যে সময়ে সিপাহীগণের মধ্যে অশান্তির সৃষ্টি হয়, সেই সময়ে কোম্পানীর সৈনিক বিভাগের কর্ম্মচারিগণ কেবল টোটাকাটাকেই ইহার মূল কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন নাই। তাঁহারা বলেন যে, ব্রাহ্মণগণ সিপাহীদিগের মধ্যে এইরূপ কথা প্রচার করিয়াছিলেন যে, কোম্পানী তাহাদিগকে খৃষ্টান করিবে। কেবল সিপাহীদিগের মধ্যে বলিয়া নহে, সাধারণের মধ্যে কোম্পানীর রাজত্বের বিরুদ্ধে যেন অশান্তির ভাব প্রকাশ পাইতেছে। রাণীগঞ্জ, বারাকপুর প্রভৃতি স্থানের কর্ম্মচারিগণের গৃহদাহ প্রভৃতি তাহার কারণ বলিয়া তাঁহারা নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। আইনবলে বিধবা-বিবাহ প্রথার অবতারণা হইতে হিন্দুদিগের মনে ধর্ম্মনাশের আশঙ্কা প্রবল হওয়ায় তাহারাই এই অশান্তির সৃষ্টি করিতেছে। অবশ্য টোটাকাটার কথাও ইহার সঙ্গে আছে। কিন্তু তাহা মূল কারণ নহে। মেজর জেনেরাল হিয়ার্সের লিখিত ১৮৫৭ সালের ২৮এ জানুয়ারি তারিখের একখানি পত্র হইতে আমরা এ বিষয় প্রথমে জানিতে পাই। * হিয়ার্সে বলেন যে, টোটাকাটার কারণ কর্ত্তৃপক্ষ শীঘ্রই দূরীভূত

* ("From Major-General J. B. Hearsey, C. B., Commanding the Presedency Divison, to Major W. A. J. Mayhew Deputy Adjutant-General of the army,—dated Barrackpore, 28th January 1857).

I beg leave to report, for the information of Government that, an ill-filling is set to subsist in the minds of the Sepoys of the regiments at Barrackpore. A report has been spread by some designing persons, most likely Brahmins or agents of the religious Hindu party in

করিবেন, ও তাহার ব্যবস্থাও হইয়াছে। কিন্তু যে অশান্তি দেশমধ্যে ব্যাপ্ত হইয়াছে, তাহাতেই সিপাহীদিগের ভাব পরিবর্ত্তন হইতেছে। তিনি বিধবা-বিবাহের বিরোধীদিগকে ইহার স্রষ্টা অনুমান করিয়াছিলেন ও কলিকাতার ধর্ম্ম-সভার লোকদিগের দ্বারা সিপাহীদিগের মধ্যে ধর্ম্মনাশের বিশেষতঃ তাহাদিগের

Calcutta, (I beleive it is called the Dhurma Subha,) that they (the Sepoys) are to be forced to embrace the Christian faith.

On this report was grafted as an overt act to cause them to lose caste, the destributing amongst them of ball cartridges for the new Enfield rifle, that had the paper forming them greased with the fat of cows and pigs.

2. I should not have allowed these idle and groundless rumours to have had any weight on my mind, knowing that the latter circumstance (regarding the cartridges) would be remedied as soon as reported to higher authority, and trusting to the well-known repugnance of all officers with Native regiments to act or do anything that could be construed into a wish or desire to interfere with the religious prejudices of the men under their command.

3. But the circumstance of a surgent's Bangalow being burnt down at Raneegunj, supposed to have been caused by an incendiary, [a wing of the second Regiment native (Grenadier) Infantry, from this station being now there], and also three incendiary fires having occoured at this station within the last four days ;—one, the electric telegrah Bangalow, and since then two Bangalows that were unoccupied, the second occouring only last night ; as also Ensign F. E. A. Chamier, thirty-fourth Regiment, Native Infantry, having taken a lighted arrow from the thatch of his own Bangalow ;—has confirmed in my mind that these incendiarism is caused by ill-affected men, who wish thus to make known or spread a spirit of discontent, and induced the Sepoys to believe they are all labouring under some grievance, which they have not the manliness to make known to their officers.

4. Perhaps those Hindus who are opposed to the marriage of widows in Calcutta are using underhand means to thowart Government in abolishing the restraints lately removed by law for the marriage of widows, and conceive if they can make a party of the ignorant classes in the ranks of the army believe their religion or religious

খৃষ্টান হওয়ার কথা প্রচারিত হইতেছে বলিয়া সন্দেহ করিয়াছিলেন। ধর্ম্মসভার সহিত সিপাহীবিদ্রোহের বিশেষ কোনরূপ সম্বন্ধ ছিল কিনা আমরা বলিতে পারি না। সৈনিক কর্ম্মচারিগণের এরূপ অনুমানের মূল কি তাহা অবগত হওয়ার উপায় নাই। যাহা হউক, এইরূপ ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া তাৎকালিক সৈনিক কর্ম্মচারিগণ সিপাহীদিগের পরিবর্ত্তে হিন্দু জনসাধারণের স্কন্ধে এই বিদ্রোহ-সূচনার ভার অর্পিত করিতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন।

prejudices, are eventually to be abolished by *force*, and by *force* they are all to be to made Christians and thus by shaking their faith in Government lose the confidence of their officers by inducing Sepoys to commit offences (such as incendearism) so difficult to stop to or prove, they will gain their object.

5. Brigadier Grant directed commanding officers of Regiments at this station the day before yester-day to parade their corps, and asked them if they had any grievance to complain of. Three of the officers have reported their men to be perfectly satisfied, and Colonel S. G. Wheler, Commanding the thirty-fourth Regiment, Native Infantry, assured the rumour so industriously circulated was false, aud the Native officers and men said they were satisfied, that it was so, but one Native officer respectfully asked if any orders had been received regarding the Enfield rifle cartridges. This he could not answer, as the letter permitting *Ghee* or other matirial to be used for that purpose by the men only arrived this morning. I have, however, directing its contents to be made known to every Regiment in the cantonment, and a copy to be sent to Colonel C. S. Ried, commanding Dum-Dum, for Major Bontein's information.

6. It is my purpose, should this uneasy filling not abate, to parade the brigade, and myself explain the absurdity of the notion that, any, the most distant, intention to interfere with their religion is comtemplated by Government.

7. I am sorry to add that I this morning heard that the officer, Commanding Her Majesty's fifty-third Regiment in Fort William wrote to the officer in command of the wing of that Regiment at Dum-Dum to warn a company to be ready to turn out at any moment, and had distributed to the men of the company ten rounds of balled ammunition,

এই সমস্ত বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া লর্ড রবার্টস স্থির করেন যে, ধর্ম্ম-নাশের আশঙ্কায় লোকের মনে অশান্তি উপস্থিত হওয়ায়, সিপাহীদিগের মধ্যেও তাহা প্রচারিত হইয়া পড়ে, পরে টোটাকাটার উপলক্ষে এই অগ্নি প্রজ্বলিত হয়। তিনি কেবল বিধবাবিবাহকে একমাত্র কারণ বলেন নাই; কিন্তু অনেক দিন হইতে হিন্দু সাধারণের মধ্যে যে এই অশান্তির বীজ রোপিত হইয়াছিল, তাহাই তিনি নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি ধর্ম্মনাশের আশঙ্কা সম্বন্ধে নিম্নলিখিত কয়েকটী কারণ স্থির করেন। সতীদাহপ্রচার রোধ, শিশুকন্যাবধ-নিবারণ, ব্রাহ্মণদিগের প্রাণদণ্ড, খৃষ্টান মিসনরিদিগের ধর্ম্মপ্রচারের চেষ্টা ও তাহাদের কর্ত্তৃক খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত ব্যক্তিগণের রক্ষা, বিধবাবিবাহ, পাশ্চাত্য শিক্ষার বিস্তার, স্ত্রীশিক্ষা, রেলওয়ে ও টেলিগ্রাফের বিস্তার, এবং জেল কয়েদী-দিগের মধ্যে প্রত্যেকের রন্ধন করা রহিত করিয়া প্রত্যেক জাতির জন্য একজন বা ততোধিক ব্যক্তির রন্ধনে জাতিনাশের আশঙ্কায় জনসাধারণের মধ্যে এই অশান্তির অগ্নি ধিকি ধিকি জ্বলিতে আরম্ভ হয়। * তাহার পর লর্ড ডালহৌসী

informing that officer that a mutiny had broken out at Barrackpore amongst the Sepoys !!! No copy of this letter or note was sent to Lieutenant Colonel C. S. Ried, Commanding at Dum-Dum, nor to Brigadier Grant, or to myself. I need not-enlarge on the great impropriety of such a proceeding as if it becomes known to the Sepoys, it will undoubtedly create an ill-filling amongst them." (Selections from State Papers preserved in the Military Dpt. 1857-58. Vol. I PP 4-6 W. Forrest)

* "The prohibition of *Sati* (burning widows on the funeral pyres of their husbands) ; the putting a stop to female infanticide ; the execution of Brahmins for capital offences ; the efforts of Missionaries and the protection of their converts ; the removal of all legal obstacles to the remarriage of widows ; the spread of western and secular education generally ; and more particularly, the attemtp to introduce female education, were causes of alarm and disgust to the Brahmins, and to those Hindus, of high caste whose social privileges were connected with the Brahmanical religion" * * * Railways and telegraphs were specially distasteful to the Brahmins : these evidences of ability and strength

দেশীয় রাজাদিগের ঔরসজাত পুত্র বা স্ববংশজাত উত্তরাধিকারীর অভাবে দত্তক-পুত্রকে উত্তরাধিকারী স্বীকার না করিয়া সেই সেই রাজ্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করায় তাহাও ধর্ম্মবিষয়ে হস্তক্ষেপের মধ্যে গণ্য হয়। * অবশ্য এই সমস্ত ধর্ম্ম-নাশের আশঙ্কা ব্যতীত অন্যান্য কারণও লর্ড রবার্টস নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ফরেষ্ট সাহেবও উহাদিগের কতকগুলিকে এই বিদ্রোহসূচনার মূল বলিয়া প্রকাশ করিয়া থাকেন। তিনি ক্যানিং ও ডালহৌসীর সময়ের ঘটনাগুলি উল্লেখ

were too tangible to be poohpoohed or explained away. Moreover railways struck a direct blow as the system of caste, for on them people of every caste, high and low, were bound to travel together. * * * nor was oppertunity wanting to confirm, apparently, the truth of their assertions. In the goal a system of messing had been established which interferred with the time, honour, custom of every man being allowed to provide and cook his own food. This innovation was most properly introduce as a matter of goal discipline, and due care was taken that the food of the Hindu prisoners should be prepared by cooks of the same or superior caste. Nevertheless, false reports were dissiminated, and the credulous Hindu population was led to believe that the prisoners food was in future to be prepared by men of inferior caste, with the object of defiling and degrading those for whom it was prepared. The news of what was supposed to have happened in the goals spread to town to town and from village to village, the belief grdually gaining ground that the people were about to be forced to embrace Christianity." (Robert's Forty-one years in India Vol. 1)

* "Another weighty cause of discontent, chiefly affecting the wealthy and influencial classes and giving colour that the Brahmin's accusations that we intended to upset the religion, and violate the most cherished custom of the Hindus, was Lord Dalhousies strict enforcement of the doctrine of the lapse of property in the absence of direct or collateral heirs and the consequent appropriation of certain Native States and the resumption of certain political pensions by the Government of India. This was condemned by the people of India as grasping and as an unjustfiable interference with the institutions of the country, and undoubtedly made us many enemies." (Forty-one years in India Vol. I).

করিয়া বলিতে চাহেন যে, বিধবাবিবাহ, রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ ও পাশ্চাত্য-শিক্ষার জন্য বিদ্যালয়স্থাপন প্রভৃতি হইতে অশান্তির সৃষ্টি হয়, এবং তৎসঙ্গে টোটাকাটা মিলিত হইয়া এই বিদ্রোহের অবতারণা করিয়াছিল। *

আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, তাৎকালিক সৈনিক কর্ম্মচারিগণ ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক এই ধর্ম্মনাশের আশঙ্কা প্রচারিত হইয়াছিল বলিয়া সন্দেহ করিয়াছিলেন, এবং তাঁহারা কলিকাতার ধর্ম্মসভার সভ্যদিগকে সন্দেহ করেন। লর্ড রবার্টস ধর্ম্মসভার প্রতি কোনরূপ মন্তব্য প্রকাশ না করিয়া ব্রাহ্মণ-সাধারণ কর্ত্তৃক যে অশান্তির সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহাই স্থির করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, বিটিশ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ঐ সমস্ত নীতি ও শিক্ষা প্রচারিত হওয়ায় ব্রাহ্মণদিগের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির হ্রাস হইবার সম্ভাবনায় তাহারা এই অশান্তি জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করিতে আরম্ভ করে। † ফরেষ্টও উক্ত মতের

* "An ancient and widely-spread custom has prohibited the Hindu widow from second marriage. During the administration of Lord Dalhousie, an Act which permitted her to marry again had been proposed and discussed, and it was passed by his successor. The permission for widows to marry again trenched upon to confirm the suspicion which had entered his mind that the Government wished to tamper with his creed. The establishment of telegraphs and railways, and opening of schools had created a filling of unrest in the land, and appeared to the orthodox to threaten the destruction of the social and religious fabric of Hindu society. The propagator of sedition and the fanatic, the two great enemies of our rule took advantage of the fieling of unrest and suspicion to raise the cry that a systematic attack was to be made on the ancient faith and customs of the people, and they pointed to the introduction of the grased cartridge as a proof of what they saw seduously preached" (Forrest's History of the Indian Mutiny Vol. I).

† Those arbiters of fate, who are untie then all powerful to control every act of their co-religionists social, religious or political, were quick to perceive that their influence was meanest, and that their sway would in time to be wrested from them, unless they could devise some means for overthrowing our Government. They knew full well that the groundwork of this influence was ignorance and superstition

অনুসরণ করেন। কিন্তু বাস্তবিক ব্রাহ্মণদিগের দ্বারা এই মতের প্রচার হইয়াছিল কিনা, এবং তাঁহারাই সিপাহীবিদ্রোহরূপ প্রচণ্ড দাবানলের সূচনা করিয়াছিলেন কিনা, ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ কেহই নির্দ্দেশ করিতে পারেন নাই। আমাদের দেশের যে সমস্ত ব্রাহ্মণগণ ধর্ম্ম বা শাস্ত্র লইয়া সময় অতিবাহিত করেন, এবং যাঁহারা ধর্ম্মকে প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তর মনে করেন, তাঁহারা ঐ সমস্ত ব্যাপারে দুঃখিত বা ক্ষুব্ধ হইতে পারেন সত্য, কিন্তু তাঁহারা যেরূপ নিরীহপ্রকৃতি তাহাতে তাঁহারা যে জনসাধারণের মধ্যে উত্তেজনার বীজ অঙ্কুরিত করিবেন ইহা আমরা কদাচ বিশ্বাস করিতে পারি না। দুঃখের বিষয়, লর্ড রবার্টস ব্রাহ্মণসাধারণকে তজ্জন্য দোষী স্থির করিয়াছেন। কিন্তু তিনি বোধ হয় বিস্মৃত হইয়া থাকিবেন যে, ব্রাহ্মণসাধারণ ঐ সমস্ত বিষয়ে অসন্তুষ্ট হইলেও, যাঁহারা ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টকে ঐরূপ নীতি ও শিক্ষা প্রচলনের জন্য অনুরোধ করিয়াছিল তাঁহারাও ব্রাহ্মণ ছিলেন। রাজা রামমোহন রায়ের যত্নে সতীদাহ রহিত হয়, এবং বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চেষ্টায় বিধবাবিবাহের আইন বিধিবদ্ধ হয়। ইঁহারা উভয়েই ব্রাহ্মণ ছিলেন। সুতরাং ব্রাহ্মণগণ আপনাদের ক্ষমতার হ্রাস হইবে বিবেচনায় যে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে লোকদিগকে উত্তেজিত করিয়াছিলেন, এরূপ অনুমান যুক্তিযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হয় না। যে সমস্ত ব্রাহ্মণ ইহার প্রতিবাদী ছিলেন, তাঁহারা উত্তেজনার প্রচার দূরে থাকুক, তাহার নাম শুনিয়াই শিহরিয়া উঠিতেন। কারণ, তাঁহারা শান্তভাবেই আপনাদের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করাই শ্রেয়ঃ মনে করিতেন। মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ পেশওয়াদিগের বংশধরের কথা স্মরণ করিয়া যদি লর্ড রবার্টস এইরূপ অনুমান

and they stood aghast at what they foresaw would be the inevitable result of enlightenment and progress. * * *
The fears and antagonism of the Brahmins being thus aroused, it was natural that they wish to see our rule upset, and they proceeded to poison the minds of the people with tales of the Government's determination to force Christianity upon them and to make them believe that the continuance of our power meant the destruction of all they held most sacred. (Forty-one year's in India Vol. I)

করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাহাতে কেবল ধর্ম্ম বা সামাজিক বিষয়ে হস্তক্ষেপ ছিল না, কিন্তু তাহার সহিত গূঢ় রাজনৈতিক সম্বন্ধও বিজড়িত ছিল।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি ও এক্ষণেও বলিতেছি যে, ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক এই অশান্তি-প্রচারের কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ বিদ্যমান নাই। ইহা তাৎকালিক সৈনিক কর্ম্মচারিগণের অনুমানমাত্র। লর্ড রবার্টস প্রভৃতিও অনুমানের উপর নির্ভর করিয়াই এইরূপ সিদ্ধান্ত করিতে চাহেন। তাঁহারাও এ বিষয়ে কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ উপস্থাপিত করিতে পারেন নাই। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট প্রাচীন প্রথাসমূহের প্রতি হস্তক্ষেপ করায় হিন্দুসাধারণের মধ্যে যে অশান্তির আবির্ভাব হইয়াছিল, ইহা আমরাও স্বীকার করিয়া থাকি, কিন্তু তজ্জন্য যে সিপাহী-বিদ্রোহের অবতারণা হয়, সে বিষয়ে আমরা বিশেষরূপ আস্থা স্থাপন করিতে পারি না। কারণ, তাহার কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ বিদ্যমান নাই। তবে হিন্দু সিপাহীগণও হিন্দু সাধারণের মধ্যে হওয়ায় তাহারা যে ধর্ম্ম ও জাতিনাশ আশঙ্কায় কিছু উত্তেজিত হইয়াছিল, ইহা অনুমান করা যাইতে পারে। লর্ড রবার্টসও বলেন যে, হিন্দুস্থানী সিপাহীদিগের মধ্যে এই জাতিনাশের আশঙ্কা প্রবল হইয়াছিল। * এই জাতিনাশের বা ধর্ম্মনাশের আশঙ্কায় হিন্দু সিপাহীগণ উত্তেজিত হইলেও মুসলমান সিপাহীগণের পক্ষে বলিবার কিছুই নাই। লর্ড রবার্টস রাজস্ব বন্দোবস্তের যে কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা যে অকিঞ্চিৎকর ইহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তবে যে কেবল ধর্ম্মনাশের আশঙ্কায় এই অগ্নি জ্বলিয়াছিল তাহা নহে, ইহার অন্য গূঢ় কারণও ছিল। সে কারণ, কোম্পানীর ব্যবসাদারী ও অত্যাচারপূর্ণ রাজত্ব! রাজস্ব ত সামান্য কথা, নানা প্রকার ট্যাক্সে ও অন্যান্য কারণে প্রজাসাধারণ উৎপীড়িত হওয়ায় এই অশান্তির সৃষ্টি হয়। আমরা, প্রবন্ধান্তরে ইহার আলোচনা করিব। অবশ্য ইহার সঙ্গে ধর্ম্মনাশের আশঙ্কাও বিজড়িত ছিল।

* "It has been made quite clear that a general belief existed amongst the Hindustani Sepoys that the destruction of their caste and religion had been finally resolved upon by the English as a means of forcing them to become Christians" (Forty-one years in India Vol I).

আমরা যতদূর জানিতে পারি, তাহাতে যে কারণে এই ভারাবহ বিদ্রোহ সহসা প্রজ্বলিত হইয়া উঠে, টোটাকাটাই তাহার প্রকাশ্য কারণ। পূর্ব্ব হইতে যে অশান্তির অগ্নি জনসাধারণের সহিত সিপাহীগণ হৃদয়ে পোষণ করিতেছিল, তাহাতে টোটাকাটার সংঘর্ষ উপস্থিত হওয়ায় এই অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। সুতরাং প্রকাশ্যভাবে টোটাকাটাই এই অগ্নির কারণ হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু ইহার গুপ্ত কারণ যে, অনেক ছিল তাহা অস্বীকার করার উপায় নাই। ধর্ম্মনাশের যে আশঙ্কা লইয়া এই বিদ্রোহের সূচনা হয়, প্রকাশ্যভাবে টোটাকাটাই তাহার কারণ দৃষ্ট হইয়া থাকে। তাহার অন্যান্য কারণ থাকিলেও তাহা আজিও প্রকাশিত হয় নাই। এই সম্বন্ধে যে সমস্ত সরকারী কাগজপত্র প্রকাশিত হইয়াছে তাহা হইতে জানা যায় যে, দমদমার একজন খালাসী জনৈক সিপাহীর নিকট জলপানার্থে তাহার লোটা প্রার্থনা করায় সিপাহী সে কি জাতি না জানাতে তাহাকে লোটা দিতে অস্বীকার করে। তাহার পর খালাসী উত্তর করে যে, শীঘ্রই তোমাদের জাতি যাইবে। কারণ, গব্য ও শৌকর চর্ব্বিমিশ্রিত টোটা তোমাদিগকে কাটিতে হইবে। * ইহার পর হইতে সিপাহীরা জানিতে

* "(From Lieutenant and Brevet Captain J. A. Wright Commanding the rifle instruction Depot, to the Adjutant of the rifle Instruction Depot —dated Dum-Dum, 22nd. January 1857).

"I have the honour to report for the information of Major Bontein, commanding the Depot, that there appears to be a very unpleasant feeling existing among the native soldiers who are here for instruction, regarding the grease used in preparing the cartridges, some evil disposed persons having spread a report that it consists of a mixture of the fat of pigs and cows.

2. The belief in this report has been strengthened by the behaviour of a *Khalasi* attached to the magazine, who I am told, asked a Sepoy of the second regiment Native (Grenadier) Infantry, to supply him, with water from his *lota*; the Sepoy refused, observing he was not aware of what caste the man was. *Khalasi* immediately rejoined—'you will soon lose your caste, as ere long you will have to bite, cartridges covered with the fat of pigs and cows'—or words to that effect.

পারে টোটার উপকরণে গব্য ও শৌকর চর্ব্বি মিশ্রিত আছে। তাহারা তাহাদের কর্ম্মচারিগণের নিকট ইহার তথ্যানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়, কিন্তু তাঁহারা অম্লান-বদনে উহা অস্বীকার করেন। পরে তাহারা অনুসন্ধানে জানিতে পারিয়া উত্তেজিত হইয়া উঠে। পুরাতন বন্দুক প্রচলন রহিত করিয়া এনফিল্ড রাইফল ব্যবহারের জন্য ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট সচেষ্ট হন। তজ্জন্য টোটা নির্ম্মাণের প্রয়োজন হওয়ায় ফোর্ট উইলিয়মে তাহার কারখানা স্থাপিত হয়, ও দমদমা, অম্বলা ও শিয়ালকোটে এক একটি গুদাম স্থাপিত হইয়া কলিকাতা হইতে সেই সেই স্থানে টোটার চালান যাইতে আরম্ভ হয়। দমদমা ও বারাকপুরের সিপাহীরা কলিকাতার কারখানার লোকদিগের নিকট হইতে টোটার প্রকৃত উপকরণের বিষয় অবগত হইয়া উত্তেজিত হইয়া উঠে ও এই বিদ্রোহের সূচনা করে। সুতরাং ধর্ম্মনাশের জন্য যদি বিদ্রোহের অবতারণা হইয়া থাকে, তাহা হইলে টোটাকাটাই যে তাহার প্রধান কারণ তাহা স্পষ্টরূপে বুঝা যাইতেছে। তবে সিপাহীদিগের মনে জনসাধারণের ন্যায় যে অন্যান্য কারণও অন্তর্নিহিত ছিল, তাহাও বিবেচিত হয়। কারণ, তাহারাও জনসাধারণের অন্তর্ভূত ব্যতীত বহির্ভূত নহে। কিন্তু সাধারণ লোকে যে, তাহাদিগকে উত্তেজিত করিয়াছিল ইহার বিশেষ কোন প্রমাণ নাই। তবে পরিশেষে অনেকে ইহাদের নেতৃত্ব

3. Some of the Depot men, in conversing with me on the subject last night, said that the report has spread throughout India, and when they go to their homes their friends will refuse to eat with them. I assured them (believing it to be the case) that the grease used is composed of mutton fat and wax; to which they replied—'It may be so, but our friends will not believe it; let us obtain the ingrideints from the bazar and make it up ourselves; we shall then know what is used, and be able to assure our fellow soldiers and others that there is nothing in it prohibited by our caste'

In conclusion I most respectfully beg to represent that the adopting the measure suggested by the men the possibility of any misunderstanding regarding the religious prejudices of the natives in general will be prevented.' (Selections from State Papers vol I.)

গ্রহণ করিয়াছিলেন। সে শেষ অবস্থার কথা, সূচনার কালে নহে। ধর্ম্ম-নাশই হউক, বা কঠোর শাসননীতিই হউক, কোম্পানীর রাজত্ব যে জনসাধারণের মধ্যে অশান্তির সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই অশান্তির ফলেই সিপাহী-বিদ্রোহের অবতারণা হইয়াছিল। তাহার বিষময় ফল প্রত্যক্ষ করিয়া শান্তিময়ী রাজরাজেশ্বরী ভিক্টোরিয়া স্বহস্তে রাজ্যভার গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে পুত্রনির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করিতে আরম্ভ করেন। এই শান্তিময় রাজ্যে যে আর কখনও কোনও বিদ্রোহের অবতারণা হইবে ইহা আমরা বিশ্বাস করি না। তবে আমাদিগের প্রতি রাজপুরুষদিগের অনুগ্রহ-দৃষ্টি আরও বিশদ হইলে ভাল হয়।

ধর্ম্মবিশ্বাসের উপর হস্তক্ষেপ হইলে যে লোকে হিতাহিত বিবেচনাশূন্য হয়, ইহা জগতের ইতিহাসে বিরল নহে। সকল জাতিই স্বধর্ম্মরক্ষার জন্য প্রাণপণে যত্ন করিয়া আসিয়াছেন। মুসল্‌মানগণের বিরুদ্ধে ইউরোপের ক্রুসেড বা ধর্ম্মযুদ্ধ তাহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। ভারতে ধর্ম্মের জন্য রাজপুতের যুদ্ধ ও ধর্ম্মের জন্যই মহারাষ্ট্রীয় ও শিখজাতির উৎপত্তি। সেই হিন্দুদিগের মধ্যে ধর্ম্মহানির সম্ভাবনা ঘটিলে তাহারা যে উত্তেজিত হইবে ইহাতে সন্দেহ কি? কিন্তু লর্ড রবার্টস প্রভৃতি সিপাহী-বিদ্রোহের উত্তেজনার জন্য যে ব্রাহ্মণদিগকে দোষী স্থির করিয়াছেন ইহা আমরা স্বীকার করি না। ধর্ম্মের জন্য হিন্দু সাধারণ যে বিচলিত হয়, সিপাহী-বিদ্রোহের পর সহবাসসম্মতির আইন বিধিবদ্ধ হওয়ার জন্য আমরা তাহা লক্ষ্য করিয়াছি। জানি না, লর্ড রবার্টস্ প্রভৃতির ন্যায় আমাদের রাজপ্রতিনিধিবর্গ সেই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী কি না। তাহা হইলে সহবাসসম্মতি আইনের সময় যে পূজ্যপাদ পণ্ডিতপ্রবর শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয় ও পূজনীয় বাল গঙ্গাধর তিলক প্রকৃত ব্রাহ্মণের ন্যায় প্রতিবাদের স্রোত প্রবাহিত করিয়াছিলেন, তাঁহাদের প্রতি গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি কিরূপ তাহাও বিবেচনার বিষয়। চূড়ামণি মহাশয় একরূপ সাধারণ আন্দোলন হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন, বিশেষতঃ রাজনৈতিক আন্দোলনের সহিত তাঁহার কোনই যোগ নাই। তিনি ধর্ম্মহানির আশঙ্কায় সাময়িক আন্দোলনেরই নেতৃত্ব

গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু বাল গঙ্গাধর তিলক উত্তরোত্তর রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দেওয়ায় তাঁহাকে যে নানারূপে নির্য্যাতিত হইতে হইয়াছে তাহাও প্রত্যক্ষ করিয়াছি। জানি না, রাজপুরুষদিগের হৃদয়ে তাঁহার প্রতি কিরূপ ভাব পোষিত হইতেছে। সহবাসসম্মতির আন্দোলনের জন্য অন্যের বিশেষ কিছু হউক বা না হউক হিন্দুসমাজের মুখপত্র বঙ্গবাসীকে কিন্তু নির্য্যাতন ভোগ করিতে হইয়াছিল। লর্ড রবার্টস্ প্রভৃতি সৈনিক কর্ম্মচারিগণ ব্রাহ্মণদিগের সম্বন্ধে যাহাই বলুন না কেন, শাসন-বিভাগের কর্ম্মচারিগণ তাঁহাদিগকে অন্য চক্ষে দেখিয়া থাকেন। তাঁহারা তাঁহাদিগকে শান্তপ্রকৃতিই বলিয়াই জানেন। তাঁহারা ব্রাহ্মণদিগের ক্ষমতাকে শারীর বলের ফল না বলিয়া—বংশানুগত জ্ঞানালোচনা ও আত্মসংযমের ফল বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। ভারতে কত জাতির অভ্যুদয় ও বিলোপ সাধিত হইল, কত রাজবংশের উত্থান-পতন হইল। কত ধর্ম্ম প্রচারিত ও অন্তর্হিত হইল, কিন্তু পুরাকাল হইতেই ব্রাহ্মণগণ যে হিন্দু সমাজের নেতা হইয়া আসিতেছেন, ইহা তাঁহাদের বংশগত জ্ঞানালোচনা ও আত্মসংযমেরই ফল। * যাঁহারা জ্ঞানে গরীয়ান্ ও আত্মসংযমে অটল তাঁহারা যে সিপাহী-বিদ্রোহের ন্যায় গরলের সৃষ্টি করিবেন ইহা আমরা কদাচ বিশ্বাস করিতে পারি না। বৌদ্ধ, পাঠান ও মোগলের ধর্ম্মের প্রবল আঘাত সহ্য করিয়া যাঁহারা অটলভাবে আপনাদের অস্তিত্ব রক্ষা করিয়াছেন, তাঁহারা যে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সামান্য নীতিতে বিচলিত হইবেন ইহা একেবারেই অবিশ্বাস্য।

* "He is an example of a class becoming a ruling power in a country, not by force of arms but by vigour of heridatory culture and temperance. One race has swept across India after another, dynasties have risen and fallen, religions have spread themselves over the land and disappeared. But since the dawn of history, the Brahman has calmly ruled; swaing the minds and receiving the homage of the people, and accepted by foreign nations as the highest type of Indian mankind." (Hunter).

সাময়িক-প্রসঙ্গ।

রুষ-জাপান যুদ্ধ—আর্থার বন্দরের পতনের পর হইতে রুসিয়া ও জাপান মুকডেনের নিকট সৈন্য সমবেত করিয়াছিলেন, তাঁহারা বিপুল উৎসাহে পরস্পরে পরস্পরকে মথিত করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইতেছিলেন। তাহারই ফলে গত ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ ভাগে মুকডেনের নিকট এক ভয়াবহ সংগ্রাম হইয়া গিয়াছে। পৃথিবীর ইতিহাসে এ যুদ্ধের তুলনা নাই। সাহোতীর হইতে আরম্ভ করিয়া মুকডেন পর্য্যন্ত প্রায় ৫০ ক্রোশ ব্যাপিয়া এই ভীষণ যুদ্ধ চলিতে থাকে। ২৩এ ফেব্রুয়ারি হইতে আরম্ভ করিয়া প্রায় দুই সপ্তাহের অধিককালও এই লোকধ্বংসকর যুদ্ধ অবিরামগতিতে চলিয়াছিল। সুখের বিষয় এই যুদ্ধেও জাপান জয়লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। এই যুদ্ধে উভয়পক্ষের অনেক বীর চিরদিনের জন্য ধরণীক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। জাপান অপেক্ষা রুসিয়ার হতাহত যোদ্ধৃগণের সংখ্যা অনেক অধিক। মুকডেনের বিশ্ববিখ্যাত যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া জাপান জগতে আপনার অজেয় নাম প্রচার করিয়াছেন। অনেকে এত দিন মনে করিয়াছিলেন যে, মুকডেনের যুদ্ধের ফলাফল না দেখিলে জাপানের জয়লাভসম্বন্ধে চূড়ান্ত মীমাংসা করা যায় না। এক্ষণে আমরা জিজ্ঞাসা করি যে, এবারও কি জাপানের জয়লাভের চূড়ান্ত মীমাংসা হয় নাই? যদি নাই হইয়া থাকে, তাহা হইলে কবে যে ইহার চূড়ান্ত মীমাংসা হইবে তাহা তাঁহারাই বলিতে পারেন। মুকডেনের যুদ্ধের পর রুস সৈন্য হার্বিন অভিমুখে পলায়ন করে। টাইলিং নামক স্থানে আর একটি যুদ্ধ হয়, তাহাতেও জাপান জয়লাভ করিয়াছেন। ফলতঃ উত্তরোত্তর প্রত্যেক যুদ্ধে এরূপ জয়লাভ জগতের কোন জাতির ইতিহাসে দেখা যায় না। মাতৃপূজার মহামন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া জাপান যে দৃঢ়ব্রত গ্রহণ করিয়াছে, তাহারই ফলে বিজয়-লক্ষ্মী প্রতিবারেই তাহার মস্তকে জয়মাল্য নিক্ষেপ করিতেছেন। ধন্য জাপান! আজ তোমার কৃতিত্বে জগৎ মুগ্ধ!

কার্জ্জন-প্রতিবাদ-সভা—আমাদিগের মহামতি রাজপ্রতিনিধি লর্ড কার্জ্জন বাহাদুর গত ১১ই ফেব্রুয়ারি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি বিতরণ উপলক্ষে প্রাচ্য জাতিদের অপেক্ষা প্রতীচ্যেরা অগ্রে সত্যনিষ্ঠার আদর করিতে শিখে, এই কথা গুরু গম্ভীরস্বরে উচ্চারণ করিয়া দেশমধ্যে এক বিরাট্ আন্দোলনের সৃষ্টি করিয়াছেন। নানা কারণে দেখা যাইতেছে যে লর্ড কার্জ্জন বাহাদুরের ইদানীং যেন অনেক বিষয়ে ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিতেছে। সে দিন মন্ত্রিসভায় বিশ্ববিদ্যালয় আইনের সংশোধন বিধির আলোচনা কালে মাননীয় গোখেল মহোদয়ের ওজস্বিনী বক্তৃতা ও স্পষ্টবাদিতা শুনিয়া তাঁহার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটে, তাহারই পর তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি বিতরণ উপলক্ষে উক্ত মন্তব্য প্রকাশ করেন। সংবাদ পত্রাদিতে ইহার আলোচনার পর ২০এ মার্চ্চ কলিকাতার টাউন হলে তাঁহার মন্তব্যের ও সাধারণ শাসননীতির এক বিরাট্ প্রতিবাদ সভা হয়। তাহাতে ডাক্তার রাসবিহারী ঘোষ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সে দিবস সভাপতির বক্তৃতা ব্যতীত অন্য কেহ বক্তৃতা-মঞ্চে দণ্ডায়মান হন নাই। সভাপতির যুক্তিপূর্ণ ধীর প্রতিবাদে সকলেই চমৎকৃত হইয়াছিলেন। এমন কি ইংরেজী সংবাদ-পত্র সমূহও তাঁহার বক্তৃতার অজস্র প্রশংসা করিয়াছেন। এইরূপ প্রতিবাদে যে ফল হয়, তাহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। কার্জ্জন বাহাদুর আপনাদের সত্যনিষ্ঠা সম্বন্ধে যতই বলুন না কেন, তাঁহাদের প্রতীচ্য জগৎ সভ্যতার আলোক-দর্শনের পূর্ব্বে এই প্রাচ্যদেশেই যাবতীয় নীতির প্রচার হইয়াছিল। গ্রীসীয় ও রোমক সভ্যতার পূর্ব্বে যে ভারতীয় সভ্যতা জগতে নীতির আলোক প্রকাশ করিয়াছিল, ইহা ঐতিহাসিক সত্য। তবে কেহ কেহ মিসরীয় সভ্যতাকে প্রাচীনতম বলিয়া থাকেন, কিন্তু সে বিষয়ে মতসামঞ্জস্য নাই। তাহা হইলেও মিসর প্রাচ্যের মধ্যে পড়িবে কি প্রতীচ্যের মধ্যে পড়িবে তাহাও আলোচনার বিষয়। এ সব বিষয়ে তর্ক বিতর্ক থাকিলেও অন্ততঃ লর্ড কার্জ্জন বাহাদুরের স্বজাতিগণের বন্য-ভাব দূর হইবার পূর্ব্বে এই ভারতবর্ষ হইতে "অশ্বমেধ সহস্রঞ্চ সত্যঞ্চ তুলয়া ধৃতং, অশ্বমেধ সহস্রাদ্ধি সত্যমেব বিশেষ্যতে!" গীত হইয়াছিল।

সহযোগী চিত্র।

বঙ্গীয়।

মাঘের ভারতীতে শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের লিখিত বৈশালী নামে একটী গবেষণাপূর্ণ সুখপাঠ্য প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। আমাদের ঐতিহাসিক ভাণ্ডারে শ্রীহরগোপাল দাস কুণ্ডু কার্ত্তিক সংখ্যায় লিখিত কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণপঞ্চকের সন্তান কেবল রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণ, ইহার প্রতিবাদ করিয়াছেন।

মাঘের বঙ্গদর্শনে শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রীর লিখিত সংস্কৃত সাহিত্যে সামাজিক চিত্রে মৃচ্ছকটিক নাটক হইতে তাৎকালিক পুরাতত্ত্ব ও সামাজিক বিষয়ের আলোচনা করা হইয়াছে। ত্রিবঙ্কুরও সুন্দর ভাবে চলিতেছে।

মাঘ মাসের বান্ধবে শ্রীকেদারনাথ মজুমদারের লিখিত ময়মনসিংহে পাঠান-রাজত্ব নামক প্রবন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য ঐতিহাসিক বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। শ্রীতারকনাথ দাস গুপ্ত লিখিত ব্রহ্মদেশের কাহিনী একটি আলোচ্য-প্রবন্ধ।

মাঘের সাহিত্যে শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রের লিখিত ফিরিঙ্গি বণিকের তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম পরিচ্ছদ প্রদত্ত হইয়াছে। পূর্ব্ব সংখ্যায় ইহার পূর্ব্বাংশ প্রকাশিত হইয়াছিল। এই প্রবন্ধে অক্ষয় বাবু আপনার সেই চির-প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিকতারই পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

মাঘ মাসের প্রবাসীতে জঞ্জিরা, ভারতের বাণিজ্য, সর্দ্দার উমাচরণ ও প্রবন্ধ-চিন্তামণি প্রভৃতি অনেকগুলি আলোচ্য প্রবন্ধ আছে। প্রবন্ধগুলি সুখপাঠ্যও বটে।

মাঘ মাসের উপাসনা পত্রিকায় মোগল-রাজত্বে সতীদাহ নামক প্রবন্ধে সতীদাহ সম্বন্ধে মোগল বাদসাহদিগের বিধির বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে।

ইংরেজী।

জানুয়ারি মাসের Royal Asiatic Society's Journal পত্রে A. F. Rudolf Hoernle লিখিত Some Problems of Ancient Indian History No III The Gurjar Clans নামক প্রবন্ধে অনেক গবেষণার পরিচয় পাওয়া যায়। Major W. Vost এর লিখিত Jaunpur and Zafrabad Inscriptions প্রবন্ধে হুমায়ুনও আক্-

বরের সমকালীন সাহাম বেগ ও তাঁহার পিতা হায়দরের সমাধি হইতে আবিস্কৃত দুই খানি প্রস্তরফলকের আলোচনা করা হইয়াছে।

মার্চ্চমাসের Indian Antiquary পত্রে Proceedings of the Royal Academey of Prussiar O. Franke and R. Pischel লিখিত Kashgar and the Khoroshthi প্রবন্ধ Christian A. Cameron কর্ত্তৃক অনুদিত হইয়াছে। R. Shama Sastry B. A. লিখিত Chanakya's Land and Reveune Policy একটি গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ।

মার্চ্চ মাসের East and West পত্রে Mr. Herbert M. Vanghan লিখিত An Indian Chaplain of tbe Eighteenth Century নামক প্রবন্ধে Reverend Benjamin Millingchamp সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে।

মার্চ্চমাসের Hindustani Review পত্রে খাঁ বাহাদুর খোদাবক্সের লিখিত The Arabs before Islam প্রবন্ধে অনেক গবেষণার পরিচয় পাওয়া যায়। বি, ডি, কানেশ্বর আয়ার এম, এ, লিখিত The Influence of the East over the West নামক প্রবন্ধে অনেক বিষয়ের আলোচনা করা হইয়াছে। প্রবন্ধটি যে অবশ্যপাঠ্য তাহাতে সন্দেহ নাই। উক্ত পত্রে আরও দুই একটী আলোচ্য প্রবন্ধ আছে।

বিবিধ।

Elphinstone সাহেবের History of Indiar নবম সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। Sir George Birdwoad এ সংস্করণে অনেক সাহায্য করিয়াছেন।

Edmund Candler সাহেব The Unvellinga of Lasha নামে এক বৃহৎ গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। গ্রন্থখানিতে অনেক গুলি চিত্রও আছে।

কলিকাতা,—২৫ নং রায়বাগান ষ্ট্রীট্, ভারত-মিহির যন্ত্রে, সান্যাল এণ্ড কোম্পানি দ্বারা মুদ্রিত এবং ৯১ নং দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীট হইতে উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

মুর্শিদাবাদ-কাহিনী।

(দ্বিতীয় সংস্করণ।)

দ্বিতীয় সংস্করণ সম্বন্ধে বঙ্গবাসী বলিতেছেন,—এ পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণ আনন্দদায়ক। * * * এ পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণ এখন সহজে ...ইয়া দিতেছে,—বিষয় ভাল হইলে, আর উপযুক্ত লেখক সরস ভাষায় বিশদ ...ন ঐতিহাসিক তথ্য লিখিতে পারিলে, ঐতিহাসিক পুস্তকের আদর সহজে ও ... হইয়া থাকে। * * * নিখিল বাবু সুশিক্ষিত সুলেখক, তাঁহার শ্রম-...বেষণা প্রশংসনীয় তাই তাঁহার কৃত ইতিহাসগ্রন্থ প্রশংসিত। দ্বিতীয় সংস্করণ ...চিরেই নিঃশেষিত হইবে, এইরূপই আশা হয়। * * * নিখিল বাবুর মুর্শিদাবাদ-কাহিনীর দ্বিতীয় সংস্করণ নিশ্চিতই সমাদৃত হইবে। এই সংস্করণে ...খানি হাফটোন চিত্র প্রকাশিত হইয়াছে। চিত্র গুলি উপাদেয়।” সুন্দর কাপড়ে বাঁধাই মূল্য ২৷৹ টাকা।

মুর্শিদাবাদের ইতিহাস।

...ইতিহাস সম্বন্ধে বান্ধব বলিতেছেন,—“নিখিল বাবু ইতঃপূর্ব্বে মুর্শিদাবাদ-কাহিনী নামে এক বৃহৎ গ্রন্থ প্রচার করিয়াছেন। তাঁহার এই মুর্শিদাবাদের ইতিহাস সেই পথে বৃহত্তর দ্বিতীয় গ্রন্থ। তিনি এই উভয় পুস্তকেই বহুশ্রম-...ভ্য পাণ্ডিত্য, বৃত্তান্ত-পরীক্ষণ-পটুতা ও পরিশ্রমশীলতার পরিচয় দিয়াছেন। ...হা বলা বাহুল্য যে, তাঁহার পরিশ্রমে স্বর্ণবৃষ্টি হইয়াছে।” অগণ্য হাফটোন ...চিত্রে পরিপূর্ণ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর একখানি সুবৃহৎ মানচিত্রে অলঙ্কত। ইহা কেবল মুর্শিদাবাদের নহে, কিন্তু সমস্ত বাঙ্গলারই অষ্টাদশ শতাব্দীর ইতিহাস। প্রথমখণ্ড, সুন্দর কাপড়ে বাঁধাই মূল্য ২৷৹ টাকা।

এই পুস্তকদ্বয় কলিকাতা, ২০১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের পুস্তকালয়ে ও ঐতিহাসিক চিত্র কার্য্যালয়ে পাওয়া যায়।

কেশরঞ্জন কাহার জন্য ?

যাঁহার শিরঃশূল, শিরোঘূর্ণন, মস্তিষ্কের উষ্ণতা ও মনের অস্থিরতা, কোন তৈল ব্যবহারে নিবারিত হয় নাই, কেশরঞ্জন তাঁহারই জন্য—কেশরঞ্জন তাহার উৎকৃষ্ট ঔষধ।

যাঁহার চুল উঠিয়া যাইতেছে, মাথায় টাক পড়িয়াছে, অকালে চুল পাকি তেছে, অথবা চুলগুলি বিকৃতি ও বিবর্ণ হইয়াছে; কেশরঞ্জন তাঁহারই জন্য—কেশরঞ্জন ব্যবহার করিলেই চুলের সব দোষ নষ্ট হইবে।

যাঁহারা অধিক অধ্যয়ন, অধিক বক্তৃতা, বা সর্ব্বদা বিচার কার্য্য প্রভৃতিতে মস্তিষ্কের বিশ্রাম দিবার অবসর পান না, অত্যধিক মানসিক পরিশ্রমে যাঁহা দিগকে সর্ব্বদা ক্লান্ত হইতে হয়, কেশরঞ্জন তাঁহাদেরই জন্য,—তাঁহারাও কেশ রঞ্জন নিত্য ব্যবহার করিয়া থাকেন।

এক শিশির মূল্য ১৲ টাকা, ডাঃ মাঃ ।/০ আনা। একত্র তিন শিশি ২ টাকা, ডাঃ মাঃ ॥৵০ আনা।

র-তি-বি-লা-স।

জানেন কি শক্তিহীনতা শারীরিক ও মানসিক দৌর্ব্বল্যে এই বঙ্গদেশ উৎ যাইতেছে! বাঙ্গালী দিন দিন জীর্ণ শীর্ণ হইতেছে। শরীরের অবনতি, মান অবসাদ, যে সমাজ-শরীরে নিত্য বর্ত্তমান, সেখানে কি কার্য্যময় জীব মধুময় ফলরাশি লাভের কোন সম্ভাবনা আছে? একে ম্যালেরিয়া প্লেগে উৎসন্ন প্রায়, তাহার উপর এ সমস্ত উপদ্রব ঘটিলে বাঙ্গালীর আর জাতি বাঁচিবার সম্ভাবনা কই? আমাদের "রতিবিলাস" ব্যবহার করিলে, স্নায় দুর্ব্বলতা, শক্তিহীনতা প্রভৃতি বিদূরিত হইয়া, জীর্ণ শরীর কন্দর্পের ন্যায় কা বিশিষ্ট হয়।

দুই সপ্তাহের ব্যবহারোপযোগী এক প্রকার তৈল ও দুই প্রকার

কৌটা ঔষধের মূল্য … … …	৪৲ টাকা
প্যাকিং ও ডাকমাশুল … … …	।৵০ আনা

গবর্ণমেণ্ট মেডিকেল ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত কবিরাজ শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত।
১৮।১ ও ১৯নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

… ভাগ। চৈত্র, ১৩১১।

সচিত্র

মাসিক পত্র।

ঐতিহাসিক চিত্র

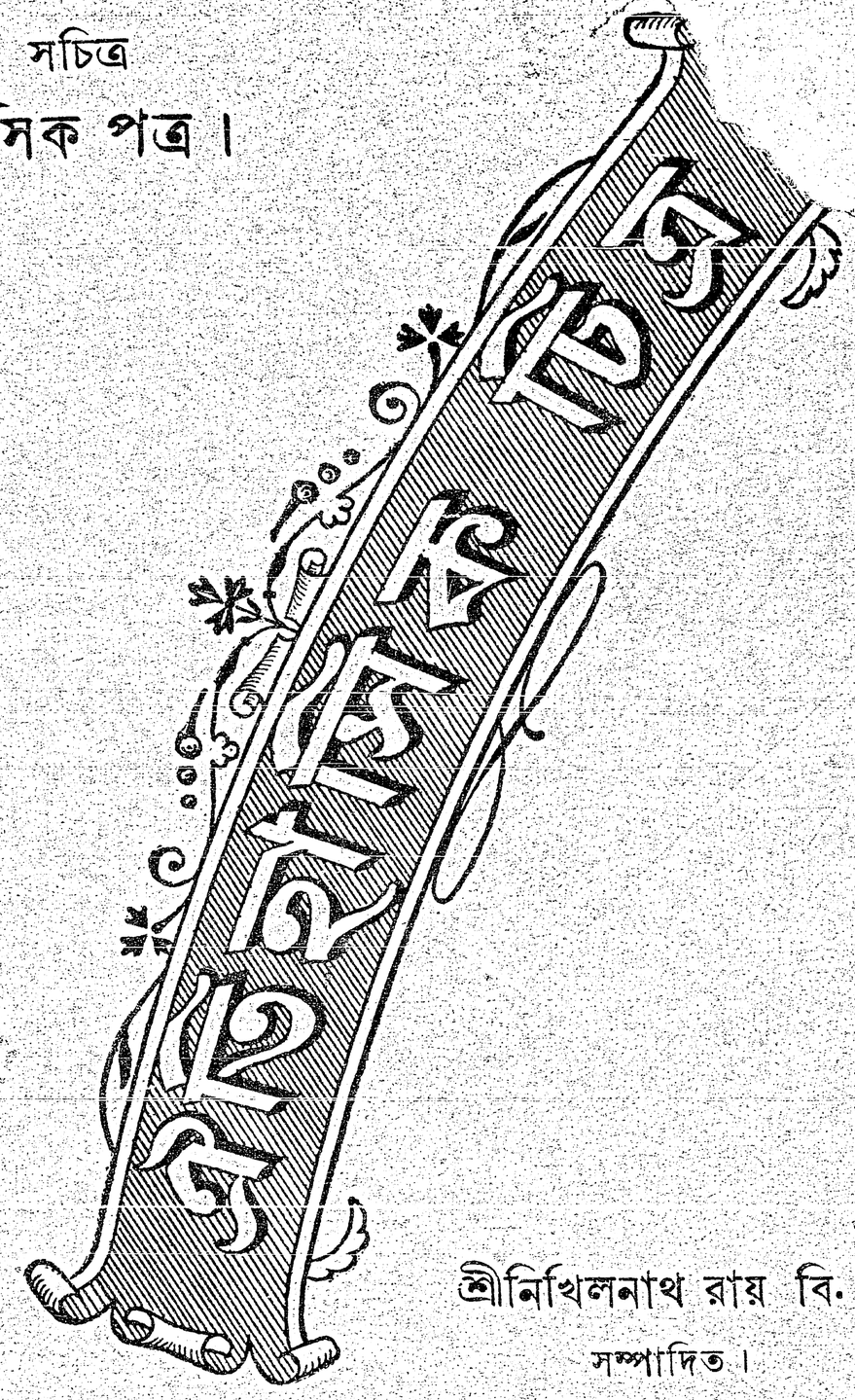

শ্রীনিখিলনাথ রায় বি. এল.

সম্পাদিত।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা। প্রতি সংখ্যার মূল্য ৵০ আনা।

ডাক্তার মেজরের বিশ্ববিখ্যাত সেই

ইলেক্ট্রো সার্শা প্যারিলা

যাঁহার শিবঃশূল তৈল ব্যবহারে তাহার উৎকৃষ্ট ৎসা-জগতে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে !

যাঁহার ইহা—রক্তদুষ্টির ব্রহ্মাস্ত্র, পারাদোষনাশের অমোঘ, বাতগ্রস্ত রোগীর ভরসা, প্রমেহ ও ধাতুদৌর্ব্বল্যে অদ্বিতীয়।

ফলতঃ শুক্র ও শোণিত বিকারাদিঘটিত সর্ব্বপ্রকার ব্যাধি ও তাহার সহস্রাধিক উৎকট কুৎসিত উপসর্গাদি সমূলে বিনাশসাধন করিয়া বিপর্য্যস্ত স্নায়ুপুঞ্জের পুনঃসংস্কার করিতে, রক্তশূন্য শরীরেরও বৃদ্ধি করিতে, দেহ হইতে বিষাক্ত ও অস্বাস্থ্যকর পদার্থ দুরীভূত করিতে, অসুস্থ দেহে স্বাস্থ্যের প্রবাহ প্রবাহিত করিতে, যে চিররোগী মৃত্যুর দিকে শনৈঃ শনৈঃ যাত্রা করিতেছে, তাহাকে যৌবনের বল ও আনন্দপূর্ণ করিতে ইহাই একমাত্র অমোঘ শক্তিশালী মহৌষধ।

ইলেক্ট্রো সার্শা প্যারিলার মূল্যাদি।—ভারতবর্ষে প্রচলিত সর্ব্বপ্রকার ভাষার ব্যবস্থাপত্র সম্বলিত।

প্রত্যেক শিশির মূল্য ২৲ টাকা, ৩ শিশি ৫৷৹ টাকা, ৬ শিশি ১০৷৹ টাকা, ডজন ২০৲ টাকা। প্যাকিং ও ডাকমাশুল ইত্যাদি যথাক্রমে ৮৹, ৸৵৹, ১৷৹ ১৸৹ সাতসিকা।

ভারতবর্ষের একমাত্র বিক্রেতা—

ডবলিউ মেজর এণ্ড কোম্পানি।

হেড আফিস্,—১২ নং ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বোম্বাই এজেন্সি,—ফ্যান্সি বিল্ডিং হর্ণবয় রোড।

মান্দ্রাজ এজেন্সি,—ডফর ড্রগিষ্টস মাউণ্ট রোড।

কলিকাতার সব এজেণ্টস,—মেঃ বি, কে, পাল এণ্ড কোং খোঙ্গরাপটী। মেঃ ঈশ্বরচন্দ্র কুণ্ডু এণ্ড কোং চাদনীচক। মেঃ উপেন্দ্রকৃষ্ণ নাগ বহুবাজার বৈঠকখানা। মেঃ বসু এণ্ড কোং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্।

লেখকগণের নাম।

শ্রীঅশ্বিনীকুমার সেন, শ্রীসতীশ চন্দ্র মিত্র বি. এ.

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম ও সম্পাদক।

সূচী।

চব্বিশ পরগণা ৩৩৭
সমসাময়িক ইতিবৃত্তে শিবাজী ৩৫৩
বাগেরহাটে খাঁ জাহান আলীর কীর্ত্তি ... ৩৬১
জগৎশেঠ ৩৬৮
দেশীয় কামান ৩৭৭
লক্ষ্ণৌ ৩৮৩
সহযোগী চিত্র ৩৮৪

নিয়মাবলী।

ঐতিহাসিক চিত্রের জন্য প্রবন্ধাদি, বিনিময়ার্থে পত্রিকা প্রভৃতি ও সমালোচ্য গ্রন্থাদি সম্পাদকের নামে, এবং টাকা কড়ি, চিঠি পত্র কার্য্যাধ্যক্ষের নামে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে। বিজ্ঞাপনের হারও কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট জ্ঞাতব্য।

ঐতিহাসিক চিত্র কার্য্যালয়,
৯১নং দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীট্,
কলিকাতা।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য
প্রকাশক ও কার্য্যাধ্যক্ষ।

ডা
যাঁহার শিবঃশূল
তৈল ব্যবহারে
তাহার উৎকৃষ্ট ফৎস
যাঁহার

ভারতের শুভদিন।

স্বদেশজাত অতি উত্তম সাবান।

সুগন্ধে ও সৌন্দর্য্যে বিদেশীয় সাবান হইতে কোন অংশে হীন নহে, মূল্য অতি সুলভ।

স্বদেশহিতৈষী ও শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেরই ব্যবহার করা উচিত।

মহারাজা অটো	৩ খানা	এক বাক্স	১৷০
লিলি	"	"	১৲
রোজ	"	"	৷৵০
হিন্দু	"	"	৷০
ভায়লেট	"	"	।৵০
একসেলসিয়র	"	"	।৵০
টারকিস্বাথ	১২	"	১।/০
টইলেট সুপিরিয়র	৪	"	।৶০
" "	১২	"	১৵০
গ্লিসিরিণ	"	"	৸৶০
কার্ব্বলিক	"	"	৷/০
বারসোপ	২০	"	৩৸০
ব্রাউন উইণ্ডসর	৪৮	"	২।০

বেঙ্গল সোপ ফ্যাক্টরি।
৬৪।১ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রতাপ সিংহ।

শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র বি, এ, প্রণীত।

এই গ্রন্থে মিবারেশ্বর মহারাণা প্রতাপসিংহের জীবনবৃত্ত বিবৃত করা হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত প্রতাপসিংহ সম্বন্ধে যত গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে, সমস্তই উপন্যাস। ইহাতে প্রতাপসিংহের প্রকৃত ইতিহাস প্রদত্ত হইয়াছে। প্রতাপ সিংহের এক খানি হাফটোন চিত্রসম্বলিত। ছাত্রদিগের পাঠের বিশেষরূপ উপযোগী। মূল্য ।৵০ ছয় আনা মাত্র, ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

শ্রীব্রজেন্দ্রমোহন দত্ত,
ষ্টুডেণ্টস্ লাইব্রেরী, ৬৭নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ম্যালেরিয়া নাশক পাঁচন।

যে কোন প্রকারের বহু দিনের জ্বর হউক না কেন, ইহা সেবনে নিশ্চয়ই আরোগ্য হইবে। বিজ্ঞাপনের আড়ম্বর দেখাইতে চাহি না। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

১৫ দিনের সেবনোপযোগী	১৲ টাকা
৭ দিনের "	৷০

কলিকাতা ৯১ নং দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীট,
ঐতিহাসিক চিত্র কার্য্যালয়ে প্রাপ্তব্য।

রামদাস-গ্রন্থাবলী।

প্রথম ভাগ।

ডাক্তার রামদাস সেন প্রণীত।

এই প্রথম ভাগে ডাক্তার রামদাস সেনের ইউরোপ আদৃত ঐতিহাসিক রহস্য তিনখণ্ড তাঁহার জীবনী ও একখানি সুন্দর প্রতিমূর্ত্তি সন্নিবেশিত আছে। যে ঐতিহাসিক রহস্য তাঁহার স্বাধীন অনুসন্ধানের ফলস্বরূপ ভারতবর্ষ ও ইউরোপে সমাদর লাভ করিয়াছিল, তাহা তাঁহার পুত্রগণ কর্ত্তৃক পুনর্মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। ম্যাক্সমুলার, ওয়েবার প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ এই গ্রন্থের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। এই গ্রন্থে ভারতের পুরাতত্ত্বসকল স্বাধীন অনুসন্ধান দ্বারা আবিষ্কৃত ও আলোচিত হইয়াছে। যাঁহারা ভারতের পুরাবৃত্ত পাঠ করিতে উৎসুক, তাঁহাদিগের এই গ্রন্থ পাঠ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। এই নূতন সংস্করণে ডাক্তার রামদাস সেনের প্রতিমূর্ত্তি সহ তাঁহার একটি সংক্ষিপ্ত জীবনীও প্রদত্ত হইয়াছে। তাঁহার জীবনীতেও অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। তাঁহার অন্যান্য গ্রন্থও মুদ্রিত হইতেছে। প্রথম ভাগের মূল্য ২৲ টাকা।

এই গ্রন্থ কলিকাতা ২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের পুস্তকালয়ে, ২০ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, মজুমদার লাইব্রেরী ও ঐতিহাসিক চিত্র কার্য্যালয়ে পাওয়া যায়।

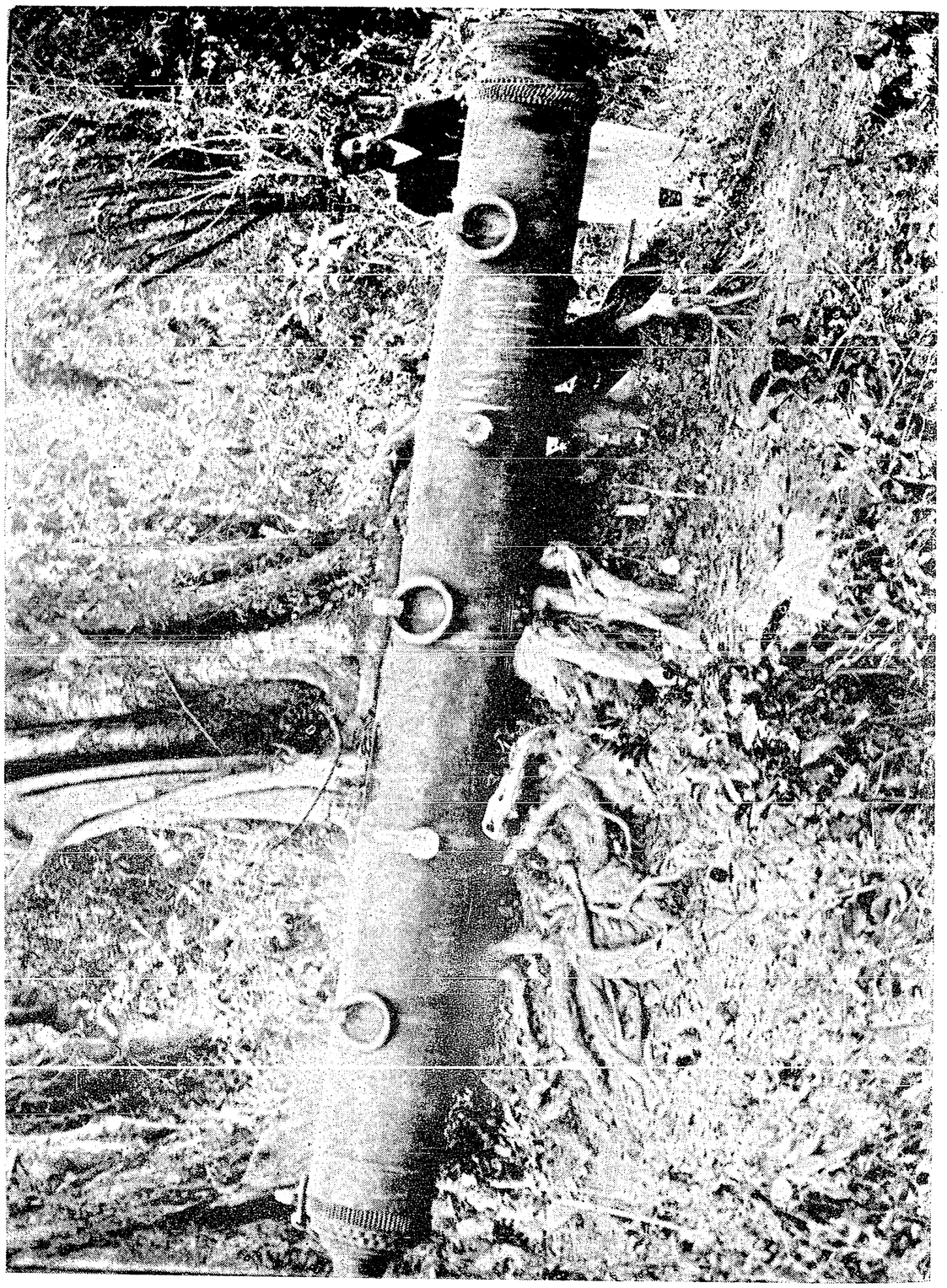

চব্বিশ পরগণা ।

পলাশীর বিশাল প্রান্তরে সিরাজ-উদ্দৌলার ভাগ্যলক্ষ্মী মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলে, ইংরেজের বিজয়-নিশান বঙ্গের ভাগ্যাকাশে চিরদিনের জন্য উড্ডীয়মান হয়। ক্লাইবের অমোঘ বাণী মীরজাফরকে বাঙ্গলা, বিহার, উড়িষ্যার নবাব নাজিম বলিয়া ঘোষণা করিলে, মুর্শিদাবাদের সিংহাসন কিছুকালের জন্য তাঁহাকে আশ্রয় প্রদান করে। যদিও মীরজাফর বাঙ্গলা, বিহার, উড়িষ্যার নবাব নাজিমী পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, এবং দিল্লীর বাদসাহ তজ্জন্য তাঁহাকে সনন্দ প্রদান করিয়াছিলেন, তথাপি তিনি ইংরেজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর তাৎকালিক কর্ম্মচারিগণের আজ্ঞাকারীমাত্র ছিলেন। যাঁহাদের সাহায্যে জাফর বাঙ্গলা, বিহার, উড়িষ্যার অধীশ্বর হইয়াছিলেন, তাঁহাদেরই পরামর্শে তিনি যে চালিত হইবেন, ইহাতে সন্দেহ কি? ফলতঃ পলাশী যুদ্ধের পর যদিও ইংরেজেরা স্বহস্তে বঙ্গরাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করেন নাই, এবং দেশীয় নবাবদিগকে মুর্শিদাবাদের সিংহাসন স্পর্শ করিবার অধিকার প্রদান করিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহারাই যে প্রকৃত প্রস্তাবে সর্ব্বেসর্ব্বা ছিলেন, ইহাই জ্বলন্ত সত্য। মীরজাফর বল, মীরকাসেমই বল, সকলেই তাঁহাদের অনুগ্রহে ও সাহায্যে বাঙ্গলা, বিহার, উড়িষ্যার নবাব নাজিমী নাম ব্যবহারের অধিকার পাইয়াছিলেন। তাহার পর ক্রমে সেই অধিকারের সঙ্কোচ করিয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বঙ্গরাজ্যের—অবশেষে সমগ্র ভারতের ভাগ্য-বিধাতা হইয়া উঠেন।

যে কোম্পানী নবাব মীরজাফর বা জাফর আলি খাঁকে মুর্শিদাবাদের সিংহাসন প্রদান করিয়াছিলেন, সেই আজ্ঞাকারী কৃতজ্ঞ বন্ধু যে তাঁহাদের

প্রত্যুপকারে তৎপর হইবেন, ইহা স্বাভাবিকই বলিয়া বোধ হয়। তজ্জ আমরা দেখিতে পাই যে, কোম্পানী পলাশী যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই আপনাদে অধিকার বিস্তারে মনোনিবেশ করেন। পলাশী যুদ্ধের পূর্ব্বে মীরজাফরে সহিত যে সন্ধি হইয়াছিল, সেই সন্ধিতেই তাঁহাদের অধিকারবিস্তারের ক লিখিত হয়, ও সেই সন্ধিপত্র হইতে আমরা জানিতে পারি যে, তাঁহারা কলিকা নগরীর ও কলিকাতা জমীদারীর বিস্তারের বিষয় তাহাতে সন্নিবেশি করিয়াছিলেন।* সেই সন্ধিবলে পলাশী যুদ্ধের কয়েক মাস পরে কোম্পানী আপনাদিগের অধিকার বিস্তারের জন্য তৎপর হন।

ভুবনসুন্দরী কলিকাতা মহানগরীকে আলিঙ্গন করিয়া যে চব্বিশ পরগণ এক্ষণে বঙ্গরাজ্যের সর্ব্বপ্রধান জেলারূপে বিরাজ করিতেছে, অগণ্য শিক্ষিত ও ঐশ্বর্য্যশালী লোকে পরিপূর্ণ হইয়া যাহার উন্নতি দিন দিন চরম সোপা অধিরূঢ় হইবার জন্য অগ্রসর হইতেছে, যাহার প্রধান স্থান আলিপুর, এক দ্বিতীয় কলিকাতার ন্যায় সৌধবিভূষিত হইয়া শ্বেতাঙ্গদিগের বিশ্রাম-নিকে হইয়া উঠিতেছে, বারাসত, বসিরহাট, ডায়মণ্ডহারবার প্রভৃতি যাহার উ বিভাগগুলি এক একটি ক্ষুদ্র জেলার ন্যায়, শিক্ষা, শিল্প ও বাণিজ্যে বঙ্গরাজে

* বাদসাহ আলমগীরের রাজত্বের চতুর্থ বর্ষের ১৫ই রমজান তারিখে ইংরেজ ও মীরজাফর মধ্যে লিখিত সন্ধিপত্রের ৮ম ও ৯ম ধারায় এইরূপ লিখিত আছে।

ARTICLE VIII.

"Within the ditch, which surrounds the borders of Calcutta, a tracts of land, belonging to several zemindars, besides this, I will gra the English Company six hundred yards without the ditch.

ARTICLE IX.

All the land lying to the south of Calcutta, as far as Culpee, sha be under the zemindary of the English Company, and all the office of those parts, shall be under their Jurisdiction. The revenue be paid by them (the Company) in the same manner with othe zeminders."

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে, কলিকাতা মহানগরীর নিকটবর্ত্তী তাহার সমৃদ্ধিপূর্ণ স্থানগুলিই নবাব নাজিম জাফর আলি খাঁর অনুগ্রহে প্রথমেই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর করতলগত হয়। মীরজাফর প্রথমে তাঁহাদিগকে চব্বিশটী মহাল বা পরগণা জমীদারীস্বরূপ প্রদান করিয়াছিলেন। সেই চব্বিশ মহাল বা পরগণা হইতেই চব্বিশ পরগণার উৎপত্তি। আমরা নিম্নে তাহা বিশদরূপে প্রদর্শন করিতেছি।

বাদসাহ দ্বিতীয় আলমগীরের রাজত্বের চতুর্থ বর্ষে হিজরী ১১৭০ অব্দের ৫ই রবি-উস-শানি, ইংরেজী ১৭৫৭ খৃঃ অব্দের ২০এ ডিসেম্বর বাঙ্গলা ১১৬৪ সালের পৌষমাসে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী নবাব মীরজাফর খাঁর নিকট হইতে চব্বিশ পরগণা জমীদারীস্বরূপে প্রাপ্ত হন। পূর্ব্বে বাদসাহ ফরখ্‌সের তাঁহাদিগকে কলিকাতার জমীদারী প্রদান করিয়াছিলেন। তাহার মধ্যে কেবল সুতানটি, কলিকাতা ও গোবিন্দপুর মাত্র ছিল। এক্ষণে তাঁহারা সেই জমীদারীর বিস্তারের জন্য নবাব মীরজাফর খাঁর নিকট হইতে চব্বিশ পরগণা বা মহালের জমীদারী লাভ করেন। এই চব্বিশ পরগণা বা মহাল কলিকাতার নিকটবর্ত্তী হুগলী চাকলার মধ্যে ভাগীরথীর উভয় পারেই বিস্তৃত ছিল। তন্মধ্যে ভাগীরথীর পূর্ব্বতীরে কলিকাতার দক্ষিণেই ইহার অধিকাংশ পরগণাই অবস্থিত। কোম্পানী নবাব জাফর আলি খাঁর নিকট হইতে প্রথমতঃ যে চব্বিশ মহাল বা পরগণা লাভ করেন, তাহাদের নাম এই,—(১) পরগণা মাগুরা; (২) পরগণা খাসপুর; (৩) পরগণা মেদন্মল; (৪) পরগণা ইক্তিয়ারপুর; (৫) পরগণা বারিদহাটি; (৬) পরগণা আজিমাবাদ; (৭) পরগণা মুড়াগাছা; (৮) পরগণা পেঁচকুলী; (৯) কিসমত সাহাপুর; (১০) পরগণা সাহানগর; (১১) কিসমত গড়; (১২) পরগণা খাড়ীজুড়ী; (১৩) গরগণা দক্ষিণ সাগর; (১৪) কিসমত কলিকাতা; (১৫) কিসমত পাইকান; (১৬) কিসমত মানপুর; (১৭) কিসমত আমীরাবাদ; (১৮) কিসমত মহম্মদ আমীনপুর; (১৯) মলঙ্গীমহল; (২০) পরগণা হাতিয়াগড়; (২১) পরগণা ময়দা; (২২) কিসমত আকবরপুর; (২৩) কিসমত বেলিয়া; (২৪) কিসমত বসন্দরী। এই চব্বিশ পরগণার সনন্দ একখানি

পরওয়ানামাত্র ছিল। জমীদার, তাপুকদার প্রভৃতির প্রতি সেই পরওয়ান প্রদত্ত হয়।*

* PERWANNAH FOR THE GRANTED LANDS,
Seal of Nabab Jaffir Ally Khan.

1170.

AALUM GEER, EMPEROR

fighting for the Faith, his Devoted

MEER MAHOMED JAFFIR ALLY KHAN BAHADUR, SUJAH-UL-MULCK, HOSSAEN O DOWLA, MOHABUT JUNG ANNO 4.

Ye Zemindars, Chowdras, Talookdars, Muccuddems, Recayahs, Morsawreans, Mootamettawahs of the Chuckla of Hughly, and others situated in Bengal, the terrestrial paradise, know, that the Zemindary, Chowdrahs, and Talookdarry of the countries in the subjoined list, hath been given, by treaty, to the most illustrious and most magnificent, the English Company, the glory and ornament of trade. The said Company wiil be careful to govern according to established custom and usage, without any gradual decreation, and watch for the prosperity of the people, your duty is to give no cause of complaint to the Recayahs of the Company, who on their part, are to govern with such kindness, that husbandry may receive a daily increase, that all disorders may be suppressed, drunkenness and other illicit practices prevented, and the Imperial tributes be sent in due time, such part of the above said country as may be situated to the west of Calcutta on the other side of the Ganges, does not appertain to the Company, know their, Ye Zemindars, &c.' that ye are dependents of the Company and that ye must submit to such treatment as they give you, whether good or bad, and this is my express injunction.

TWENTY-FOUR MAHALS.

The Purgunnah of	...	...	... Mugra.
Ditto	...	...	... Khasspoor
Ditto	...	...	... Mudenmutt,
Ditto	...	...	... Ekhtearpoor.

নবাব মীরজাফরের নিকট হইতে প্রাপ্ত সনন্দ কেবল পরওয়ানামাত্র হওয়ায়, তাহাতে কোম্পানীকে কেবল মাত্র উক্ত চব্বিশ পরগণার জমীদারীর ভার দেওয়ায়, তাঁহারা যাহাতে উক্ত সনন্দ বাদসাহের অনুমোদিত হয়, তজ্জন্য চেষ্টা করিতে প্রবৃত্ত হন। সেই চেষ্টার ফলে আমরা দেখিতে পাই যে, পরবৎসরের ১৫ই রবি-উল-সানি মাসে কোম্পানী বাদসাহের দেওয়ান মীর মহম্মদ সাদিকের

The Pargunnah of	...	...	... Barjutty.
Ditto	...	...	... Azimabad.
Ditto	...	...	... Moodagatcha.
Ditto	...	...	... Putcha Kollu.
Part of the Pargunnah of		...	... Shadpoor Shah Nagor.
Part of the Pargunnah of		...	... Ghur.
The Pargunnah of		...	... Karee Jurree.
Ditto		...	... Deccan Saugeer.
Part of the Pargunnah of		...	... Calcutta.
Part of the Pargunnah of		...	... Paikan.
Part of the Pargunnah of		...	... Munpoor.
Part of the Pargunnah of		...	... Ameerabad.
Part of the Pargunnah of		...	... Mohomed Awllpoor. Mellang Mahal.
The Pargunnah of		...	... Hatteagur.
Ditto		...	... Meida.
Part of the Pargunnah of		...	... Akbarpoor.
Part of the Pargunnah of		...	... Bellia.
Part of the Pargunnah of		...	... Bussindarry.

Dated the 5th of Rabbi-ul-Saumi, anno quarto.

(In the Nabab's own hand, serving by way of signmanual). It is written, Finis.

(In Maharaja Doolabram's own hand, as Naib seen).

(In Rajah Rauge Ballab's own hand, as Hussoor Nevese). The 5th of Rabbi-ul-Sauni Anno quarto, registered iu the Imperial Register.

(In Rajah Congha Baharree's own hand, as Dewan of Bengal). The 5th of Rabbi-ul-Sauni Anno quarto, registered in the Dewanee Register.

নিকট হইতে বাদসাহের অনুমোদিত এক সনন্দ লাভ করেন। সেই সনন্দে কোম্পানী উক্ত জমীদারীর অধিকার সম্পূর্ণরূপে প্রাপ্ত হন। কিন্তু সেই সনন্দে আমরা দেখিতে পাই যে, কোম্পানী মীরজাফরের দত্ত চব্বিশ পরগণা বা মহালের স্থলে সাতাইশ পরগণা বা মহাল প্রাপ্ত হইতেছেন। নিম্নে তাহাদের নাম ও কোন্ সরকারের মধ্যে সন্নিবেশিত তাহা প্রদত্ত হইতেছে।

সংখ্যা	পরগণার নাম		সরকার
১	কিসমত পরগণা	কলিকাতা	সাতগাঁ
২	,, ,,	মাগুরা	,,
৩	পরগণা	খাসপুর	,,
৪	,,	মেদম্মল	,,
৫	,,	বারিদহাটি	,,
৬	,,	ইক্তিয়ারপুর	,,
৭	,,	দক্ষিণসাগর	,,
৮	,,	সানগর	,,
৯	,,	আজিমাবাদ	,,
১০	,,	গড়	সেলিমাবাদ
১১	,,	মুড়াগাছা	,,
১২	,,	পেঁচকুলী	,,
১৩	,,	খাড়ীজুড়ী	,,
১৪	কিসমত পরগণা	মানপুর	,,
১৫	,,	পাইকান	,,
১৬	,,	আমীরাবাদ	,,
১৭	,,	হাভিলিসহর	,,
১৮	,,	মহম্মদ আমীনপুর	,,
১৯	,,	নিমক ও মোম	,,
২০	পরগণা	হাতিয়াগড়	,,

সংখ্যা	পরগণার নাম		সরকার
২১	পরগণা	ময়দা	সেলিমাবাদ
২২	,,	আকবরপুর	,,
২৩	,,	সাহাপুর	,,
২৪	কিসমত পরগণা	আবওয়ার ফৌজদারী	,,
২৫	,,	আবওয়ায় ফৌজদারী	,,
২৬	সায়র হাতিয়াগড়, ময়দা, মেদম্মল, মুড়াগাছা, ইক্তিয়ারপুরের কুতের অন্তর্গত		,,
২৭	কিসমত পরগণা	বেলিয়া বসন্দরী	,,

মীরজাফর দত্ত চব্বিশ পরগণার সহিত দেওয়ান মীর মহম্মদ সাদেক দত্ত সনন্দ লিখিত সাতাইশ মহালের সমুদয়েরই ঐক্য আছে, কেবল ইহাতে আরও চারিটী মহাল যোগ হয়, এবং বেলিয়া ও বসন্দরী এই দুই পরগণাকে এক পরগণা বলিয়া লিখিত হয়। যে চারিটীর যোগ হয় তাহাদের নাম (১) পরগণা হাভিলিসহর, (২) (৩) আবওয়ার ফৌজদারী (৪) হাতিয়াগড় প্রভৃতির সায়র। গ্রাণ্ট সাহেবও চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় যে কাগজ প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাহাতেও উক্ত সাতাইশ মহালেরই উল্লেখ করিয়াছেন। * মীর মহম্মদ সাদকের প্রদত্ত সনন্দের যে ইংরাজী অনুবাদ দৃষ্ট হইয়া থাকে, † তাহাতে পরগণাগুলির পার্শ্বে যে সরকারের নাম দৃষ্ট হয়, তাহার মধ্যে অনেক গোলযোগ দেখা যায়। সরকার সাতগাঁয়ের অন্তর্ভূত অনেকগুলি পরগণাকে সরকার সেলিমাবাদের মধ্যে অন্তর্গত বলিয়া লিখিত হইয়াছে। আইন আকবরীতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, মুড়াগাছা, হাভিলিসহর, আকবরপুর, হাতিয়াগড় সরকার সাতগাঁয়েরই অন্তর্গত, কিন্তু উক্ত সনন্দের অনুবাদে তাহাদিগকে সরকার সেলিমাবাদের অন্তর্গত করা হইয়াছে, এবং যদিও তৎকালে পেঁচকুলী, সাপুর, গড়, খাড়ীজুড়ি, ময়দা, প্রভৃতি পরগণার অস্তিত্ব ছিল না, তথাপি ঐ সমস্ত পরগণা ভাগীরথীর পূর্ব্ব পারে

* 5th Report.

† Collection of Treaties &c. (1812).

ও কলিকাতার দক্ষিণ ও পূর্ব্বোল্লিখিত আইন আকবরীসম্মত পরগণাগুলির নিকট হওয়ায় তাহারও যে সরকার সাতগাঁয়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। কারণ, সরকার সেলিমাবাদ, কদাচ, ভাগীরথীর পূর্ব্ব তীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল না, তাহা পশ্চিমপারেই শেষ হয়। সাতগাঁই কেবল পশ্চিম ও পূর্ব্বপারে বিস্তৃত ছিল। উক্ত দেওয়ানী সনন্দে ১৭২২ খৃঃ অব্দে মুর্শিদ কুলীখাঁর বন্দোবস্তী জমা কামেল তুমারী অনুযায়ী এই সাতাইশ মহাল বা চব্বিশ পরগণার ২,২২,৯৫৮ টাকা কর ধার্য্য হয়, এবং উক্ত সনন্দ অনুযায়ী কোম্পানী জমীদারীর অধিকার মাত্র পাইয়াছিলেন।

যে সময়ে কোম্পানী নবাব জাফর আলিখাঁর ও দেওয়ান মীর মহম্মদ সাদেকের নিকট হইতে চব্বিশ পরগণার পরওয়ানা ও সনন্দ লাভ করিয়াছিলেন সেই সময়ে কর্ণেল ক্লাইব নবাব মীরজাফরের সহিত বিহার প্রভৃতিস্থানে বাদসাহের বিদ্রোহীদিগকে দমন করায় বাদসাহ তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া ষষ্ হাজারী ও পঞ্জ হাজারী সওয়ার মনসব প্রদান করিয়া তাঁহাকে জবদস্ত উল মুল্ক নাসির উদ্দৌলা উপাধি প্রদান করেন।* মীরজাফর বাদসাহ আলমগীরের রাজত্বের

*SUNNOD FOR COLONEL CLIVE'S MUNSOB.

On Saturday the 12th of Rabbi-ul-Sauni; in the fourth of the glorious and happy reign, and the 1171 st year of Hegira, in the Ressalla of the glory of nobility and rank of Ameers, the shrine of grandeur and dignity, instructed both in the ways of devotion and wealth, to whom the true glory of religion and kingdoms is known; the bearer of the lance of fortitude and respect; the embroider of the carpet of magnificence and greatness, the support of the empire and its dependencies, to whom it is entrusted to govern and aggrandize the empire; the conductor of victory in the battles fought for the dominion of the world; the destributer of life in the councils of state, to whom the most secret recesses of the mysteries of government discovered; the master of the arts of penetration and circumspection; the brightness of the mirror of truth and fidelity; the light of the tract of sincerity and integrity; who is admitted to and contributes to the determination of the royal councils; a participator of the secrets of the penetration

তুর্থ বর্ষের ৫ই রবি-উল-সানি মাসে চব্বিশ পরগণার সনন্দ প্রদান করেন। কিন্তু আমরা দেখিতে পাই যে, সেই বৎসরের ১০ই বা ১২ই রবি-উল-সানিতে কর্ণেল ক্লাইব বাদসাহ-দরবার হইতে সনন্দ ও উপাধি প্রাপ্ত হইতেছেন। এই উপাধি-বলে ক্লাইব কোম্পানীর সমস্ত কর্ম্মচারীর মধ্যে অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠেন। এমন কি তাঁহার প্রভু কোম্পানী অপেক্ষাও তাঁহার গৌরব বর্দ্ধিত হয়। নবাব মীরজাফর তাঁহার সাহায্যে দেশ মধ্যে অনেক পরিমাণে শান্তিসংস্থাপনে সক্ষম হইয়াছিলেন। বাদসাহ দরবার হইতে কেবলমাত্র মনসব ও উপাধিলাভ করিয়া কর্ণেল ক্লাইব সন্তুষ্ট হন নাই। তিনি অন্যান্য মনসবদারদিগের ন্যায় আপনার পদমর্য্যাদা রক্ষার জন্যও সচেষ্ট হন। কিন্তু তাহাতে তিনি রীতিমত সম্পত্তিলাভ করিতে না পারিলে স্বীয় মর্য্যাদা রক্ষায় যে কৃতকার্য্যও হইবেন না, ইহাও চিন্তা করেন। তাহার পরে আমরা দেখিতে পাই যে, তাঁহার প্রিয়বন্ধু ও আজ্ঞাকারী নবাব জাফর আলি খাঁ তাঁহাকে জায়গীর দিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া কোম্পানীর জমীদারী,

of friendship; who presides equally over the sword and pen; moderation of the affairs of the earth; chief of the Khans of the most exalted rank; the pillar of the Ameers of the greatest splendour; the trust of the zealous champions of the faith; the glory of the heroes in the fields of war, and the administrator of the affairs of the immoveable empire; councellor of enlighted wisdom and exalted dignity: adorned with friendship and honours; endowed with dignity and discretion; pillar of the dominions of Solomon; the destributer of glory; Buxey of the Empire; Ameer of the Ameers; hero of the empire; tiger of the country; Mahomed Ahumed Khan; the brave, tiger of war; the Commander-in-chief of the forces, glorious by victory, the tiger of Hind, might in battle.

And in the time of the Waka Nagarree of the list of the domestics, of the court of glory and majesty Soaklaal.

This was written: The command of (above) was passed, that Colonel Clive, an European be avoured with a Munsab of the rank of 6000 and 5000 horse, and the title of "Flower of the Empire, defender of the country, the brave, firm in war" this was entered the 10th of Rabbi-ul-suni, in the 4th year, according to the original yaddaust."

উক্ত চব্বিশ পরগণাই ক্লাইবকে জায়গীর স্বরূপ প্রদান করেন।* ১৭৫৯ খৃঃ অব্দের ১৩ই জুলাই তারিখের এক পরওয়ানা দ্বারা নবাব মীরজাফর খাঁ কোম্পানীর জমীদারী চব্বিশ পরগণা লর্ড ক্লাইবকে জায়গীর প্রদান করেন। কোম্পানীর প্রতি এইরূপ আদেশ প্রদত্ত হয় যে, তাঁহারা তাঁহাদের জমীদারী উক্ত চব্বিশ

* No 2.

Perwannah from the Nabab Shujah-ul-Mulck, Hassain O Dowla, Meer Mahomed Jaffeer Khan Bahadur Mahaubut Jung, to *the Honourable* President and Council of Calcutta.

Be it known to the Council of the noblest of Merchants, the English Company, that where as the glory of the nobility, Zobdust-ul-Mulck. Nassera Dowla Colonel Clive, Sabut Jung Bahadur, has been favoured with a Munsub of the rank of six thousand and five thousand horse, from the Imperial Court, and has exerted himself in conjuntion with me, with the most steady attachment, and in the most strenuous manner, in the protection of the Imperial territories, in recompense thereof the Purgunnah of Calcutta, &c. belonging to the Chuckla of Hughley &c. of the Sircar Satgaum, &c. dependent on the Khalsa Shereefa and Jaghire amounting to two hundred and twenty two thousand nine hundred and fifty-eight Sicca Rupees and something more, conferred on the English Company by the Dewannee Sunnud as their Zemindarry, commencing from the month Pous, in the eleven hundred and sixty-fourth year of the Bengal style from the half of the season Rebbee-Sauskanned in the 1165th year of the Bengal style, is appointed the Jaghire of the glory of the nobility aforesaid. It behoves you to look upon the above person as the lawful Jaghiredar of that place and in the same manner as you formerly delivered in the due rents of the Governments, according to the kistibundee, into the treasury of the Court and the Jaghire, taking a receipt under the seal of the Daroga and Munshub and Treasurer, now, in like manner, you are regularly to deliver to the afore-mentioned Jaghiredar, the rents according to the stated payments, and receive a receipt from the aforesaid person. Be punctual in the strict execution of this writing.

Written the 1st of Zeckaida, 6th Sun of the reign (about the 13th July 1759)."

পরগণার উপসত্ব লর্ড ক্লাইবকে প্রদান করিবেন। লর্ড ক্লাইবকে চব্বিশ পরগণার জায়গীরপ্রদানে নবাব জাফর আলি খাঁ প্রকারান্তরে কোম্পানীকেই ক্লাইবের অধীন করিয়া দেন। অথচ ক্লাইব কোম্পানীর কর্ম্মচারী ছিলেন। একপক্ষ প্রভু ও আর একপক্ষ মর্য্যাদার শ্রেষ্ঠ হওয়ায় ক্লাইব ও তাঁহার প্রভু কোম্পানীর মধ্যে গোলযোগ চলিতে থাকে। এইরূপ অবস্থায় লর্ড ক্লাইব ভারতবর্ষ হইতে ইংলণ্ডে গমন করেন। তথায়ও উক্ত বিষয় লইয়া তাঁহার কর্ত্তৃপক্ষের সহিত আদানুবাদ চলিয়াছিল। তাহার পর ক্লাইব পুনর্ব্বার বাঙ্গলায় প্রত্যাবৃত্ত হইলে তাঁহার চিরস্থায়ী জায়গীর পরিবর্ত্তিত হইয়া ১০ বৎসরের জন্য তাঁহাকে উক্ত জায়গীর প্রদান করা হয়। ১৭৬৫ খৃঃ অব্দের ২৩এ জুন নবাব নজমউদ্দৌলা ক্লাইবকে ১০ বৎসরের জন্য চব্বিশ পরগণায় জায়গীর প্রদান করিয়া এক সনন্দ প্রদান করেন।* তাহাতে এরূপ লিখিত হয় যে, দশ বৎসর অতীত হইলে চব্বিশ

* "Copy of the Sunnud from the Nabab Najim-ul-Dawlah, for the reversion in perpetuity, of Lord Clive's Jagheer to the Company. Dated the 23rd June 1765.

Be it known to the councellors and chiefs of the English Company, the present and future Mutseddees, Chowdries, Cannogoes; Muckandums, Royts, Muggaries, and all other inhabitants of the pergannah of Calcutta in the Sircar of Sautgaune &c. in the province of Bengal.

The sum of 222,958 rupees and odd agreeably to the Dewanee Sunaud, and the Sunaud of the High and Mighty Meer Mohomed Jaffier Khawn, Nazim of the province, has been appointed from the aforesaid pergunnahs belonging to the Chucklah of Hooghly, &c. in the Sircar of Sautgaun &c. the zemidary of the English Company as an unconditional jagheer to the High and Mighty Lord Clive. Now likewise the said pergunnahs are confirmed as an *unconditional* jagheer to the High and Mighty aforesaid from the 16th of May, of the 1761th year of Christ (answering to the 14th of Zelcader, of the 1177th year of the Hegira) to the 16th May, of the 1774th year of Christ (answering to the 8th of Rubby-al Awval, of the 1188th year of the Higira) being ten years of which one year is expired and there are nine to come. They shall appertain as an unconditional jagheer to the High and Mighty aforesaid, and after the expiration of this term they shall

পরগণা কোম্পানীরই সম্পত্তি হইবে। এই সনন্দে কোম্পানী ও ক্লাইবের মধ্যে একরূপ গোলযোগের মীমাংসা হয়। পরে নবাব নজম উদ্দৌলার সনন্দ বাদসাহ-দরবার হইতে অনুমোদিত হইলে ক্লাইব কোম্পানীর নিকট হইতে চব্বিশ পরগণার উপস্বত্ব লাভ করিতে সক্ষম হন। ১৭৬৫ খৃঃ অব্দের ১২ই আগষ্ট বাদসাহ সাহ আলম নবাব নজম উদ্দৌলার প্রদত্ত সনন্দ স্থির থাকিবার আদেশ দেন।*

revert as an unconditional jagheer and perpetual gift to the Company, and if (which God forbid) the High and Mighty aforesaid shall die within this term, they shall revert to the Company, immediately upon his death. It is requisite that ye should regard the High and Mighty aforesaid, during the forementioned term, and after him the Company aforesaid as unconditional jagheerdars and regularly pay them the revenue of the aforesaid Pergunnahs.

Written the 23rd of June 1765, answering to the 3rd of Mahurrum of the 1179th years of the Higira."

* Copy of the Firmaan from the Emperor Shah Allam confirming the Reversion in perpetuity of Lord Clive's Jagheer to the Company. Dated the 12th August 1765.

Where as a sunnod has been presented to us under the seal of the Nabab, Najim-al-Dowlah Bahadur, to the following purport, viz. "The sum of 222958 Sicca Rupees and odd agreeably to the Dewannee Sunaud, and the Sunaud of the high and mighty Sujah-al-Muluck Hussain, O Dowlah Meer Mahamed Jaffiar Khawn Bahadur has been appointed from the pergunnahs of Calcutta &c. in the Sircur of Satgaun &c. in the province of Bengal, (the Paradise of the earth), the Zemindary of the English Company as an unconditional jagheer to the High and Mighty Zuboust-al-Muluck Nasser-al-Dowlah Lord Clive Bahadur, now likewise the said pergunnahs are confirmed as an unconditional jagheer to the High and Mighty aforesaid from the 16th of May, of the 1764th years of the Christian style (answering to the 14th of the Zalcada of the 1177th year of Hizira) to the expiration of 10 years, they shall appertain as an uncondition Jagheer to the High and mighty aforesaid and after the expiration of this term to revert to the Company as an unconditional jagheer and perpetual gift; and if the High and Mighty

সেই সনন্দের বলে লর্ড ক্লাইব তাঁহার মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত কোম্পানীর নিকট হইতে চব্বিশ পরগণায় উপসত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাহার পর কোম্পানী চব্বিশ পরগণার সম্পূর্ণরূপ অধিকার প্রাপ্ত হন। ১৭৬৫ খৃঃ অব্দ হইতে তাঁহারা বাঙ্গালা, বিহারের দেওয়ানী লাভ করেন।

aforesaid should die within the said term they shall revert to the Company immediately upon his death and whereas the said sunnud has met with our approbation at this happy time, therefore our royal firmann, indispensably requiring obedience is issued, that in consideration of the fidelity of the English Company and the High and Mighty aforesaid, the said jagheer stood confirmed agreeably to the aforesaid Sunnud, it is requisite that the present and future Mutseddees, the Chowdries, Canongoes, Muckandums, Royts, and all other inhabitants of the Pergunnahs of Calcutta &c. in the Sircar of Saatgaon &c. regard the High and Mighty aforesaid during the forementioned term and after him the Company aforesaid as unconditional Jagheerdars, and regularly pay them the revenues of the said Pergunnahs.

Written the 24th Saphar the 6th year of Jaloos.

Contents of the Zimman.

Agreeably to the paper which has been received, our sign manual our royal commands are issued, that whereas the sum of 222,958 sicca rupees and odd has been appointed from the Pergunnahs of Calcutta &c. in the Sircar Satgaun &c. the Zemindary of the English Company, as an unconditional jagheer to the High and Mighty Subdut-Ol-Dowlah Lord Clive Bahadur, agreeably to the Dewannee Sunund, and the Sunund of the Nazim of the province, in consideration therefore of the attachment of the High and Mighty aforesaid, we have been graciously pleased to confirm to him the said Pergunahs for the space of ten years, commencing from the 16th May of the 1764th year of the Christian style, or 14th of Zelcader of the 1177th year of Hizira and in consideration of the attachment of the English Company, we have granted the said Pergunnahs to them after the expiration of the aforesaid term, as an unconditional Jaguir and perpetual gift, and if the High and Mighty aforesaid should die within this term the said Pergunnahs are to revert immediately to the English Company."

১৭৬৫ খৃঃ অব্দ হইতে কোম্পানী চব্বিশ পরগণার কেবল জমীদার মাত্র ন থাকিয়া তাহার শাসনকার্য্যেও হস্তক্ষেপ করেন। সেই সঙ্গে নবাব কাসেম আলি খাঁর নিকট হইতে প্রাপ্ত বর্দ্ধমান ও চট্টগ্রাম প্রদেশেরও শাসনভার তাঁহারা স্বহস্তে গ্রহণ করেন। পূর্ব্বে কেবল কলিকাতা নগরীতে তাঁহারা তাঁহাদের দেশসম্ম শাসন ও বিচারাদি করিতেন, এক্ষণে চব্বিশ পরগণা, বর্দ্ধমান ও চট্টগ্রামের প্রতি তাঁহারা আপনাদিগের ইচ্ছানুযায়ী শাসন ও বিচারকার্য্য পরিচালনায় প্রবৃত্ত হন। কিন্তু এই সকল স্থানে কলিকাতার ন্যায় ইংলণ্ডীয় প্রথায় বিচারাদি প্রবর্ত্তিত হয় নাই। ১৭৯৩ খৃঃ অব্দ হইতে চব্বিশ পরগণায় রীতিমত দেওয়ানী, ফৌজদারী ও রাজস্ব আদালত স্থাপিত হয়, এবং বর্দ্ধমান হইতে কয়েকটি সম্পত্তি ইহার রাজস্ব বিভাগের অধীনে আসে। ১৮৩৪ খৃঃ অব্দে নদীয়া ও যশোর হইতে কয়েকটি পরগণা চব্বিশ পরগণার সহিত মিলিত হয়, এবং ১৮৬২ খৃঃ অব্দে বর্দ্ধমানের পরগণাগুলি হুগলীর অধীনে যায়। পূর্ব্বে আলিপুর ইহার প্রধান স্থান ছিল, এবং তথায় চব্বিশ পরগণার বিচারালয়াদি স্থাপিত ছিল। সমস্ত চব্বিশ পরগণা আলিপুরেরই অধীন ছিল। ১৮৩৪ খৃং অব্দ হইতে যশোর ও নদীয়ার পরগণা সমূহ চব্বিশ পরগণার সহিত মিলিত হইলে বারাসত জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেটের অধীনে তাহারা স্থাপিত হয়। তাহার পর ১৮৫৭ খৃঃ অব্দে বর্ত্তমান চব্বিশ পরগণা জেলা গঠিত হয়। কিছুকাল পর্য্যন্ত এই জেলা আলিপুর ও বারাসত দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। এক্ষণে আলিপুর, ইহার সদর স্থান এবং বারাসত, ডায়মণ্ডহারবার, বসিরহাট ইহার উপবিভাগ ও বারুইপুর একটী চৌকী, এবং বারাকপুর ও দমদমায় একজন স্বতন্ত্র মাজিষ্ট্রেট থাকেন। পূর্ব্বে সাতক্ষীরা উপবিভাগ চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত ছিল। এক্ষণে তাহা খুলনা জেলার অধীন হইয়াছে।

নবাব জাফর আলি খাঁর প্রদত্ত চব্বিশ পরগণা ও মীর মহম্মদ সাদেক দত্ত সাতাইশ মহাল কিছু পরে পরিবর্ত্তিত হইয়া অন্যপ্রকার বিভাগে বিভক্ত হইয়াছিল। হলওয়েল সাহেবের ১৭৫৯ খৃঃ অব্দে ১১ই জুন তারিখের একখানি পত্র হইতে দেখা যায় যে, তিনি জাফর আলি খাঁর ও মীর মহম্মদ সাদেকের প্রদত্ত পরগণা-

গুলি এইরূপভাবে নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন। (১) মাগুরা, (২) সাতুল, (৩) আজিমাবাদ, (৪) মুড়াগাছা, (৫) মেদন্মল (৬) আকবরপুর, (৭) পেঁচকুলী, (৮) বারিজহাটি; (৯) ইক্তিয়ারপুর (১০) গড়, (১১) হাতিয়াগড়, (১২) ময়দা, (১৩) বেলিয়া (১৪) বসন্দরী (১৫) কলিকাতা (১৬) আমীরপুর (১৭) মানপুর (১৮) পাইকান (১৯) সাপুর (২০) সানগর (২১) খাড়িজুড়ী, (২২) দক্ষিণ সাগর (২৩) খাসপুর, (২৪) উত্তর পরগণা। কোম্পানীর দেওয়ানী প্রাপ্তির পরও এই পরগণা বহুকাল পর্য্যন্ত * কোম্পানীর জমীদারী বলিয়া উল্লিখিত হইত। মেজর রেনেলের ১৭৮১ খৃঃ অব্দের মানচিত্রাবলীর গঙ্গার ব-দ্বীপ (The Delta of the Ganges) নামক মানচিত্রে এই সমস্ত পরগণাকে কোম্পানীর জমী (Company's Lands) বলিয়া লিখিত দেখা যায়।

আমরা এক্ষণে নবাব মীর জাফর প্রদত্ত মূল চব্বিশ পরগণার মধ্যে যাহাদের অস্তিত্ব বিদ্যমান আছে, তাহাদের বর্ত্তমান অবস্থান প্রদান করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি।

(১) মাগুরা—আলিপুরের অধীন, ইহার প্রধান প্রধান স্থানের নাম আলিপুর, গর্ডেন রিচ, খিদিরপুর, চেতলা ইত্যাদি।

(২) খাসপুর—ডায়মণ্ডহারবরের অধীন, ইহাতে বড়িসা, রসা, গরিফা ইত্যাদি অবস্থিত।

(৩) মেদন্মল—বারুইপুরের অধীন, ইহার প্রধান প্রধান স্থানের নাম বারুইপুর, বাসরা, মালং, রামনগর ইত্যাদি।

(৪) ইক্তিয়ারপুর—এক্ষণে ইহার কোনই অস্তিত্ব নাই।

(৫) বারিদ হাটি বা বারিজহাটি—ডায়মণ্ডহারবারের অধীন, প্রধান প্রধান স্থানের নাম, বিষ্ণুপুর, জয়নগর, মথুরাপুর, মগরাহাট ইত্যাদি।

(৬) আজিমাবাদ—ডায়মণ্ডহারবারের অধীন—প্রধান প্রধান স্থান, রাজহাট, সুলতানগঞ্জ, সাপুর, রাজপুর, মৌখালি, সুলনী ইত্যাদি।

(৭) মুড়াগাছা—ডায়মণ্ডহারবারের অধীন, প্রধান প্রধান স্থান, কলা-

* R. Smyth's Report of the 24 Pergs. P. 1.

গেছিয়া, খামারপুর, পাতরা, তুলন, বৃধগাছি, দুর্গাপুর, দুর্গানগর, গোবিন্দপুর, সিদ্ধেশ্বর ইত্যাদি।

(৮) পেঁচকুলী—ডায়মণ্ডহারবারের অধীন ; প্রধান প্রধান স্থান, চাঁদপাল, রাজারামপুর, ফল্‌তা ইত্যাদি।

(৯) সাপুর—আলিপুরের অধীন, প্রধান প্রধান স্থান, কৃষ্ণরামপুর, লক্ষ্মীকান্তপুর, লক্ষ্মীনারায়ণপুর ইত্যাদি।

(১০) সানগর—আলিপুরের অধীন, ইহা দুইভাগে বিভক্ত হইয়া একভাগ মুড়াগাছা ও অপরভাগ বারিদহাটির সহিত যুক্ত হইয়াছে।

(১১) গড়—ডায়মণ্ডহারবারের অধীন—প্রধান স্থান রাইপুর।

(১২) খাড়িজুড়ী বা খাড়ী—সাতক্ষীরার অধীন। প্রধান স্থান খাড়ী।

(১৩) দক্ষিণ সাগর—ডায়মণ্ডহারবারের অধীন, আজিমাবাদের মধ্যে মধ্যে অবস্থিত, প্রধান স্থান মধুসূদনপুর।

(১৪) কলিকাতা—ইহা কলিকাতা নগরের উত্তর ভাগে অবস্থিত। প্রধান প্রধান স্থান, বারাকপুর, দমদমা, নিমতা, বরাহনগর, দক্ষিণেশ্বর, এড়িয়াদহ, আগড়পাড়া, খড়দহ, নাটগড়, বেলঘরে, তাড়দহ, তেলিনীপাড়া, ইত্যাদি। উপরোক্ত পরগণা সকল ভাগীরথীর পূর্ব্বপারে অবস্থিত।

(১৫) পাইকান—ভাগীরথীর পশ্চিমতীরে অবস্থিত, সালিখা ও শ্রীরামপুরের অধীন।

(১৬) মানপুর—বর্ত্তমান সময়ে কোন অস্তিত্ব নাই।

(১৭) আমীরাবাদ—ভাগীরথীর পশ্চিম পারে অবস্থিত, শ্রীরামপুর, হুগলী, পাণ্ডুয়ার অধীন।

(১৮) মহম্মদ আমীনপুর—ভাগীরথীর পশ্চিম পারে অবস্থিত—শ্রীরামপুর ও পাণ্ডুয়ার অধীন।

(১৯) মলঙ্গীমহল বা নিমক ও মোমমহল, সম্ভবতঃ ইহা বর্ত্তমান সুন্দরবনের মধ্যে ভাগীরথীর পূর্ব্বপারে অবস্থিত।

(২০) হাতিয়াগড়—ভাগীরথীর পূর্ব্ব পারে অবস্থিত। ডায়মণ্ডহারবার

ধীন ইহা এক্ষণে দুই ভাগে বিভক্ত, উত্তরভাগে মথুরাপুর, চাঁদপুর, জগদীশপুর, মনগর, কাশীনগর, ইত্যাদি ও দক্ষিণভাগে বেলপুকুরিয়া, লক্ষ্মীপুর, বাঁশতলা ত্যাদি প্রধান প্রধান স্থান আছে।

(২১) ময়দা—ভাগীরথীর পূর্ব্ব পারে অবস্থিত, বারুইপুরের অধীন। প্রধান প্রধান স্থান বাঁটরা, তিল্লী, সাহাবাজপুর ইত্যাদি।

(২২) আকবরপুর—এক্ষণে কোন অস্তিত্ব নাই।

(২৩) বেলিয়া—ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত আমতা, উলুবেড়িয়া, শ্রীরামপুর, হরিপালের অধীন।

(২৪) বসন্দয়ী—ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে হাবড়া জেলার মধ্যে ভাগীরথী ও দামোদরের মধ্যে অবস্থিত। মীরজাফর প্রদত্ত উক্ত চব্বিশপরগণা ব্যতীত মীর মহম্মদ সাদেকর দত্ত সাতাইশ মহালের মধ্যে হাভিলিসহর বা হালিসহর একটি বিস্তৃত পরগণা। ইহা বর্ত্তমান চব্বিশ পরগণা ও নদীয়া, হুগলী পর্য্যন্ত বিস্তৃত। চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত অংশে নৈহাটি, হালিসহর, ইছাপুর, শ্যামনগর, ভাটপাড়া, কাঁঠালপাড়া প্রভৃতি প্রধান প্রধান স্থান আছে।

কিরূপে বাঙ্গালার সুপ্রসিদ্ধ জেলা চব্বিশ পরগণার উৎপত্তি হইল, ইহা জানিবার জন্য অনেকের কৌতূহল হইয়া থাকে। যাহা এক্ষণে বাঙ্গলার সকল জেলার শীর্ষস্থানীয়, তাহার উৎপত্তি জানিবার জন্য কৌতূহল হওয়া নিতান্ত অস্বাভাবিক নহে, আমরা তজ্জন্য ইহার আনুপূর্ব্বিক বিবরণ প্রদান করিলাম, ভরসা করি, ইহাতে কিয়ৎপরিমাণে পাঠকবর্গের কৌতূহলের নিবৃত্তি হইবে।

সমসাময়িক ইতিবৃত্তে শিবাজী।

—:o:—

মহারাষ্ট্র-গৌরব ছত্রপতি শিবাজী ১৬২৭ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৬৮০ খৃষ্টাব্দে পরলোকগত হন। তিনি যে যুগে প্রাদুর্ভূত হন, তাহা জগতের ইতিহাসে

একটি স্মরণীয় যুগ। ভারতবর্ষে তখন মোগল শাসনকাল। আকবরের উদার নীতি দ্বারা ভারতের বহুরাজ্যে যে বিরাট সাম্রাজ্যের সুদৃঢ় ভিত্তিমূল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহাই তাঁহার পুত্র জাহাঙ্গীর এবং পৌত্র সাহজাহানের যুদ্ধকৌশলে ক্রমেই প্রবল ও সুবিস্তৃত হইতেছিল। জাহাঙ্গীর উচ্ছৃঙ্খল হইলেও, তাঁহার শাসনে রাজ্যবৃদ্ধি না হউক, রাজ্যাংশও হস্তচ্যুত হয় নাই। জাহাঙ্গীরের দেহ ত্যাগ, সাহজাহানের রাজ্যলাভ ও শিবাজীর জন্মগ্রহণ একই বৎসরে হইয়াছিল (১৬২৭)। সাহজাহান অত্যন্ত বিলাসী ও আড়ম্বরপ্রিয় ছিলেন; কিন্তু তিনি শাসনকার্য্যে এত সুদক্ষতার পরিচয় দিয়াছিলেন যে, সুকীর্ত্তিরাজি রক্ষার জন্য তিনি অজস্র অর্থ ব্যয় করিলেও রাজভাণ্ডার অর্থশূন্য হয় নাই। আকবরের সময় হইতেই মোগলকেশরীর লোলুপদৃষ্টি দাক্ষিণাত্যের প্রতি নিপতিত হয়। কিন্তু তিনি কার্য্যতঃ কিছুই করিতে পারেন নাই; সাহজাহান পুনরায় চেষ্টা করিয়া কতকাংশ মাত্র অধিকার করেন; প্রকৃত প্রস্তাবে সাহজাহানের পুত্র আওরঙ্গজেবই দাক্ষিণাত্যের অধিকাংশ বিজয় করিতে সমর্থ হন। সাহজাহানের সময় মহারাষ্ট্র-শিশু শিবাজী শিরোত্তলন করেন বটে, কিন্তু আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালেই তাঁহার বীর্য্যবত্তা ও কীর্ত্তিকলাপ প্রকাশিত হয়। সাহজাহানের রাজত্বের শেষাংশ এবং আওরঙ্গজেবের রাজত্বের অধিকাংশ অর্থাৎ সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধ জগতের ইতিহাসে একটি ঘটনাপূর্ণ এবং সমস্যাপূর্ণ সময়।

ইংলণ্ডের ইতিহাসেও এই সময় একটি ভীষণ যুগ। মহাবীর ক্রমওয়েল ইংলণ্ডাধিপতি প্রথম চার্লসকে রাজ্যচ্যুত ও নিহত করিয়া স্বকীয় তত্ত্বাবধানে এক নূতন শাসনপ্রণালী প্রবর্ত্তিত করেন। কিন্তু যখন কালের করে শীঘ্রই সে মহাত্মার বিলয় হইল, তখন অল্পদিন মধ্যেই সে নববিধান বিলুপ্ত হইল এবং ভ্রষ্টচরিত্র দ্বিতীয় চার্লসের হস্তে পুনরায় রাজ্যভার ন্যস্ত হইল। রাজার হস্ত হইতে শাসনভার কাড়িয়া লইয়া সুবিধা না হওয়াতে যখন পুনরায় রাজার হাতে তাহা প্রত্যর্পিত হইল, তখন রাজা স্বতঃই যথেচ্ছাচারী হইয়া পড়িলেন। তখন অরাজকতা, উদ্দামতা, ও নৈতিক অবনতির প্রবলতরঙ্গ প্রবাহিত হইয়া সমগ্র ইংরাজভূখণ্ড পরিপ্লাবিত করিল। এইরূপে ইংলণ্ড যখন প্রমোদবিলাসে

রঙ্গে নির্জীব হইয়া পড়িয়াছিল, ভারতভূমি তখন মারহাট্টা ও মোগলের ল রণরঙ্গে যথেষ্ট সজীবতার পরিচয় দিতেছিল। এই যুগেই মহাবল মহারাষ্ট্র শক্তির প্রতিষ্ঠা হয়। সে শক্তির প্রতিষ্ঠাতা শিবাজী যে দিন কার্য্যান্তে ন্ত নিদ্রায় নেত্র নিমীলিত করিলেন, তখনও জাড্যভাবাপন্ন অচৈতন্য ইংলণ্ড নেত্র উন্মীলন করে নাই।

আকবরের সময়ে মোগলরাজ্যের যশঃপ্রভা বহুদূর বিকীর্ণ হয় বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালেই তাহা উন্নতির চরমসীমায় অধিরূঢ় হয়। পূর্ণচন্দ্রই রাহুগ্রস্ত হয়; আওরঙ্গজেবের সময়েই পূর্ণতাপ্রাপ্ত মোগল সাম্রাজ্যের পতন আরম্ভ হয়। ফরাসী দেশে এই সময়ে সুবিখ্যাত নরপতি চতুর্দ্দশ লুই রাজত্ব করিতেছিলেন। তাঁহার মহাপ্রাজ্ঞ মন্ত্রী কলবার্টের শাসনকৌশলে এই রাজত্বকাল উন্নতির পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। এই সময়ে স্পেনরাজ্যের উত্তরাধিকার লইয়া পশ্চিম ইয়ুরোপে বহুবর্ষব্যাপী যে প্রবল যুদ্ধ চলিতেছিল, তাহার সহিত মোগল শাসনকালীয় মহারাষ্ট্রযুদ্ধের তুলনা হইতে পারে। যখন পরাক্রান্ত আওরঙ্গজেব দিল্লীর সম্রাট্‌রূপে বীরকেশরী শিবাজীর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেছিলেন, তখন নির্জীব সম্রাট প্রথম লিওপোল্ড জর্ম্মাণদেশের দণ্ডমণ্ডের কর্ত্তা ছিলেন।

অতএব দেখা গেল যে যুগে ছত্রপতি শিবাজী স্ববিক্রমে মহারাষ্ট্র-গৌরব প্রতিষ্ঠিত করেন, সে যুগে ইংলণ্ড বিলাসবিভ্রাটে অধঃপতিত, জর্ম্মাণি এক দুর্ব্বল নৃপতির হস্তে ন্যস্ত, এবং স্পেনের উত্তরাধিকার লইয়া ভীষণ অরাজকতা উপস্থিত হইয়াছিল। একমাত্র ফ্রান্সই এই সময়ে উন্নতির শিখরে সমারূঢ়, এবং ফরাসীর গৌরব-প্রতিভা দেশদেশান্তরে বিকীর্ণ হইতেছিল। এই সময়ে বহুসংখ্যক ইয়ুরোপীয় পর্য্যটক ভারতবর্ষ প্রভৃতি আর্য্যদেশ ভ্রমণার্থ আগমন করেন; তাঁহাদিগের মধ্যে ফরাসীদিগের সংখ্যাই অধিক। এই সকল ভ্রমণকারিগণের অসাধারণ অধ্যবসায় এবং সূক্ষ্মানুসন্ধান দ্বারা যে সমস্ত ঐতিহাসিক তথ্যসংগ্রহ হয়, তদ্দ্বারা তত্তদ্দেশীয় সাহিত্য ও ইতিহাসের যথেষ্ট পুষ্টি সাধিত হয়।

এই সকল ভ্রমণকারিগণের অধিকাংশই শিবাজীর বলদর্পে যখন সমগ্র দাক্ষিণাত্য আলোড়িত হইতেছিল, তখন তাঁহারা কার্য্যব্যপদেশে ভারতবর্ষের

নানাস্থানে অবস্থান করিতেছিলেন। তাঁহাদের ভ্রমণবৃত্তান্ত হইতে শিবাজী সম্বন্ধে নানা কথা জানিতে পারা যায়। সমসাময়িক ইতিবৃত্তের অন্তর্গত এ সকল কথার যথেষ্ট ঐতিহাসিক মূল্য আছে। শিবাজীর মৃত্যুর পরে বহুসংখ্যক পণ্ডিতদিগের দ্বারা নানা প্রসঙ্গে শিবাজীর জীবনবৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ হইয়াছে। অর্ম্মির মোগলেতিহাস, গ্রাণ্ট ডফ ও ওয়ারিং প্রণীত মারহাট্টা-ইতিহাস, প্রণীত হিন্দুস্থান ও ফেরিস্তা প্রভৃতি পুস্তকে শিবাজী সম্বন্ধে গবেষণাপূর্ণ যথে তথ্যের অবতারণা করা হইয়াছে, কিন্তু ইহা অপেক্ষাও সমসাময়িকগণের ইতি বৃত্ত বিশেষ প্রামাণ্য বলিয়া ধরা যাইতে পারে। যদিও সমসাময়িক বিরুদ্ধবাদীদিগের মতদ্বারা বিচলিত হইয়া ইতিহাসের মর্য্যাদা বিস্মৃত হই পারেন, তবুও একথা সকলকেই স্বীকার করিতে হয় যে, তাঁহাদের বিবরে তৎসামরিক অবস্থার যে সুস্পষ্ট প্রতিকৃতি পাওয়া যায়, তাহা অন্যত্র সুদুর্ল্লভ আমরা অর্ম্মি প্রভৃতি ঐতিহাসিকের অনুসরণ করিয়া সমসাময়িক ভ্রমণকারী দিগের বিবরণ হইতে শিবাজী সম্বন্ধে যাহা কিছু মন্তব্য বা তথ্য সংগ্রহ ক যাইতে পারে, তাহার সংক্ষিপ্ত সারমর্ম্ম প্রদান করিতেছি। পরের মন্তব্য প্রদা করিবার সময়ে আমরা নিজের মন্তব্য অপ্রকাশিত রাখাই সঙ্গত মনে করি।

(১) ট্যাভারনিয়র (Tavernier)। ইনি একজন ফরাসীদেশীয় ভ্রম কারী। ইনি ১৬০৫ খৃষ্টাব্দে পারিনগরে জন্মগ্রহণ করেন এবং ছয়বার এ দেশে ভ্রমণার্থ আগমন করেন। ১৬৩১ খৃষ্টাব্দে তাঁহার প্রথম অভিযান আর হয়। ১৬৪০ অব্দে তিনি প্রথম ভারতবর্ষে পদার্পণ করিয়া বঙ্গদেশস্থ চা অঞ্চলে উপনীত হন। আরও কয়েকবারে সুরাট, মছলীপত্তন প্রভৃতি স্থা অবতরণের পর ভারতবর্ষের নানাস্থান পরিভ্রমণ করিয়া ১৬৬৮ খৃষ্টাব্দে শেষ স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হন। তিনি অতি সংক্ষিপ্তভাবে শিবাজীর ভাগ্যোদয়ের বর্ণ করিয়াছেন। শিবাজী অতি অল্প বয়সেই বিজাপুরের রাজার প্রতি অত্য বিরক্ত হইয়া কতকগুলি অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্য সংগ্রহপূর্ব্বক বহু রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। রাজার মৃত্যুর পর মহিষী এক পোষ্যপুত্র গ্র করেন; তিনি শিবাজীর বিদ্রোহে ভীত হইয়া সন্ধির প্রস্তাব করেন। তদ

র হয় যে শিবাজী স্বাধিকৃত প্রদেশের অধীশ্বর থাকিয়া শুধু বিজাপুর রাজের মিত্ব স্বীকার করিবেন। সন্ধির পর রাণী মক্কাতীর্থে গমন করেন। যখন নি মক্কা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন, তখন পথে ইস্পাহানে ট্যাভার- রের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। ট্যাভারনিয়র শিবাজীর কৃতকার্য্যতা বিষয়ে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণরূপে সকলের অনুমোদিত না হইতে রে। তিনি বলেন "শিবাজী সাহস ও বিশ্বাসঘাতকতা" দ্বারা মারহাট্টাগণের ন্য দক্ষিণ ভারতের একাধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন।*

(২) বার্ণিয়ার—ইনি ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দে প্রথম সুরাটে পদার্পণ করেন এবং ৬৬৭ অব্দে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।† কিন্তু তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্তে তাঁহার াগমন ও প্রত্যাবর্ত্তনের তারিখ যথাক্রমে ১৬৫৮ ও ১৬৬৬ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। বর্ণিয়ারের মতে শিবাজী সতর্ক, দুঃসাহসিক ও আত্মরক্ষায় সম্পূর্ণ মনোযোগী ছিলেন। সায়েস্তা খাঁ যখন দাক্ষিণাত্যবিজয়ে প্রেরিত হন, তখন তিনি বহু সৈন্যাধিপতি বিজাপুররাজ অপেক্ষা শিবাজীকে অধিকতর দুর্দ্দমনীয় ক্ত বলিয়া মনে করেন। বার্ণিয়ার শিবাজী কর্ত্তৃক সুরাটলুণ্ঠনের এক বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। তাহাতে একস্থলে লিখিত আছে যে, সুরাটলুণ্ঠন ও সায়েস্তা খাঁর উপর আক্রমণ এই উভয় ব্যাপারে শিবাজীর সহিত যশোবন্ত সিংহের গুপ্ত মন্ত্রণা ছিল।

বার্ণিয়ার বলেন যে সুরাটলুণ্ঠনসময়ে পবিত্রচরিত্র শিবাজী‡ খৃষ্টীয় মিশনরী- গণের আবাসগৃহের উপর কোনও আক্রমণ করেন নাই; তিনি বলিতেন, "খৃষ্টীয় মিশনরীগণ উত্তম লোক; তাঁহাদিগকে বিরক্ত করা হইবে না।" ওলন্দাজদিগের একজন দালাল জীবিতাবস্থায় অত্যন্ত দানপরায়ণ ছিলেন, এজন্য শিবাজী সেই মৃতব্যক্তির গৃহের উপর কোনরূপ অত্যাচার করিতে বারণ করেন।

* "By his valour and treachery he won for the Marhattas the Suzerainty of Southern India". Constables' Oriental Miscellany Vol. I. p. 183.

† Robert Orme's Historical Fragments of the Moghul Empire.

‡ "The holy Sevajee."

শিবাজী দিল্লীতে যাইবার পূর্ব্বে যশোবন্ত সিংহ তাঁহার প্রতিভূ হইয়াছিলেন। সায়েস্তা খাঁর স্ত্রী সম্রাট আরঙ্গজেবের একজন ঘনিষ্ঠ আত্মীয়া ছিলেন। শিবাজীর সহিত যুদ্ধে সায়েস্তার এক পুত্র নিহত হয়, সায়েস্তা খাঁ স্বয়ং আহত হন এবং সুরাট লুণ্ঠিত হয়। এই সকল কারণে সায়েস্তা খাঁর স্ত্রী শিবাজীর উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন। সুতরাং শিবাজী যখন দিল্লীতে যান, তখন তিনি অবিরত পদে পদে শিবাজীকে অপদস্থ করিবার জন্য চেষ্টা করেন। এমন কি ৩।৪ জন ওমরাহ সর্ব্বদা শিবাজীর শিবিরে পাহারা দিতেন। এই সকল কারণে শিবাজী কৌশলে রাত্রিযোগে পলায়ন করেন। যশোবন্তের জ্যেষ্ঠ পুত্র এই বিষয়ে শিবাজীকে সাহায্য করিয়াছিলেন বলিয়া অভিযুক্ত হন এবং এজন্য তাঁহাকে রাজসরকারে আসিতে নিষেধ করা হয়। * কাহারও কাহারও মত এই যে শিবাজীর পলায়ন বিষয়ে স্বয়ং আওরঙ্গজেবেরও ইঙ্গিত ছিল।

(৩) থিভিনো [Thevenot]—ইনিও একজন ফরাসী পর্য্যটক। ইনি ১৬৬৪ অব্দে প্রথম সুরাটে আসেন এবং তথা হইতে নানা স্থান ভ্রমণ করিয়া মিয়ানা নামক স্থানে মৃত্যুমুখে পতিত হন (১৬৬৭)। অতি অল্প সময়ের অভিজ্ঞতায় থিভিনো এদেশ সম্বন্ধে যেরূপ সুন্দর ও বিশ্বাসযোগ্য বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহা এক্ষণে সুলভ নহে। তিনি ১৬৬৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত শিবাজী সম্বন্ধীয় যাবতীয় ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন।

(৪) ক্যারি (Carre)—ইনি ফরাসী ডাইরেক্টর জেনারেল কেরণের অনুচররূপে ১৬৬৮ অব্দে সুরাটে আসিয়া তিন বৎসর ছিলেন। ১৬৭২ অব্দে তিনি দ্বিতীয়বার সুরাটে আসিলে কেরণ তাঁহাকে স্যান্ টোমিতে অবরুদ্ধ মঁশিও হে মহোদয়ের নিকট প্রেরণ করেন। তথা হইতে তখন তিনি কার্য্যগতিকে চল দেশে গমন করেন, তখন সেই স্থানে শিবাজীর কর্ম্মচারিগণ তাঁহাকে যথেষ্ট সদাচারের সহিত অভ্যর্থনা করেন। ক্যারি দুই খণ্ডে তাঁহার যে ভ্রমণবৃত্তান্ত প্রকাশিত করেন, তাহার উভয় খণ্ডেই শিবাজীসম্বন্ধীয় বিবরণ আছে। তন্মধ্যে দ্বিতীয় ভাগে তিনি ১৬৭১ ও ১৬৭২ এই দুই বর্ষের শিবাজীর কার্য্যাবলী

* See Bernier's Travels p. 189.

সম্বন্ধে যথেষ্ট সত্য ঘটনা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি শিবাজীর চরিত্র ঐকান্তিকভাবে প্রশংসা করিয়াছেন এবং তাঁহাকে গাষ্টাভাস্ এডল্ফাস্ ও জুলিয়স্ সীজর প্রভৃতি ইয়ুরোপীয় বীরের সহিত তুলনা করিয়াছেন। ক্যারির মতে মহাবীর শিবাজী সমস্ত রাজোচিত সদ্‌গুণে বিভূষিত ছিলেন।

(৫) ডেলন (Dellon)—ইনি একজন ফরাসী চিকিৎসক। ইনি ১৬৬৯ খৃষ্টাব্দে প্রথম সুরাটে আসেন এবং ১৬৭৪ খৃষ্টাব্দে এদেশ ত্যাগ করিয়া যান। তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্তের মধ্যে তিনি অধিবাসিগণের আচারপদ্ধতি ও দেশের অবস্থা বিষয়েই বিশেষ বর্ণনা করিয়াছেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি শিবাজীর কথা বহুবার উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু তিনি যখন গোয়ানগরীতে অবস্থান করিতেছিলেন, তখনই শিবাজীর বিষয় অধিক শুনিবার কথা ছিল; অথচ সে সময়ে তিনি শিবাজীর সম্বন্ধে কিছুই লিখেন নাই।

(৬) ডি গ্রাফ্ নামক একজন সার্জন ওলন্দাজ কোম্পানীর অধীনে ১৬৪০ হইতে ১৬৮৭ অব্দের মধ্যে ছয়বার ভারতবর্ষে আসেন। তিনি বহুল এবং বিবধ বার্ত্তা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার বঙ্গদেশে পরিভ্রমণের সময় শিবাজী সম্বন্ধে কিছুই বলিবার সম্ভাবনা ছিল না, অথচ তখনই তিনি শিবাজীপ্রসঙ্গ প্রথম উল্লেখ করিয়াছেন। যখন তিনি শিবাজীর কার্য্যক্ষেত্রের নিকটবর্ত্তী ছিলেন, তখন তিনি সে প্রসঙ্গ একবারমাত্র উত্থাপিত করিয়াছেন।

(৭) মঁশিও ডি লা হে নামক ফরাসীবীর স্বপ্রণীত জর্ণালে শিবাজীসম্বন্ধে অনেক বিবরণ দিয়াছেন। ত্রিকোণমালী উপসাগরে অধিকার স্থাপনের চেষ্টা করিতে গিয়া ওলন্দাজ নৌবাহিনী দ্বারা বিবিধ প্রকারে প্রতিরুদ্ধ ও বিড়ম্বিত হে অবশেষে করমণ্ডল উপকূলে প্রস্থান করেন এবং তথায় প্রবল আক্রমণে স্যান টোমী অধিকার করিয়া লন। (১৬৭২)। এই স্থান পূর্ব্বে গোলকুণ্ডার মহারাজের অধীন ছিল; তাঁহার সৈন্যদল ওলন্দাজদিগের সাহায্যে এই স্থান অবরোধ করে। মহাবীর হে অমিতবিক্রমে দুই বৎসর কাল এই স্থান রক্ষা করিয়াছিলেন। গোলকুণ্ডার সৈন্যদল এই কার্য্যে ব্রতী থাকাতে শিবাজীর যথেষ্ট সুবিধা হইয়াছিল।

(৮) ১৬৭৭ অব্দে পারিনগরীতে আর একখানি ভ্রমণকাহিনী প্রকাশিত হয়। উহা মঁশিও হের সৈন্যদলভুক্ত জনৈক লোকের দ্বারা লিখিত। এই লেখক ওলন্দাজদিগের দ্বারা বন্দীকৃত হইয়া বাটাভিয়ার কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি শিবাজীর কথা লিখিয়াছেন বটে, কিন্তু শিবাজী সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য কিছুই জানেন না। এমন কি শিবাজীকে তিনি মোগল বাদসাহের আত্মীয় বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন।

(৯) ফ্রায়ার নামক একজন ইংরাজ চিকিৎসক ১৬৭৩ ও ১৬৭৯ অব্দে দুইবার ভারতবর্ষে আসেন এবং ১৬৮১ অব্দে শেষবার স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তিনি শিবাজীর কথা অনেক বার উল্লেখ করিয়াছেন বটে, কিন্তু উহা সর্ব্বত্রই অন্যান্য বিষয়ের সহিত জড়িত ও উহাতে সময়নির্দ্দেশ নাই। শিবাজী মারহাট্টাজাতির প্রতিষ্ঠাতা। সমসাময়িক ভ্রমণকারিগণের বিবরণে শিবাজীর সৈন্যদল কখনও মারহাট্টা বলিয়া উক্ত হয় নাই, তাহাদিগকে "শিবাজীরদল" (Sevagees) বলিত।

(১০) ডি অর্লিয়নস্ নামক একজন জেসুইট ১৬৮৮ অব্দে "শিবাজীর ইতিহাস" নামক একগ্রন্থ প্রচার করেন। এই গ্রন্থ অতি সংক্ষিপ্ত; ইহার কোথায়ও তারিখের নামগন্ধ নাই; শিবাজী সম্বন্ধে যে বিবরণ দেওয়া হইয়াছে তাহাও সম্পূর্ণ নহে এবং তাহা তৎকালে সাধারণের পরিজ্ঞাত ছিল না।

(১১) মনোচি (Manouchi) নামক একজন ডাক্তার সুল্‌তান মুয়াজিমের সহচর ছিলেন। যখন মুয়াজিম শিবাজীর বিরুদ্ধে দাক্ষিণাত্যে প্রেরিত হন, তখন মনোচি তাঁহার সঙ্গে ছিলেন এবং পরে কেট্রন নামক জনৈক সুবিখ্যাত ঐতিহাসিককে বহু ঐতিহাসিক তথ্য দ্বারা সাহায্য করেন।

শিবাজীর সমসাময়িক পর্য্যটক বা ঐতিহাসিকগণ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম উপরে প্রদত্ত হইল। পরবর্ত্তী যুগে যে সকল ঐতিহাসিক শিবাজীপ্রসঙ্গে লেখনী পরিচালনা করিয়াছেন, তাঁহাদের কথা ভবিষ্যতে বলিবার বাসনা রহিল।

শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র।

বাগেরহাটে খাঁ জাহান আলীর কীর্ত্তি।*

—o*o—

যে সময় সৈয়দবংশীয় মুসলমান সম্রাটগণ দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিয়া দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপে চতুর্দ্দিকে আপন ক্ষমতা বিস্তার করিতেছিলেন, তৎকালে গৌড় নগরে "নাশির সাহ" নামক এক প্রবল পরাক্রান্ত নবাব রাজত্ব করিতেন। গৌড়বঙ্গ ও সমগ্র উৎকল প্রদেশ এবং এমন কি আসামের কতকাংশও তাঁহার শাসনাধীন ছিল। দিল্লীশ্বর ও গৌড়েশ্বর উভয়েই সমক্ষমতাপন্ন ছিলেন বলিয়াই গৌড়েশ্বরের জীবদ্দশায় দিল্লীশ্বর গৌড় রাজ্যের প্রতি হস্তক্ষেপ করিতে সাহসী হন নাই। নাশির সাহ স্বাধীনভাবেই রাজত্ব করিতেন।

তখন উড়িষ্যা ও গৌড়বঙ্গে রাজস্বসংগ্রহের কোন সুব্যবস্থাই ছিল না। অধিকাংশ স্থান গর আবাদি, পতিত ভূমি ও জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল, সুবিধাজনক পথ ঘাটের অভাবে লোকের বড়ই কষ্ট হইত, হিংস্র জন্তু ও দুষ্ট লোকের দৌরাত্ম্যে প্রজা সাধারণ সর্ব্বদাই আশঙ্কায় কাল কাটাইত। রাজ্যের চতুর্দ্দিকে এইরূপ বিশৃঙ্খলতা দেখিয়া প্রজারঞ্জক নবাব নাশির সাহ তৎপ্রতীকারে মনোনিবেশ করিলেন। নাশির সাহের সভায় রাজনীতিকুশল সচীবের অভাব ছিল না। তিনি তাঁহাদের পরামর্শে ও সহকারিতায় সমগ্র গৌড়বঙ্গ ও উড়িষ্যা প্রদেশের রাজস্ব বন্দোবস্ত ও অন্যান্য আবশ্যকীয় সংস্কার করিবার অভিপ্রায়ে উপযুক্ত কর্ম্মচারীদিগকে বনকর্ত্তন, ভূমি আবাদ, লোকালয়স্থাপন, জলাশয়খনন, ও পথ ঘাট নির্ম্মাণ করিবার ক্ষমতা প্রদান করিয়া রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে প্রেরণ করেন।

নবাব সাহেবের আদেশে যে সমস্ত কর্ম্মচারিগণ রাজ্যের বিভিন্ন অংশে প্রেরিত হইয়াছিলেন খাঁ জাহান আলি তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। তিনি বহু-

* Journal of the Asiatic Society of Bengal, Part. I. No. II—1867, Westland's History of Jessore, এডুকেশন গেজেট, ১১ই মার্চ্চ, ১৮৬৮ সাল। Stewart's, History of Bengal and বিশ্বকোষ।

সংখ্যক হস্তী, অশ্ব, লোক লস্কর ও নানাবিধ খাদ্য সামগ্রী সমভিব্যাহারে গৌড় হইতে বহির্গত হইয়া দামোদর ও আমোদর নদদ্বয় মধ্যবর্ত্তী বনভূমিতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং মজুরদ্বারা জঙ্গল কাটাইয়া এখানে একটী নগর স্থাপন করিয়া খাঁ জাহান নিজ নামানুসারে তাহার নাম জাহানাবাদ রাখিলেন।

জাহানাবাদ সংস্থাপনের পরে রাজস্ব বন্দোবস্ত ও অন্যান্য আবশ্যকীয় সংস্করণ সৌকর্য্যার্থ তাঁহাকে পূর্ব্ব বঙ্গে বাকলাচন্দ্রদ্বীপ অঞ্চলে যাইতে হইয়াছিল। চন্দ্রদ্বীপের কার্য্য সমাপন করিয়া ক্রমে তিনি ভৈরব নদের দক্ষিণ তীরবর্ত্তী সুন্দরবনে আসিয়া উপস্থিত হন। এখানে এক দিন রাত্রিকালে তিনি স্বপ্ন দেখিলেন যেন স্বয়ং আল্লা আসিয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া সৎকার্য্য করিতে অনুমতি করিতেছেন। এই স্বপ্নের পর হইতেই খাঁ জাহানের মন ধর্ম্মভাবে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি সৎকার্য্য করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন। এ স্থান তখন ভীষণ জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল। খাঁ জাহান আলি মজুর দ্বারা ঝাড়ি জঙ্গল কর্ত্তন, কর্ষণ দ্বারা পতিত ভূমি উর্ব্বরা করিয়া নবাব সাহেবের আনুকূল্যে স্থপতিগণ দ্বারা সুরম্য হর্ম্ম ও মসজিদনির্ম্মাণ, বড় বড় জলাশয়খনন ও পথ ঘাট প্রস্তুত করাইয়া সেই ভীষণ জঙ্গলকে সুদৃশ্য স্থানে পরিণত করিলেন এবং এখানে বাস করিতে লাগিলেন। এখানে থাকিয়াই তিনি বহুল অর্থ উপার্জ্জন করেন।

খাঁ জাহান আলির সর্ব্বপ্রধান কীর্ত্তি "ষাটগম্বুজ" নামক বৃহৎ মসজিদ। লোকে ইহাকে "ষাটগম্বুজ" নামে অভিহিত করিলেও ইহাতে সর্ব্বসমেত ৭৭টী গম্বুজ আছে। ৬০টী থাম দশ সারিতে বিভক্ত হইয়া এই মসজিদের ছাদ রক্ষা করিতেছে। ষাট গম্বুজ পূর্ব্বদুয়ারী। মসজিদের সম্মুখভাগে ১১টী দরজা আছে। মধ্যস্থলের দরজাটী প্রকাণ্ড কিন্তু উভয় পার্শ্বস্থিত ১০টী অপেক্ষাকৃত ছোট। দ্বিতীয় ও দশম দরজা দুইটী ইটের গাঁথনী দ্বারা এক ধারে বন্ধ করা। প্রত্যেক দরজার উপরেই খিলানের কাজ। মসজিদের পশ্চাদ্‌ভাগের দেওয়ালেও সম্মুখভাগের অনুরূপ সমসংখ্যক দরজা ও সমানভাবের খিলানের কাজ আছে। উত্তর ও দক্ষিণ প্রত্যেক দিকেই ৭টী করিয়া দরজা আছে, এগুলির উপরেও একই ভাবের খিলানের কাজ। মসজিদের ৪ কোণে চারিটী বুরুজ ছাদের

উপরস্থিত গম্বুজ হইতে কতকটা উচু হইয়া উঠিয়াছে। সম্মুখের বুরুজ দুইটীর মধ্যে ছাদে উঠিবার জন্য দুইটী গোল সিঁড়ি আছে। প্রথম সিঁড়ি দিয়া অনায়াসেই উঠা নামা যায় এবং সেখানে বেশ আলো আছে তাই ইহাকে লোকে 'রোশন মাণিক বা 'আলোক কোঠা' আর দ্বিতীয় সিঁড়ি কিছু খাড়াই রকমের, স্থানটা অন্ধকারময় তাই তাহাকে 'আঁধার মাণিক' বা 'আঁধার কোঠা' বলে। মসজিদের ভিতরকার হলটী দৈর্ঘ্যে ৯৬ হাত, প্রস্থে ৬৪ হাত। এই প্রকাণ্ড হলের ঠিক মধ্যস্থলেই 'উপাসনা বেদী'। এই বেদীতে উপবেশন করিয়াই খাঁ জাহান কোরান শরীফ পাঠ ও উপাসনাদি করিতেন। এখানে সে প্রাচীন ধরণের অদ্ভুত আকারের কাষ্ঠনির্ম্মিত একটী কোরানাধার ছিল। খাঞ্জালী সাহেব সেই কাষ্ঠাধারের উপর কোরান রাখিয়া তাহা পাঠ করিতেন, আধারটী এখন এখানে নাই। বেদীর দুই পার্শ্বে দুইটী বৃহৎ গর্ত্ত আছে। ফকীরেরা বলেন যে, খাঞ্জালী সাহেব ঐ গর্ত্তে টাকা কড়ি রাখিতেন। এই হলের এক পার্শ্বেই তাঁহার দরবার বসিত।

'ষাটগম্বুজের' তিন মাইল উত্তর পূর্ব্বে খাঞ্জালী সাহেবের "রোজা" বা "কবরখানা।" প্রবাদ—খাঞ্জালী সাহেব নিজেই তাঁহার জীবদ্দশায় অনেক টাকা ব্যয় করিয়া ইহার নির্ম্মাণকার্য্য সমাধা করিয়া যান। কবরখানার চারিদিকেই প্রাচীরবেষ্টিত। রোজাটী বাহির হইতে দেখিলে সমচতুষ্কোণ বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু ভিতরের দিকটা সম-অষ্টকোণের আকার। মন্দিরের চারি দিকেই চারিটী দরজা আছে। তন্মধ্যে উত্তরের দিকের দরজা ইটের গাঁথনি দ্বারা বন্ধ করা। রোজাটী প্রায় ৩০।৩৫ হাত উচ্চ হইবে। ইহাতে একটী মাত্র গম্বুজ ক্রমশঃ সরু হইয়া সগর্ব্বে উর্দ্ধে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইরা আছে। রোজার ভিতরকার হলের ঠিক মধ্যস্থলেই সাধু খাঞ্জালী সাহেব শয়িত। কবরের উপরেই শ্বেতমর্ম্মর নির্ম্মিত বেদী। আস্তানার ফকীরেরা প্রত্যহই এই বেদীর উপর পুষ্পবর্ষণ করিয়া মৃত মহাত্মার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকেন। বেদীতে আরবী অক্ষরে কয়েক পংক্তি কবিতা লেখা আছে। আমরা নিম্নে তাহার কয়েকটীর মর্ম্মানুবাদ দিলাম।

১। 'ভগবানের প্রেমভিখারী জনৈক সামান্য ভৃত্য এই স্থানে শয়িত আছেন। তিনি ভগবানানুগৃহীত ব্যক্তিগণের পরম বন্ধু, জ্ঞানবান্‌দিগের হিতাভিলাষী, ও ভগবানের অবিশ্বাসীগণের ঘোর শত্রু ছিলেন। তাঁহার নাম আলাঘ খাঁ জাহান আলী ছিল। হিজিরা ৮৬৩ সালের ২৬শে জেলহিজ্জা বুধবার রাত্রে তিনি পৃথিবী ত্যাগ করিয়া ভগবানের রাজ্যে গমন করিয়াছেন। পরদিন বৃহস্পতিবার তাঁহার সমাধি হয়।

২। এই সমাধি-মন্দির খাঁজাহান আলীর স্বর্গের উদ্যান। ভগবান তাঁহার শান্তি বিধান করুন।'

সমাধি-মন্দিরের অনতিদূরেই রন্ধনশালা ও অন্যান্য কতকগুলি ক্ষুদ্র গৃহ আছে। ইহার অনতিদূরেই একটী প্রকাণ্ডগৃহের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। ইহাই খাঞ্জালী সাহেবের অতিথিশালা। এখানে বসিয়া প্রত্যহই দীন দুঃখী অতিথি অভ্যাগত ও অন্যান্য শত শত লোক পরিতোষরূপে আহার করিত। খাঞ্জালী সাহেব নিজে উপস্থিত থাকিয়াই তাহার তত্ত্বাবধান করিতেন।

ইহা ব্যতীত খাঞ্জালী সাহেব আর যে সমস্ত মসজিদ, অট্টালিকা, বড় দরগা, ছোট দরগা নামে পীরের আস্তানা ও বৃহৎ তোরণাদি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, সে সকল কালের কঠোর অত্যাচারে ক্রমে ভগ্ন ও স্থানচ্যুত হইয়া ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ভাবে চতুর্দ্দিকে স্তূপাকারে অতীতের সাক্ষীরূপে পড়িয়া আছে মাত্র।

এই সমস্ত ভগ্ন ও অভগ্ন অট্টালিকা গুলির দক্ষিণ দিকেই খাঞ্জালীর একটী প্রকাণ্ড দীঘি। এই দীঘি সম্বন্ধে অনেক গল্প শুনা যায়, তাহার একটী এস্থানে উল্লেখ করিলাম।

"ভাল পানীয় জলের অভাব হওয়ায় খাঞ্জালী সাহেব দীঘি খনন করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার লোকেরা খনন করিতে করিতে নীচে অনেকদূর গিয়াছে, এমন সময় তাহারা একটী মন্দির দেখিতে পাইল। মন্দিরের দ্বার ভিতর দিক হইতে রুদ্ধ ছিল। তাহারা অনেক চেষ্টা করিল, কিন্তু কিছুতেই দ্বার খুলিতে সমর্থ হইল না। এ সংবাদ খাঞ্জালীর নিকট পৌঁছিলে তিনি ঘোড়া ছুটাইয়া মন্দিরের নিকট উপস্থিত হইলেন। মন্দিরের দ্বার তখনও রুদ্ধ, কিন্তু খাঞ্জালী সাহেব

হস্তস্থিত দণ্ড দ্বারা আঘাত করিতেই সে দরজা খুলিয়া গেল। তিনি বিস্ময়ে দেখিলেন মন্দিরের মধ্যে একটী অগ্নিকুণ্ড জ্বলিতেছে এবং তাহারই পাশে বসিয়া দীর্ঘ জটাজুটধারী এক সন্ন্যাসী নিবিষ্টমনে ধূমপান করিতেছেন। খাঞ্জালী সন্ন্যাসীকে অভিবাদন করিয়া তাঁহার নিকট দীঘির জন্য জল প্রার্থনা করিলেন। সন্ন্যাসী বলিলেন 'আমি নির্জ্জনস্থান দেখিয়া ভৈবর নদের তীরে এই মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া সেখানে বসিয়া তপস্যা করিতেছিলাম, এইমাত্র আমার তপঃভঙ্গ হইল। এই অল্প সময়ের মধ্যে মন্দিরটার উপর এত মাটী পড়িয়াছে এও ভগবানের এক খেলা। যাহা হউক, তুমি সৎ উদ্দেশ্যেই লোকের হিতের জন্য এই দীঘি খনন করিয়াছ, ভগবানের কৃপায় ইহা অবিলম্বেই সুন্দর সুস্বাদু পানীয় জলে পরিপূর্ণ হউক।' সন্ন্যাসীর মুখের কথা মুখে থাকিতে না থাকিতেই মন্দিরের নিকট হইতে তীর বেগে জল উঠিতে লাগিল, খাঞ্জালী সাহেব এই ব্যাপার দেখিয়া সন্ন্যাসীকে অভিবাদন করিয়া অশ্ব ছুটাইলেন, তেজস্বী অশ্বও চক্ষের পলক ফেলিতে না ফেলিতেই তাঁহাকে লইয়া দীঘির তীরে পৌঁছিল। দেখিতে দেখিতে দীঘি জলে পূর্ণ হইয়া গেল। সন্ন্যাসী হইতেই এই দীঘি জলে পরিপূর্ণ হইয়াছিল বলিয়াই খাঞ্জালী সাহেব ইহাকে ঠাকুর দীঘি নামে অভিহিত করেন।"

এই দীঘিতেই খাঞ্জালী সাহেবের "কাল পাড়" ও "ধল পাড়" নামক দুইটী প্রকাণ্ডদেহ পোষা কুম্ভীর ছিল। ধার্ম্মিক খাঞ্জালী সাহেবের কুম্ভীর দুইটীও ধার্ম্মিক ছিল। 'ধল পাড়' ও 'কাল পাড়' অনেক দিন হইল ইহলীলা সম্বরণ করিয়াছে। এখন তাহাদের কয়েকটী বংশধর মাত্র আছে। ইহারা সর্ব্বাংশে 'ধলপাড়' ও 'কালপাড়ের' উপযুক্ত বংশধর। কুম্ভীরগুলির অসাধারণ ধর্ম্ম ও ক্ষমতা দেখিয়া স্থানীয় লোকে তাহাদিগকে দৈবশক্তিসম্পন্ন বলিয়া মনে করে। স্ত্রীলোকের সন্তান না হইলে কিম্বা কাহারও কোন আপদ বিপদ ঘটিলে তাহারা নানা কামনা করিয়া তাহাদের নিকট কপোত, হাঁস, মোরগ, ছাগলছানা প্রভৃতি মানসিক করে। কামনা সিদ্ধ হইলে মানসিক পশু পক্ষী লইয়া দরগায় উপস্থিত হইলে মসজিদের ফকীর খাঞ্জালীর উদ্দেশ্যে শির্নী দিয়া মানতকারীকে সঙ্গে লইয়া ঘাটে গিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলেই কুম্ভীরগুলি তৎক্ষণাৎ ভাসিয়া উঠিয়া

ক্রমে ঘাটের ধারে উপস্থিত হয়। ফকীর কিম্বা মানতকারী তীর হইতে মানসিক পশু পক্ষীকে হাতে ধরিলে কুম্ভীরগুলি তাহাদিগকে আস্তে আস্তে আসিয়া হাত হইতে উঠাইয়া লইয়া জল মধ্যে নিমগ্ন হয়। কুম্ভীরগুলির আকার দেখিলেই মনে ভয়ের সঞ্চার হয় বটে, কিন্তু সেগুলি কখনও কাহারও কোন অনিষ্ট করে নাই।

এই দীঘি ব্যতীত 'ঘোড়াদীঘি, পচাদীঘি ও কালাদীঘি' প্রভৃতি আরও অন্যান্য দীঘির অস্তিত্ব পাওয়া যায়। স্থানীয় লোকের বিশ্বাস খাঞ্জালী সাহেব ৩৬০টী মসজিদ ও ৩৬০টী দীঘি খনন করিয়াছিলেন।

খাঞ্জালী সাহেবের অন্যতম কীর্ত্তি দুইটী সুপ্রশস্ত পাকা রাস্তা। একটী বাগেরহাটের উত্তর নদীর তীর হইতে ষাট গম্বুজ পর্য্যন্ত ও অন্যটী সুন্দরবন হইতে চট্টগ্রাম পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। চট্টগ্রামের এক প্রসিদ্ধ ফকীরের সহিত দেখা করিবার জন্যই নাকি খাঞ্জালী সাহেব এই রাস্তা প্রস্তুত করিয়াছিলেন। ইহা ২০ হাত চওড়া ছিল। এখনও বহুদূর পর্য্যন্ত ইহার কিছু কিছু চিহ্ন পাওয়া যায়।

মস্‌জিদ্ ও দীঘিগুলির কিঞ্চিৎ দূরেই নদীর তীরে খাঞ্জালী সাহেবের প্রসিদ্ধ "বাগের" চিহ্ন দৃষ্ট হয়। এই বাগবাটীর আয়তন ন্যূনধিক ২শত বিঘা ছিল। বাগের চতুর্দ্দিকেই ইষ্টক প্রাচীরের চিহ্ন দেখা যায়। বৎসরের সকল সময়েই বাগানের নানাজাতীয় বৃক্ষ সুগন্ধি ফুল ও সুমিষ্ট ফলভরে অবনত থাকিত। ধার্ম্মিক খাঞ্জালী সাহেব নিজহস্তে এই ফল ও ফুল দীন, দুঃখী, আতুর, অভ্যাগত সমূহের মধ্যে বিতরণ করিয়া অপার আনন্দ অনুভব করিতেন। কিন্তু হায়! কালের কঠোর অত্যাচারে সে বাগের শেষ চিহ্ন পর্য্যন্তও লুপ্ত হইতে বসিয়াছে। বাগের একদিকে একটী দীঘির গভীর খাত দৃষ্ট হয়। এখন উহাতে জল নাই বলিলেও চলে, যাহা একটু আছে তাহাও ধাপদলে আচ্ছাদিত, ব্যবহারে সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। অন্যদিকে বহুস্থান ব্যাপিয়া একটা ইষ্টকস্তূপ পড়িয়া আছে, লোকে এ স্তূপকে খাঞ্জালী সাহেবের গ্রীষ্মাবাসের ভগ্নাবশেষ বলিয়া নির্দ্দেশ করে। এই বাগের মধ্যেই খাঞ্জালী সাহেব এক হাট বসাইয়াছিলেন, সে বাগ নাই কিন্তু হাট এখনও আছে। সপ্তাহে দুইদিন এই হাট বসিয়া থাকে। বাগের মধ্যে বসিত বলিয়া সাধারণ লোকে এই হাটকে 'বাগের

হাট" নামে অভিহিত করিত। এই হাটের নাম হইতেই মহকুমার নাম বাগের হাট হইয়াছে।

প্রবাদ—বাগের মধ্যে স্থানে স্থানে খাঞ্জালী সাহেব অনেক টাকা পুতিয়া রাখিয়াছিলেন। এখনও নাকি ভূমি কর্ষণ করিবার সময় লোকে মধ্যে মধ্যে টাকা কড়ি পাইয়া থাকে। এদেশের অনেক লোকই নাকি খাঞ্জালীর ধন পাইয়াই বড় লোক হইয়াছে।*

খাঞ্জালী সাহেব বাস্তবিকই একজন ঈশ্বরচিহ্নিত ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার ন্যায় সাধু পুরুষ এজগতে বিরল। তাঁহার দুষ্টের শাসন ও শিষ্টের পালন, আতিথ্য ধর্ম্ম ও দানশীলতা সম্বন্ধে এদেশে অনেক গল্প প্রচলিত আছে। বাহুল্য ভয়ে এস্থলে তাহার উল্লেখ করিতে বিরত রহিলাম। হিজিরা ৮৬৩ সাল = ১৪৫৮ খৃঃ অব্দ। আজ সার্দ্ধ চারিশত বৎসর অতীত হইল, তিনি দিব্যধামে চলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু এখনও এদেশের হিন্দু মুসলমান তাঁহার পূতনামশ্রবণে তাঁহার উদ্দেশে ভক্তিভরে মস্তক অবনত করিয়া থাকে।

চৈত্রমাসের পূর্ণিমা তিথিতে খাঞ্জালী সাহেব এ পৃথিবী ছাড়িয়া গিয়াছেন, তাই আজিও তাঁহার স্মরণার্থে প্রতি বৎসর চৈত্র পূর্ণিমাতে তাঁহার কবরখানায় একটী প্রকাণ্ড মেলা হইয়া থাকে। খুলনা, যশোর, বরিশাল, ফরিদপুর এবং এমন কি সুদূর পাবনা হইতেও দলে দলে যাত্রিগণ মেলায় আসিয়া তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকে। তিনি সাধারণতঃ এদেশে "পীর খাঞ্জালী" বলিয়া খ্যাত।

খাঞ্জালী সাহেব গিয়াছেন কিন্তু তাঁহার নাম যায় নাই। তাঁহার নির্ম্মিত অনেক মস্‌জিদ্, অনেক অট্টালিকা ভূমিসাৎ হইয়া ভগ্নস্তূপে পরিণত হইয়াছে সত্য, কিন্তু তাঁহার "ষাটগম্বুজ," তাঁহার "সমাধি-মন্দির" আজিও বিদ্যমান।

* এ প্রবাদের কোনও ভিত্তি আছে কিনা, তাহা আমরা জানিতে পারি নাই। তবে বাসাবাটী, দশ আনি, হাউলি, কাড়াপাড়া, মঘিয়া, ও বনগ্রাম প্রভৃতি বাগের হাটের নিকটবর্ত্তী অনেকগুলি স্থানে বহুতর ধনবান্ ব্যক্তির বাস বলিয়াই বোধ হয় লোকে ইহাতে অনেকটা বিশ্বাস স্থাপন করিয় থাকে।—লেখক।

কালের কঠোর অত্যাচারে ও সাময়িক জীর্ণ সংস্কারের অভাবে স্থানে স্থানে শ্রীহীন হইলেও অট্টালিকাদ্বয় এখনও সগৌরবে সার্দ্ধচারিশতাব্দী পূর্ব্বের সেই অতীত যুগের সুনিপণ স্থাপত্যকৌশলের সাক্ষ্য প্রদান করিয়া তাঁহার পুণ্যময় কীর্ত্তিকাহিনী ঘোষণা করিতেছে। আজ এই দারুণ নিদাঘে এই ভারতব্যাপী ভীষণ জলকষ্টের দিনে শত শত লোক তাঁহার ঐ খনিত দীঘির জলে পিপাসা মিটাইয়া তাঁহার নামগানে দেশ মাতাইতেছে। তাই বলিতেছিলাম, খাঞ্জালী সাহেব চলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার নাম, তাঁহার চিহ্ন, তাঁহার কীর্ত্তি এখনও বিদ্যমান।*

শ্রীঅশ্বিনীকুমার সেন।

জগৎ শেঠ।

—*—

সপ্তম অধ্যায়।

মহাতপচাঁদ।

ফতেচাঁদের মৃত্যুর পর তাঁহার পৌত্রদ্বয় মহাতপচাঁদ ও স্বরূপচাঁদ মুর্শিদাবাদ গদীর অধিকারী হইয়া দিন দিন তাহার উন্নতিসাধনে যত্নবান্ হন। ফতেচাঁদের আনন্দচাঁদ, দয়াচাঁদ ও মহাচাঁদ নামে তিন পুত্র জন্মে, ইঁহারা পিতার জীবদ্দশাতেই এ জগৎ হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছিলেন। আনন্দচাঁদের মহাতপচাঁদ ও দয়াচাঁদের স্বরূপচাঁদ নামে পুত্র হয়। পুত্রশোকাতুর ফতেচাঁদ পৌত্রদিগকে অবলম্বন করিয়া যেমন দিন দিন শান্ত হইতেছিলেন, তেমনই তাহাদের প্রতি

* বাগের হাটের কীর্ত্তি ব্যতীত চাঁদখালি হইতে কয়েক মাইল দূরে "কপোতাক্ষ নদীর" তীরে "আমাদী" গ্রামে মাটীর নীচে খাঞ্জালী সাহেবের নির্ম্মিত একটী মস্‌জিদ পাওয়া গিয়াছে। ইহা অনেকটা 'ষাটগম্বুজের' ধরণে নির্ম্মিত। "গন্ধকেশবপুরে"ও ইঁহার অনেক কীর্ত্তি দেখা যায়।

লেখক।

তাঁহার অপরিসীম স্নেহ বর্দ্ধিত হইতে থাকে। এই জন্য তিনি দুই জনকেই গদীর উত্তরাধিকারী মনোনীত করিয়া যান। ইঁহাদের মধ্যে মহাতাপচাঁদ বয়োজ্যেষ্ঠ হওয়ায় তিনি গদীর তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত হন, স্বরূপচাঁদও তাঁহাকে যথারীতি সাহায্য করিতেন, দুই ভ্রাতায় মিলিত হইয়া গদীর উন্নতিসাধনে প্রাণপণে যত্ন করিতে আরম্ভ করেন। মুর্শিদাবাদের যে গদীকে ফতেচাঁদ ভারতের বা জগতের মধ্যে অদ্বিতীয় করিয়াছিলেন, মহাতাপচাঁদ ও স্বরূপচাঁদ তাহাকে কেবল তদবস্থায় রাখেন নাই বরঞ্চ তাহার গৌরব বৃদ্ধির জন্য অশেষ প্রকার চেষ্টা আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের গদীর অপরিসীম শ্রীবৃদ্ধি দেখিয়া নবাব আলিবর্দ্দি খাঁ অত্যন্ত আনন্দলাভ করিয়াছিলেন, এবং তাঁহাদের যার পর নাই কার্য্য-তৎপরতা জানিয়া সময়ে সময়ে মহাতাপচাঁদের সহিত রাজকার্য্যের পরামর্শও করিতেন।

নবাব আলিবর্দ্দি খাঁ অত্যন্ত ক্ষমতাশালী হইয়া সুচারুরূপে রাজ্যশাসনে মনোনিবেশ করিলেও তাঁহার রাজত্ব যেরূপ ঘোরতর অশান্তিপূর্ণ হইয়াছিল, তাহাতে তিনি তিলমাত্র বিশ্রাম করিবার অবকাশ পাইতেন না। যদিও মহাতাপ-চাঁদ প্রভৃতির সুপরামর্শে তিনি দক্ষতাসহকারে রাজ্যশাসনে সক্ষম হইয়াছিলেন, তথাপি অন্তর্বিদ্রোহ ও বহিরাক্রমণে তিনি যারপর নাই উত্ত্যক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। ভাস্কর পন্তের মৃত্যুর পর কিছুকাল মহারাষ্ট্রীয় আক্রমণ বঙ্গভূমিকে শান্তিলাভের অবকাশ দিলেও মুর্শিদাবাদের রাজসিংহাসনে সে শান্তি কল্যাণ-ছায়া বিস্তরণ করিতে সক্ষম হয় নাই। মহারাষ্ট্রীয় আক্রমণের পর ভীষণ আফগান বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়া নবাব আলিবর্দ্দি খাঁকে অত্যন্ত ব্যাকুল করিয়া তুলে। এই ভয়াবহ বিদ্রোহ বঙ্গদেশ পরিত্যাগ করিয়া বিহার প্রদেশেই ভীষণ আকার ধারণ করে। নবাবের প্রধান সেনাপতি মুস্তাফা খাঁ অসংখ্য আফগান সৈন্য সমবেত করিয়াছিলেন। তাঁহার অধীনে অনেক আফগান কর্ম্মচারী মহারাষ্ট্রীয় সমর প্রভৃতিতে অদ্ভুত বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া ক্রমে ক্রমে ক্ষমতাশালী হইয়া উঠে। ক্রমে ক্রমে মুস্তাফা খাঁর ক্ষমতা প্রবল হয়। তাঁহার ক্ষমতা যেমন দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে থাকে, তেমনি, তাঁহার হৃদয়ে রাজ্যপিপাসার

সঞ্চার হইয়া তাঁহাকে উত্তেজিত করিয়া তুলে। বাঙ্গলা অপেক্ষা বিহারের প্রতি তাঁহার লোলুপ দৃষ্টি নিপতিত হয়। মুস্তাফা আলিবর্দ্দির নিকট হইতে বিহারের নায়েবী প্রার্থনা করিয়াছিলেন, আলিবর্দ্দি তাঁহাকে সময়ে সময়ে আশা প্রদানও করেন, কিন্তু মুস্তাফা খাঁ আলিবর্দ্দির কথায় বিশ্বাস স্থাপন না করিয়া স্বীয় বাহুবলে তাহা অধিকারের জন্য উদ্যোগী হন। তিনি নবাবের সেনাপতিত্ব পরিত্যাগ করিয়া সসৈন্যে বিহারাভিমুখে ধাবিত হন। এই সময়ে আলিবর্দ্দির কনিষ্ঠ ভ্রাতুষ্পুত্র ও জামাতা এবং সিরাজ উদ্দৌলার পিতা জৈনুদ্দীন আহম্মদ বিহারের সহকারী শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত ছিলেন। নবাবের নিকট হইতে তিনি মুস্তাফা খাঁর অভিপ্রায়ের সংবাদ পাইয়া মুস্তাফা খাঁকে বাধা প্রদানের জন্য প্রস্তুত হন। মুস্তাফা খাঁ পাটনা আক্রমণ করিয়া কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। সেই সময়ে নবাব আলিবর্দ্দি খাঁ বিহারে উপস্থিত হইয়া জৈনুদ্দীনের সহিত যোগদান করেন, উভয়ের আক্রমণে মুস্তাফা খাঁকে পরাজিত হইতে হয়, এবং তিনি পরিশেষে জীবন বিসর্জ্জন দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। মুস্তাফা খাঁর মৃত্যুতে কিন্তু আফগান বিদ্রোহের উপশম হয় নাই। বরঞ্চ তাহা পরিশেষে ভীষণ আকার ধারণ করিয়া সমগ্র বিহার প্রদেশে অশান্তির অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়াছিল, পরে সে বিষয়ের উল্লেখ করা যাইতেছে।

বিহারে আফগান-বিদ্রোহ কিছুকালের জন্য প্রশমিত হইলে, বাঙ্গলা ও উড়িষ্যায় আবার মহারাষ্ট্রীয় আক্রমণের অগ্নি প্রজ্বলিত হইতে আরম্ভ হয়। ভাস্কর পন্তের মৃত্যু-সংবাদ অবগত হইয়া রঘুজী ভোঁসেলা সসৈন্যে নিজেই বাঙ্গলায় উপস্থিত হন। নবাব আফগান-বিদ্রোহ দমনে ব্যস্ত থাকায় কোনরূপে রঘুজীকে শান্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। রঘুজী সেই সময়ে বর্দ্ধমান পর্য্যন্ত অগ্রসর হন। তিনি নবাবের নিকট অনেক টাকার দাবী করিয়া বসেন। নবাব তাহাতে সম্মত না হওয়ায় রঘুজী প্রথমে উড়িষ্যা অধিকারে কৃতসংকল্প হন। এই সময়ে রাজা দুর্লভরাম উড়িষ্যার সহকারী শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার অবিবেচনা ও অকর্ম্মণ্যতার জন্য সহজে উড়িষ্যা মহারাষ্ট্রীয়দিগের হস্তে পতিত হইল। দুর্লভরাম বন্দী হইয়া অবশেষে কোনরূপে নিষ্কৃতিলাভ করিতে

সক্ষম হইয়াছিলেন। তাহার পর রঘুজী বিহারে উপস্থিত হইয়া আফগানগণের সহিত মিলিত হন। ইহার পর রঘুজী বাঙ্গলায় উপস্থিত হইয়া মুর্শিদাবাদাভিমুখে অগ্রসর হইবার ইচ্ছা করেন।

রঘুজীর বিহারে অবস্থানকালে নবাব সৈন্যগণের সহিত তাঁহার ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হয়। এই যুদ্ধে আফগান সেনাপতিগণ বিশ্বাসঘাতকতা করায় নবাব জয়লাভে সক্ষম হন নাই। তিনি প্রথমে রঘুজীর নিকট সন্ধির প্রস্তাব করিয়া পাঠান, কিন্তু রঘুজী মীর হাবিবের পরামর্শে অসম্মত হওয়ায়, নবাব তাঁহাকে বাধা প্রদানের জন্য প্রবৃত্ত হন। রঘুজী মুর্শিদাবাদের দিকে অগ্রসর হইলে নবাব তাঁহাকে আক্রমণ করেন। এই আক্রমণে রঘুজী পরাজিত হইয়া প্রবলবেগে মুর্শিদাবাদের দিকে অগ্রসর হন। নবাবের আদেশানুসারে নওয়াজেস মহম্মদ খাঁ রঘুজীকে বাধা প্রদানের জন্য প্রস্তুত হন। এদিকে নবাব নিজে তাহার পশ্চাদ্ধাবন করেন। রঘুজী মুর্শিদাবাদের নিকটস্থ কোন কোন স্থান লুণ্ঠন করিয়া কাটোয়ার দিকে অগ্রসর হন। নবাব মহারাষ্ট্রীয়গণের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া কাটোয়ার নিকট তাহাদিগকে আক্রমণ করেন। এই আক্রমণে পরাজিত হইয়া রঘুজী বাঙ্গলা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। তাহার পর কিছুদিন বঙ্গভূমি মহারাষ্ট্রীয় আক্রমণ হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিল। রঘুজীর সহিত যুদ্ধে যে সমস্ত আফগান সেনাপতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে সমসের খাঁ ও সর্দ্দার খাঁ প্রধান। নবাব মহারাষ্ট্রীয়দিগকে বিতাড়িত করিয়া উক্ত সৈনিক কর্ম্মচারীদ্বয়কে অবসর প্রদান করেন। কিন্তু ইহারা পরিশেষে ঘোর বিদ্রোহের অবতারণা করিয়াছিল।

মহারাষ্ট্রীয়দিগের আক্রমণ হইতে শান্তিলাভ করিয়া নবাব কিছুকালের জন্য বিশ্রাম করিবার অবকাশ পাইয়াছিলেন। এই অবসরে তিনি স্বীয় দৌহিত্র ও প্রিয়পাত্র সিরাজ উদ্দৌলা ও তাহার ভ্রাতা এক্রাম উদ্দৌলার বিবাহ প্রদান করেন। এই সময়ে তিনি মহাতাবচাঁদের জগৎ শেঠ উপাধির জন্য বাদসাহ দরবারে চেষ্টা করেন, সম্রাট মহম্মদ সাহের মৃত্যু হইলে তৎপুত্র আহম্মদ সাহ দিল্লীর সিংহাসনে উপবিষ্ট হন। নবাব তাঁহার নিকট মহাতাবচাঁদের জগৎ শেঠ

উপাধির জন্য অনুরোধ করিয়া পাঠান। সেই সময়ে মহিমাপুরের শেঠদিগের গদীর উন্নতি চরমসীমায় উপনীত হইয়াছিল। তাঁহাদের গদীতে অনবরত ১০ কোটি টাকার কারবার হইত। সমগ্র ভারতে এমন কি সমগ্র পরিজ্ঞাত জগতে তাঁহাদের ন্যায় শ্রেষ্ঠী আর কেহ বিদ্যমান ছিল না। সুতরাং বাদসাহ তাঁহাদিগকে তাঁহাদের বংশের সম্মানীয় উপাধি যে প্রদান করিবেন, তাহাতে সন্দেহ কি? সেই জন্য আহম্মদ সাহের রাজত্বের প্রথমবর্ষে ১১৬১ হিজরী বা ১৭৪৮ খৃঃ অব্দে মহাতাবচাঁদ বাদসাহ দরবার হইতে 'জগৎ শেঠ' উপাধি ও তদুপযোগী খেলাতাদি প্রাপ্ত হন। যদিও মহাতাবচাঁদ জ্যেষ্ঠ হওয়ায় তিনি জগৎ শেঠ উপাধি লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, তথাপি স্বরূপচাঁদ তাঁহার দক্ষিণ-হস্তস্বরূপ থাকায়, বাদসাহ-দরবার হইতে তিনিও সম্মাননীয় উপাধিলাভ করেন, বাদসাহ তাঁহাকে 'মহারাজ' উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন।

আমরা পূর্ব্বাপর বলিয়া আসিয়াছি, নবাব আলিবর্দ্দি খাঁ প্রচুর ক্ষমতাশালী নবাব হইলেও তাঁহার রাজত্ব ঘোরতর অশান্তিময় হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি আফগান সেনাপতিদিগকে পদচ্যুত করিলে তাহারা বিহার প্রদেশে উপস্থিত হইয়া এক ভীষণ বিদ্রোহের সূচনায় প্রবৃত্ত হয়। এদিকে রঘুজীর পুত্র জনজী সসৈন্যে উড়িষ্যা প্রদেশে উপস্থিত হইয়া নানাপ্রকার উৎপাত আরম্ভ করেন। নবাব প্রথমে উড়িষ্যা যাত্রা করিয়া মহারাষ্ট্রীয়দিগকে দমনে প্রবৃত্ত হন। জনজী নবাবের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হন। তাহার পর বর্ষা উপস্থিত হওয়ায় নবাব মুর্শিদাবাদাভিমুখে প্রত্যাবৃত্ত হন।

এই সময়ে শেঠদিগের ক্ষমতা অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠে। নবাব তাঁহাদের পরামর্শে সমস্ত কার্য্য করিতেন, এবং তাঁহারা নবাবের এরূপ প্রিয়পাত্র ছিলেন যে, নবাব কদাচ তাঁহাদের অনুরোধ উপেক্ষা করিতে পারিতেন না। বঙ্গরাজ্যের সমুদায় জমীদারগণ শেঠদিগের দ্বারা রাজকোষে রাজস্ব প্রেরণ করিতেন। তাঁহাদের রাজস্বপ্রদানে কোন ত্রুটি উপস্থিত হইলে, তাঁহারা শেঠদিগের শরণাগত হইতেন। শেঠেরা নবাবের নিকট তাঁহাদের জন্য অনুরোধ করিলে নবাব তৎক্ষণাৎ সেই অনুরোধ রক্ষা করিতেন। এই সময়ে ইংরেজ প্রভৃতি

বৈদেশিক বণিক্‌গণের সহিতও শেঠদিগের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। তাঁহারাও শেঠদিগের দ্বারা নবাব দরবারে আপনাদিগের আবেদনাদি প্রেরণ করিতেন। নবাবের ক্রোধে নিপতিত হইলে, শেঠদিগের দ্বারাই তাঁহারা তাহা প্রশমিত করিতে চেষ্টা করিতেন। ১৭৪৯ খৃঃ অব্দের আগষ্ট মাসে কাশীমবাজারের ইংরেজকুঠীর কর্ম্মচারিগণের সহিত সৈদাবাদ শ্বেতাখাঁর বাজারের আর্ম্মেনীয় বণিক্‌গণের বিবাদ উপস্থিত হয়। তাহাতে সম্ভবতঃ ইংরেজগণ দোষী হইয়াছিলেন। নবাব আলিবর্দ্দি খাঁ তাঁহাদিগকে শাসন করিবার অভিপ্রায়ে একদল সৈন্য প্রেরণ করিয়া কাশীমবাজার কুঠী অবরোধ করেন ও ইংরেজদিগের ব্যবসায় বন্ধ করিবার জন্য আদেশ দেন। ইংরেজেরা এরূপ বিপদে পড়িয়া শেঠদিগের শরণাগত হন। শেঠেরা তাঁহাদিগের জন্য নবাব দরবারে অনুরোধ করিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন, কিন্তু তজ্জন্য আপনারা ৩০ হাজার টাকা ও নবাবের জন্য ৪ লক্ষ টাকা নজর প্রার্থনা করেন। ইংরেজেরা অর্থের পরিমাণ অত্যধিক বিবেচনায় ইতস্ততঃ করিতে থাকেন। ক্রমে তাঁহাদের প্রতি নবাবের ক্রোধ বর্দ্ধিত হইতে থাকে, অবশেষে তাঁহারা আর্ম্মেনীয় বণিক্‌গণের সহিত বিবাদ নিষ্পত্তির চেষ্টায় প্রবৃত্ত হন। যদিও উক্ত বণিক্‌গণ পরিশেষে ইংরেজদিগের অনুনয়বিনয়ে সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, তথাপি নবাব তাঁহাদের প্রতি অসন্তুষ্ট থাকায় তাঁহাদিগকে শেঠদিগেরই আশ্রয় লইতে হয়। কিন্তু পূর্ব্বে তাঁহারা যে অর্থ প্রদানে সহজে অব্যাহতি পাইতেন, এক্ষণে তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক পরিমাণে অর্থপ্রদানে বাধ্য হইলেন। তাঁহারা শেঠদিগের দ্বারা নবাবকে ১২ লক্ষ টাকা জরিমানা প্রদান করিয়া সে যাত্রা কোনরূপে নবাবের ক্রোধাগ্নি হইতে অব্যাহতি লাভ করেন।* উপরোক্ত ঘটনা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে,

* "[CONSULTATIONS, AUGUST 31, 1749.]

The English trades being stopped and the factory at Cossimbazar surrounded with troops by the Nawab owing to the dispute with the Armenians, the English try through the Seets to propitiate him, but his two favourites demand a large sum of money Rs. 30,000 for themselves and 4 lakhs for the Nawab, at last after much negotiation the

সে সময়ে নবাব দরবারে শেঠদিগের ক্ষমতা কতদূর প্রবল ছিল। কেবল তাহা বলিয়া নহে, নবাব রাজ্যসংক্রান্ত অনেক বিষয়ে তাঁহাদেরই পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। বিশেষতঃ আলিবর্দ্দি খাঁর অশান্তিপূর্ণ রাজত্বে তাঁহাকে নানারূপে বিপন্ন হইতে হইয়াছিল বলিয়া শেঠগণ তাঁহাদিগকে সুপরামর্শ ও অর্থ সাহায্য দানে সর্ব্বদাই স্থির রাখিতে চেষ্টা করিতেন। এইজন্য নবাব তাঁহাদের সকল প্রকার অনুরোধ রক্ষা করিতেন। কেবল নবাব দরবারে নহে, বাদসাহ দরবার পর্য্যন্তও শেঠদিগের ক্ষমতা অপরিসীমরূপে বিস্তৃত হইয়াছিল। যদিও প্রথম হইতেই বাদসাহ দরবারে তাঁহাদের ক্ষমতা প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল, তথাপি ক্রমে ক্রমে তাহা অধিকতররূপেই বিস্তৃত হয়। মাণিকচাঁদ অপেক্ষা ফতেচাঁদ বাদসাহ দরবারে অধিকতর সম্মানলাভ করিয়াছিলেন, এইজন্য তিনিই প্রথমে জগৎশেঠ উপাধিলাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তাঁহার সেই সম্মান মহাতাবচাঁদ ও স্বরূপচাঁদ সমভাবে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহারা ফতেচাঁদের উত্তরাধিকারসূত্রে যেমন তাঁহার অগাধ সম্পত্তির অধীশ্বর হইয়াছিলেন, সেইরূপ তাঁহার শ্রেষ্ঠ সম্মানলাভেও কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। সেইজন্য মহাতাবচাঁদ জগৎ শেঠ ও স্বরূপচাঁদ মহারাজা উপাধিপ্রাপ্ত হন। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে এই সময়ে শেঠদিগের গদীতে ১০ কোটী টাকার কারবার চলিতেছিল, এই অপরিমিত অর্থের কারবারে জমীদার, মহাজন, স্বদেশীয় ও বিদেশীয় বণিক্‌গণের সহিত তাঁহাদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। ইংরেজদিগের সহিত তাঁহাদের কিরূপ সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল তাহা উপরে প্রদর্শিত হইয়াছে। ক্রমে এই সম্বন্ধ গাঢ়তর হইয়া উঠে, এবং পরিণামে এই সম্বন্ধের বলেই ইংরেজেরা অনায়াসে সিরাজউদ্দৌলাকে পরাজিত করিয়া বঙ্গরাজ্যের সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া উঠিয়াছিলেন। ইংরেজদিগের ন্যায় ফরাসী, ওলন্দাজ, আর্ম্মেনীয় প্রভৃতি

Armenians expressing themselves satisfied the Nawab becomes reconciled, but the English got off after paying to the Nawab through the Seets 12,00,000 Rupees."—(Selections from the Unpublished Records. J. Long, p. 19)

বণিক্‌গণও জগৎশেঠের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছিলেন। ফলতঃ নবাবের রাজ্যে যাঁহারা অর্থের সম্বন্ধ করিতেন, তাঁহাদিগকেই শেঠদিগের আশ্রয় লইতে হইত। অন্যান্য বৈদেশিক বণিক্‌গণের সহিত শেঠদিগের সম্বন্ধ হইলেও, ইংরেজেরাই তাঁহাদের সহিত ঘনিষ্ঠরূপে সম্বদ্ধ হন। যদিও অনেক সময়ে ইংরেজ ও শেঠদিগের মধ্যে কোন কোন বিষয়ের অমিল হইত, এবং ইংরেজেরা চতুরতাক্রমে শেঠদিগের কোন কোন প্রস্তাবে সম্মত হইতেন না, তথাপি নবাব দরবারে তাঁহাদের ক্ষমতা অপরিসীম জানিয়া তাঁহারা তাঁহাদের সহিত সম্বন্ধ গাঢ়তর করিয়া তুলেন। অন্যান্য বণিক্‌গণ তাঁহাদের সহিত সম্বন্ধ রাখিলেও ইংরেজেরা ক্রমে ক্রমে সকলকে অতিক্রম করিয়া শেঠদিগের সহিত আপনাদের সম্বন্ধ গাঢ়তর করিয়া তুলেন। ক্রমে এই বিষয় বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইবে।

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত যুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতা করায় আফগান সেনাপতি সমসেরখাঁ ও সর্দ্দার খাঁ পদচ্যুত হইয়াছিল। ইহারা বিহার প্রদেশে গমন করিয়া আপনাদিগের আধিপত্য বিস্তারে প্রবৃত্ত হয়। বিহারের সহকারী শাসনকর্ত্তা জৈনুদ্দীন আহম্মদ এই সকল দুর্দ্ধর্ষ আফগানকে নানা প্রকারে বশীভূত করিতে সচেষ্ট হন। কারণ, মহারাষ্ট্রীয় আক্রমণে বঙ্গরাজ্য উৎপীড়িত হওয়ায় তিনি নব শত্রু সৃষ্টির অভিলাষী হন নাই। যদিও আফগানগণ জৈনুদ্দীনের সহিত মৌখিক সদ্ভাব রক্ষা করিয়াছিল, তথাপি তাহারা মনে মনে বিহার প্রদেশ করতলগত করিতে প্রয়াসী হয়। জৈনুদ্দীন তাহাদিগকে স্বীয় দরবারে আহ্বান করিলে তাহারা তথায় উপস্থিত হয়, এবং সহসা তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া হত্যা করে। তাঁহার পিতা ও আলিবর্দ্দির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হাজী আহম্মদ আফগানগণের হস্তে নিপতিত হইয়া যার পর নাই নির্য্যাতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিতে বাধ্য হন। আফগানগণ পাটনা অধিকার করিয়া জৈনুদ্দীনের পরিবারবর্গের অবমাননার একশেষ করে। পাটনার অনেক স্থানে তাহারা লুণ্ঠনাদি করিতে প্রবৃত্ত হয়। তাহাদের অত্যাচারে পাটনাবাসিগণ অত্যন্ত উত্যক্ত হইয়া উঠে। তাহারা আপনাদিগের ধন সম্পত্তি ও মানসম্ভ্রম রক্ষা করিবার জন্য যারপর নাই ব্যাকুল হইয়া পড়ে। তাহাদের শাসনকর্ত্তার মৃত্যুতে দেশমধ্যে

অরাজকতার আবির্ভাব হয়। আফগানগণের অত্যাচারের জন্য সমস্ত বিহার প্রদেশের অধিবাসিগণ সন্ত্রস্ত হইয়া উঠে।

উড়িষ্যা ও বাঙ্গালা মহারাষ্ট্রীয়দিগের দ্বারা আক্রান্ত ও বিহার আফগানদিগের হস্তে পতিত হওয়ায়, নবাব অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া উঠেন, বিশেষতঃ তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও ভ্রাতুষ্পুত্রের নৃশংসভাবে হত্যার জন্য তাঁহার চিত্ত অত্যন্ত আন্দোলিত হইয়া উঠে। তথাপি তিনি সময় নষ্ট না করিয়া সর্ব্বাগ্রে আফগানদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। আফগানদিগের বলবৃদ্ধি অবগত হইয়া জনজী ও মীর হাবিব তাহাদের সহিত যোগ দিবার জন্য বিহারে উপস্থিত হন। নবাব বিহারে উপস্থিত হইয়া অদম্য বিক্রমে আফগানদিগকে আক্রমণ করিলে তাহারাও বিপুল উৎসাহসহকারে নবাবকে বাধা প্রদান করিতে আরম্ভ করে। মহারাষ্ট্রীয়রাও এই সুযোগে নবাব সৈন্যকে আক্রমণ করিতে ত্রুটি করে নাই। কিন্তু নবাব তাহাদিগের আক্রমণে মনোনিবেশ না করিয়া আফগানদিগকে বিধ্বস্ত করিবার জন্যই উদ্যোগী হন। এই ঘোরতর যুদ্ধে আফগান সর্দ্দার সমসের খাঁ নিহত হইলে, আফগানেরা কিছুক্ষণ যুদ্ধ করিয়া ক্রমে ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়ে। নবাবের আক্রমণে ক্রমে ক্রমে তাহারা রণস্থল পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। এদিকে মহারাষ্ট্রীয়গণও অবশেষে বিহার পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করে। নবাবের হস্তে আফগানগণের পরিবারবর্গ পতিত হইলে তিনি সসম্মানে তাহাদিগকে নিজ অন্তঃপুরে প্রেরণ করিয়াছিলেন। এই সমস্ত সাধু কার্য্যের জন্য নবাব আলিবর্দ্দি খাঁ চিরস্মরণীয় হইয়া গিয়াছেন। আফগানগণ তাঁহার কন্যা প্রভৃতির যেরূপ অপমাননা করিয়াছিল, তাহা মনে হইলে তাহাদের প্রতি ঘৃণার উদয় হয়, কিন্তু তাহাদের পরিবারবর্গ নবাবের হস্তে পতিত হওয়ায় নবাব তাহাদের প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন। যাহা হউক এইরূপে নবাবের এক প্রবল শত্রু আফগানগণের এইরূপে ধ্বংস-সম্পাদন হয়। কিন্তু তাঁহার প্রধান শত্রু মহারাষ্ট্রীয়গণ তখনও পর্য্যন্ত বঙ্গরাজ্যে উপদ্রব করিতেছিল। নবাব পরিশেষে তাহাদের সহিত সন্ধি করিতে বাধ্য হন। আমরা পরে সে বিষয়ের উল্লেখ করিব।

আফগানগণের ধ্বংস সম্পাদন করিয়া নবাব মুর্শিদাবাদে প্রত্যাবৃত্ত হন। এই যুদ্ধে তাঁহার যেরূপ অর্থের প্রয়োজন হইয়াছিল, শেঠগণ তাহার যথোচিত সাহায্য করিতে ত্রুটি করেন নাই। মহারাষ্ট্রীয় আক্রমণ ও আফগান বিদ্রোহের শান্তির জন্য নবাবের রাজকোষ প্রায় শূন্য হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু শেঠগণ যথাসাধ্য নবাবকে সাহায্য করায় নবাব অর্থাভাব অনুভব করিতে পারেন নাই। ভাগ্যলক্ষ্মীর বরপুত্র জগৎশেঠ যাঁহার প্রধান সহায়, তাঁহার অর্থাভাব ঘটিবার সম্ভাবনাই থাকিতে পারে না। ফলতঃ শেঠদিগের দ্বারা নানা প্রকারে উপকৃত হইয়া নবাব আলিবর্দ্দি খাঁ স্বীয় অশান্তিপরিপূর্ণ রাজত্বে শান্তি লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

দেশীয় কামান।

বৈজ্ঞানিক যুগে বৈজ্ঞানিক যুদ্ধে বসুন্ধরা কম্পান্বিতকলেবরা হইয়া উঠিয়াছেন। এখন আর অসি তরবারির ঝঞ্ঝনা, তীরের শন শন শব্দ বা শাণিত বর্ষার বিদ্যুৎ ক্রীড়া নাই। কামানের অভ্রভেদী গর্জ্জনে ও বন্দুকের মৃদুগম্ভীর আরাবে বর্ত্তমান সময়ে রণক্ষেত্র শব্দায়মান হইয়া থাকে। বিজ্ঞান এ জগতে যতই আপনার আধিপত্য বিস্তার করিতেছে, ততই কামান, বন্দুক, গোলাগুলি ও বারুদের নানাপ্রকার উন্নতি সাধিত হইতেছে। বর্ত্তমান যুগের মাক্সিম গন্ মার্টিনি রাইফল, দমদম বুলেট, এবং ইঙ্গ-বুয়র যুদ্ধ ও রুষ-জাপান যুদ্ধের লংটম কামান ও সিমুজ পাউডার বিজ্ঞানের অদ্ভুত শক্তির পরিচয় দিয়াছে। বিজ্ঞানের রাজত্ব যতই বদ্ধমূল হইবে, ততই বৈজ্ঞানিক যুদ্ধাস্ত্রের অদ্ভুত লীলা আমরা দেখিতে পাইব।

যদিও বৈজ্ঞানিক যুগে বৈজ্ঞানিক যুদ্ধাস্ত্রের অপরিসীম উন্নতি সাধিত হইতেছে, তথাপি বহুদিন পূর্ব্বে এই যুদ্ধাস্ত্রের আবিষ্কার হইয়াছিল। তখন বৈজ্ঞানিক যুগ আরম্ভ না হইলেও বিজ্ঞান জগৎসৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই মনুষ্যের সহকারীরূপে

চিরবিদ্যমান। এক্ষণে তাহার নিজ যুগে সে যে আরও প্রবল হইয়া উঠিবে ইহাতে সংশয় কি। সাধারণতঃ এরূপ শ্রুত হওয়া যায় যে, চীনদেশ হইতে বারুদ ও আগ্নেয়াস্ত্রের আবিষ্কার হইয়াছিল। কিন্তু আমরা জানিতে পারি যে, ভারতবর্ষে বহুপূর্ব্বে আগ্নেয়াস্ত্র ও অগ্নিচূর্ণের আবিষ্কার হইয়াছিল। আগ্নেয়াস্ত্র তৎকালে সাধারণতঃ বৃহন্নালিক (কামান) ও ক্ষুদ্রনালিক (বন্দুক) নামে অভিহিত হইত। কিন্তু আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার কেবল কৌশলপূর্ণ হওয়ায়, তাহা দেবতা বা ধার্ম্মিক ব্যক্তিগণের ব্যবহার্য্য ছিল না। অসুর ও দুর্নীত লোকগণ তাহার ব্যবহার করিত। এই জন্যই ক্রমে ক্রমে তাহার বিশেষরূপ ব্যবহার ভারতবর্ষ হইতে লুপ্ত হয়।

তাহার পর মুসল্‌মান রাজত্বকালে ইউরোপীয়দিগের আগমনের সঙ্গে কামান ও বন্দুকের ব্যবহার ভারতবর্ষে প্রচলিত হইতে আরম্ভ হয়। ইউরোপীয়দিগের মধ্যে প্রথমে পর্টুগীজগণ এতদ্দেশে আগমন করেন এবং তাঁহাদের দ্বারাই ভারতবর্ষ বিশেষতঃ বঙ্গদেশে কামান বন্দুকের প্রচলন হয়। পাঠান রাজত্বকাল হইতেই তাহার সূচনা ঘটে। পরিশেষে মোগল রাজত্বকালে তাহা বিস্তৃত ভাবে প্রচলিত হয়। যে সময়ে বাঙ্গলা দেশ হইতে পাঠান-লক্ষ্মী চিরবিদায় গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং মোগল রাজলক্ষ্মী আপনার জ্যোতির্ম্ময়-মূর্ত্তির বিকাশ আরম্ভ করিয়াছিলেন, সেই সময়ে আমরা জানিতে পারি যে, বাঙ্গলার রণক্ষেত্র অন্যান্য যুদ্ধাস্ত্রের শব্দের সহিত কামান বন্দুকের আরাবে ধ্বনিত হইয়া উঠিতেছিল। বঙ্গবীর প্রতাপাদিত্য, কেদাররায়, কন্দর্পরায় প্রভৃতি অগ্নিক্রীড়ায় সকলকে চমৎকৃত করিয়া তুলিয়াছিলেন। প্রতাপাদিত্যের রাজধানীর নিকটে কামান বন্দুকের কারখানা স্থাপিত হইয়াছিল। অদ্যাপি তাহার চিহ্ন বর্ত্তমান আছে, এবং সেই সেই স্থান হইতে ভূমিকর্ষণকালে অদ্যাপি গোলাগুলি পাওয়া যায়। কেদাররায়ের সহিত মানসিংহের সৈন্যের অগ্নিক্রীড়া হইয়াছিল। ইহা মুসল্‌মান ঐতিহাসিকগণের গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। চন্দ্রদ্বীপের রাজা কন্দর্প রায় বন্দুকসন্ধানে তৎপর ছিলেন, ইহা প্রথম ইংরেজ পরিব্রাজক রালফ ফিচ্ উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। ফলতঃ বঙ্গদেশে তখন আগ্নেয়াস্ত্রের প্রচলন বিশেষরূপেই আরব্ধ হইয়াছিল।

তাহার পর মোগল রাজত্বকালে ক্রমেই ইহার বহুল প্রচার আরব্ধ হয়। বাদসাহ নবাবগণ ইউরোপীয় গোলন্দাজদিগকে নিযুক্ত করিয়া ক্রমে ইহার ব্যবহার-শিক্ষা সৈন্য মধ্যে প্রচলন করেন। তাহার পর কারখানাদি স্থাপিত হইয়া দেশীয় কর্ম্মকারগণের দ্বারা এই সমস্ত অস্ত্র নির্ম্মিত হইয়াছিল। অদ্যাপি বাঙ্গলার স্থানে স্থানে দেশীয় কামানের দুই চারিটি বিক্ষিপ্ত থাকিয়া বাঙ্গলার পূর্ব্ব শিল্প গৌরবের পরিচয় দিতেছে। নবাব মীরকাসেমের সময় এই সমস্ত কামান বন্দুকাদির নির্ম্মাণ বহুল পরিমাণে হইয়াছিল। তিনি মুঙ্গেরে যে কারখানা স্থাপন করিয়া কামান বন্দুকাদির নির্ম্মাণ আরম্ভ করেন, এখনও উধূয়ানালার কুঠীতে তাহার নিদর্শন দৃষ্ট হইয়া থাকে। আমরা নিম্নে কয়েকটী বঙ্গদেশে ব্যবহৃত কামানের বিবরণ প্রদান করিতেছি।

দলমাদল (বা দলমর্দ্দন)—দুইটি প্রসিদ্ধ কামান। বিষ্ণুপুরের রাজপ্রাসাদে অবস্থিত ছিল। পেটা লৌহে ইহাদের কলেবর নির্ম্মিত। অদ্যাপি তাহার একটি জঙ্গল মধ্যে পড়িয়া আছে। কামানটি দৈর্ঘ্যে ১২ ফুট ৫½ ইঞ্চ মুখের দিকে ছিদ্রের ব্যাসের পরিমাণ ১১½ ইঞ্চ এবং অবশিষ্ট অংশের ব্যাসের পরিমাণ ১১¼ ইঞ্চ। ওজন ৮ টন বা ১৬ মণ।* কথিত আছে যে, বিষ্ণুপুরের রাজগণ এই বৃহৎকায় কামান দুইটি দেবানুগ্রহে লাভ করিয়া-

* "An immense piece of iron ordanance is lying in the jungle inside the fort. It is apparently made of sixty-three hoops or short cylinders of wrought iron, welded together and overlying another cylinder also of wrought iron, the whole being well welded and worked together. The indentutions of the hammers and the joining of the hoops are still visible. Its extreme length is 12 feet 5½ inches, diameter of bore 11½ inches at muzzle and 11¼ throughout the remainder of the length. Taking the specific gravity of iron at 7.788 the weight of this gun would be 159 cwts, 49 lbs., or nearly 8 tons. Tradition has it that a Deota (God) gave this and another similar one to a former Rajah. The fellow to it is said to be somewhere at the bottom of one of the lakes. This gun though exposed to all weathers, is still quite free from rust, and has a black and polished outer surface." (Gastrell's Statistical and Geographical Report of the District of Bancoorah, 1863, p. 16.)

ছিলেন। রাজা গোপাল সিংহের সময় মহারাষ্ট্রীয় সেনাপতি ভাস্কর পন্তের আক্রমণকালে এই দলমাদলের অগ্নিক্রীড়ায় মহারাষ্ট্রীয়গণ পশ্চাৎপদ হইয়াছিল। বিষ্ণুপুরের রাজবংশের কুলদেবতা মদনমোহন সেই সময়ে তাহাদিগকে চালিত করিয়াছিলেন বলিয়া প্রবাদ প্রচলিত। উক্ত কামানদ্বয়ের মধ্যে একটি জঙ্গল মধ্যে শায়িত অপরটি দীঘির সলিলগর্ভে চিরনিমজ্জিত।

ঢাকাই তোপ—ঢাকার প্রাচীন দুর্গের নিকট পেটা লৌহে নির্ম্মিত এক বিশালকায় কামান শায়িত ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে দুর্গের ভগ্নাবশেষ সহ কামানটী নদীগর্ভে নিমজ্জিত হয়। রেলেন সাহেব তাহার যে পরিমাণ ও ওজন লইয়াছিলেন, তাহা হইতে জানিতে পারা যায় যে, কামানটী ২২ ফুট ১০½ ইঞ্চ। মুখের নিকট ব্যাসের পরিমাণ ২ ফুট ১০ ইঞ্চ ছিল, ওজনে ২৮ টন বা ৭৬২ মণ এবং ৪৬৫ পাউণ্ড বা ৫ মন ৩০ সের ওজনের গোলা ব্যবহৃত হইত।* যৎকালে ঢাকায় বাঙ্গলায় রাজধানী স্থাপিত ছিল, তখন মগ ফিরিঙ্গীর উপদ্রব নিবারণের জন্য এই বৃহৎকায় কামান ঢাকাদুর্গে রক্ষিত হইয়াছিল।

জাহানকোষা—পেটা লৌহে নির্ম্মিত এই বৃহৎ কামানটী ঢাকা দুর্গ হইতে নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ কর্ত্তৃক মুর্শিদাবাদে আনীত হইয়াছিল, এবং তাহা তোপখানা নামক স্থানে স্থাপিত হয়। জাহানকোষা বা জগজ্জয়ী এক্ষণে মুর্শিদাবাদের তোপখানায় একটি অশ্বত্থ বৃক্ষ কর্ত্তৃক ভূতল হইতে কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধে উত্থাপিত হইয়াছে। জাহানকোষা দৈর্ঘ্যে ১২ হস্ত হইবে, বেড় ৩ হস্তেরও অধিক, মুখের বেড়টী ১ হস্তের উপর, অগ্নিসংযোগ ছিদ্রের ব্যাস ১॥ ইঞ্চ হইবে।

* "Whole length ... ... 12 feet 10½ inches
Diameter at the breech 3 3
———4 feet from the muzzle 2 10
——— the muzzle 2 2½
——— of the bore 1 3⅓

The gun contained 234, 413 cubic inches of wrought iron : and consequently weiged 64, 814 pounds avoirdupois ; or about the weight of eleven 32 pounders. Weight of an iron shot for the gun 465 pounds.
(Renell's Memoi'r of a Map of Hindustan, P. 1. Note.)

ইহার গাত্রে নয়খণ্ড পিত্তল ফলক আছে। তাহাতে এইরূপ লিখিত আছে যে, এই জাহানকোষা সাহাজাহানের রাজত্বকালে ও ইসলাম খাঁর সুবেদারী সময় জাহাঙ্গীরনগরে দারোগা সের মহম্মদের অধীন হরবল্লভ দাসের তত্ত্বাবধানে জনার্দ্দন কর্ম্মকার কর্ত্তৃক ১০৪৭ হিজরী ১১ই জমাদিয়স্ সানি মাসে নির্ম্মিত হইল।* জাহানকোষা ভিক্টোরিয়া স্মৃতিমন্দিরে আনীত হইবে বলিয়া শুনা যাইতেছে।

আসামী তোপ—এই তোপটী এক্ষণে এসিয়াটিক সোসাইটীর বাটীতে অবস্থিতি করিতেছে। ইহাতে স্বর্গদেব জয়ধ্বজ সিংহের নাম খোদিত আছে। জয়ধ্বজ সিংহ আসামের আহমবংশীয় নরপতি ছিলেন। মীরজুম্লার আসাম আক্রমণকালে তিনি তাঁহাকে বাধা প্রদান করায় মীরজুম্লার সৈন্য পশ্চাৎপদ হইতে বাধ্য হয়। সেই সময়ে উক্ত কামান মোগলদিগের নিকট হইতে অধিকৃত হয়, কামানের গাত্রে খোদিত বিবরণ হইতে তাহা বুঝিতে পারা যায়। পরে আরাকানীরা আসাম হইতে উক্ত কামান লইয়া যায়। প্রথম বর্ম্মা যুদ্ধের পর ১৮৩৮ খৃঃঅব্দে ইংরেজেরা উহা আনয়ন করেন। †

* পিত্তল ফলকের ফার্সির যে অনুবাদ Major Showers এসিয়াটিক সোসাইটীর জর্নালে ১৮৪৭ সালের জুন মাসে প্রদান করিয়াছিলেন, নিম্নে তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল :—

	Ft.	Inch.
"Extreme length	17	8
Depth of bore	15	3
From muzzle to 1st. trunnion	5	0
Space between the 2nd trunnions ...	5	0
From 2nd. trunnion to the breech ...	5	0
Diameter of muzzle	1	9½
Do of Bore	0	6

The Gun Jahan Koosha was constructed at Jahngeernuggur, otherwise called Dhaka, during the Darogaship of Sher Mahammad, and when Hur Bulluah Das was Mushrif (Inspector), and Junar Jun chief Blacksmith in the month of Jumadee-oos-Sunee, in the year 11 corresponding to the year 1047. Weight 212 maunds, the measure 36 dams till sumare, charge of powder 28 seers" (p. 589 & 592)

† Proceedings of the Asiatic Society of Bengal (1893).

মুলক ময়দান—ইহাও একটি সুবিশাল কামান। ফরখ্ সেরের সৈন্যগণ কর্ত্তৃক ব্যবহৃত হইত। ফরখ্সের যৎকালে দিল্লীর সিংহাসনের প্রার্থী হইয়া রাজমহল হইতে যাত্রা করেন, সেই সময়ে মুলুক ময়দান শকরী গলির নিকট বসিয়া যায়। আফ্রিসিয়ার খাঁ নামক একজন মহাবল পরাক্রান্ত বীর তাহাকে উদ্ধার করিয়াছিলেন বলিয়া মুসল্মান লেখকগণ বর্ণনা করিয়া থাকেন।*

নদীয়া তোপ—মুর্শিদাবাদ নিজামতের শেলাখানায় অবস্থিত। এই কামানটির আকার ক্ষুদ্র। দৈর্ঘ্যে ৬ ফুট হইবে, পিত্তলনির্ম্মিত। একখানি শকটের উপর অবস্থিত, ইহার অগ্রভাগে একটি কুম্ভীরের চোয়ালবিশিষ্ট লম্বকর্ণ মনুষ্য মুখ সংযুক্ত আছে। তোপটিতে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের নাম খোদিত আছে। তোপটি কিশোর দাস কর্ম্মকারের নির্ম্মিত ও রূপরাম বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক খোদিত।† বেভারিজ সাহেব বলেন যে, কলিকাতার কোন গবর্ণর রাজা কৃষ্ণচন্দ্রকে উক্ত তোপটি প্রদান করিয়াছিলেন। পলাসীর যুদ্ধের পর তাহা মুর্শিদাবাদে নীত হয়। কিন্তু তাহা অনুমান মাত্র। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের নিজের আদেশে তাহা নির্ম্মিত হইয়া থাকিবে। পরে তিনি নবাবকে উপহার প্রদান করিতেও পারেন।

* তারিখি বাঙ্গলা।

† নদীয়া তোপের গাত্রে এইরূপ লিখিত আছে।

জয়
কালিকা

য ওঁ	তৎসৎ
শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ	শ্রীযুক্ত
চন্দ্র রায়	রূপ রা
মহারাজা	ম চট্টো
মহাশয়	পাধ্যায়
শ্রীরাজ	মুদ্রাঙ্কিত

কিশোর দাস কর্ম্মকার॥

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় "শ্রীরাজের" স্থলে "ধীরাজ" পড়িতে চাহেন।

উপরোক্ত তোপগুলি হইতে সাধারণে অবগত হইতে পারিবেন যে, ভারতবর্ষে আগ্নেয়াস্ত্রের প্রচলন আরম্ভ হইলে তাহা দেশীয় কর্ম্মকারগণ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। আমাদের বঙ্গদেশেই তাহার ঐ সমস্ত নিদর্শন রহিয়াছে।

লক্ষ্ণৌ।

—*—

হে শোভনা! ভারতের বিলাসী রূপসী!
লক্ষ্ণৌ! এ মর্ত্ত্যে ছিলে অলকার সম!
আজি ম্লান—আভাহারা রূপপূর্ণ শশী,
নাহি সে উজ্জ্বল কান্তি—শোভা নিরুপম!
হরি তব রূপজ্যোতিঃ সন্ধ্যার আঁধার!
ঢেলেছে কালিমা রাশি—সৌন্দর্য্য নাশিয়া;
কোথা সে প্রমোদকুঞ্জে সঙ্গীত ঝঙ্কার?
রত্নোজ্জ্বল-দীপাবলী গিয়াছে নিভিয়া।
নীরব সে নাট্যশালা—আনন্দলহরী,
বিচিত্র উদ্যানে কোথা মধুকণ্ঠ রব!
কোথা সে বরাঙ্গী-বৃন্দ যারা প্রাণভরি'
নিয়ত জাগাত হেথা বসন্ত উৎসব!
বিলাস-মদির-স্রোত রোধে কে কোথায়?
লক্ষ্ণৌ! কোথা বা তুমি? বিশ্ব ভেসে যায়!

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম।

সহযোগী চিত্র।

—o*o—

বঙ্গীয়।

ফাল্গুনের ভারতীতে মহর্ষির লোকান্তর গমন একটী চিত্তাকর্ষক প্রবন্ধ। বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মে অনেক গবেষণার পরিচয় পাওয়া যায়। বৈশালীর শেষ অংশও গবেষণাপূর্ণ। খোজা জাতির ইতিহাস ও ফকীর খয়ের উদ্দীন ঐতিহাসিক তথ্যে পূর্ণ।

ফাল্গুনের বঙ্গদর্শনে রাজা রামমোহন রায় একটী চিন্তাশীল সুখপাঠ্য প্রবন্ধ। রামায়ণের রচনাকালে যথেষ্ট গবেষণার পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ প্রবন্ধটিতে লেখকের যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়।

ফাল্গুনের প্রবাসীতে অক্ষয়কুমার দত্ত একটি সুন্দর চিন্তাশীল প্রবন্ধ। কচ্ছপ্রদেশ প্রবন্ধে কচ্ছপ্রদেশের অনেক বিষয় জ্ঞাত হওয়া যায়। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ একটি সুখপাঠ্য প্রবন্ধ।

ফাল্গুনের বীরভূমিতে সীতারামের মামুদপুর, ঐতিহাসিক কথা, রণক্ষেত্রে বাঙ্গালী এই তিনটি ঐতিহাসিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। প্রবন্ধ তিনটিতে যথেষ্ট গবেষণার পরিচয় পাওয়া যায়।

ইংরেজী।

এপ্রিল মাসের East and West পত্রে Mr. U. B. Nair লিখিত Wellington and the Pyche Rajah একটি গবেষণাপূর্ণ ঐতিহাসিক প্রবন্ধ। Dr. A. H. Keaneএর লিখিত Race and Speech প্রবন্ধে অনেক গবেষণার পরিচয় পাওয়া যায়।

এপ্রিল মাসের Calcutta Reviewএতে E.H. Whinfieldএর লিখিত Was Sufism influenced by Buddhism একটি চিন্তাশীল গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ। S. Mitra লিখিত Peary Chand Mitra প্রবন্ধটিও সুখপাঠ্য ও অনেক তথ্যে পূর্ণ।

মুর্শিদাবাদ-কাহিনী।

(দ্বিতীয় সংস্করণ।)

দ্বিতীয় সংস্করণ সম্বন্ধে বঙ্গবাসী বলিতেছেন,—এ পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণ ড় আনন্দদায়ক। * * * এ পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণ এখন সহজে ঝাইয়া ি তেছে,—বিষয় ভাল হইলে, আর উপযুক্ত লেখক সরস ভাষায় বিশদ র্ণনে ঐতি২াসিক তথ্য লিখিতে পারিলে, ঐতিহাসিক পুস্তকের আদর সহজে ও ীঘ্র হইয়া থাকে। * * * নিখিল বাবু সুশিক্ষিত সুলেখক, তাঁহার শ্রম-বেষণা প্রশংসনীয় তাই তাঁহার কৃত ইতিহাসগ্রন্থ প্রশংসিত। দ্বিতীয় সংস্করণ অচিরেই নিঃশেষিত হইবে, এইরূপই আশা হয়। * * * নিখিল বাবুর র্শিদাবাদ-কাহিনীর দ্বিতীয় সংস্করণ নিশ্চিতই সমাদৃত হইবে। এই সংস্করণে ৫ খানি হাফটোন চিত্র প্রকাশিত হইয়াছে। চিত্র গুলি উপাদেয়।" সুন্দর াপড়ে বাঁধাই মূল্য ২৷৷০ টাকা।

মুর্শিদাবাদের ইতিহাস।

ইতিহাস সম্বন্ধে বান্ধব বলিতেছেন,—"নিখিল বাবু ইতঃপূর্ব্বে মুর্শিদাবাদ-াহিনী নামে এক বৃহৎ গ্রন্থ প্রচার করিয়াছেন। তাঁহার এই মুর্শিদাবাদের তিহাস সেই পথে বৃহত্তর দ্বিতীয় গ্রন্থ। তিনি এই উভয় পুস্তকেই বহুশ্রম-ভ্য পাণ্ডিত্য, বৃত্তান্ত-পরীক্ষণ-পটুতা ও পরিশ্রমশীলতার পরিচয় দিয়াছেন। হা বলা বাহুল্য যে, তাঁহার পরিশ্রমে স্বর্ণবৃষ্টি হইয়াছে।" অগণ্য হাফটোন ত্রে পরিপূর্ণ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর একখানি সুবৃহৎ মানচিত্রে অলঙ্কৃত। ইহা কবল মুর্শিদাবাদের নহে, কিন্তু সমস্ত বাঙ্গলারই অষ্টাদশ শতাব্দীর ইতিহাস। থমখণ্ড, সুন্দর কাপড়ে বাঁধাই মূল্য ২৷৷০ টাকা।

এই পুস্তকদ্বয় কলিকাতা, ২০১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, শ্রীগুরুদাস চট্টো-ধ্যায়ের পুস্তাকালয়ে ও ঐতিহাসিক চিত্র কার্য্যালয়ে পাওয়া যায়।

—o—

"কেশরঞ্জন" চিরবসন্তময় নন্দনের
আনন্দ দান করে।

শুধু গন্ধে নহে,—"কেশরঞ্জন" গুণেও
সর্ব্বজনপ্রিয়।

কেশ দীর্ঘ ঘন কোমল কুঞ্চিত ও চিক্কণ করিতে, চিরকালের জন্য কেশ
কোকিলকৃষ্ণ রাখিতে, এবং মাথাধরা, মাথাঘোরা, মাথার
জ্বালা ও হাত-পায়ের জ্বালা নিবারণ করিতে,—

একমাত্র মহৌষধ "কেশরঞ্জন।"

রাজা মহারাজ, হাকিম উকিল, অধ্যাপক সম্পাদক, শিক্ষক
লেখক, বক্তা চিন্তাশীল প্রভৃতি সকল ব্যক্তিই
কেশরঞ্জনের নিতান্ত পক্ষপাতী।

ভদ্র মহিলাগণ "কেশরঞ্জন" মাখিয়াই কেশের শোভা
বর্দ্ধন করেন।

সাবধান হইবেন—

কেশরঞ্জন তৈলের জাল তৈল বাজারে বিক্রয় হইতেছে।
শিশির প্যাকের উপর আমার নাম ও মূর্ত্তি দেখিয়া লইবেন

এক শিশির মূল্য ১৲ টাকা মাত্র। ডাঃ মাঃ ।/০ পাঁচ আনা।

কেশরঞ্জনের বিস্তৃত বিবরণ, দেশ-বিদেশের সহস্র সহস্র গণ্য মান্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি
গণের প্রশংসাপত্র এবং "সই" উপন্যাস সম্বলিত, ১৩১২ সালের সচিত্র
"কেশরঞ্জন-ডায়েরি," অর্দ্ধ আনার টিকিট পাঠাইলে, বিনামূল্যে
দেওয়া যায়।

গবর্ণমেণ্ট মেডিকেল ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত,

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত কবিরাজ।

১৮।১ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

...গ বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ, ১৩১২। নবম সংখ্যা।

৵০

সচিত্র
মাসিক পত্র।

ঐতিহাসিক চিত্র

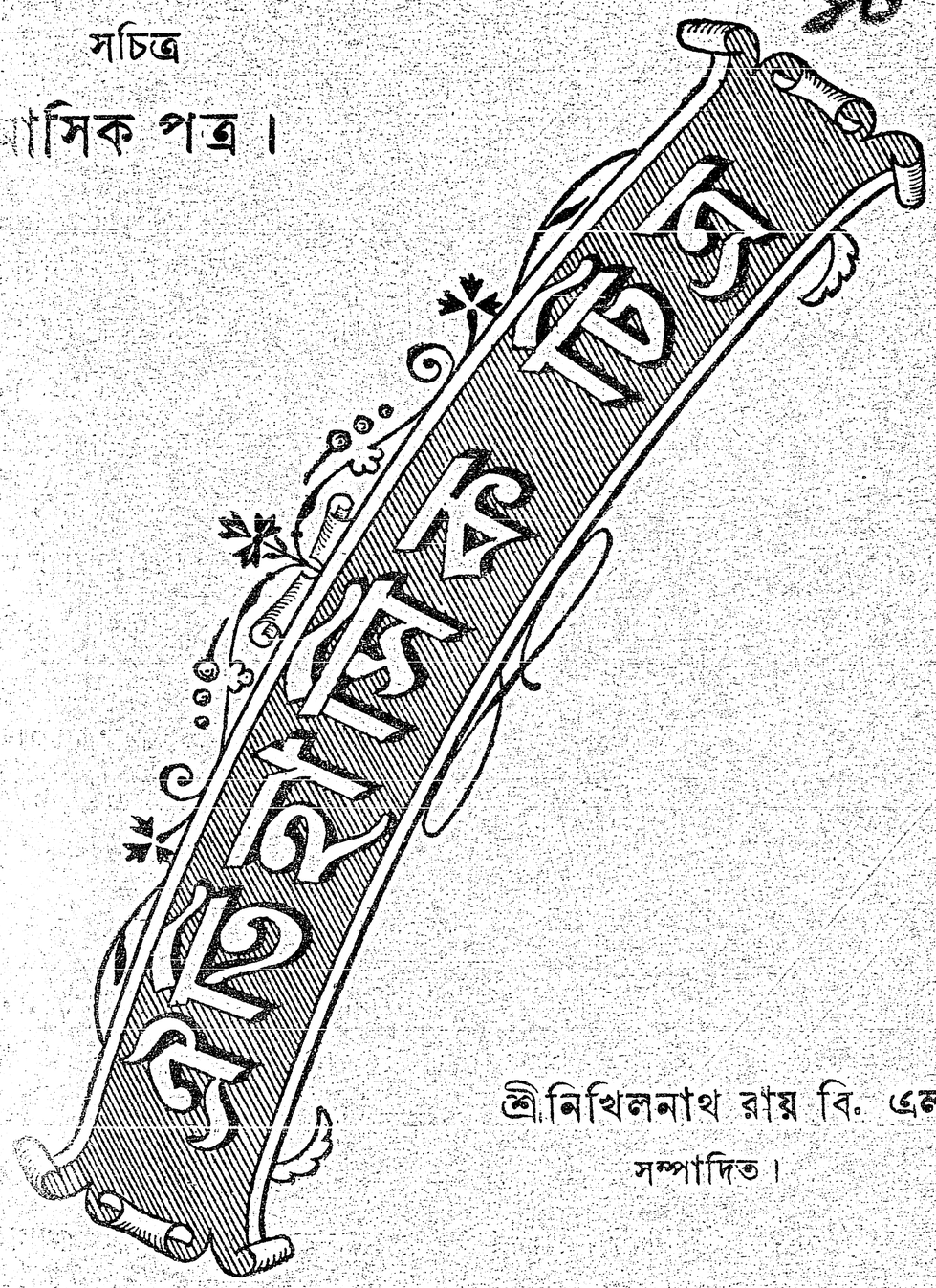

শ্রীনিখিলনাথ রায় বি. এল.
সম্পাদিত।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা। প্রতি সংখ্যার মূল্য ৵০ আনা।

ডাক্তার মেজরের বিশ্ববিখ্যাত সেই

ইলেক্ট্রো সার্শা প্যারিলা

চিকিৎসা-জগতে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে !

ইহা—রক্তদুষ্টির ব্রহ্মাস্ত্র, পারাদোষনাশের অমোঘ, বাতগ্রস্ত রোগীর ভরসা, প্রমেহ ও ধাতুদৌর্ব্বল্যে অদ্বিতীয়।

ফলতঃ শুক্র ও শোণিত বিকারাদিঘটিত সর্ব্বপ্রকার ব্যাধি ও তাহার সহজাধিক উৎকট কুৎসিত উপসর্গাদি সমূলে বিনাশসাধন করিয়া বিপর্য্যস্ত স্নায়ুপুঞ্জের পুনঃসংস্কার করিতে, রক্তশূন্য শরীরেরও বৃদ্ধি করিতে, দেহ হইতে বিষাক্ত অস্বাস্থ্যকর পদার্থ দূরীভূত করিতে, অসুস্থ দেহে স্বাস্থ্যের প্রবাহ প্রবাহিত করিতে, যে চিররোগী মৃত্যুর দিকে শনৈঃ শনৈঃ যাত্রা করিতেছে, তাহার যৌবনের বল ও আনন্দপূর্ণ করিতে ইহাই একমাত্র অমোঘ শক্তিশালী মহৌষধ।

ইলেক্ট্রো সার্শা প্যারিলার মূল্যাদি।—ভারতবর্ষে প্রচলিত সর্ব্বপ্রকার ভাষার ব্যবস্থাপত্র সম্বলিত।

প্রত্যেক শিশির মূল্য ২৲ টাকা, ৩ শিশি ৫॥০ টাকা, ৬ শিশি ১০৲ টাকা, ডজন ২০৲ টাকা। প্যাকিং ও ডাকমাশুল ইত্যাদি যথাক্রমে ৮০, ৸/০, ১৷০, ১৸০ সাতসিকা।

ভারতবর্ষের একমাত্র বিক্রেতা—

ডবলিউ মেজর এণ্ড কোম্পানি।

হেড আফিস্,—১২ নং ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বোম্বাই এজেন্সি,—ফ্যান্সি বিল্ডিং হর্ণবয় রোড।

মান্দ্রাজ এজেন্সি,—ডফর ড্রগিষ্টস্ মাউণ্ট রোড।

কলিকাতার সব এজেণ্টস্,—মেঃ বি, কে, পাল এণ্ড কোং খোঙ্গরাপটী, মেঃ ঈশ্বরচন্দ্র কুণ্ডু এণ্ড কোং চাদনীচক। মেঃ উপেন্দ্রকৃষ্ণ নাগ বহুবাজার বৈঠকখানা। মেঃ বসু এণ্ড কোং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্।

লেখকগণের নাম।

শ্রীঅশ্বিনীকুমার সেন, শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র বি. এ.

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম ও সম্পাদক।

সূচি।

১।	চান্দেরি রাজ্য	৩৮৫
২।	সরকার বাজুহা	৪০১
৩।	অম্বার শিলাদেবী	৪২৪
৪।	বীরকাহিনী	৪৪৩
৫।	হাজি মহম্মদ মসিন	৪৫৯

নিয়মাবলী।

ঐতিহাসিক চিত্রের জন্য প্রবন্ধাদি, বিনিময়ার্থে পত্রিকা প্রভৃতি ও সমালোচ্য গ্রন্থাদি সম্পাদকের নামে, এবং টাকা কড়ি, চিঠি পত্র কার্য্যাধ্যক্ষের নামে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে। বিজ্ঞাপনের হারও কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট জ্ঞাতব্য।

ঐতিহাসিক চিত্র কার্য্যালয়,
৯১ নং দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীট্,
কলিকাতা।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য
প্রকাশক ও কার্য্যাধ্যক্ষ।

ভারতের শুভদিন।

স্বদেশজাত অতি উত্তম সাবান।

সুগন্ধে ও সৌন্দর্য্যে বিদেশীয় সাবান হইতে কোন অংশে হীন নহে,
মূল্য অতি সুলভ।

স্বদেশহিতৈষী ও শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেরই
ব্যবহার করা উচিত।

মহারাজা অটো	৩	খানা এক বাক্স	১৷৷০
লিলি	”	”	১৲
রোজ	”	”	৷৷৵০
হিন্দু	”	”	৷৷০
ভায়লেট	”	”	৷৵০
একসেলসিয়র	”	”	৷৵০
টারকিস্‌বাথ	১২	”	১৷৵০
টইলেট সুপিরিয়র	৪	”	৷৵০
” ”	১২	”	১৵০
গ্লিসিরিণ	”	”	৸৵০
কার্ব্বলিক	”	”	৷৷০
বারসোপ	২০	”	৩৸০
ব্রাউন উইণ্ডসর	৪৮	”	২৷০

বেঙ্গল সোপ ফ্যাক্‌টরি।

৬৪।১নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রতাপসিংহ।

শ্রীসতীশ্চন্দ্র মিত্র বি, এ, প্রণীত।

এই গ্রন্থে মিবারেশ্বর মহারাণা প্রতাপসিংহের জীবনবৃত্ত বিবৃত করা হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত প্রতাপসিংহ সম্বন্ধে যত গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে, সমস্তই উপন্যাস। ইহাতে প্রতাপসিংহের প্রকৃত ইতিহাস প্রদত্ত হইয়াছে। প্রতাপসিংহের একখানি হাফটোন চিত্রসম্বলিত। ছাত্রদিগের পাঠের বিশেষরূপ উপযোগী। মূল্য ।৵০ ছয় আনা মাত্র, ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

শ্রীব্রজেন্দ্রমোহন দত্ত,

ষ্টুডেণ্টস্ লাইব্রেরী, ৬৭নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ম্যালেরিয়া নাশক পাঁচন।

যে কোন প্রকারের বহু দিনের জ্বর হউক না কেন, ইহা সেবনে নিশ্চয়ই আরোগ্য হইবে। বিজ্ঞাপনের আড়ম্বর দেখাইতে চাহি না। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

১৫ দিনের সেবনোপযোগী		১৲ টাকা
৭ দিনের	”	৷৷০

কলিকাতা ৯১নং দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীট,
ঐতিহাসিক চিত্র কার্য্যালয়ে প্রাপ্তব্য।

রামদাস-গ্রন্থাবলী।

প্রথম ভাগ।

ডাক্তার রামদাস সেন প্রণীত।

এই প্রথম ভাগে ডাক্তার রামদাস সেনের ইউরোপ আদৃত ঐতিহাসিক রহস্য তিনখণ্ড তাঁহার জীবনী ও একখানি সুন্দর প্রতিমূর্ত্তি সন্নিবেশিত আছে। যে ঐতিহাসিক রহস্য তাঁহার স্বাধীন অনুসন্ধানের ফলস্বরূপ ভারতবর্ষ ও ইউরোপে সমাদর লাভ করিয়াছিল, তাহা তাঁহার পুত্রগণ কর্ত্তৃক পুনর্মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। ম্যাক্সমুলার, ওয়েবার প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ এই গ্রন্থের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। এই গ্রন্থে ভারতের পুরাতত্ত্বসকল স্বাধীন অনুসন্ধান দ্বারা আবিষ্কৃত ও আলোচিত হইয়াছে। যাঁহারা ভারতের পুরাবৃত্ত পাঠ করিতে উৎসুক, তাঁহাদিগের এই গ্রন্থ পাঠ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। এই নূতন সংস্করণে ডাক্তার রামদাস সেনের প্রতিমূর্ত্তি সহ তাঁহার একটি সংক্ষিপ্ত জীবনীও প্রদত্ত হইয়াছে। তাঁহার জীবনীতেও অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। তাঁহার অন্যান্য গ্রন্থও মুদ্রিত হইতেছে। প্রথম ভাগের মূল্য ২৲ টাকা।

এই গ্রন্থ কলিকাতা ২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের পুস্তকালয়ে, ২০ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, মজুমদার লাইব্রেরী ও ঐতিহাসিক চিত্র কার্য্যালয়ে পাওয়া যায়।

চান্দেরি রাজ্য।

—:-:—

(২)

মাধকর সাহের জ্যেষ্ঠ পুত্র রাম সাহ অর্চার রাজা ছিলেন কিন্তু ১৬০৪ (১) সালে তাঁহার ভ্রাতা বীর সিংহ দেব, সম্রাট জাহাঙ্গীরের আদেশে তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করেন। ইহার পরও রাম সাহ সিংহাসন নিজ অধিকারে রাখিবার চেষ্টা করেন, কিন্তু অবশেষে বন্দীকৃত হইয়া ১৬০৫ সালে আবদুল্লা কর্ত্তৃক সম্রাটসদনে নীত হন। সম্রাটদরবারে তিনি সম্মান ও সমাদরের সহিত পরিগৃহীত হইলেও, ভাবী গোলযোগ প্রশমনের নিমিত্ত সম্রাট তাঁহাকে বন্দী prisoner করিয়া দিল্লীতে রাখেন। বীরসিংহ দেব ইত্যবসরে সমগ্র বুন্দেলখণ্ডের অধীশ্বর হন। রাম সাহের অনুপস্থিতকালে তদীয় পৌত্র ভরত সাহ ও তাহার অন্যান্য আত্মীয়বর্গ বিবাদ বিসম্বাদে লিপ্ত হয় ও পাথেরি অধিকার করিয়া বসে। বহু দিবস সংগ্রাম-ক্ষেত্রে অতিবাহিত করিয়া বীরসিংহ তাহার পুনরুদ্ধার করেন। কিন্তু ভরতসিংহ তাঁহার অধীনতা স্বীকার না করিয়া অচিরকালমধ্যে ধামোনি গ্রাস করেন। ১৬০৮ সালে সম্রাট রাম সাহকে মুক্তি দেন এবং বার ও তন্নিকটবর্ত্তী প্রায় তিন লক্ষ টাকার সম্পত্তি তাঁহাকে জায়গীর স্বরূপ দান করেন। রাম সাহবারে রাজধানী স্থাপন করতঃ আত্মীয় স্বজনকে তথায় আহ্বান করেন। তাঁহার এগারোটি পুত্র ও সাতটি পৌত্র ছিল। পুত্রগণের নাম (১) সংগ্রাম সাহ, (২) হরিদাস, (৩) বিথুল দাস, (৪) মোহন রাও, (৫) ত্রিভুবন রাও, (৬) সুজন রাও, (৭) ভোরাত রাও, (৮) মুকত মান, (৯) বলভদ্র, (১০) মুকুন্দ, এবং (১১) কানোয়ারজু। এতন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্র সংগ্রাম সাহ বহুপূর্ব্বে অর্চাতে এক যুদ্ধে নিহত হন। অবশিষ্ট দশ

পুত্র এবং সংগ্রাম সাহের সাত পুত্র বারে আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করেন। সংগ্রাম সাহের পুত্রগণ,—(১) ভরত সাহ, (২) কৃষ্ণ রাও, (৩) রূবা, (৪) কিরাত, (৫) ধারু, (৬) চন্দ্রহাস এবং (৭) মন। এত বড় একটী রাজপরিবার তিন লক্ষ টাকা আয়ের দ্বারা প্রতিপালিত হইত। ১৬১২ সালে রাম সাহের মৃত্যু হইলে পৌত্র ভরত সাহ সিংহাসনে আরোহণ করেন। ১৬১৬ সালে তিনি ডেকানের নৃপতি নিয়োজিত চান্দেরির শাসনকর্ত্তাকে পরাজিত করিয়া উক্ত নগর আক্রমণ করেন। ঐ বৎসরেই তিনি সম্রাটের সেনাপতির সহিত ডেকানের পথে সাক্ষাৎ করিয়া চান্দেরি আক্রমণের অভিলাষ ব্যক্ত করেন। শাজাহান তৎপ্রতি সবিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে একখানি সনন্দ প্রদান করিয়াছিলেন।

১৬১৮ সালে ভরত সাহ স্বরাজ্য চারি অংশে বিভক্ত ও বর্ত্তমান তলবিহাট দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। দুধাই (১) হরষপুর, গোলাকোট (২) এবং কনঘর (৩) উক্ত অংশ চতুষ্টয়। এই সময় তাঁহার রাজ্যের আয় নয় লক্ষ টাকা হইয়াছিল। তিনি ভ্রাতৃগণকে এইরূপ অংশ প্রদান করিয়াছিলেন ঃ—বন্সির (৪) কতিপয় গ্রাম কৃষ্ণ রাওকে প্রদান করেন, ইহার আয় ৭৫০০০ হাজার টাকা। তিনিই তথাকার বর্ত্তমান দুর্গ এবং ললিতপুর সহরে বর্ত্তনান সময়ে মিউনিসিপালিটির স্কুল কর্ত্তৃক অধিকৃত সুন্দরকুপ (৫) সহ রাওর দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। দেওয়ান রূপকে বীজবোথা পরগণায় (৬) বার হাজার টাকা আয়ের গ্রাম ; দেওয়ান কিরাতকে দ্বাদশ সহস্র মুদ্রা আয়ের কাকারুয়া (৭) চন্দ্রহাসকে বারো হাজার টাকার জমানদনা (৮) দেওয়ান ধারুকে ঐ পরিমাণ আয়ের কারেসুরা (৯) জায়গীর এবং দেওয়ান মনকে বারো হাজার টাকা আয়ের বড়োদা (১০) প্রদান করেন।

(১) এখানে দুই এক বৎসর সময়ের গোলযোগ আছে।

(১) ঝান্সি জেলায় বলারেহাত পরগণায়, ললিতপুরের ১৯ মাইল দক্ষিণে। তথায় চান্দেলদিগের বহু প্রাচীন কীর্ত্তি এবং একটী সুবৃহৎ পুষ্করিণী আছে। (For description see Mukerjee's Reports on the Antiquities of Lalitpur and Cunningham's Archæological Reports). (২) গোয়ালিয়ারস্থ ইছ ঘরের পূর্ব্বভাগের একটী পুরাতন

ভরত সাহের পর দেবী সিংহ ষোড়শ বর্ষ বয়সে (১) সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি এক দিকে যেমন সুনিপুণ যোদ্ধা অপরদিকে তেমনি জ্যোতিষ, চিকিৎসা, সাহিত্য এবং ধর্ম্মশাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন ১৬৬৫ সালে তিনি সম্রাটের পক্ষে যুদ্ধ করিতে কাবুল যাত্রা করেন, তথায় তিনি ১৫০০ শত অশ্বারোহী এবং তাঁহার দেওয়ান উদিবনকে (২) জন্মের মত রাখিয়া আসেন। বিজয় লক্ষ্মী কিন্তু পরিশেষে সম্রাটেরই অঙ্কগত হয়। সম্রাট সন্তুষ্ট হইয়া দেবী সিংহকে বুন্দেলখণ্ডের গারোলা, খেমলাসা, রাহতঘর, এটোয়া, বাসোদা, উদিপুর, বারসিয়া, ভাল্‌সা, সিরোঞ্জ এবং মালথোন (৩) পরগণা দান করেন। এই সকল দিয়া চান্দেরি রাজ্যের আয় ২৪০০০০০ টাকা হইয়াছিল।

১৬৭৯ সালে দেবীসিংহ বঙ্গদেশে (৪) যুদ্ধ করিয়া সকলকাম হন। তিনি সিংহ সাগর হ্রদ এবং সিংহপুর গ্রাম নির্ম্মাণ করেন। এই জলাশয় ও গ্রামটী চান্দেরির নিকটবর্ত্তী এবং এখনো বিদ্যমান থাকিয়া তাঁহার কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে। দেবীসিংহ তেলবেহাতে সিংহবান প্রস্তুত করেন, এখন তাহার অন্তিম দশা। ১৭১৭ সালে ৮৭ বৎসর বয়সে তিনি সংসাররঙ্গ মঞ্চের অভিনয় শেষ করিয়া প্রস্থান করেন। সাহজু, সেনাপতি এবং দুর্গসিংহ—তাঁহার এই তিন

দুর্গপ্রায় দুর্গ। (৩) গোয়ালিয়ারে নেতোয়ারধারে। (৪) ঝান্সি জেলায়, বন্সি পরগণায়, ললিতপুরের বারো মাইল উত্তরে। (৫) ইহার উপর ১৬২৮ খৃটাব্দের একখানি প্রস্তর ফলক আছে। (৬) তালবেহত পরগণায় (ঝান্সি জেলায়) একটী প্রকাণ্ড গণ্ডগ্রাম, ললিতপুরের ১৯ মাইল উত্তরে। বর্ত্তমান সময়েও তাঁহার বংশধরগণ কর্ত্তৃক ইহা অধিকৃত আছে। (৭) ললিতপুর পরগণায়। (৮) জমানদনা কালান—ললিতপুর পরগণায়। এখন তাঁহার বংশধরগণের অধিকারে আছে। (৯) কারে সরা কালান—ঐ পরগণান্তর্গত। তাঁহার বংশধরগণের অধীনে এখন আছে। (১০) বড়োদা ডঙ্গ—বনপুর পরগণায়।

(১) ১৬৪৬ সাল।
(২) দেওয়ান বাহাদুরের পূর্ব্ব পুরুষ।
(৩) মনর জেলার দক্ষিণ পশ্চিম অংশ।
গারেলা, খেমলানা, এটোয়া এবং মালযোন বর্ত্তমান সময়ে মনর জেলার খোরাই তহসীলে। তদ্বয় ঐ জেলার মনর তহসীলে। বাসোদা এবং উদিপুর—বীণার দক্ষিণে। বাসো L. m. লওয়ের একটী ষ্টেশন। বার গিয়া ভূপালের পশ্চিমাংশ।
(৪) সম্রাটের আদেশে।

পুত্র ছিল। উত্তরাধিকারী নির্ব্বাচিত হইবার মানসে তাঁহারা সকলেই দিল্লীতে গমন করেন। তৎকালীন রাজঅভিভাবক পুরহিত বানু বলেন যে, সাহাজু রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্র। সম্রাট ঔরঙ্গজেব ইহা বিশ্বাস না করিয়া ভূতপূর্ব্ব নরপতির সেনাপতি রামগোমত ও রাওহাদাকে আহ্বান করতঃ যথার্থ উত্তরাধিকারী কে তাহা জিজ্ঞাসা করেন। তাহারা তদুত্তরে বলে যে, সাহাজু জারজ পুত্র (illegitimate son), সেনাপতি পৌত্র, মৃত রাজা ইহাকে পোষ্যরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন; দুর্গসিহই কেবল রাণীর গর্ভজাত সন্তান। তদনুসারে সম্রাট দুর্গকেই উত্তরাধিকারী নির্ব্বাচিত করেন। তিনি সাহাজুকে 'রাজা' উপাধিতে ভূষিত করতঃ কানজিয়া পরগণা (১) এবং সেনাপতিকে বার হাজার টাকা আয়ের ভালঘর (২) ও তন্নিকটবর্ত্তী গ্রাম সমূহ প্রদান করেন কিন্তু দুর্গাসিংহকে তাহাদের উভয়েরই অভিভাবক নিযুক্ত করেন। এই বণ্টন সময়ে ঔরঙ্গজেব নিজের জন্য বারসিয়া রাখেন এবং যে বীর মারঠাদিগের হস্ত হইতে মালোয়া উদ্ধার করিয়াছিলেন সেই দস্ত মহম্মদকে উহার পরিদর্শক নিযুক্ত করেন। ইনিই পরে ভুপাল রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করেন।

১৭২৮ সালে রাজাদুর্গাসিংহ বঘা বান্‌জরাকে (৩) পরাজিত এবং ১৭৩২ সালে শঙ্কর রাও দাক্ষিণাত্য হইতে দশ হাজার অশ্বারোহী সমভিব্যাহারে চান্দেরি আক্রমণ করিতে আগমন করিলে সিংহপুরের গিরিবর্ত্মে তাঁহাকে পরাজিত ও নিহত করতঃ তাঁহার শিবিরাদি লুণ্ঠন করেন।

(১) ১৮৬১ সাল পর্য্যন্ত গোয়ালিয়ারের অংশ স্বরূপ ছিল, পরে চান্দেরি অন্যান্য রাজ্যের সহিত পরিবর্ত্তনে, বর্ত্তমান সময়ে ইহা খোরাই বঙ্গেলের উত্তর পশ্চিম কোণাংশ হইয়াছে।

(২) খোরাই তহসীলে (ঝান্সি জেলায়), খোরাই হইতে ২০ মাইল।

(৩) এতৎ সম্বন্ধে গ্রন্থকার বলেন, বীকানিরের নিকটবর্ত্তী আশানগরে রাজা সর্প দষ্ট হন জ্যোতি নামক একজন জৈন গুরু তাঁহাকে বলেন যে, তিনি যদি তাঁহার প্রজাগণ সহ জৈনধর্ম্ম অবলম্বন করেন, তবে তাঁহাকে তিনি আরোগ্য করিয়া দেন। রাজা এ প্রস্তাবে সম্মত হইলে জ্যোতি তাঁহাকে নিরাময় করেন। রাজার অধিকাংশ প্রজা জৈনধর্ম্ম গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হইয়া রাজ্য ত্যগে করে এবং পুনরায় এবপ্রকার বিপৎপাতের আশঙ্কা করিবা তাহারা কোন স্থায়ি বাসস্থান নির্ম্মাণ করে না। এমতে তাহারা বনজরা হয়। এই সম্প্রদায়ের প্রধান ব্যক্তির পুত্র বা পৌত্র বঘা। শুনা যায় তাহার দ্বিসহস্র সশস্ত্র অনুচর এবং এক সহস্র পদাতিক সৈন্য ছিল।

দুর্গাসিংহ মানবলীলা সম্বরণ করিলে তাঁহার পুত্র দুর্জ্জন সিংহ ১৭৩৩ (১) সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হন। এই সময় সগর জেলার গোবিন্দ কুন্দলা (২) রোলা মলথোস, খেমলাসা এবং রহতঘর আক্রমণ করে। ১৭৩৫ সালে লহর রাও ১০০,০০০ সৈন্যসহ বুন্দেলখণ্ড অবরোধ করেন এবং দুর্জ্জন সিংহকে রাজিত করিয়া ভীল্‌সা, শিরোঞ্জ, উদিপুর এবং বাসোড়া স্বরাজ্যভুক্ত করতঃ ান্ত সীমায় একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া নিজের নামানুযায়ী উহার মালহর ঘর ৩) নামকরণ করেন।

দুর্জ্জন সিংহের চারিপুত্র,—(১) মানসিংহ, (২) জারোয়ান সিংহ, (৩) কুবা াহেব এবং (৪) ধীরাজ সিংহ। এতন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ মানসিংহ পিতৃ সিংহাসনে পবিষ্ট হন। তাঁহার রাজত্বকালে (৩) পণ্ডিত নরু শঙ্কর দাক্ষিণাত্য হইতে াসিয়া মুঙ্গাওলি, সাহারাই, পিপ্রাই, (৪) কানজিয়া এবং ইছাঘর প্রভৃতি ায় অর্দ্ধেক দেশ অধিকার করিয়া বসেন। মানসিংহ, ভ্রাতা জারোয়ালকে ালী (৫) সুবা সাহেবকে বামোরি, (৬) এবং ধীরাজ সিংহকে বাণপুর (৭) দান করেন। অনুরুদ্ধ সিংহ এবং হাতী সিংহ—তাঁহার এই দুই পুত্র ছিল।

নজরা যে রাজ্যে পরে বাসস্থান স্থির করে, তাহার অধিপতিকে খাজানাদিত কিন্তু বঘা ও তাহার অনুচর বৃন্দ তাহাতে সম্মত হয় না। সম্রাট সৈন্য বহুতর তাহাদিগকে আক্রমণ করে কিন্তু এযাবতকাল পর্য্যন্ত তাহারা অপরাজিত ছিল। বঘা সম্বন্ধে বহুতর কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। একটী প্রবাদ এই যে ললিতপুর ও Ozhhar দ্বাদশ খানি গ্রাম বঘার হত্যাকারীর পুরস্কারের নিমিত্ত অনুমোদিত ও বিঘোষিত হইয়াছিল।

(১) চান্দেরির রাজগণের সিংহাসন আরোহণের তারিখ যদ্দৃষ্টে প্রদত্ত হইয়াছে, তাহার সহিত গেজেটিয়ার প্রদত্ত (1·350 ct. seg) তারিখের মিল নাই। যথা,—

রাজার নাম	গ্রন্থকারের মতে	গেজেটিয়ারের মতে
দেবীসিংহ	১৭১৭	১৬৪৬—১৬৬৩
র্গাসিংহ	১৭১৭—১৭৩৩	১৬৬৩—১৬৮৭
র্জ্জন সিংহ	১৭৩৩—	১৬৮৭—১৭৩৩
নসিংহ	—১৭৬০	১৭৩৩—১৭৪৬
নুরুদ্ধ সিংহ	১৭৬০—১৭৭৪	১৭৪৬—১৭৭৪

(২) গোবিন্দ পণ্ডিত নামে সমধিক পরিচিত। ছত্তর শাল যখন মুসলমানগণ কর্ত্তৃক ড়ম্বিত হন, তখন এই মারাঠা অধিনায়ক তাহাকে সাহায্য করেন। উপকারের প্রত্যুপকার

মানসিংহ মাহরোনি (১) দুর্গ নির্ম্মাণ করেন; ১৭৬০ সালে তাঁহার মৃত্যু হইলে তৎপুত্র অনুরুদ্ধ সিংহাসন প্রাপ্ত হন। রাও হাতীসিংহ জ্যেষ্ঠের সহকারী স্বরূপ কার্য্য করিতেন। ১৭৭৫ সালে অনুরুদ্ধ রামচন্দ্র নামক একটি শিশু সন্তান রাখিয়া পরলোকগমন করিলে, হাতী সিংহ তাহাকে নিজরাজ্যে অভিষিক্ত না করিয়া রাজঅভিভাবক স্বরূপ নিজেই রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। রাণী, দেবরের অভিপ্রায়ে সন্দেহ করতঃ গোপনে ৫০জন বিশ্বস্ত অনুচর সহ পুত্রকে লইয়া অচলঘরে পলায়নপরা হন এবং তথায় চৌধুরী কিরাত সিংহের ভবনে আশ্রয় গ্রহণ করেন। চৌধুরী তৎক্ষণাৎ জাথ্‌লোনকে পত্র লিখেন, দেওয়ান ধর্ম্মঙ্গদ সিংহ ৫০০ জন সেনা সহ অচলঘরে উপনীত হন। নিজের সৈন্য ব্যতীত তিনি জমিদারদিগের মধ্য হইতে ৫০ জন অশ্বরোহী এবং চৌধুরীর সিপাহীগণ মধ্য হইতে ১০০ জন সিপাহী সংগ্রহ করতঃ ১০০ জন অশ্বারোহী এবং ছয় শত পদাতিক সৈন্য সমভিব্যাহারে চান্দেরি গমন করেন এবং হাতী সম্মুখে রামচন্দ্রকে উপস্থিত করান। কিরাত সিংহ রাজপ্রতিনিধি এবং ধর্ম্মঙ্গদ প্রধান সেনাপতি হন। অতঃপর হাতীসিংহ তালবেহাতের দুর্গে যাইয়া যুদ্ধের জন্য সজ্জিত হইলেন। রামচন্দ্রের সৈন্যও অবিলম্বে তথায় যাইয়া উপনীত হইল, কয়েক মাসের জন্য রণবাদ্যবাজিয়া উঠিল। যুদ্ধাবসানে বিজয়লক্ষ্মী বালক রাম-

স্বরূপ ছত্তরশাল তাঁহাকে রাজ্যের এক-তৃতীয়াংশ পুরস্কার প্রদান করিয়াছিলেন। জালাউন, ঝান্সি প্রভৃতি রাজগণের পূর্ব্বপুরুষ।

(৩) গোয়ালিয়রে, সগর জেলার পশ্চিমভাগে বেতোয়া তীরে।

(৪) সম্ভবতঃ ১৭৪৮ সালে।

(৫) সাহারাই ও পিপ্রাই দুইই গোয়ালিয়ারের সগর জেলার উত্তরপশ্চিম স্থিত মঙ্গোলিয়ার নিকটবর্ত্তী।

(৬) বলাবেহাত পরগণায় (ঝান্সি জেলায়), ললিতপুরের ১৫ মাইল দক্ষিণে। তাঁহার বংশধরগণ কর্ত্তৃক এখনও ইহা অধিকৃত।

(৭) বামোরাই কালান—ললিতপুর পরগণায়। তাঁহার বংশধরগণ এই গ্রামের অধিকার হারাইয়াছে।

(৮) ললিতপুরের ২২ মাইল পূর্ব্বে ঐ নামের পরগণামধ্যে (ঝান্সি জেলায়)। তাঁহার বংশধরগণের ইহাতে এখন অধিকার নাই।

(১) ঝান্সি জেলায়, ঐ নামের তহশীলের প্রধান স্থান। ললিতপুরের ২৩ মাইল পূর্ব্বে।

চন্দ্রেরই পক্ষপাতী হইল, তিনি পিতৃব্যকে মাসোরা (২) সহিত ষোলখানি গ্রাম প্রদান করিলেন। ১৭৭৮ সালে রামচন্দ্র দৃঢ়রূপে সিংহাসনে উপবিষ্ট হন। ১৭৮৩ সালে তিনি হাতীসিংহ এবং অপর এক ব্রাহ্মণকে বধের আজ্ঞা প্রচার করেন। কিয়দ্দিবস পর তাঁহার আত্মগ্লানি উপস্থিত হয়, তিনি প্রায়শ্চিত্ত ও করিবার নিমিত্ত ভারতের প্রায় সমুদয় তীর্থ পর্য্যটন করিলেন কিন্তু কিছুতেই মন শান্ত হইল না। অবশেষে তিনি অযোধ্যায় যাইয়া জীবনের অবশিষ্ট কাল গোপনে অতিবাহিত করেন। তাঁহার অনুপস্থিত কালে দেবপালোয়ার নামক তাহার এক আত্মীয় রাজস্ব আদায় করতঃ কিছু কিছু করিয়া অযোধ্যায় পাঠাইয়া দিত।

(১) ইতোমধ্যে অড সাহেব চন্দেরি বিজয়ের মানসে সগর হইতে খোরু পান্তের অধীনে একদল সৈন্য প্রেরণ করেন। বুন্দেলাদিগের মধ্যে রাজ-ওয়ারায় (২) রাও উমারাও সিংহ দুই হাজার সৈন্য, জাখ্‌লোনের দেওয়ান চিণ্ডর সিংহ দেড় হাজার অচল ঘরের চৌধুরী এক হাজার এবং দুর্জ্জন শাল খিচ্চি পাঁচশত অশ্বারোহী লইয়া মারাঠাদিগের গতিরোধ করিতে অগ্রসর হইলেন। ললিতপুরে উভয় পক্ষ মিলিত হয়। ললিতপুর এবং পানরির (৩) মধ্যভাগে সমস্ত দিন ধরিয়া রণদামামা বাজিল, চিণ্ডর সিংহের পাঁচশত সৈন্য নিহত হয় এবং তিনি নিজেও আহত হন। যুদ্ধের মীমাংসা না হইতেই উভয় পক্ষ নিবৃত্ত হন।

রাজা রামচন্দ্রের চারি পুত্র ছিল,—পারজোপাল, মার পাহলদ, বয়ান পাল এবং চিত্তর সিংহ। ১৮০২ সালে তিনি পারজোপালকে রাজা মনোনীত করিয়া অযোধ্যা হইতে চান্দেরিতে প্রেরণ করেন। ইনি সমস্ত বুন্দেলদিগকে পরাজিত করেন কিন্তু রাজোয়ারা যুদ্ধে (৪) নিহত হন। মার পাহালদ তৎপরে

(২) মাসোরা খুর্দ্দ—ললিতপুর হইতে তিন মাইল দক্ষিণ পূর্ব্বে।

(১) ১৭৮৭ সন।

(২) ললিতপুর হইতে তিন মাইল উত্তর পূর্ব্বে।

(৩) ললিতপুরের দুই মাইল উত্তর পূর্ব্বস্থিত একটী গ্রাম।

(৪) গেজেটিয়ারে প্রকাশ, পরজোপাল নিহত হন কিন্তু দেওয়ান বাহাদুর, শিলবর্ত্ত সাহেবকে

সিংহাসনে উপবেশন করেন। তাঁহার সময় সিন্ধিয়ার জিয়ান ক্যাপটি ফিনসি নামক একজন ফরাসী সৈন্যাধ্যক্ষ ১৮১১ সালে চান্দেরি আক্রমণ করে। চান্দেরি যাইবার পথে তিনি জিওরা (৫), বন্‌সি, কোতারা (৬), নানোরা (৭), বারেয়ার (৮), রাজোয়াবা, মাহরাণী, জাখলোন, দিওঘর প্রভৃতির জায়গীরদারদিগকে পরাস্ত করিয়া রাজধানীতে উপনীত হন। রাজা পাহলদ পলায়নপর হন। কিন্তু তাহার ভ্রাতৃদ্বয়, দেওয়ান বক্ত সিংহ এবং কানোয়ার উমরাও সিংহ এবং জাখলোনের জায়গীরদার সহ তিনমাস দুর্গ রক্ষা করেন। অবশেষে শিনগোর (৯) এক ঠাকুরের প্রতারণায় উহা বিপক্ষীয়দের হস্তগত হয়। তৎপর তালবেহাত আক্রান্ত হয়, তিন মাস অবরোধের পর উহাও শত্রুর করায়ত্ত হয়। ১৮১২ সালে সিন্ধিয়া-সেনাপতি ৩১ খানি গ্রাম (১) রাজাকে প্রদান করেন কিন্তু চান্দেরির অবশিষ্টাংশ নিজ অধিকারেই রাখেন। ঐ বৎসর সমস্ত বুন্দেলগণ রাজার সহিত মিলিত হইয়া সিন্ধিয়ার প্রাধান্য উৎপাটিত করিবার কল্পনা করে এবং সিন্ধিয়া তাহাদের রাজ্য আক্রমণ করিতেছে অই মর্ম্মে একখানি আবেদন পত্র উকীল দ্বারা বান্দার গবর্ণর জেনারেলের এজেণ্টের নিকট প্রেরণ করে। উভয়পক্ষের মিলন সংঘটিত করিয়া দেওয়ার নিমিত্ত গোয়ালিয়ার হইতে কর্ণেল ফিলোস এবং বান্দা হইতে মীর মুন্সি আগমন করেন। তাঁহারা স্থির করেন যে, রাজ্যের এক-তৃতীয়াংশ যাহার বাৎসরিক আয় ১৬৫৬৩১ টাকা, রাজা মার পহ্লাদের থাকিবে, এবং অবশিষ্ট দুই-তৃতীয়াংশ সিন্ধিয়াকে দেওয়া হইবে। সেইদিন হইতে পহ্লাদ 'বাণপুরের রাজা' নামে

বলিয়াছেন যে, তিনি বাল্যকালে এই যুদ্ধের হতাবশিষ্টদিগের মুখে শুনিয়াছেন যে, পরজোপাল যুদ্ধে আহত হইয়া ১৫।২৯ দিন যন্ত্রনা ভোগ করতঃ ললিলতপুরে মানবলীলা সম্বরণ করেন। তথায় তাঁহার সম্মানের নিমিত্ত দুইটী মুকবারা দণ্ডায়মান রহিয়াছে। (৫) তালবেহাত পরগণায়। (৬) ললিতপুরের ২১ মাইল উত্তরে। (৭) বেতোয়া তীরে, ললিতপুরের ১৮ মাইল উত্তর-পশ্চিমে। (৮) ললিতপুরের ৬ মাইল পশ্চিমে। (৯) ললিতপুরের ৩ মাইল উত্তরপশ্চিমে। ঠাকুরের নাম—বৃদ্ধশিব। গেজেটিয়ারে চান্দোরি লিখিত হইয়াছে তাহা ভুল (I. 352) গ্রন্থকার বলেন, তিনি বাল্যকালে বুদ্ধকে দেখিয়াছেন।

(১) এতন্মধ্যে প্রধান,—কেলগাওন, ললিতপুরের ২৩ মাইল উত্তর-পূর্ব্বে।

অভিহিত হন। তাঁহার মৃত্যুর পর পুত্র মরদান্ সিংহ-সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি সিপাহী হাঙ্গসার সময় বিদ্রোহাদলভুক্ত হওয়ায় তাঁহার সমস্ত রাজ্য বাজেয়াপ্ত হয় কেবল নিজে বাৎসরিক ৯৬০০ টাকার পেন্সন প্রাপ্ত হন। বর্ত্তমান সময়ে তাঁহার পৌত্র নীরউই সিংহ পাঁচ শত টাকা মাসিক পেনসনের দ্বারা দাতিয়াতে কালাতিপাত করিতেছেন।

রাজা রামসাহের পুত্র সংগ্রাম সাহের সাতপুত্র ছিল, তন্মধ্যে কৃষ্ণ রাওএর রাজত্ব বিবৃত হইয়াছে। ১৬১২ সালে মহারাজা রামসাহ বারে পরলোক গমন করিলে তৎপৌত্র ভরত সাহ সিংহাসনারূঢ় হন। কৃষ্ণরাও প্রথম রাণীর গর্ভজাত সন্তান কিন্তু বৈমাত্র ভ্রাতারা কনিষ্ঠ হওয়ায় সিংহাসন হইতে বঞ্চিত হন, তজ্জন্যই তিনি রাজার সাহায্যকারী নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ভরত সাহের হস্তে চান্দেরি পতিত হইবামাত্র তিনি ভ্রাতৃগণ-মধ্যে 'হক' (স্বত্ত্ব সম্পত্তি) বিতরণ করেন। কিন্তু কৃষ্ণরাও হক গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক হইয়া রাজস্ব আদায়ের অছিলায় ললিতপুরে গমন করেন; তথা হইতে তিনি সাজাহানের নিকট প্রতিনিধি দ্বারা প্রার্থনা করিয়া পাঠান যে, রাণীর প্রথমপুত্র বলিয়া তিনি যে হকের স্বত্ত্বাধিকারী তাহা তাহাকে প্রদান করিতে আজ্ঞা হয়। সম্রাট, ভরত সাহকে এক-অষ্টমাংশ রাজ্য কৃষ্ণরাওকে দিতে আদেশ করেন। রাজা তদনুসারে ললিতপুরের উদ্যান এবং রাওর সহ বান্‌সিতে ৭৫০০০ হাজার টাকার জায়গীর তাঁহাকে প্রদান করেন। ভরতসাহের দশজন খুল্লতাত এবং চারিজন ভ্রাতা, যাঁহারা প্রত্যেকে পৃথক্ অংশীদার হইয়াছিলেন, তাঁহারা কৃষ্ণরাওের অধীন হইলেন। এই সময় হইতে কৃষ্ণরাওের বংশধরগণ বংশি-ওয়ালা' নামে পরিচিত হয়। উহারা দরবারে দক্ষিণদিকে স্থান পাইতেন, এবং রাজাকে অভিষেক করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়। কৃষ্ণরাও বংশিতে একটী দুর্গ নির্ম্মাণ এবং রাওয়ে একটী কূপ খনন করেন, এখন যেখানে ললিতপুরে মিউনিসিপাল স্কুল। তাঁহার তিন পুত্র ছিল,—বিষণ রাও, উদিবণ এবং দিলীপ নারায়ণ। ১৬৪৩ সালে তাঁহার মৃত্যু হইলে বিষণরাও পিতৃস্থান অধি-কার করে। দিলীর সম্রাটের পক্ষাবলম্বন করিয়া উদীবন, চান্দেরির রাজা

দেবীসিংহের সহিত কাবুলে যুদ্ধ যাত্রা করেন, তথায় তিনি পঞ্চাশ জন অশ্বারোহীর সহিত চিরনিদ্রায় অভিভূত হন। পুরস্কারস্বরূপ সম্রাট তাঁহার পুত্র মুকুন্দ সিংকে দেওয়ান উপাধিতে ভুষিত করিয়া দুই খানি তরবারি ও একটী অশ্বতর সহ ইটোয়া (১) পরগণায় ৫৮ খানি গ্রাম দান করেন। পিতামহ কৃষ্ণরাওের নিকট হইতে প্রাপ্ত জায়গীর হইতে এই জায়গীর মুকুন্দ পৃথক করিয়া রাখেন। বিষণরাও ইহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া তাহার 'হক' কাড়িয়া লন। মুকুন্দ সিংহ নহারাজা দেবী সিংহের নিকট আবেদন করেন। কয়েক বৎসর ধরিয়া বাক্‌বিতণ্ডার পর স্থির হয় যে, প্রার্থনাকারী উক্ত জায়গীর হইতে ৭২০০০ হাজার জায়বীর পাইবেন। (২)

দেওয়ান মুকুন্দ সিংহের দুই পুত্র ছিল,—দল সিংহ এবং নারায়ণজীব। প্রথমোক্তকে তিনি ইটোয়া পরগণা এবং শেষোক্তকে বংশির গ্রাম সমূহ দান করেন। এই বণ্টন কার্য্য সম্পন্ন করিয়া তিনি দিল্লীগমন করেন, তথা হইতে শুভারামের অধিনায়কত্বে সম্রাটসৈন্যের সহিত খান্দাহারে গমন করেন, তথায় ১৭৬০ সালে তিনি নিহত হন। মহারাজা দেবী সিংহ, দানসিংহ ও নারায়ণজীকে দেওয়ান উপাধিতে ভুষিত করিয়া ইটোয়া এবং মাতিয়ার জায়গীরদার স্বরূপ তাঁহাদিগকে প্রতিষ্ঠিত করেন।

১৭৩৫ সালে মলহর রাও হোলকার দাক্ষিণাত্য হইতে আসিয়া দান সিংহকে নিহত করেন। তাঁহার পুত্র ইটোয়া পরিত্যাগ করতঃ দাতিয়াতে প্রস্থান করে। ১৭৩৪ সালে সম্রাট সেনাপতি আবুল ফজল চান্দেরি অবরোধ করায় দাতিয়াতে একটী যুদ্ধ সংঘটিত হয়, এই যুদ্ধে নারায়ণজীরএবং অপর পক্ষের তিনশত সিপাহী মানবলীলা সম্বরণ করে। তাহার পর তৎপুত্র ধর্ম্মাঙ্গদ সিংহাসনারূঢ় হন। ইঁহার ছয় পুত্র ছিল, বক্তসিংহ, উমরাও সিংহ, চিত্তর সিংহ, উদির জিত, নৃপৎ সিংহ এবং রাজগীর।

(১) বর্ত্তমান সময়ে সগর জেলায় খোরাই তহশীলের অংশ।

(২) ললিতপুর মহকুমার দক্ষিণ পশ্চিমে। জাখোলন দ্বিতীয় এবং দাতিয়ার চতুর্দ্দিকে এই সকল গ্রাম অবস্থিত।

ধর্ম্মাঙ্গদ সিংহ জায়গীরের উন্নতিকল্পে বিশেষ যত্ন করেন এবং ধর্ম্মের উৎকর্ষ সাধনমানসে কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন। তিনি জীবিতাবস্থায় জায়গীরের সমুদয় কার্য্যভার চিত্তর সিংহ ও বক্ত সিংহের হস্তে হস্তে ন্যস্ত এবং জাখলোনে রাজধানী মনোনীত করেন। তিনি এই সকল বন্দোবস্ত করিয়া পরিবার পরিজন পরিত্যাগ করতঃ দুই তিনটী অনুচর সহ সিন্ধ গুহে (১) গমন করেন এবং পরে সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন করেন। ইহার অত্যল্পকাল পরে (১৭৯৪ সালে) তাঁহার মৃত্যু হয় এবং তৎপুত্রগণ নিজদের মধ্যে জায়গীর বিভাগ করিয়া লন। চিত্তর সিংহ এবং উদয়জিৎ সিংহ ১½ অংশ এবং দেওয়ান বক্ত সিংহ এবং উমরাও সিংহ ১ অংশ প্রাপ্ত হন। দেওয়ান বক্ত সিংহ নালোরাতে, এবং কানোয়ারে ও উমরাও এবং উদয়জিৎ বড়োদাতে (২) দুর্গ নির্ম্মাণ করেন, ইহাদের এখন জীর্ণাবস্থা। চিত্তর সিংহ জাপরাতে (৩) এক দুর্গ নির্ম্মাণ এবং জাখনলে একটী গণেশমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি সৌভাগ্যশালী ও রণকুশল ছিলেন। ১৭৮৫ সালে পেশোয়াদিগের হস্ত হইতে তিনি সাহরাই (৪) ইছাঘর, সারাই চাচোনারা (৫) প্রভৃতি বারটি পরগণা স্ববশে আনয়ন করেন। এই দ্বাদশ পরগণার বাসরিক আয় সাত লক্ষ টাকার ন্যূন ছিল ন.। পঞ্চাশৎ অশ্বারোহী এবং দেড় সহস্র সিপাহী নিয়ত তাঁহার সঙ্গে থাকিত। পান্না, দাড়িয়া, ধোলপুর, বজ্রনার (১) প্রভৃতির নৃপতিবৃন্দ বহুবার তাঁহার নিকট সাহায্য প্রাপ্ত হন। তিনিই ১৭৮৪ সালে সগরের মেরু পান্থের ভীষণ আক্রমণ ব্যর্থ করিয়া চান্দেরি রাজ্য রক্ষা করিরাছিলেন। ১৮০৭ সালে উদয়জিৎ এবং ১৮০৮ সালে চিত্তর সিংহ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন। তাঁহার

(১) দিওখর দুর্গের নীচের একাপর্ব্বতের একটী গুহা ইহার গাত্রে একখানি প্রস্তর ফলকে ১৩৪৫ সম্বতে (১২৮৮ খৃষ্টাব্দে) সোহানপানের কুকার অধিকারের কথা খোদিত আছে।

(৩) বড়োদা স্বামী, নাতোবার ৩ মাইল পূর্ব্বে। কানোয়ার উমরাও সিংহের বংশধরগণ কর্ত্তৃক এখনো অধিকৃত।

(৪) গোয়ালিয়রে নইসরাইতে গুণর ২৬ মাইল উত্তর পূর্ব্বে।

(৫) গোয়ালিয়রে, গুণার ৬৮ মাইল দক্ষিণ পশ্চিম।

(১) এখন গোয়ালিয়ারে, তথা হইতে ছয় মাইল দক্ষিণ।

ভ্রাতা দেওয়ান বক্ত পূর্ব্বেই পরলোকগত হইয়াছিলেন। পেশোয়ার এক শাসন কর্ত্তা—মালহর ঘরের দাদু বাবা, ১৭৮১ সালে বৃথা পিপরাই (২) আক্রমণ করেন। ১৭৯৫ সালে সিন্ধিয়ার একদল প্রবল সৈন্য পীরঘাট (৩) হইতে আক্রমণ করিতে উপস্থিত হয় কিন্তু বক্ত সিংহ কর্ত্তৃক তাহাদের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়। ১৮০০ সালে পেশোয়ার সৈন্যাধ্যক্ষ বাজীরাও বার হাজার সৈন্য লইয়া জাখলোল আক্রমণ করেন। সমস্ত দিন ভীষণ যুদ্ধ চলিতে থাকে, সন্ধ্যার সময় দেওঘর হইতে দেওয়ান চিত্তর সিংহ আগমন করেন; পরে প্রাতঃকালে সন্ধিসূত্রে গ্রথিত হইয়া বাজীরাও টোরিতে (৪) প্রস্থান করেন।

১৮১২ সালের প্রারম্ভে সিন্ধিয়াসেনাপতি কর্ণেল ফিনর্জ্জই আটদল পদাতিক এবং দুইশত অশ্বারোহী হইয়া চান্দেরি আক্রমণ করেন। মহারাজ মুর মহাদ প্রতিরোধে অক্ষম হইয়া অম্মিতে পলায়ন করেন, দেওয়ান বক্ত সিংহ এবং উমরাও সিংহ তাহাকে বাধা দেন। সেনাপতি প্রথমে নাইনারা আক্রমণ করেন। বক্ত সিংহ এবং উমরাও সিংহ ৬০ জন সিপাহীর সাহায্যে আটদিন অতুল বিক্রমে যুদ্ধ করার পর পলায়ন করিতে বাধ্য হন। কর্ণেল মিলেজই ১৮১২ সালে দ্বিতীয়বার জাখলোর আক্রমণ করেন। দেওয়ান বক্ত সিংহ সমস্ত দিন তাঁহার বিপক্ষে লড়িয়া সন্ধ্যার সময় দেওঘরে প্রস্থান করেন। আটদিন পর সেনাপতি তথায় তাঁহার অনুসরণ করেন এবং তিন দিনের যুদ্ধের পর বক্ত সিংহকে চান্দেরিতে বিতাড়িত করেন। মুরপহলদ নিজ দুর্গরক্ষার ভার বক্ত সিংহের উপর ন্যস্ত করিয়া অম্মিতে পলায়ন করেন। এক সপ্তাহের অবরোধ পর একজন ঠাকুরের প্রবঞ্চনায় নগর শত্রুর হস্তগত হয়। সাহায্য না আসা পর্য্যন্ত বক্ত সিংহ চান্দেরি দুর্গে আত্ম রক্ষা করেন, পরে পিপরাতে পলায়নপর হন। সিন্ধি-

(২) এই পিপয়াই পরগণা (ঝান্সি জেলায়); ললিতপুর হইতে ১৯ মাইল।
(৪) নারাইল নদীতীরে, বনাবেহাত পরগণায় একবারে প্রান্ত সীমায়।
(৪) গোয়ালিয়রে, মানগাওলির ৫ মাইল উত্তর পূর্ব্বে এবং দিওমরের সাত মাইল উত্তর পশ্চিমে।

য়ার সেনাপতি সেখানেও তাঁহাদের অনুসরণ করিল কিন্তু সেই দিবসেই পরাজিত হইয়া সসৈন্যে পলীতে যাইয়া সুযোগ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। দুধাইতে আর একটি যুদ্ধ সংঘটিত হয়, তৎপর সেনাপতি পরাজিত হন। তৎপর তিনি ললিতপুরে প্রত্যাবৃত্ত হন এবং তথায় দুইটী দল রাখিয়া নিজে তালবেহাত অভিমুখে যাত্রা করেন। ১৮১২ সালে দেওয়ান বক্তসিংহ ললিতপুর আক্রমণ করেন এবং সিন্ধিয়ার সৈন্য বিতাড়িত করতঃ শিবির লুণ্ঠন করেন। তৎপর ফিলজইর প্রত্যাবর্ত্তন সংবাদ অবগত হইবা মাত্র তিনি অগ্রসর হইতে থাকেন এবং তেলতাতে (১) তাহার গতি রোধ করেন। কিন্তু ভাগ্যলক্ষ্মী এবার সিন্ধিয়াকে আশ্রয় করায় তিনি জামানদানাতে প্রস্থান করেন। তথায় দুইশত সিন্ধিয়াসৈন্যকে বিধ্বস্ত করিয়া তিনি কিঞ্চিন্মাত্র প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করেন। ১৮১৪ সালে আমরোধে (১) একটী খণ্ড যুদ্ধ সংঘটিত হয় সেনাপতি চারিদল সৈন্য হারাইয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হয়। সেই বৎসরেই বক্ত সিংহ পীড়িত হইয়া একজন উকীল প্রেরণ করেন, কাজেই উভয়ের মধ্যে সন্ধি সংস্থাপিত হয়। তাহার ফলে তিনি তাঁহার পূর্ব্বের জায়গীর প্রাপ্ত হন। ইহার অত্যল্পকাল পরে তেহরিতে তিনি মানবলীলা সম্বরণ করিলে, ত্রয়োদশবর্ষ বয়স্ক পুত্র গম্ভীর সিংহ তৎস্থানে প্রতিষ্ঠিত হন। খুল্লতাত উমারা সিহ তাঁহার অভিভাবক নিযুক্ত হন। ১৮২১ সালে সিয়ামরাও, সিন্ধিয়ার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়া মালহর-ঘরের ১৩০০ টাকার আয়ের জায়গীর (Muafi) বাজেয়াপ্ত করেন। গম্ভীর সিংহ ইহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে সমর ঘোষণা করেন এবং অল্প সংখ্যক সৈন্য লইয়া সিরামরাওকে আক্রমণ করতঃ ছয়ঘণ্টাব্যাপী যুদ্ধের পর তাহাকে মালহরঘরে বিতাড়িত করেন। গম্ভীর সিংহ এই যুদ্ধে আহত হন। সিন্ধিয়ার সহিত তাঁহার অনেকগুলি ছোটখাট যুদ্ধ হইয়াছিল, তৎসমুদয়ের বিবরণ এস্থলে লিপিবদ্ধ করা অসম্ভব, কেবলমাত্র উল্লেখ করিয়া নিরস্ত

(১) ললিতপুরের ১৬ মাইল উত্তর।
(২) দেওয়ান বাহাদুরের (গ্রন্থকার)।বলিলেন যে, ঘোয়ালিয়রেরপাত্রহোরের নিকটবর্ত্তী।

হইতে হইতেছে। একদা সিয়ামরাও পরাসরাইতে (১) যুদ্ধার্থে আগমন করেন কিন্তু পরাজিত হইয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হন। আর একবার তিনি পালী-গ্রাম অবরোধ করেন, পনর দিন যুদ্ধের পর এবারও তিনি পূর্ব্বের নীতি অনুসরণ করেন। ইহার কিয়দ্দিবস পর, কালীদানে (২) আর একটী যুদ্ধ হয়, সিয়াম পরাজিত হইয়া দেশ হইতে বিতাড়িত হন। তৎপর মাধোরাও তাঁহার উপর প্রাধান্য লাভ করেন। এই নব শাসনকর্ত্তা বিক্রমপুরে (৩) পরাজিত হইয়া যে পথে আসিয়াছিলেন সেই পথেই প্রস্থান করেন। অনতিবিলম্বে তিনি দেওয়ান বাহাদুরকে বুচারাতে (৪) আক্রমণ করেন কিন্তু বিতাড়িত হইয়া চারি মাইল দুরে প্রস্থান করেন। ইহার পর তিনি খণ্ডে (৫) পরাজিত হন। সিন্ধিয়ার অন্যতম কার্য্যকারক লছমনরাও নানোরা আক্রমন করেন, এই যুদ্ধ পনর দিন চলে। গাহোরাতে আর একটী যুদ্ধ সংঘটিত হয়, গম্ভীর সিংহ পরাজিত হইয়া দাতিয়াতে পলায়ন করেন। লছমনরাও পুনর্ব্বার দুই দল পদাতিক এবং পাঁচ শত অশ্বারোহী সহ আগমন করেন, দেওয়ান বাহাদুর কতিপয় বুন্দেল সরদারের সাহায্যে তাহার গতিরোধার্থে বহির্গত হন। আট দিন যুদ্ধে উভয় পক্ষের পাঁচ শত সৈন্য হত হয়, সিন্ধিয়া ললিতপুর প্রস্থান করে। অবশেষে সন্ধি সংস্থাপিত এবং 'হক' রক্ষিত হয়। এতদ্ব্যতীত দেওয়ান বাহাদুর অপরাপর নৃপতি ও জায়গীরদারের সঙ্গে অনেকবার যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। যথা—রাজোয়ারায় রাও, অর্চার রাজা, খানয়াদানার রাও, মুরোয়ার (১) জায়গীরদার, গোরার (২) জায়গীরদার এবং কিনালেয়ানের (৩)

(১) দেওঘরের বিপরীত দিকে, বেতোয়ার পশ্চিমতীরে।
(২) বালাবেহাত পরগণায়, ভুধায়ের কয়েক মাইল দক্ষিণ পূর্ব্বে।
(৩) গোয়ালিয়ারে।
(৪) ললিতপুর হইতে ২৩ মাইল।
(৫) বুচারার উত্তরে একটী ক্ষুদ্র পর্ব্বত।

(১) ললিতপুর হইতে ৯ মাইল।
(২) গোয়ালিয়রে, চান্দেরি হইতে ৯ মাইল উত্তর পশ্চিমে।
(৩) ইহা কোথায়, দেওয়ান বাহাদুর তাহা বলিতে পারেন না। বেতোয়ার উপর ললিতপুরের ১৭ মাইল উত্তর পশ্চিমের কিনালোয়ান ইহা নহে।

জায়গীরদার। ১৮১৩ সালের প্রারম্ভে তাহার গারাকোটাতে ফিলডাইএর সঙ্গে যুদ্ধ হয়। ১৮২৮ সালে তিনি জাখলোনে একটী জলাশয় খনন করেন।

১৮২৯ সালে অর্চার নৃপতি বিক্রমজিৎ যখন গোয়ালিয়ারের অংশমত জায়ভার প্রদান করিয়া চান্দেরি পুন প্রাপ্তির ইচ্ছা করেন, তখন তিনি পুত্র মরদন সিংহকে সেনাপতি এবং রাজোয়ারার উমরাও সিংহ জাখলোনের উমরাও সিংহকে পরামর্শদাতা নিযুক্ত করেন। দেওয়াল গম্ভীর সিংহ অপর একজন সৈন্যাধ্যক্ষ এবং তেলবেহাতের বক্সি বক্র সিংহকে অশ্বারোহী সৈন্যের অধিনায়ক নিযুক্ত করেন। প্রথমে বক্সি বক্র সিংহের মাহোয়ানী অবরুদ্ধ হয় কিন্তু দুই একটী কামান সহ সিন্ধিয়া সৈন্যের আগমনে তিনি ব্যর্থমনোরথ হইয়া খিরিয়াতে (৪) প্রত্যাবৃত্ত হন। সিন্ধিয়া-সৈন্য তথায় তাহার অনুসরণ করে নাই, কারণ খিরিয়া অর্চা রাজ্যভুক্ত। অতঃপর দেওয়ান বাহাদুর গম্ভীর সিংহ বহুতর ঠাকুর সৈন্য লইয়া কল্যাণপুর (৫) আক্রমণ করেন কিন্তু সহরের গোন্দারদিগের মুষ্টিমেয় উপহার পাইয়া ললিতপুর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইতে অস্বীকৃত হন। তিনি ললিতপুর ত্যাগ করিয়া উত্তর দিকে যাত্রা করেন এবং জাখোরার নিকট বুরেনরোতে (৬) খেরার নদী তীরে শিবির সংস্থাপন করেন। অপর পক্ষীয় একদল পদাতিক, একদল তীরন্দাজ এবং একদল অশ্বারোহী শিরনিতে (৭) উপনীত হয় দেওয়ান বাহাদুর এক সহস্র সৈন্য সহ তাহাদের সম্মুখীন হন। মরদান সিংহ এই সংবাদ পাইবামাত্র তাহাদের সাহায্যার্থে গমন করেন কিন্তু সূর্য্যোদয়ের দুই ঘণ্টা পরেই সিন্ধিয়া সৈন্য পরাজিত হইয়া শিরনির ভিতর পলায়ন করে। বুন্দেলা সৈন্য তেলবেহাতে দুর্গ আক্রমণ করতঃ সমস্ত দিবা ও রাত্রি গোলা বর্ষণ করে কিন্তু ললিতপুর এবং শিরনি হইতে সিন্ধিয়া সৈন্য সম্মিলিত হইয়া যখন তাহাদিগকে আক্রমণ করিল, তখন তাহারা

(৪) Orchhaতে, মহারাণী হইতে ৪ মাইল উত্তর পূর্ব্বে।
(৫) ললিতপুর পরগণায় ইহার ৮ মাইল পূর্ব্বে।
(৬) জাখেরা হইতে দুই মাইল উত্তরে খেরার নদী তীরের একটী ক্ষুদ্র গ্রাম।
(৭) জাখেরা হইতে ৪ মাইল দক্ষিণে।

পলায়ন ভিন্ন অন্য উপায় দেখিতে পাইলনা। বিজরোখাতে বুন্দেলগণ প্রস্থান করিল। এই সময় এজেণ্টের নিকট হইতে গবর্ণনর জেনারেল সংবাদ পান যে, যুদ্ধ নিবৃত্ত হইয়াছে এবং বিবাদ মীমাংসার ভার প্রধান গবর্ণমেণ্টের হস্তে প্রদত্ত হইয়াছে।

১৮১২ সালে গোয়ালিয়র হইতে কর্ণেল ফিলসই এজেন্সি হইতে মীর মুন্সি, তেখরি হইতে নান্নিহবাকুর যাইয়া সিন্ধিয়াতে (১) মিলিত হন এবং তথায় বোতাতা সন্ধিপত্র গঠিত হয়। দেওয়ান বাহাদুর গম্ভীর সিংহ এবং কানোয়ার উমরাও সিংহ তাহাদের পূর্ব্ব জায়গীর অধিকার করেন। কর্ণেল কর্ত্তৃক বিধ্বংসিত নানোরা দুর্গ ১৮৮২ সালে পুনঃ নির্ম্মিত হয়। ১৮৩৯ সালে গম্ভীর সিংহের মৃত্যু হয় এবং সেই বর্ষেই ১১ই চৈত্র তৎপুত্র দেওয়ান বিজে বাহাদুর দলীপ সিংহ তৎস্থানে প্রতিষ্ঠিত হন। তিনি সুনিপুণ অশ্বারোহী, জ্ঞানী এবং শাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন। তিনি গোপালজীর অর্চ্চনা করিতেন। ১৯০৫ সালে ১১ই মাঘে ইং (১৮৪৯) বানপুরে তাঁহার মৃত্যু হইলে দেওয়ান বিচিত্র বাহাদুর মবেত সিং (এই গ্রন্থকর্ত্তা) তাঁহার স্থানে প্রতিষ্ঠিত হন। ১৮৬৫ সাল পর্য্যন্ত তিনি নাবালক ছিলেন, ১৮৬৪ সালে বিন্দপ্রকাশ নামে এক খানি হিন্দী পুস্তক তিনি সম্পাদন (৩) করেন। এই পুস্তকে যাবতীয় শাস্ত্র ও পুরাণ হইতে শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে, এবং বেদ পাঠার্থি গণের বিশেষ উপকারী হইয়াছে। ১৮৬৫ সালে নানোরের দুর্গ তৎকর্ত্তৃক পুনঃ নির্ম্মিত হয়, ইহা সিন্ধিয়া সৈন্য কর্ত্তৃক বিনষ্ট হইয়াছিল। ১৮৬৮ সালে কাররানাতে (২) তিনি একটী পুষ্করিণী খনন করেন, এবং অল্প দিন হইল সুদোয়াসে (৩) আর একটী জলাশয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ১৮৭৪ সালে

(১) ললিতপুরের ১৮ মাইল দক্ষিণ পূর্ব্বে। সিন্ধিয়া সৈন্যের মেজর আলেকজেণ্ডার নামে এক কর্ম্মচারীর কয়েকজন আত্মীয়ের সমাধি এই স্থানে আছে। আলেকজেণ্ডারের বংশধরগণ ইহার নিকটস্থ জারিয়া গ্রাম জায়গীর স্বরূপ ভোগ করিত।

(২) গোয়ালিয়রে, চান্দেরি হইতে ছয় মাইল দক্ষিণে।

(৩) বেতোয়া তীরে, ললিতপুর হইতে ১১ মাইল পশ্চিমে।

জাখোরানে তিনি একটী উদ্যান প্রতিষ্ঠা করেন। তাহা এখনো বিদ্যমান আছে। ১৮৭৬ সালে নিতচন্দর নামে একখানি পুস্তক সরল হিন্দী ভাষাতে সম্পাদন করেন, ইহা সকল সম্প্রদায়েরই পাঠোপযোগী হইয়াছে।

সরকার বাজুহা।

বাঙ্গলায় যখন নছরত সাহ স্বাধীন রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করিতেছিলেন সেই সময়ে ইব্রাহিম লোদী দিল্লীর সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত। ১৫২৬ খৃষ্টাব্দে পাণিপথের ভীষণ যুদ্ধে ইব্রাহিম লোদীর পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গে মোগল গৌরব-রবি ভারতাকাশে সমুদিত হয়।

মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বাবর চারি বৎসর মাত্র রাজত্ব করিয়া কালগ্রাসে পতিত হইলে তৎপুত্র হুমায়ুন সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। হুমায়ুনের সময়ে সেরসাহ বাঙ্গালা অধিকার করিয়া দিল্লীর সিংহাসন পর্য্যুদস্ত করিয়া মোগল সিংহাসন কাড়িয়া লয়। সম্রাট হুমায়ুন পলায়ন করিয়া পরিত্রাণ লাভ করেন। সেরসাহ সিংহাসন গ্রহণ করিলে পর একবার বাঙ্গলায় ভূমি বন্দোবস্ত হয়। সেরসাহ বঙ্গদেশকে কয়েক বিভাগে বিভক্ত করিয়া বাঙ্গলার রাজকর ও ভূমি বন্দোবস্ত করেন ও প্রদেশে প্রদেশে শাসন কর্ত্তা নিযুক্ত করেন। তাঁহার সময়ে ব্রহ্মপুত্র তীর হইতে সিন্ধুতীর পর্য্যন্ত একটী সুবৃহৎ বর্ত্ত প্রস্তুত হয়।

১৫৫৬ খৃষ্টাব্দে মোগল কুলতিলক আকবর সাহ দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। বাঙ্গালা দেশ তখনও পাঠানদিগের শাসনাধীন থাকিয়া স্বাতন্ত্র রক্ষা করিতেছিল।

২৫৭৫ খৃষ্টাব্দে মোগলমারি নামক স্থানে মোগল পাঠানের ভীষণ যুদ্ধে পাঠানেরা পরাজিত হইয়া উড়িষ্যা দূরীভূত হইলে বাঙ্গলার অংশ আকবর সাহের

শাসনাধীনে নীত হয়। আকবর বাঙ্গালা হস্তগত করিা বিচার, শাসন ও রাজস্ব আদায়ের বন্দোবস্ত ক'রলেন। এই বন্দোবস্তে বিহারে ভীষণ বিদ্রোহের শোচনা হইল। ফলে বাঙ্গলা ও বিহার হইতে আকবর সাহের আধিপত্য তিরোহিত হইল।

যে সময়ে বিহারের বিদ্রোহ ঘনীভূত হইয়া সমগ্র বঙ্গে বিস্তার লাভ করিতেছিল তখন বাঙ্গালা দেশের বিভিন্ন অংশে অল্পে অল্পে বারভুঁঞাদিগের শাসন নীতি প্রবর্ত্তিত হইতেছিল।

বাঙ্গলার যে বার জন ভৌমিক বা জমিদার * এই সময়ে স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহারাই বাঙ্গলার বারভুঁঞা নামে পরিচিত।

এই বারভুঁঞাদের মধ্যে বিক্রমপুরের চান্দরায় কেদার রায়, ভুলুয়ার লক্ষ্মণমাণিক, চন্দ্রদ্বীপের কন্দর্পনারায়ণ রায়, ভাওয়ালের ফজল গাজী ও খিজিরপরের ঈশা খাঁ এই পাঁচজন পূর্ব্ববঙ্গে ৫টী পৃথক রাজ্য স্থাপন করিয়া ঢাকা, নোয়াখালি, বাখরগঞ্জ. ফরিদপুর ও ময়মনসিংহ শাসন করিতেছিলেন। * *

ঢাকার উত্তরস্থিত বিস্তৃত অরণ্যানী প্রদেশ ভাওয়াল বলিয়া পরিচিত। সেই সময়ে এই অরণ্য দক্ষিণে বুড়ীগঙ্গার উত্তর তীর হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তরে গারো পাহাড় পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। †

ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে এই ভাওয়াল প্রদেশে ফজল গাজী স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়া পরগণা ভাওয়াল ও তৎসন্নিহিত অপর কয়েকটী পরগণা শাসন করিতে থাকেন। ফজল গাজীর শাসন বুড়ি গঙ্গার উত্তর তীর হইতে গারো পাহাড় পর্য্যন্ত স্পর্শ করিয়াছিল। ব্রহ্মপুত্রের পূর্ব্বতীর প্রদেশে ও ভাওয়াল অরণ্যের (বর্ত্তমান মধুপুরে গড়) পশ্চিম প্রদেশে ফজল গাজীর শাসন প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল কিনা তাহার কোন প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই।

* "Bhumiks and the Zeminders are the same."
J. Shore's minute 2-4-1788

* * Dr Dise's Barah Bhuyans of Eastern Bengal. (J. A. S. B.)

† do Fazul Ghazi of Bhowal.

ভাওয়ালের নিবিড় অরণ্য যখন ফজল গাজীর স্বাধীনতার লীলাভূমি হইয়া দাঁড়াইয়াছিল; টাকার অন্তর্গত খিজিরপুর ও সেই সময় পূর্ব্ববঙ্গের স্বাধীনতা ধ্বজা বক্ষে লইবার প্রয়াস করিতেছিল। খিজিরপুরে ঈশাখাঁ তখন দিল্লীশ্বরের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিতে উদ্যত। ডাক্তার ওয়াইজ বার ভৌমিকের মধ্যে ঈশা খাঁকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। আইন-ই-আকবর-ই গ্রন্থেও ঈশা খাঁ ভৌমিকদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও নিম্ন বঙ্গের অধীশ্বর বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। *

বেহারে বিদ্রোহ জাগিয়া উঠিলে দিল্লীশ্বর আকবর সাহ স্বীয় বিশ্বাসী রাজস্ব সচীব টোডর মল্লকে বিদ্রোহ নিবারণ ও রাজ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা বিধান করিতে বাঙ্গলায় প্রেরণ করেন। (১৫৮০)। টোডর মল্ল বাঙ্গলায় পঁহুছিলে তাঁহার সুবন্দোবস্তে বিদ্রোহ নিবারিত হইয়া যায়। বিদ্রোহ নিবারণের পর তিনি ঈশা খাঁকে ও ক্রমে অন্যান্য ভূঞাদিগকে হস্তগত করিয়া বাঙ্গলার ভূমির ও রাজস্বের সুব্যবস্থা করিতে মনোযোগী হন।

টোডর মল্লের এই বন্দোবস্তই ইতিহাসে "ওয়াসিল তুমার জমা (rent roll of 1582) বলিয়া পরিচিত। টোডর মল্ল বঙ্গদেশকে ১৯ সরকারে ও ১৯ সরকারের অধীন ৬৮২ মহালে বিভক্ত করেন। এই বিভাগ অনুসারে সরকার বাজুহা নামে যে সরকারের সৃষ্টি হয় সাধারণতঃ তাহাই হুসেন সাহের সময় নছরত সাহী প্রদেশ নামে কথিত হইত এবং ইংরেজ শাসনে জেলা ময়মনসিংহ নামে পরিচিত হইতেছে। টোডর মল্ল ৩২টী মহাল লইয়া সরকার বাজুহা গঠিত করেন। নিম্নে সেই ৩২টী মহালের নাম ও তাহাদের রাজস্ব প্রদত্ত হইল।

* The most celebrated of all the Bhueyas however, was Isa Khan Masnad Ali of Khijerpur. He is described by Abul Fazal as the Marzbon—Bhati or Govornor over Lower Bengal and as the ruler over twelve great Zeminders.
J. Wise

১।	আলেপ সাহী	রাজস্ব	৭৬১৬৬৭	দাম * *
২।	মমিনসাহী	”	২২০৭৭১৫	”
৩।	হুসেন সাহী	”	১৮২৭৫৪০	”
৪।	বড় বাজু	রাজস্ব	৪১৭৮১৫০	দাম
৫।	মেরাউনা			
৬।	খরানা			
৭।	হেরানা			
৮।	সেরালি		২৮২০৭৮০	”
৯।	বেসরিয়া বাজু	”	১৯৩৫১৬০	”
১০।	ভাওয়াল বাজু	”	১৭১৫১৭০	”
১১।	পুখুরিয়া বাজু	”	১৬৪৫৬১০	”
১২।	দশ কাহনিয়া বাজু	”		
১৩।	সেলিম প্রতাপ বাজু			
১৪।	সুলতান প্রতাপ বাজু	”	৪৬২৫৪৭৫	”
১৫।	চান্দ প্রতাপ বাজু			
১৬।	সোণা ঘুটী বাজু	”	১৯১০৪৪০	”
১৭।	সোনা বাজু	”	১৭০৫২৯০	”
১৮।	মেলরবস্	”	১৪৮৪৩২০	”
১৯।	সায়র জলকর	”	২৬১২৮০	”
২০।	সাওজিয়েল বাজু	”	৪০৫১২০	”
২১।	জাকর জিয়েল বাজু	”	৬৫০০৪৭	”
২২।	কতুর মল বাজু	”	২৮০৪৩৯০	”
২৩।	কাটা বাজু	”	১২৩৭২০	”

* * ৪০ দাম=১টাকা।

২৪।	সিংধা মৈন			
২৫।	মিরহুসেন	রাজস্ব	১৮৬৭৭১৫	দাম
২৬।	নছরত সাহী			
২৭।	সিংনছরত ও জিয়াল			
২৮।	মোবারক ও জিয়াল	”	৪৬৮৭৮০	”
২৯।	হারিয়ল বাজু	”	৩৪৪১৪০	”
৩০।	ইউছি সাহী	”	১৬৭০৯০০	”
৩১।	প্রতাপ বাজু	”	১৮৮১২৬৫	”
৩২।	ঢাকা বাজু	”	১৯০২০২২	”

এই ৩২ মহাল সমন্বিত সরকার বাজুহার সরকারী রাজস্ব ৩৯৫১৬৮৭১ দাম বা ৯৮৭৯২১ টাকা নির্দ্দিষ্ট ছিল, এতৎ ব্যতীত এই সরকার হইতে দিল্লীশ্বরকে ১৭০০ অশ্বারোহী, ১০ হস্তী ও ৪৫৩০০ পদাতি যোগাইতে হইত। (১) এই সরকারের আয়তন বহু বিস্তৃত ছিল। ইহার পূর্ব্ব সীমা বর্ত্তমান শ্রীহট্ট জেলার কতক অংশ, পশ্চিমে বর্ত্তমান রাজসাহী বগুড়া ও পাবনা জেলার অংশ এবং দক্ষিণে বর্ত্তমান ঢাকা সহরের দক্ষিণ বুড়ি গঙ্গার তীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল (২)।

বাঙ্গলায় অপরাপর সরকার অপেক্ষা সরকার বাজুহা সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ছিল এবং ইহার রাজস্ব সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ছিল। এই সরকার শত্রু আক্রমণ হইতে নিরাপদ রক্ষার জন্য ব্রহ্ম পুত্র তীরস্থিত একডালা ও এগার সিন্ধুরে দুইটী দুর্গ ছিল।

ঢাকার বর্ত্তমান সদর ষ্টেসন সরকার বাজুহার অন্তর্গত থাকিলেও বর্ত্তমান ঢাকা সাধারণতঃ সরকার সোণারগার অন্তর্ভুক্ত ছিল। সরকার সোণারগার অধীন ৫২টী মহাল ছিল, ইহার বাদসাহী রাজস্ব ১০৩৩১৩৩৩ দাম বা ২৫৮২৮৩৷৵ আনা নির্দ্দিষ্ট ছিল। এতদ্ব্যতীত সরকার সোণারগা হইতে দিলীশ্বরকে ১৫০০ অশ্বারোহী, ২০০ হস্তী, ও ৪৬০০০ পদাতি প্রদান করিতে হইত।

(১) F. Gladwin's Ayeen Akbory page 468
(২) I. A. S. B. Vol III of 1873

খিজির পুরের ঈশা খাঁ দিল্লীশ্বরের আনুগত্য স্বীকার করিয়া সরকার বাজুহা ও সরকার সোণার গা এই উভয় সরকার শাসন করিতে আরম্ভ করেন। এই উভয় সরকারের সীমা উত্তর পশ্চিমে ঘোড়া ঘাট হইতে দক্ষিণে পূর্ব্ব দিকে সাগর তীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ঈশা খাঁ দিল্লীশ্বরের আনুগত্য স্বীকার করিলে ভাওয়ালের ফজলগাজি ও বিক্রমপুরের চান্দ রায় কেদার রায় প্রভৃতি ও ঈশা খাঁর প্রাধান্য স্বীকার করেন।

অতঃপর ঈশা খাঁ খিজিরপুরে রাজধানী স্থাপন করিয়া উভয় সরকারের শাসন ও রক্ষণ কার্য্যে মনোনিবেশ করেন। শাসন কার্য্যে অগ্রসর হইয়া প্রথমই ঈশা খাঁ ত্রিবেগ, হাজিগঞ্জ ও কালাগাছিয়া নামক স্থান ত্রয়ে তিনটী দুর্গ নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করেন এবং একডালা ও এগার সিন্ধুরের প্রাচীন দুর্গ দ্বয়ের সংস্কার আরম্ভ করেন। এবং কিছু দিন পরে দিল্লীর বাদসাহী রাজস্ব একেবারে বন্ধ করিয়া ফেলেন।

অচিরে ঈশা খাঁর দুরভিসন্ধি সম্রাট জানিতে পারিলেন। ফলে দিল্লীশ্বরের সুপ্রসিদ্ধ সেনাপতি সাহাবাজ খাঁ ঈশা খাঁর বিরুদ্ধে বাঙ্গলায় প্রেরিত হইল।

১৫৮৫ খৃষ্টাব্দে সেনাপতি সাহাবাজ খাঁ ঈশা খাঁর রাজধানীতে উপনীত হন। রাজধানীর নিকটেই মোগল সৈন্যের সহিত ঈশা খাঁর একটী যুদ্ধ হয়। ঈষা খাঁ পরাজিত হইয়া পৃষ্ঠভঙ্গ দেন, সাহাবাজ খাঁ ঈশা খাঁর রাজধানী হস্তগত করিয়া সাগর তীর পর্য্যন্ত তাহার পশ্চাৎ ধাবিত হন। ঈশা খাঁ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপুঞ্জে আশ্রয় লইয়া সসৈন্যে প্রাণরক্ষা করেন। সাহাবাজ খাঁ ঈশা খাঁর অনুসরণ করিয়া আসিয়া যে স্থানে শিবির সংস্থাপন করিয়াছিলেন সেই স্থানে অদ্যাপি তাহার নামানুসারে সাহাবাজ পুর বলিয়া পরিচিত আছে। সাহাবাজপুর হইতে সেনাপতি সাহাবাজ খা দিল্লীতে এই রণ বিজয় বার্ত্তা প্রেরণ করেন। সুপ্রসিদ্ধ আকবর নামা গ্রন্থে এই লিপি প্রকাশিত হইয়াছ। জঙ্গল বাড়ী হইতে প্রকাশিত "মসনদই আলি পুস্তিকা হইতে তাহার মর্ম্ম উদ্ধৃত হইল "রণজয় সংবাদ মুন্সি আবুল ফজল সম্রাট নিকট জ্ঞাপন করিতেছেন :—অতিশয় সন্তোষ দায়ক রণজয় সংবাদ বঙ্গদেশ হইতে আসিয়াছে। ঈশ্বর অনুগ্রহ সাহাবাজ খাঁ

ঘোড়াঘাট হইতে মহাসাগরের তীর পর্য্যন্ত জয় করিয়াছেন। বিদ্রোহীপ্রধান ঈশা খাঁ পরাজিত হইয়া সাগরাভিমুখে পলায়ন করিয়াছেন"।

সাহাবাজ খা ঈশা খাঁকে পরাজিত করিয়া নিশ্চিন্ত মনে আমোদ আহ্লাদে রত হইলে সহসা ঈশা খাঁ সসৈন্যে আসিয়া সাহাবাজের শিবির আক্রমণ করিলেন। এইবার অনন্যমনা সেনাপতি পদগৌরব রক্ষা করিতে অসমর্থ হইয়া রণেভঙ্গ দিলেন। ঈশা খাঁ পরিত্যক্ত রাজধানী পুনরায় অধিকার করিয়া লইলেন এইবার ঈশা খাঁ ভগ্ন রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া সোনার গায়ে নূতন রাজধানী স্থাপন করিলেন। এই সময় ১৫৮৬ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডিয় ভ্রমণকারী রলফ্‌কিচ ঈশা খাঁর রাজধানী সোণার গায়ে পদার্পণ করেন।

ঈশা খাঁ সোণার গায়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া শক্তি সংগ্রহের চেষ্টা করিতে লাগিলেন ও সরকার বাজুহায় আর একটী নূতন দুর্গ প্রস্তুত করিতে ও আর একটী নূতন বাস স্থান প্রস্তুত করিতে ইচ্ছা করিলেন। এই সময়ে ময়মনসিংহের অন্তর্গত হাজরাদী পরগণা (তজ্জা) বাজুহার অন্তর্গত ছিল না। এই অঞ্চলে লক্ষ্মণ হাজো নামক এক কোচরাজা বর্ত্তমান জঙ্গল বাড়ী নামক স্থানে দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া তৎপ্রদেশ শাসন করিত *

যথা সময়ে ঈশা খাঁ এতৎ প্রদেশে প্রবেশ করিয়া লক্ষ্মণ হাজো বা হাজরার রাজধানী আক্রমণ করিলেন। হাজরা ঈশা খাঁর ভয়ে পলাইয়া গেল। ঈশা খাঁ জঙ্গল বাড়ী অধিকার করিলেন। জঙ্গল বাড়ী স্থান নিরাপদ বলিয়া ঈশা খাঁ স্থানের নাম জঙ্গল বাড়ী রাখিয়া সে স্থানে দ্বিতীয় রাজধানী স্থাপন করিলেন। এবং ব্রহ্মপুত্রের উজান পথে, রাঙ্গামাটী ও দশ কাহনিয়াতে (বর্ত্তমান সেরপুর) আরও দুইটী দুর্গ নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিলেন।

ঈশা খাঁ যখন এইরূপে বল সঞ্চয় করিতেছিলেন সেই সময়ে রাজপুত বীর রাজা মানসিংহ ঈশা খাঁর বিরুদ্ধে পুনরায় প্রেরিত হইলেন। ১৫৯৫ খৃষ্টাব্দে মানসিংহ সুবর্ণ গ্রাম আক্রমণ করেন। ঈশা খা তখন সুবর্ণ গ্রামে ছিলেন না।

* লোকপ্রবাদ আজও লক্ষ্মণ হাজোর ভগ্ন দুর্গ জঙ্গল বাড়ীর সন্নিকটে নির্দ্দেশ করিয়া থাকে।

লন। এতৎ প্রদেশে বহুস্থানে বহু প্রাচীন দিঘী পুষ্করিনী, কোচের দিঘী, হাজোর দিঘী, খোজার দিঘী হোড়ের দিঘী বলিয়া পরিচিত আছে বলা বাহুল্য ঐ সকল স্মৃতি সেই অগুজ জাতিয় ভূঞা শাসন কর্ত্তাদিগেরই কীর্ত্তি কল্প।

খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর অবসানের পর অগুজ জাতিয় দিগের অভ্যুত্থানের বিষয় আর অবগত হওয়া হায় না। ঈশা খাঁর শাসন প্রতিষ্ঠার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এই সকল অগুজ জাতির প্রভূত্ব এতদ্দেশে সর্ব্বত্র বিরাজিত ছিল। এই সকলের মধ্যে যে সকল কোচ ও হাজং রাজগণ ঈশা খার শাসন প্রতিষ্ঠার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত রাজ্য শাসন করিয়া গিয়াছিল তাহাদের মধ্যে নেত্র কোণার অন্তর্গত মদন কোচ, সদরের অন্তর্গত বোকাই নগরের বোকাই কোচ ও মধুপুরের বনের পুর বাজার নাম সমধিক প্রসিদ্ধ; মধুপুরের হুরবাজারের বিশাল ভগ্ন কীর্ত্তি কলাপ অদ্যাপিও বর্ত্তমান রহিয়াছে। মদনপুর ও বুকাইনগর মদন কোচ ও বোকা কোচের নামের স্মৃতি চিহ্ন বহন করিতেছে। ঈশা খার শাসন প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে দেশ হইতে এই সকল আদিম অধি- বাসী দিগের প্রভূত্ব লোপ হইয়া গিয়া মুসলমানের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হইতে লাগিল।

ঈশা খার মৃত্যুর পর তাহার সুবিশাল প্রদেশ এক একটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুসলমান জমিদারীতে পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল। দিল্লী হইতে আগত ঈশা খার পরিষদ আসাহেব এবং মজলিশ বংশীয়েরা প্রথমতঃ অনেক জমিদারী অধিকার করিয়া লইলেন তৎপর ক্রমে অন্যান্যেরাও নিজ নিজ সুবিধা মত প্রভুত্ব বিস্তার করিতে আরম্ভ করেন।

ঈশা খার অভ্যুদয়ের পূর্ব্ব হইতেই ভাওয়ালের বিস্তৃত অরণ্য ভূমি গাজি দিগের হস্তে শাসিত হইতেছিল। ঈশা খার পরাক্রম বিস্তৃত হইলে গাজিগণ নিস্তেজ হইয়া যান ও ঈশা খার অধীনতা স্বীকার করেন। পুনরায় ঈশা খার পতনের পর সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগেই এই গাজি বংশধরেরা এই বিস্তৃত অরণ্যের দুই দিগ অধিকার করিয়া লন উত্তরে করৈ বাড়ীর দক্ষিণ ভাগ দশ কাহনীয়া বাজু বর্ত্তমান সেরপুর পরগণা ও দক্ষিণে ভাওয়াল বাজু ঈশা

খার বংশধর দিগের হস্তচ্যুত হইয়া গাজিদিগের হস্তগত হয়। এইরূপে ঈশা খাঁর মৃত্যুর পর একশত বৎসরের মধ্যে ঈশাখার অধিকৃত ২২ পরগণায় ১১ পরগণা অধিকাংশ বিভিন্ন মুসলমান পীর আমীর উমরাও ও দরবেশ গণ অধিকার করিয়া লন। নিম্নে তাহার বিবরণ প্রদত্ত হইল।

মহালের নাম	আধুনিক নাম,	গ্রহিতা,	গ্রহিতার তৎকালিক বাসস্থান
	পয়গণা আটিয়া	পীরসাহেন সা	আটিয়া।
বড় বাজু, মেরারউন, থরানা, হেরানা, সেরালি	পরগণা কাগমারী	পীর সাহজমান	কাগমারী
	পরগণা বড় বাজুঁ	(নাম অজ্ঞাত)	বেলকুচি
২। দশ কাহনীয়া বাজু	পরগণা সেরপর	সের আলিগাজি	সেরাঠর
৩। আলেপ সাহী	পরগণ! আলাপসিংহ	মহম্মদ মেন্দির পূর্ব্বপুরুষগণ	টীকরা সেরপর
৪। মমিনসাহী	পরগণা ময়মনসিংহ	মহম্মদ মেন্দির পূর্ব্বপুরুষগণ	টীকরা
৫। ভাওয়াল বাজু	পরগণা ভাও তাপবল ভাওয়াল	ইছলাম খাঁ ও দৌলত গাজী	চৈয়ার
৬। সিং নছরত্ ওজিয়ান	পরগণা নসিরূজিয়াল	মজিদ জালাম	বোয়াইল-বাড়ী
৭। সায়র জলকর মহাল	” জয়ন সাহী	ফতে খাঁ	অজ্ঞাত
	” খালিয়াকুরী	লজলিস বংশ	খালিয়াজুরী
৮। হুসেনসাহী	” হুসেন সাহী	ঈশা খাঁর আমলাগণ	বেত্রটী
৯। স্বর্ণগ্রাম	বর্ত্তমানে ভিন্ন জেলার অন্তর্গত।		
১০। পাইটকারা			
১১। গঙ্গা মণ্ডল			

লন। এতৎ প্রদেশে বহুস্থানে বহু প্রাচীন দিঘী পুষ্করিনী, কোচের দিঘী, হাজোর দিঘী, খোজার দিঘী হোড়ের দিঘী বলিয়া পরিচিত আছে বলা বাহুল্য ঐ সকল স্মৃতি সেই অণ্ডজ জাতিয় ভূঞা শাসন কর্ত্তাদিগেরই কীর্ত্তি কল্প।

খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর অবসানের পর অণ্ডজ জাতিয় দিগের অভ্যুত্থানের বিষয় আর অবগত হওয়া যায় না। ঈশা খাঁর শাসন প্রতিষ্ঠার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এই সকল অণ্ডজ জাতির প্রভূত্ব এতদ্দেশে সর্ব্বত্র বিরাজিত ছিল। এই সকলের মধ্যে যে সকল কোচ ও হাজং রাজগণ ঈশা খার শাসন প্রতিষ্ঠার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত রাজ্য শাসন করিয়া গিয়াছিল তাহাদের মধ্যে নেত্র কোণার অন্তর্গত মদন কোচ, সদরের অন্তর্গত বোকাই নগরের বোকাই কোচ ও মধুপুরের বনের পুর বাজার নাম সমধিক প্রসিদ্ধ; মধুপুরের হুরবাজারের বিশাল ভগ্ন কীর্ত্তি কলাপ অদ্যাপিও বর্ত্তমান রহিয়াছে। মদনপুর ও বুকাইনগর মদন কোচ ও বোকা কোচের নামের স্মৃতি চিহ্ন বহন করিতেছে। ঈশা খার শাসন প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে দেশ হইতে এই সকল আদিম অধিবাসী দিগের প্রভূত্ব লোপ হইয়া গিয়া মুসলমানের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হইতে লাগিল।

ঈশা খার মৃত্যুর পর তাহার সুবিশাল প্রদেশ এক একটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুসলমান জমিদারীতে পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল। দিল্লী হইতে আগত ঈশা খার পরিবার আসাহেব এবং মজলিশ বংশীয়েরা প্রথমতঃ অনেক জমিদারী অধিকার করিয়া লইলেন তৎপর ক্রমে অন্যান্যেরাও নিজ নিজ সুবিধা মত প্রভুত্ব বিস্তার করিতে আরম্ভ করেন।

ঈশা খার অভ্যুদয়ের পূর্ব্ব হইতেই ভাওয়ালের বিস্তৃত অরণ্য ভূমি গাজি দিগের হস্তে শাসিত হইতেছিল। ঈশা খার পরাক্রম বিস্তৃত হইলে গাজিগণ নিস্তেজ হইয়া যান ও ঈশা খার অধীনতা স্বীকার করেন। পুনরায় ঈশা খার পতনের পর সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগেই এই গাজি বংশধরেরা এই বিস্তৃত অরণ্যের দুই দিগ অধিকার করিয়া লন উত্তরে কৈর বাড়ীর দক্ষিণ ভাগ দশ কাহনীয়া বাজু বর্ত্তমান সেরপুর পরগণা ও দক্ষিণে ভাওয়াল বাজু ঈশা

র বংশধর দিগের হস্তচ্যুত হইয়া গাজিদিগের হস্তগত হয়। এইরূপে ঈশা খাঁর ত্যুর পর একশত বৎসরের মধ্যে ঈশাখার অধিকৃত ২২ পরগণায় ১১ পরগণা অধিকাংশ বিভিন্ন মুসলমান পীর আমীর উমরাও ও দরবেশ গণ অধিকার করিয়া লন। নিম্নে তাহার বিবরণ প্রদত্ত হইল।

	মহালের নাম	আধুনিক নাম,	গ্রহিতা,	গ্রহিতার তৎকালিক বাসস্থান
	পরগণা আটিয়া	পীরসাহেন সা		আটিয়া।
১।	বড় নাজু মেরারউল খরানা হেরানা সেরালি	পরগণা কাগমারী	পীর সাহজমান	কাগমারী
		পরগণা বড় বাজু	(নাম অজ্ঞাত)	বেলকুচি
২।	দশ কাহনীয়া বাজু	পরগণা সেরপর	সের আলিগাজি	সেরপুর
৩।	আলেপ সাহী	পরগণা আলাপসিংহ	মহম্মদ মেন্দির পূর্ব্বপুরুষগণ	টীকরা
৪।	মমিনসাহী	পরগণা ময়মনসিংহ	মহম্মদ মেন্দির পূর্ব্বপুরুষগণ	টীকরা
৫।	ভাওয়াল বাজু	পরগণা ভাও তাপবল ভাওয়াল	ইছলাম খাঁ ও দৌলত গাজী	চৈয়ার
৬।	সিং নছরত্ ওজিয়ান	পরগণা নসিরুজ্জিয়াল	মজিদ জালাম	বোয়াইল-বাড়ী
৭।	সায়র জলকর মহাল	”	জয়ন সাহী	ফতে খাঁ অজ্ঞাত
		”	খালিয়াকুরী	লজলিস বংশ খালিয়াজুরী
৮।	হুসেনসাহী	”	হুসেন সাহী	ঈশা খাঁর আমলাগণ বেত্রটী
৯।	স্বর্ণগ্রাম	বর্ত্তমানে ভিন্ন জেলার অন্তর্গত।		
১০।	পাইটকারা			
১১।	গঙ্গা মণ্ডল			

কালক্রমে এই সকল মহালের শাসন ভার কিরূপে পরিবর্ত্তিত ও হস্তান্তরিত হইয়াছে তাহা মল্লিখিত "ময়মনসিংহের বিবরণ" গ্রন্থে বিশেষ ভাবে আলোচিত হইয়াছে। *

১৬০৮ খৃষ্টাব্দে সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজত্ব সময়ে ঢাকা নগরীতে বঙ্গের রাজধানী স্থাপিত হয়। রাজধানী নিকটবর্ত্তী হওয়ায় এতদ প্রদেশকেও রাজধানীর ন্যায় শত্রুর আক্রমণ সহ্য করিতে হইয়াছিল। ১৬১০ খৃষ্টাব্দে পর্ত্তুগীজ ও আরাকানেরা এক যোগে দক্ষিণ দিক হইতে আক্রমণ করে। এবং তাহারা পদ্মানদীর মোহনাস্থিত দ্বীপ সমূহ এবং বেলুহা (১) ও লক্ষ্মীপুর অধিকার করিয়া লয়। এই আক্রমণে সরকার বাজুহার সায়র জলকর মহাল ও সোণা বাজুর বহু ক্ষতি হইয়াছিল। ১৬৩৮ খৃষ্টাব্দে উত্তর দিক হইতে আসামরাজ পূর্ব্ববঙ্গ আক্রমণ করেন।

আসামরাজ বাঙ্গালা জয় করিতে পাঁচ শত যুদ্ধ যান সহ ব্রহ্মপুত্র বাহিয়া ঢাকায় আগমন করিয়াছিলেন। আসামের সীমা হইতে ব্রহ্মপুত্র তীরস্থ প্রত্যেক গ্রাম ও নগর তাহার বিপুল অত্যাচার ও লুণ্ঠনে সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছিল। কথিত আছে এই আক্রমণে সরকার বাজুহায় ব্রহ্মপুত্র তীরস্থ গ্রাম ও নগরগুলি জনশূন্য ও ভস্মরাশিতে পরিণত হইয়াছিল। এগার সিন্ধুর বাঁকে মুসলমান সৈন্য আসামরাজের গতিরোধ করিলে সে স্থানে এক ভীষণ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। আসামরাজ যুদ্ধে পরাজিত হইয়া প্রস্থান করেন। ইসলাম খা আসামরাজের পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া আসামের বহু দুর্গ হস্তগত করেন ও বহু লুণ্ঠন সামগ্রী লইয়া ঢাকায় প্রত্যাগমন করেন। * এর পর সাহসুজা বাঙ্গলার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত

* ময়মনসিংহের বিবরণ ১৩—৪১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(১) বেলুহা পরবর্ত্তী বন্দোবস্তে ও ইংরাজ শাসন প্রারম্ভে ময়মনসিংহের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

* The Raja of Assam embarked five hundred boats cn the Brahmaputra and came down like a torrent over Bengal plundering every town and village in his way. The Sabeder went out to meet him with his war-boats armed with cannon. The Assamese could not withstand him.

ছিলে ঢাকা হইতে রাজধানী পরিবর্ত্তিত হয় এবং এতৎপ্রদেশ কিছুদিনের জন্য হিংশত্রুর আক্রমণ হইতে নিরাপদে থাকে। সুজার সময় ১৬৫৭ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গলায় দ্বিতীয়বার রাজস্বের বন্দোবস্ত হয়। এই বন্দোবস্তে বঙ্গভূমি ৩৪ সরকারে ও ১৩৫০ মহালে বিভক্ত হয়। এই বন্দোবস্তে ও এতৎপ্রদেশ বাজুহা নামে পরিচিত ছিল। সুজার পলায়নের পর মীর জুম্লা বাঙ্গলার সুবাদার হইয়া পুনরায় ঢাকাতে রাজধানী পরিবর্ত্তিত করেন। এইবার পুনরায় এতৎপ্রদেশে নূতন বিপদ সূচিত হয়—১৬৬১ খৃষ্টাব্দে কুচবিহারের রাজা ব্রহ্মপুত্রে রণতরী ভাসাইয়া তৎতীরস্থ প্রদেশ ধ্বংস করিয়া ঢাকা পর্য্যন্ত অগ্রসর হন ও নগর অধিকার করেন। মীর জুম্লা পুনরায় ঢাকা উদ্ধার করেন। মীর জুম্লার পর সায়েস্তা খাঁর সময়েও আরাকাণের মগেরা ঢাকা ও এ প্রদেশের দক্ষিণ দিক আক্রমণ করে। সায়েস্তা খাঁ পর্টুগীজদিগের সাহায্যে মগ নিবারণে কৃতকার্য্য হন ও সন্তুষ্ট হইয়া পর্ত্তুগীজদিগকে ঢাকায় স্থান প্রদান ও (পুনরায়) বাণিজ্য অধিকার প্রদান করেন। পর্ত্তুগীজেরা ঢাকার ফিরিঙ্গি বাজারে স্থান প্রাপ্ত হইয়া (পুনরায়) ব্যবসায়ে মনোযোগ প্রদান করেন এবং ক্রমে বাজুহায় প্রবেশ করিয়াও কয়েকটি কুঠি প্রস্তুত করেন। কুঠিগুলির মধ্যে বাজিতপুর, কিশোরগঞ্জ ও বেগুণবাড়ীর বিষয় অবগত হওয়া গিয়াছে।

১৭০৩। খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ঢাকায় বাঙ্গালার রাজধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল। অতঃপর মুর্শিদকুলী খাঁ নবাব হইয়া রাজধানী মুসুকদাবাদে পরিবর্ত্তন করেন। মুর্শিদকালী খার সময় ১৭২২ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালার ভূমির তৃতীয় বার বন্দোবস্ত হয়, এই বন্দোবস্তে বাঙ্গালা দেশ ১৩ চাকলা ৩৪ সরকার ও ১৬৭০ মহালে

Islam Khan pursued them into their own country and took fifteen forts and much spoil"

Marshman's History of Bengal

Page 34

"He (Rajah of Cooch Behar) seized the part of Assam and sent on army down the Brahmaputra and plundered * * £ £"

বিভক্ত হয়। ইহায় মধ্যে পদ্মার পূর্ব্ব তটভুমি ৬টী চাকলায় বিভক্ত। (১) আকবর নগর (২) ঘোড়াঘাট (৩) করিবাড়ী (৪) জাহাঙ্গীর নগর (৫) শ্রীহট্ট (৬) ইছলামাবাদ। সুতরাং এই বিস্তৃত সরকার বাজুহার মহাল এবং পরগণা গুলিও উত্তরে করিবাড়ী পূর্ব্বে শ্রীহট্ট দক্ষিণে—জাহাঙ্গীরনগর ও পশ্চিমে ঘোড়াঘাট—এই পার্শ্ববর্ত্তী চারি চাকলায় বিভক্ত হইয়া যায়। এই বিভাগ অনুসারে বর্ত্তমান ময়মনসিংহের উত্তরভাগ সেরপুর ও সমঙ্গ চাকলে করিবাড়ী (কবৈাড়া ব্রহ্ম পুত্রের পূর্ব্বে তীর প্রদেশ—জফর সাহ পুখুরিয়া (বাজু), মোলবরন বড়বাজু, আটীয়া, কাগমারী, সুলতান প্রতাপ, আমাপ সিংহ (সাহি), ময়মনসিংম (সাহি) ভাওয়াল (বাজু) প্রভৃতি চাকলে ঘোড়াঘাট ঃ পূর্ব্বভাগে সরাইল, জয়াল সাহি, তরক প্রভৃতি চাকলে শ্রীহট্টের অধীন নীত হয় এ অবশিষ্ট মহাল চাকলে জাহাঙ্গীর নগরের অধীন থাকে। *

বাঙ্গালার এই প্রদেশ চাকলা ২৫টী জমিদারী বিভাগে বিভক্ত ছিল। সরকার বাজুর মহাল গুলি নূতন চারি চাকলায় বিভক্ত হইয়া গেলে ও জমিদারী বিভাগ অনুসারে এই বিভিন্ন চাকলার অধিকাংশ মহালগুলিই রাজার স জমিদারী ঢাকা জালালপুর দিগরের বা ঢাকা নেয়াবতের অন্তর্গত ছিল।

সুসঙ্গ ত্রিপুরা মুচা, তেলীয়াজুরী প্রভৃতি ৪জন প্রতি অও নৃপতির জ ৪৯৭৫০ টাকা রাজস্বে ২ পরগণা জায়গীর নির্দ্দিষ্ট ছিল।

মুর্শিদকুলী খার মৃত্যুরপর ১৭২৫ খ্রীষ্টাব্দে সুজা উদ্দীন বাঙ্গালার সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হন। নবাব, সুজাউদ্দীনের সময় ১৭২৮ খ্রীষ্টাব্দে (১১৩৫ বঙ্গাব্দে ঢাকা নেয়াবতের যে ওয়াশীল জমা তুয়ারি প্রস্তুত হই তাহা হইতে সরকার বাজুহার নির্দ্দিষ্ট জমা ও অন্যান্য আমদামী নিম্নে প্রদত্ত হইল।

* সরকার বাজুহা ও অন্যান্য সরকারের মহাল গুবি এইরূপে ভিন্ন ভিন্ন চাকলায় বিভক্ত হইয়া গেলেও সরকার গুলির নাম লুপ্ত হইয়াছিল না।

ঢাকা নেয়াবৎ

চাকলে জাহাঙ্গীর নগর।

ওয়াসিল জমা তুমারী ১১৩৫ সাল।

সরকার	পরগণা	বার্ষিক রাজস্ব
সরকার বাজু (বাজুহা)	আশাকবাদ	৯০৯১৲
	এব্রাহেমপুর	৪৪৩১৲
	আরঙ্গাবাদ	২১০৲
	এনাএতনগর	১৪৭৫৲
	আইদ গাও	১৩৪৪৲
	আলিপুর	২৩৩৯৲
	বুজোরগমেদপুর	৪৬৪৭৲
	ভাওয়াল	৬৬৫৫২৲
	বাগপাদ সাহী	২৩২৲
	বড়ী সাগরদী—(২৯০০০ কাহনকড়ি)	৭৯৬৲
	বড়বাজু নছরৎ সাহী	১৩৬২৪৬৲
	বড়পুর	১৩৫০৲
	বড়পুর তেলিয়া	১৩০৲
	চাঁন্দ প্রতাপ	৩৬১৪৫৲
	দার্জ্জিবাজু	৯৫৮৬৲
	ওঞ্জিশঙ্করাবাদ	১০৪৲
	গোবিন্দ পুর	১১৬৬
	হাট হুমেনা বাদ	২৯৲
	হুসেনসাহী চর বাপ্ত	২৯৮৯৪৲
	হাওলী জাহাঙ্গীর নগর	৪১৯৬১৲

সরকার	পরগণা	বার্ষিক রাজস্ব
	জাহাঙ্গীর বলদা (city)	১২৩৩৭১৲
	জাহানাধাদ	২০৪২৲
	জোবছোরত বাই	২৬৯১৲
	জানপুর	১৫৫০৲
	জাকরাবাদ	৪০৲
	খানজান বাহাদুর নগর	৯৲
	খালুনা বাদ	৯০৪৫৲
	কাসিম নগর	৩৭৯৪৯
	কাসিমপুর বাগমারা	৯৮১৲
	কাসিমপুর সবিন বাসিন	২৫৬৪
	কাসিমপুর কল্যানবাড়ী	২০৬৪
	খালিয়া জুরী	২২৬২
	খোদাহুসেন নগর	৯৭২৲
	কাশীপুর	৪৬৩৪৲
	মৌবারফ ও জিয়ান	১৫০১৭৲
	মোকামা বাদ	১৯৪৬৮৲
	মহম্মদপুর	৩১৯২
	মহম্মদনগর বা নরুলহুসেন	৮৪৭৲
	নন্দলালপুর (চাঁন্দপ্রতাপ)	১৫৪৲
	লছির ও জিয়াল	৫৬২৪০৲
	নুর উল্লাপুর	২২৫০০৲
	রায়পুর নন্দলালপুর	৩০৬৪৲
	বসিদপুর	২৩৪৩৲
	বকিয়ানগর	১২৫৲
	সেলিমপ্রতাপা	৬০৩৩৲

সরকার।	পরগণা	বার্ষিক রাজস্ব
	সেইদপুর	১০৬৲
	সেইকপুর	২০০৩৲
	স্থলতান প্রতাপ	৩৮২২৬৲
	সৈয়দপুর নওয়াবাদ	৭৭৲
	সেরাই মোলিদেহার	৪৩৬৲
	সাসরদি	২৫৪৬৲
	সজাবাদ	৫৮৮৮৲
	সাহাজাদপুর	৫২৪৪৲
	সাহাজানপুর	১৫৮৯৲
	সাহা ও জিয়াল	২১৭২৩৲
	সাইস্তাবাদ	৭২৬৲
	সাহেবা বাদ	১৭৩৫৲
	তালিপাবাদ ও আজিমাবাদ	৩৫৮০৲
	ইউছপ পুর (খাবেলাবাদ)	২৬৯৮,
	জাফর ও জিয়াল	৬৯৮৯৲
	জাহাঙ্গীর নগর বাজারেরপেস্‌কস্‌	৪৮০৯৲
		৭৬৯৫৬১৲

সরকার বাজুর নিম্ন লিখিত মহালগুলি বিভিন্ন চাকলার অন্তর্গত থাকিয়া ক্রমে ঢাকা নেয়াবতের অধীনে নীত হয়।*

চাকলে ঘোড়াঘাট

সরকার বাজুহা

পং আলাপসিং	৪৪৯৫৫৲
পং ময়মনসিং	৪৪৪৭৬৲
আইন মহাল ভাওয়াল	২১৫৲
সরকার ঘোড়াঘাট জফর সাহী	১৭০০৮৲
	১০৬৬৫৪

* বর্ত্তমান প্রবন্ধে অনাবশ্যক বোধে সরকার বাজুহা ভিন্ন অন্যান্য সরকারের যে সকল [মহালে]র রাজস্ব ঢাকা নেয়াবতে গৃহীত হইত তাহাদের নাম উল্লেখ করিলাম না।

চাকলে শ্রীহট্ট

পং সরাইল (সতর খণ্ডন)	১১১০৮৪৲
পং জয়ান সাহী	৩৩৮২০৲
পং তরপ মোট জমা	
১৬২১৭ মধ্যে	১১৮৩৬৲
	১৫৬৭৪৩৲

চাকলে করৈবাড়ী

সরকার বাজু

পং সেরপুর (দশকাহনীয়া)	১৬৭৫০৲
পং সুসঙ্গ (সম্পূর্ণ)	১৮৮৫০৲
করৈবাড়ী সায়েরি মহাল	১৫০৬৪৲

অতঃপর ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাঙ্গালার শাসন ভার গ্রহণ করিলে প… ১১৭০ ও ১১৭২ সনে রেজা খা বাঙ্গালার রাজস্ব কর্ম্মচারী হইয়া যে কাগ… পত্র প্রস্তুত করেন তাহাতে জমিদারী গুলির মালিকের নাম সহ অধী… পরগণার ও মহালের সংখ্যা ও রাজস্ব প্রদত্ত হইয়াছে। এই সকল প্রাচী… কাগজ পত্র সাধারণের কৌতূহল নিবারণ করিতে সক্ষম হইবে বোধে নি… প্রদত্ত হইল।

১১৭০ ও ১১৭২ সালের

ঢাকা নেয়াবতের জমাওয়াসিল ময় আবওয়াব।

জমিদারী।	জমিদার।	জমিদারীর সংখ্যা।	মহালের সংখ্যা।	মোটরাজস্ব।
ঢাকার দক্ষিণ পদ্মা ও মেঘনার মধ্যে				
জেলাৎপুর প্রভৃতি	নুবউল্লা ও রুহিতুল্লা	৩	১৮	১৫৩০০৫৲
রাজনগর	লক্ষ্মীনারায়ণ	১	৩৮	৮৮৩৮০৲
চন্দ্রদ্বীপ	রাজা উদয়নারায়ণ	১	২২	৬৮৫০৯৲
আদিলপুর	রমাবল্লভ	৩	৮	১০৬২৭০৲
বুজবক উমেদপুর	মহমদ সাদক	১	৮	২০১২৭৪৲

…লিমাবাদ	জয়নারায়ণ ভবাণীচরণ চৌধূরী	৪	২	৪০১৯০৲
…দিকালিকাপুর	কাসিম	১	১	১৮৬৪৩৲
…লপুর কার্ত্তিকপুর	আবদুল্লা	৪		৫০৩৮৭৲
…াকপুর সাইস্থানগর	মির আলী	২	২	২৩১৭৩৲
…নগর গ	রামদাস সেন	১	৩	১৩৯৫২৲
…কণ্ঠপুর (বিক্রম নছবৎসাহী হইতে খারিজা				
	কীর্ত্তিনারায়ণ	১	১	১৭২৬১৲
…ক্ষিণ সাহাবাজপুর				
…রামপুর গ	ভূষণউল্লা	৩	৩	৭৮১৬৪৲
…র সাহাবাজপুর	শিবরাম ও অন্যান্য	৩	১	১৩৭৭৭৲
…নদ্বীপচর	বক্তিয়ার সিংগণ	৪	১	১৮০৪৭০৲
…নানন্দী	হরিয়া	৬	১	২৫৬৩৩৲
…মেঘনার পূর্ব্বদিকে				
…হগাও কাঞ্চনপুর গ Kuoo (see)*		৩	২	২২০২৮৲
…এব্রাহিমপুর গ.	বছুল, কাসিম ছদিয়া	৪	২	৩৯৫৮৮৲
…মেহার	হিংরাজদোনা	৩	১	৩০৯১৪৲
…জ্লাই	তোতাকমৈবম	২	১	৪০৫১৯৲
…দী	সাহারাজচৌধুরী	৫	১	১১১১৮৲
…কাসিমপুর মাছুয়াখাল	নরোত্তম	১	২	৯৮৪৪৲
…নাবাদ	দৌলত জালালবক্স	২	১	১০৯২৩১৲
…আমিরাবাদ	বিজয়নারায়ণ	৩	৩	৩৮৩০১৲
…ভুলুয়া	রাজা কীর্ত্তিনারায়ণ	৩	১	১৩৫৯৮২৲

* ইষ্টইণ্ডিয়া কোংর সেরেস্তাদার গ্রাণ্ট সাহেবের রাজস্ব বিবরণ হইতে এই কাগজ পত্র গৃহীত …। অনেক স্থানে মহলের নাম ও মালিকের নাম বুঝা যায় না আমরা যতটা বুঝিতে পারি… শুদ্ধ রূপে লিখিলাম যাহা বুঝিলাম না অবিকল উদ্ধৃত হইল।

জুগিদিয়া	রঘুরাম	৩	১	১৭৭৩৭
দাদরী ও আলাহাবাদ	মহমদ অরিয়ত	২	২	৪৮৬৩৮
চুয়া গাও	মধু	৫	১	১৩৪১১
বাবুপুর	উদয়নারায়ণ	১	১	১২৯৮৪
গোপালপুর মির্জ্জানগর	সকিয়দ্দিন	২	২	১৫৮৮৯
মৈচাইল	নরসিংহ	৪	১	১৪৯২
গঙ্গামণ্ডল	মহমদ জাফর	১	৭	১০৩৭২৫
পাইট কারা গ	আবদুল হুসেন	২	৪	৯৪৬৩৮
নসির ও জিয়াল	কংশ নারায়ণ	৭	১	৪৮০৭৩
জোয়ান সাহী		১	১	২৩৪০৭
সেরপুর দশকাহনীয়া	বিনোদনারায়ণ	১	১	২৫১৮৪
ময়মনসিংহ ও জাফর সাহি ব্রহ্মপুত্রের দুই তীরে	প্রেমকৃষ্ণ প্রভৃতি	২	২	১০৭৪৩৮
আলাপসিংহ পশ্চিমতীরে	হরিরাম	১	১	৬৯৩৮
সুসঙ্গ (নছরত সাহী)	রতনসিংহ	২	১	৩৫১৪
তরকা		১	১	৩০৪৩
বালিরা ও সাতগাও	বেযাজ উদ্দিন	১	২	১২৬৫
নুরউলাপুর (হুসেনসাহী)	এলেনতান	৩	২৭	১০৪০৬
ব্রহ্মপুত্রের পশ্চিম ঢাকার উত্তর কাসিমপুর, অসিন, বাসিন, ও				
আজিমপুর	ভবাণী প্রসাদ	১	২	২৪৫
তালিপা বাদ	জিয়া গ	২	১	১০৭৩
তপানজুপুর (গ কাসিমনগর)	সমসেল উদ্দিন	১	২	৩৭৩১
তপাসুলতানাবাদ	হুসেন আলি	১	১	১৭১৬
” হাবেলী সেলিমাবাদ হিঃ ।৶ আনা		১	১	১১০৯
” আজিমপুর গ		১	১	১০১৭

তুনকা বাদ (প সিংহের গাঁও)		১	১	২৫১০৪৲
তনা রণভাওয়াল নী আলাপসিং		১	১	১৪১৭৩
মুজারদি (বড় বাজু) (N. Shahy)				
হাজরাদী ঐ আলাউদ্দীন		১	১	২৩৫৩৩৲
কুলসি (প সুলতান প্রতাপ)	সেনরাম গ	৫	১	১৪৬৪৪৲
তালুক গোলাম মইষা প জেলালপুর		১	১	১৭০৩১৲
তাং চান্দসিংহ		১	১	১০৬৬৪
তাং মহম্মদ আবরাল (একবাণ) ?		১	১	৮২০১৲
তাং সুরন্দল		১	১	৮৯৪৭৲
		১২৬	২০০	২৪৬১৩১৫৲
কড়ইবাড়ী ও অন্যান্য সায়েরী মহাল		৫	৮	৪৪৫৬১২৲
		১৩১	২০৮	২৯০৬৯২৭৲
নেজামত সেরেস্তা (সৈনিক বিভাগের অধীন)				
বলদা খাল	মহম্মদ ইব্রাহেম	১	৩	১৩৬২২২৲
সরাইল সতর খণ্ডল	মহম্মদ হদ্দি	১	১	৪০৩২৪৲
ভাওয়াল ইন্দ্রনারায়ণ		৩	১	৩২০০৩৲
বিক্রমপুর প্রভৃতি	রাজারাম	১	১	২৪৫৬৫৲
চাঁন্দ প্রতাপ	রামমোহন	১	১	৯৬৯০৲
তা হরিনারায়ণ (প জালালপুর)		১	১	১৭২৬৩
সায়েরি মহাল				
তামাকু গাঁজা প্রভৃতি			১৪	১২৬০৯৭৲
উভয় সেরেস্তার অন্তর্গত মজকুরিতালুকান		১৩৯	২৪০	৩২৯৩০৯১৲
		২৭৯	১৭৫	৪৩৩৪৯৩
		৪১৮	৪১৫	৩৭২৬৫৮৪৲

১১৭০ সালে এই জমা ধার্য্য হইয়াছিল। ১১৭২ সনের কোন কোন পর
গণার রাজস্ব বৃদ্ধি হয়। বর্ত্তমান ময়মনসিংহ জেলার কোন কোন পরগণা
কত বৃদ্ধি হইয়াছিল নিম্নে তাহাই কেবল প্রদত্ত হইল!

হুজুরি সেরেস্তা।

সেরপুর দশ কাহনীয়া	৫২৩৯৲		
ময়মনসিংহ গ	১১৬৪৲		
আলাপসিংহ	৪২০৭৲		
হাজবাদী	৪৪৫৫৲		
নেজামত সেরেস্তা			
বলদাখাল গ	৩৪৮৬৪৲	সবাই গ	৫৬১৮৲

সরকার বাজুহার যে সকল মহাল জমিদারী জালালপুরের অধীন শা
হইত না ঐ সকল মহাল স্বতন্ত্র ভাবে মজকুরী জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত ছি
বাঙ্গালায় মোট মজকুরী মহালের সংখ্যা ২১টী ছিল। তন্মধ্যে নিম্নলিখি
পাঁচটী সরকার বাজুর অন্তর্গত ও সম্বন্ধযুক্ত।

(১) আটীয়া কাগমারী, বড়বাজু হুসেনসাহী * চাকলে ঘোড়া ঘাটের অ
র্গত তিনটী স্বতন্ত্র জমিদারী পরগণা সংখ্যা ১০ রাজস্ব ৬৭৮৮

(২) সেল বরস (সরকার বাজুহা) এই পরগণা ১১৩৫ বঙ্গাব্দে রাজসাহী
জমিদারীভুক্ত হয় পরগণা ১ রাজস্ব ৫৭৪১৲

(৩) পাতিলাদহ কুন্দি (চাকলে ঘোড়াঘাট) সময়ে রাজসাহীর জমিদা
ভুক্ত হয়। পরগণা ৭ রাজস্ব ৬৭৬৩৲

* আটীয়া, কাগমারী, বড়বাজু হুশেনসাহী এই ৪টী পরগণা বর্ত্তমান সময়েও ময়মনসিং
জেলার অধীন আছে। গ্রাণ্ট সাহেব ৪টী পরগণার নাম লিখিয়াও সংখ্যায় তিনটী বলিয়া উল্লে
করিয়াছেন। আমরা উহার লেখা অবিকল উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"Ateah Kaugmarry, Berbazoo—Hussen Shahy, in the Chackleh o
Ghorahgaut. originally constituting three Zemindaries."

(৪) আলেপসিং এবং মমিনসিং (চাকলে ঘোড়াঘাট) টীকরা নিবাসী
হম্মদ মেন্দির জমিদারি সময়ে জালালপুরের অন্তর্ভুক্ত হয়। পরগণা সংখ্যা
২ ৭৫৭৫৲

(৫) পুখুরিয়া এবং জফরসাহী (সরকার বাজুহা) ১১৪১ বঙ্গাব্দের সনন্দা-
নুসারে পুখুরিয়া রাজসাহীর অন্তর্ভুক্ত হয়। জফরসাহি সময়ে জালালপুরের
অধীন নীত হয়। পরগণা ৫ রাজস্ব ৫৪৫১৯৲

উপর্য্যুক্ত মজকুরী বিভাগ ১৭২৮ সনে নির্দ্দিষ্ট ছিল অতঃপর ইষ্ট ইণ্ডিয়া
কোম্পানী দেওয়ানী সনন্দ গ্রহণের পূর্ব্ব ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে যে রাজস্ব আদায়ের
বিভাগ ধার্য্য হয় তাহাতে সরকার বাজুহার ভূমি তিন রাজস্ব বিভাগে বিভক্ত
হয়। (১) জমিদারী রাজসাহী (২) আটীয়াদিগর (৩) জালালপুর ঢাকা আমরা
নিম্নে এই তিন বিভাগের জমা জমির সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রদান করিয়া বর্ত্তমান
প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

(১) রাজসাহী—পুখুরিয়া, সেলবরস ইছপসাহী, হারিয়েল, কুতুবমল, প্রতাপ
বাজু, সোনাবাজু, হুসেনসাহী, হুসেনপুর প্রভৃতি সহ রাজসাহীর বিস্তৃত জমিদারির
পরিমাণ ফল ১২৯০৯ বর্গ মাইল, খালসা জমা ১৩৯৯৪৭০৲ জাগীর ৭৫০০৭৩৲
আবওয়াব ৬০২৪৬৩ তৌফির ৮০১৪৭৯৲ বাদ খরচা ৪৪৭১৫৲ মোট ৩৫০৮৭৭০৲।

(২) আটীয়া, বড়বাজু, এবং কাগমারী ৩টী সন্নিকটবর্ত্তি পরগণা। বহুক্ষুদ্র
ক্ষুদ্র বিভাগে বিভক্ত হইলে ও প্রধানত ৪ জন মুসলমান জমিদারের অধীন।
পরিমাণ ফল ১৬২৯ বর্গ মাইল, খালসা জমা ৪৪৮৭৯৲। জাগীর ৭৫২৬৲ আবওয়াব
৩৪৩৪২৲। তৌফির ২৪২৯৪৲। বাদ খরচা ৩৯৪৲। মোট ১১০৬৪৭৲।

(৩) জালালপুর ঢাকা উপর্য্যুক্ত দুই বিভাগে ভুক্ত মহাল ভিন্ন বাজুহার
অন্যান্য যাবতীয় মহাল ও বিস্তৃত চাকলে জাহাঙ্গীর নগরের সমস্ত, ভূষণা ও
শোহরের ক্ষুদ্র অংশ সহ পরিমাণফল ১৫৩৯৭ বর্গ মাইল। খালসা জমা
৮৯৫৩৮৬৲। জাগীর ১২৫৮২০৬৲ আবওয়াব ৩৭৮৮৯১৲ তৌফির ১৩৬৬০৮৭৲
বাদ খরচ ৯৬৬৪৩৲। মোট ৩৮০১৯২৭৲

শ্রীকেদারনাথ মজুমদার।

অম্বরের শিলাদেবী।

জয়পুর রাজ্যের প্রাচীন রাজধানী অম্বরে যে শিলাদেবী প্রতিষ্ঠিত আছেন তাহা মানসিংহ বাঙ্গলা হইতে লইয়া যান। সাধারণতঃ এইরূপ প্রবাদ প্রচলিত যে, তিনি রাজা প্রতাপাদিত্যের যশোরেশ্বরী ছিলেন। কিন্তু এক্ষণে জানা যাইতেছে, তিনি বাঙ্গলার বার ভূঁইয়ার অন্যতম কেদার রায়ের প্রতিষ্ঠিত দেবী ছিলেন। এ বিষয়ের অনুসন্ধানের জন্য আমরা জয়পুরে পত্র লিখিয়াছিলাম। তদুত্তরে জয়পুর মহারাজ কলেজের অধ্যাপক ও রাজা বসন্ত রায়ের বংশজাত আমার পরমাত্মীয় ও বন্ধু শ্রীযুক্ত নবকৃষ্ণ রায় মহাশয় যে পত্র লিখিয়াছেন আমরা তৎসমুদায় প্রকাশ করিলাম। সাধারণে ইহা হইতে সমস্ত বিশেষরূপে বুঝিতে পারিবেন।

সম্পাদক

জয়পুর, ৭ই জুন, ১৯০৫।

প্রিয় নিখিলনাথ,

প্রথমতঃ তোমার পত্রখানির অবিকল অনুলিপি লিখিয়া দিলাম কেন না তুমি যে পত্র লিখিয়াছিলে, তাহার নকল অবশ্যই রাখ নাই। এ রকম ধরণের সাহিত্য বা ইতিহাস সংক্রান্ত পত্র সাধারণ্যে প্রকাশিত হইবার যোগ্য। বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস লিপিবদ্ধ হইলে, তোমাদিগের ন্যায় সাহিত্যসেবী দিগের কৃত সমস্ত ব্যাপারই সাহিত্যেতিহাসের অঙ্গীভূত উপাদান। তাই এস্থলে পত্রখানির অবিকল নকল করিয়া দিলাম। ইহা দ্বারা উত্থাপিত প্রত্যেক কথার যথাযথ উত্তর লিখিবার ও বুঝিবার সুবিধা হইবে।

Dewanbati

91 Durga Charan Mitter's Street, Calcutta.

11th April 1905.

প্রিয় নবকৃষ্ণ,

অনেক দিন হইল, তোমার কোনই সংবাদাদি পাই নাই। শারীরিক অসুস্থতা ও নানাপ্রকার সাংসারিক ঝঞ্ঝাটে "তৈলেন্ধন চিন্তয়া" বন্ধু বান্ধবের খবর লওয়াও ঘটিয়া উঠে নাই। এখন এমনই হইয়াছে যে কোন উপলক্ষ ব্যতীত আর পত্রাদি লিখিতে যেন অবকাশ উঠে না। অথচ সমস্ত সময়ই যে কাজে কাটে তাহাও নহে। যাহা হউক একটা বিষয়ের জন্য তোমাকে পত্রখানি লিখিতেছি। উহা প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধে। সম্প্রতি সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় তোমাদের কলেজের মেঘনাদ বাবু 'বিদ্যাধর' নামে একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তাহাতে বিদ্যাধরের বংশাবলীর একখানি মাড়ওয়ারী দলিলের উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন যে অম্বরের শিলাদেবী কেদার রায়ের ছিলেন। তিনি প্রতাপাদিত্যকে কেদার রায় বলিতে চাহেন। তাহা হইলে যে শিলাদেবী যে যশোহরেশ্বরী হন তাহাই মিলিয়া যায়! কিন্তু কেদার রায় ও প্রতাপাদিত্য এক নহেন সুতরাং তাঁহার সে বৃথা। এক্ষণে, তোমাদের ওখানে শিলাদেবী সম্বন্ধে প্রবাদ কি? বাস্তবিক প্রতাপাদিত্যের সঙ্গে তাহার কোন সম্বন্ধ ছিল কি না। একখানি দলিল হইতে এতদিনের প্রবাদটিও উড়িয়া যাইবে ইহাই বা কেমন? আর যদি সেখানে প্রতাপাদিত্যের সঙ্গে শিলাদেবীর কোন সম্বন্ধ থাকার কথা না থাকে, তাহা হইলে সে দলিলখানিই বা অগ্রাহ্য করা যায় কিরূপে? এখানে এ বিষয়ে খুব আন্দোলন চলিতেছে। তুমি উহার বিশেষরূপ অনুসন্ধান করিবে। এবং উক্ত দলিলের একখানি অবিকল নকল (মাড়োয়ারী ভাষা অথবা যে ভাষায় থাকে) যাহাতে শীঘ্র পাই তাহার চেষ্টা করিবে। ভারতচন্দ্র লিখিতেছেন:—

"শিলাময়ী নামে ছিলা তাঁর ধামে
অভয়া যশোহরেশ্বরী।
পাপেতে ফিরিয়া বসিল রুষিয়া
তাহারে অকৃপা করি॥"

এখানে শিলাময়ী প্রতাপাদিত্যের দেবী বলিয়া জানা যাইতেছে। প্রবাদও

তাহাই। তবে একটা কথা বলি, ঘটককারিকা, অন্নদামঙ্গল, রামরাম বসুর প্রতাপাদিত্য প্রভৃতিতে যশোহরেশ্বরীকে লইয়া যাওয়ার কোনই কথা নাই। তাহা হইলে অম্বরের শিলাদেবী প্রতাপাদিত্যেরই এ প্রবাদেরই বা মূল কি? আবার যে যশোহরেশ্বরী এখানে আছেন তাঁহারই বা স্থাপয়িতা কে তাহারও কোন প্রমাণ নাই। এ সমস্ত গোলযোগে উক্ত দলিলখানিকে একেবারে অমূলক বলিয়াও উড়াইয়া দেওয়া যায় না। আবার আর এক কথা। ঘটককারিকায় লেখা আছে যে, যশোহরেশ্বরী প্রতাপাদিত্যের প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া পরে কচুরায়ের প্রতি প্রসন্ন হইয়াছিলেন। কচুরায় রাজ্য পাইলে সেই যশোহরেশ্বরীকে কি ছাড়িয়া দিয়াছিলেন? যাহা হউক তুমি ওখানকার প্রবাদ সংগ্রহ করিবে। অন্যান্য অনুসন্ধান করিবে ও উক্ত দলিলখানির মূলের অবিকল অনুবাদ একখানি সত্বর পাঠাইবে। তোমরা সপরিবারে কেমন আছ? আমরা একরূপ আছি। ইতি! পত্রের উত্তর।

আমি অনুসন্ধান করিয়া যাহা জানিতে পারিয়াছি তাহা নিম্নে লিখিতেছি।

অম্বরের শিলাদেবী রাজা মানসিংহ কর্ত্তৃক যে আনীত হইয়াছিলেন তৎসম্বন্ধে এখানে একটী হিন্দী বা প্রবাদ বাক্য আজ পর্য্যন্ত সাধারণ লোকের মধ্যেও প্রচলিত আছে ঃ—

"সাঙ্গানের কা সাঙ্গাবাবা জয়পুরকা হনূমান্
আমের কা সল্লাদেবী লিয়া রাজা মান্॥"

সাঙ্গানের নামক জয়পুর রাজ্যের একটী নগরেস্থিত সাঙ্গাবাবার মূর্ত্তি, জয়পুর নগরের হনূমান মূর্ত্তি (চাঁদপোল গেটের সমীপে স্থিত) এবং আমের বা অম্বর নগরের সল্লাদেবী বা শিলাদেবী রাজা মানসিংহ কর্ত্তৃক আনীত।

আজকাল শিক্ষিত বাঙ্গালীদিগের মধ্যে প্রায় সকলেরই ধারণা যে অম্বর নগরের শিলাদেবী রাজা প্রতাপাদিত্যের যশোহরেশ্বরী, এবং প্রতাপাদিত্য-বিজয়ের পর মানসিংহ ভক্তি সহকারে প্রতাপাদিত্যের অভীষ্টদেবী যশোহরেশ্বরীর শিলাময়ী মূর্ত্তি নিজ রাজধানী অম্বর নগরে আনাইয়া তথায় স্থাপিত করেন। কিম্বদন্তী এই যে মানসিংহ স্বয়ং প্রতাপাদিত্য-বিজয় অতীব দুরূহ

ব্যাপার জ্ঞানে উক্ত যশোহরেশ্বরীর আরাধনা করেন এবং দেবী প্রতাপাদিত্যের প্রতি বাম হইয়া মানসিংহের প্রতি প্রসন্ন হন। এই হেতু প্রতাপাদিত্যের মান সিংহের হস্তে পরাজয় ঘটে।

এখন বিচার্য্য প্রশ্ন এই যে প্রতাপাদিত্যের যশোহরেশ্বরীই আমেরের "সল্লাদেবী" বা শিলাদেবী কি না? এই প্রশ্নের সমাধান করিবার পূর্ব্বে ইহার অনুকূলে যত প্রকার যুক্তির অবতারণা করা যাইতে পারে এবং তৎসমুদয় খণ্ডন করা যাইতে পারে কিনা তাহার কিঞ্চিৎ আভাষ নিম্নে দিতে চেষ্টা করিতেছি ঃ—

(১) অনুকূল যুক্তি ঃ—

(ক) নামের কতকটা সাদৃশ্য।

ভারতচন্দ্র লিখিয়াছেন ঃ—

"শিলাময়ী নামে ছিলা তাঁর ধামে
অভয় যশোহরেশ্বরী।
পাপেতে ফিরিয়া বসিল রুষিয়া
তাহারে অকৃপা করি॥

জয়পুরে প্রচলিত নাম "সল্লাদেবী" বা শিলাদেবী ভারতচন্দ্র বর্ণিত "শিলাময়ী" নামের সহিত কতকটা মিল আছে।

(খ) বর্ণনার সহিত মূর্ত্তির কতকটা মিল।

কথিত আছে দেবী অকৃপা করিয়া প্রতাপাদিত্যের প্রতি বাম হইয়াছিলেন। দেবীর শিলাময়ী মূর্ত্তিতেও এই ভাব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল—অর্থাৎ মূর্ত্তির শিরোদেশ কিঞ্চিৎ বক্র হইয়াছিল। জয়পুরের আমের নগরস্থ শিলাদেবীমূর্ত্তির মস্তক বাস্তবিকই কিঞ্চিৎ বক্র।

(গ) দেবীমূর্ত্তি রাজামানসিংহ কর্ত্তৃক আনীত, এবং বঙ্গীয় পদ্ধতি অনুসারে পূজা চলিয়া আসিতেছে, এবং পূজারী বাঙ্গালী।

২। এই সকল যুক্তি অবলম্বন করিয়া অনুমান করিয়া লওয়া হইয়াছে যে

আমেরের শিলাদেবী যশোরেশ্বরী ভিন্ন আর কেহই নহেন। এখন দেখা যাউক এই সকলের কতদূর খণ্ডন সম্ভবপর।

(ক) **নামের কতকটা সাদৃশ্য।** 'শিলাময়ী' নামে দেবী মূর্ত্তি যশোর নগরে প্রতিষ্ঠিত ছিল। ভারতচন্দ্র হইতে উদ্ধৃত কবিতা হইতে স্পষ্ট পাওয়া যাইতেছে যে যশোরেশ্বরীর নাম "শিলাময়ী"। আমেরের দেবীর নামের সহিত কতকটা মিল আছে কিন্তু সম্পূর্ণ নহে। "শিলাময়ী" 'সল্লাদেবী' বা 'শিলাদেবী' নামের কতকটা মিল আছে স্বীকার করিতেই হইবে। কিন্তু ইহা "কতকটা" মিলমাত্র এবং সেই নামের দেবী মূর্ত্তি যে অন্য কোন স্থানে থাকিতে পারে না, ইহাও কিরূপে সিদ্ধান্ত করা যায়?

(খ) **বর্ণনার সহিত মূর্ত্তির কতকটা মিল।** কি প্রকারের সাদৃশ্য, তাহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে। কিন্তু এই সাদৃশ্যের বিপক্ষে বলিবার কয়েকটী কথা আছে।

যেখানে যেখানে এই দেবীর বর্ণনা দেখা গিয়াছে সকল স্থলেই দেবীর "কালী" মূর্ত্তির প্রতি লক্ষ্য আছে। কোন কোন স্থলে স্পষ্টই 'কালী' বা "কালিকা" এই নাম পর্য্যন্ত ব্যবহৃত হইয়াছে। যথা—

আমার স্বর্গীয় পিতামহের গ্রন্থে:—

"দেবী বরপুত্র রাজা কেবা আঁটে তাহাকে।
যুদ্ধে যার সেনাপতি আপনি কালিকে॥

অপিচ ভারতচন্দ্রে "যুদ্ধকালে সেনাপতি কালী।"

কিন্তু আমেরের শিলাদেবীর কালী মূর্ত্তি নহে—দুর্গামূর্ত্তি। ইনি অষ্টভুজা। যাঁহারা দেবী দর্শন না করিয়াছেন তাঁহাদের প্রায় সকলেরই ধারণা, আমেরের শিলাদেবী কালীরূপিণী॥ কিন্তু এটী ভ্রম।

প্রতাপাদিত্যের ইষ্টদেবতা কালী মূর্ত্তি। এ বিষয়ে বঙ্গীয় সমাজ নামক গ্রন্থে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয় লিখিয়াছেন:—

"প্রতাপের জ্ঞান, নিষ্ঠাবত্তা, এবং ক্রিয়াশীলতা যথেষ্ট ছিল। তিনি কালীর সেবক ছিলেন। কালী সাধনায় তিনি সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন প্রতাপের

কালীসাধনা সম্বন্ধে একটি প্রবাদ আছে। কথিত আছে যশোহরের (ধূমঘাট) নিকট বন মধ্যে রাজপ্রাসাদ হইতে দৃশ্যমান স্থানে রক্তবর্ণ শিখা গগনাভিমুখে প্রধাবিত হইতে দেখিয়া প্রতাপ প্রত্যাদেশ সূত্রে সেই স্থলে মন্দির নির্ম্মাণ পূর্ব্বক যশোহরেশ্বরী দেবীর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন, এবং সেই মন্দিরের পার্শ্ববর্ত্তী স্থানের নাম ঈশ্বরীপুর রাখেন। প্রতাপ প্রতিষ্ঠিত সেই মন্দির ও দেবীমূর্ত্তি অদ্যাপি বর্ত্তমান আছেন। এবং দেবীর নিত্য সেবা ও পর্ব্বাহে বহুতর জন সমাগম হইয়া থাকে। এই মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার পরে প্রতাপ দিন দিন উন্নতি লাভ করায় সাধারণের স্থির বিশ্বাস হইয়াছিল যে প্রতাপ দেবীর বরপুত্র, এবং প্রবাদ আছে যে যুদ্ধকালে কালী প্রতাপের সেনাপতির কার্য্য করিতেন। কবিবর ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল কাব্যে প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধে উক্ত আছে।

"বরপুত্র ভবানীর, প্রিয়তম পৃথিবীর,
বাহান্ন হাজার যার ঢালী।
ষোড়শ হলকা হাতী, অযুত তুরঙ্গ সাতি,
যুদ্ধকালে সেনাপতি কালী॥

* * * * প্রতাপ ধূমঘাটে যে গৃহে রাজসভায় উপবিষ্ট হইয়া রাজ কার্য্য করিতেন তাহার সম্মুখ হইতে যশোহরেশ্বরীর মন্দির প্রাঙ্গনের সিংহদ্বার পর্য্যন্ত উত্তরমুখী একটি সরল প্রশস্ত রাজপথ ছিল। এবং সভাগৃহ হইতে রাজা সর্ব্বক্ষণ দেবীর দর্শন পাইতেন। অতএব দেবীমূর্ত্তি ও মন্দির নিশ্চয়ই দক্ষিণাস্য ছিল। মন্দির প্রাঙ্গনের নির্ম্মাণ কৌশলেও তাহাই প্রতীয়মান হয়। প্রবাদ আছে যে বসন্তরায়ের হত্যায় দেবী রাজার প্রতি অপ্রসন্ন হইয়া মন্দির সহ পশ্চিমাস্য হইয়া যান এবং দেবীর অকৃপাহেতু

"বিমুখী অভয়া কে করিবে দয়া,
প্রতাপাদিত্য হারে।"

* * * * নির্দ্দিষ্ট স্থানে মন্দির নির্ম্মাণপূর্ব্বক সাত দিবস পরে দ্বারোদ্ঘাটনের জন্য দেবী রাজাকে স্বপ্নযোগে আদেশ করেন। রাজা সাত দিবস কাল ইষ্টদেবী সাক্ষাতে বঞ্চিত থাকিতে অসমর্থ হইয়া চতুর্থ দিবসে

দ্বারোদ্ঘাটন পুর্ব্বক দেখিলেন যে কেবলমাত্র দেবীর মুখমণ্ডল প্রকাশিত হইয়াছে রাজার ব্যস্ততা-বশতঃ দেবীর মূর্ত্তি পুর্ণ প্রকাশিত হয় নাই। যশোহরেশ্বরীর মূর্ত্তি লোলবদনা মুখমণ্ডল মাত্র। দেবী জ্বালাময়ী। এজন্য তাঁহার উপরিস্থ ছাদে বর্ত্তমানকালে পাকা রন্ধনশালার উপরিস্থিত "আকাশালোক" (skylight) সদৃশ জ্বালানির্গম পথ নির্ম্মিত আছে। প্রবাদ এই যে প্রতাপ পুনঃ পুনঃ রুদ্ধ ছাদ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু নির্ম্মাণের পর রাত্রিতেই সে সমস্ত জ্বালাবেগে বিদীর্ণ হইয়া যাইত। প্রতাপ পুনরায় স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া যে জ্বালা নির্গমন পথ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন তাহাই বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত সযত্নে পরিরক্ষিত হইতেছে। দেবী প্রতিষ্ঠান্তে প্রতাপ দেবীর অধিষ্ঠান স্থানের নাম রাখেন ঈশ্বরীপুরী এবং সেই গ্রামের উপসত্ত দেবীর সেবার্থ অর্পণ করেন। যশোহরেশ্বরীর সেবাইতগণ অদ্যাপি সেই সমস্ত দেবত্র উপভোগ করিতেছেন।"

এই উদ্ধৃত অংশ হইতে কয়েকটী মূল কথা পাওয়া যায়ঃ—

প্রথম—প্রতাপাদিত্যের অভীষ্ট শক্তিমূর্ত্তি "কালী"রূপিনী "দুর্গা"রূপিনী নহেন। কিন্তু আমেরের অষ্টভুজা শিলাদেবী "দুর্গা"মূর্ত্তি, "কালী"মূর্ত্তি নহেন। পরমারাধ্য শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয় যখন জয়পুরে আসিয়া আমেরের দেবী দর্শন করিয়াছিলেন তখন আমি তাঁহার সঙ্গে ছিলাম। তিনি মূর্ত্তি দেখিয়াই বলিলেন যে পূর্ব্বে তাঁহার ধারণা ছিল যে দেবীর কালীমূর্ত্তি—কিন্তু অষ্টভুজা মূর্ত্তি দেখিয়া বলিলেন যে উহা দুর্গামূর্ত্তি—কালীমূর্ত্তি নহে। পূজারীরাও তাঁহার সমর্থন করিয়াছিলেন।

দ্বিতীয়—দেবীর অর্দ্ধ প্রকটিত জ্বালাময়ী মূর্ত্তি। ছাদযুক্ত রুদ্ধ গৃহে অবস্থিতি সম্ভবপর নয় বলিয়া ছাদে জ্বালানির্গমন পথ প্রস্তুত করা হইয়াছিল। এই সকল বন্দোবস্ত আমেরে কিছুই নাই। এবং আমেরের মূর্ত্তি সুন্দরভাবে গঠিত অর্দ্ধ প্রকটিত লোলবদনা নহে।

তৃতীয়—আমাদের যশোহর সমাজের বৃদ্ধ প্রবীন ব্যক্তিরা কেহই জানেন না মানসিংহ বাঙ্গলা হইতে প্রত্যাগমন কালে যশোহরেশ্বরীর শিলাময়ী মূর্ত্তি উঠাইয়া আনিয়া তাঁহার রাজধানী অম্বর নগরে প্রতিষ্ঠিত

করেন। পরন্তু, আজ পর্য্যন্ত যশোহরেশ্বরীর মূর্ত্তি ঈশ্বরপুরী গ্রামে প্রতিষ্ঠিত আছেন,—তথায় সেবাইতগণ প্রাচীন কালের দেবোত্তর সম্পত্তি ভোগ করিয়া আসিতেছেন, ইত্যাদি সমাচারই সকলেই জানেন।

চতুর্থ—দেবীর 'বাম' বা 'বিমুখ' হওয়ার যে বর্ণনা পাওয়া যায় তাহাতে বুঝা যায় যে দেবীর প্রতাপাদিত্যের প্রতি অপ্রসন্নতা হেতু কেবল যে মুখ ও মস্তক বক্র হইয়াছিল তাহা নয় পরন্তু প্রবাদ এই যে দক্ষিণাস্য দেবী মন্দিরসহ পশ্চিমাস্য হইয়াছিলেন।

'ঘটককারিকা', 'অন্নদামঙ্গল'।

রামরামবসু :—'প্রতাপাদিত্য' প্রভৃতি পুরাতন গ্রন্থে যে প্রসঙ্গ আদৌ নাই, অদ্যাবধি আমাদের যশোহর বঙ্গজ সমাজে যে প্রসঙ্গের বিষয় প্রাচীন লোকেরা সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, তখন সহজেই বুঝা যাইতেছে যে সেই প্রসঙ্গের বা অনুমানের মূল কোথায়। যশোহর সমাজের অন্তর্ভুক্ত এক স্থানে আজিও যশোহরেশ্বরীর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছেন। তাঁহার পুরাতনকালের সেবাইতগণ আজিও পুরাতন দেবোত্তর সম্পত্তি ভোগ করিতেছেন। তবে এ কথা কোথা হইতে আসিল যে অম্বরের শিলাদেবী প্রতাপাদিত্যের যশোহরেশ্বরী? অধুনাতন বাঙ্গালী ভদ্র লোক পর্য্যটকগণের এটী অনুমান মাত্র। প্রসিদ্ধ কবি শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সেনের ন্যায় কৃতবিদ্য ব্যক্তিও (আমার যতদূর স্মরণ হইতেছে) এই ভ্রমের প্রচারপক্ষে সহায়তা করিয়াছেন।

এই ধারণা যে সহজেই জন্মিতে পারে তাহার আলোচনা করিতে গেলে (৩) সংখ্যক যুক্তির অবতারণা করিতে হয়। দেবী মূর্ত্তি অম্বর নগরে রাজা মানসিংহ কর্ত্তৃক আনীত; পূজা পদ্ধতি বঙ্গীয় রীতি অনুযায়িক; এবং পূজারি বাঙ্গালী। এই তিনটী বিষয় হইতে একেবারে সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে যে 'শিলাদেবী' প্রতাপাদিত্যের যশোহরেশ্বরী। "বিদ্যাধর" প্রবন্ধে মেঘনাথ বাবু উক্ত তিনটী বিষয়ের সম্যক আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু উক্ত তিনটী বিষয় সত্য বলিয়া মানিয়া লইলেও এই সিদ্ধান্ত যে সত্য তাহা কিরূপে মানা যায়?

বরং সিদ্ধান্ত যে সত্য নয় তাহার অনুকূলে এখানকার দলীলাদিই প্রমাণ্য। আমার বিজ্ঞ ও শ্রদ্ধেয় বন্ধু বাবু মেঘনাথ ভট্টাচার্য্য যে "বংশাবলীর" উল্লেখ করিতেছেন, তাহাকে একেবারে উড়াইয়া দেওয়া যায় না। এই মাড়য়ারী ভাষায় লিখিত "বংশাবলী" খানি প্রথমতঃ আমাদের প্রিয়তম বন্ধু ও জয়পুর শিক্ষা বিভাগের অধ্যক্ষ বাবু সঞ্জীবন গঙ্গোপাধ্যায় প্রাপ্ত হয়েন। এবং তৎসঙ্গে আমেরের পূজারীদিগের নিকট হইতে পুরাতন পাট্টা প্রভৃতির দলীলও পান। পরে সেই কাগজগুলি মেঘনাথ বাবু পান। এবং তাহার উপরে ভিত্তি স্থাপন করিয়া মেঘনাথ বাবু সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, এবং উক্ত "বিদ্যাধর" শীর্ষক প্রবন্ধ প্রথমতঃ "এডুকেশন গেজেটে" প্রকাশিত হইয়াছিল। কিন্তু আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধুর মন প্রবন্ধ লিখিবার সময়েও সন্দেহদোলায় আন্দোলিত হইয়াছে। তিনি এখনও ঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই। নতুবা—

"কেদারকায়ত=পরতাদীপ=প্রতাপাদিত্য।

এইরূপ বুঝিলে সকল গোল মিটিয়া যায়" এরূপ লিখিবেন কেন? সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকার সুবিজ্ঞ সম্পাদক বাবু নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় এক টিপ্পনী লিখিয়া উক্ত গোলযোগ ঐ ভাবে মিটাইবার পক্ষে বাধা দিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন :—

"কেদার কয়েতকে আমরা প্রতাপাদিত্য বলিয়া মনে করিতে পারি না। তিনি বার ভুঁয়ার অন্যতম সুপ্রসিদ্ধ কেদার রায়।"

নগেন্দ্র বাবুর সিদ্ধান্তই সমীচীন। অর্থাৎ প্রতাপাদিত্য ও কেদার রায় দুইজন পৃথক ব্যক্তি। মেঘনাথ বাবু "প্রতাপাদিত্যবিজয় ও শিলাদেবী আনয়ন ব্যাপার" ঘটিত আখ্যানের কথিত "বংশাবলী" হইতে যে অনুবাদ করিয়া দিয়াছেন, তাহা এই স্থানে উদ্ধৃত করিয়া এই পত্রের কলেবর পুষ্ট করিতে ইচ্ছা করি না। উক্ত "বংশাবলীর" বিবরণ যে স্থূলতঃ প্রামাণ্য, তাহা অন্য প্রমাণ দ্বারা সমর্থন করিয়া এই পত্রের উপসংহার করিব।

রাজস্থানের ইতিহাস ভট্টগ্রন্থ ও চারণদিগের বিবরণ হইতে সঙ্কলিত। মহাত্মা

ড চারণদিগের যথেষ্ট মর্য্যাদা করিয়া গিয়াছেন। টডের পুস্তক অনুসরণ করিয়া বং চারণদিগের মূল গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া চারণবংশোদ্ভূত শ্রীযুক্ত রামনাথ রেট "ইতিহাস-রাজস্থান" নামক একখানি পুস্তক হিন্দী ভাষায় প্রণয়ন রিয়াছেন। ইনি জয়পুর রাজপুত স্কুলের ভূতপূর্ব্ব হেড মাষ্টার। তাঁহার পুস্তক ইতে এক অংশ উদ্ধার করিলে বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না। ইহার হিন্দি ভাষা হজেই বোধগম্য হইবে। দুই এক স্থলে বন্ধনীর মধ্যে অর্থও লিখিয়া দিলাম :—

'তথ্ত পর বৈঠ্ কর সলীমনে অপনা নাম জাহাঙ্গীর রখ্থা। উস্নে মান-সিংজী কো বঙ্গালে কে পূর্ব্বী প্রান্ত মেঁ জো হিন্দুয়োঁকে স্বতন্ত্র (স্বাধীন) রাজ্য থে, উন্কো দবানে কে লিয়ে ভেজা। মানসিংহ জীনে পূর্ব্বী বঙ্গালমে পহুচ্ কর্ পহিলে রাজা প্রতাপাদিত্যকে রাজ্য পর চড়াই কী জিস্কী সেনামে হাথী বহুৎ থে; প্রতাপাদিত্যকে সাথ জো লড়াই হুই, উস্মেঁ মানসিংহজীকে ছোটে কঁবর (কুমার) দুর্জ্জনসিংজী কাম আয়ে (মারা পড়েন) ঔর প্রতাপা-দিত্যজী জীতা পকড়াগয়া। মানসিংহজী নে উসকো ধীর্জ বন্ধয়া। (আশ্বাস দিলেন, ধীর্জ ধৈর্য্য) ঔর কহা কি আগরে চলকর তুম্হারা রাজ্য তুম্ কো হী দিলা দুঙ্গা। পরন্তু দীন প্রতাপাদিত্য কাশী পঁহুচ্ কর মার্গমেঁ হী (মার্গ-পথ) কালবশ হুয়া (কাল প্রাপ্ত হইলেন)। মানসিংহজী নে উস্কে ভতীজে (ভ্রাতুষ্পুত্র) হরিরায় কো উস্কা রাজ্য দিলায়া।

প্রতাপাদিত্যকো জীতকর রাজা কেদারকে রাজ্যপর চড়াই কী। বহ (ইনি) জাতি কা কায়স্থ থা, ঔর সল্লামাতা নামী দেবী কা উস্কে ইষ্ট থা; মানসিংহজী কী লড়াইকে সমাচার সুনকর কেদার নৌকামে বৈঠ কর সমুদ্র কী ঔর (অভি-মুখ দিকে) ভগ্ গয়া। ঔর মন্ত্রীসে কহ গয়া কি যদি হোসকে (যদি সম্ভবপর হো) তো মেরী পুত্রী মানসিংহজীকো দে কর সন্ধি করলেনা; মন্ত্রীনে ঐসা হী কিয়া। মানসিংহজীনে প্রসন্ন হৌ কর কেদার কো বাদশাহ কা পাদসেবী বনা কর উস্কা রাজ্য পীছা দে দিয়া, ঔর সল্লাদেবীকো আম্বের লে আয়ে॥

* * * সল্লাদেবী কো মানসিংহজী বঙ্গালেমেঁ সে লায়েথে। বংশা-বলীয়োমেঁ (চারণ দিগ কর্ত্তৃক রক্ষিত বংশাবলী) লিখা মই কি দেবী নে মান-

সিংহজী সে কহা থা "মৈঁ তুহ্মারে যাঁহা (তোমার জ্ঞানে বা নিকটে) তব তক্ হ
রহুংগী জবতক্ তুম ঔর তুহ্মারী সন্তান মুঝে নিত্য এক ছাগ কা বলি দে
রহোগে, জব তক মৈঁ তুহ্মারে যহা রহুংগী তব্ তক্ তুহ্মারে বা তুহ্মারী সন্তানে
রাজ্য কো কিসী প্রকার কা ভয় নহী হৈ।" ইস্ দেবী কা মন্দির আম্বেরে
গড়মেঁ বনা হুয়া হৈ; পূজারী বঙ্গালী হৈ। ঔর অদ্যাবধি নিত্য মূর্ত্তি
সামনে এক ছাগ কা বলি হোতা হৈ।" (ইতিহাস রাজস্থান, ১০৩।৪ পৃষ্ঠা)

জয়পুর রাজ্যের ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী ঠাকুর ফতে সিংহ মানসিংহের রাজত্বকাল বর্ণ
করিবার কালে নিম্নলিখিত ভাবে মানসিংহের বঙ্গবিজয়ের বৃত্তান্ত লিখিয়াছেন-

"Oosman, Oomar, Meroo, Hakim Khan, Kutloo Khan
Isa Khan and other Pathans had raised a rebillion in th
eastern part of the empire, such as Jagannath Puri &
Mansingh quelled all these. Now he advanced by sea
the country of Brahmaputra where he defeated the Raja
the land and took the country.

After this he defeated the Kayastha Raja Kaidar Na
(a Shaktik by religion and a favorite of Silla Devi)
Oodey. He then restored his *raj* to him and brought wi
him the idol of Silla Devi with promises that he would o
the usual sacrifices to it."

আমেরের পূজারীদিগের নিকট হইতে প্রাপ্ত 'বংশাবলীর' উল্লেখ চ
রামনাথ কৃত পুস্তকে আছে। এবং ঠাকুর ফতেসিংহও "বংশাবলী" অবল
করিয়া লিখিয়াছেন, ইহা শুনা যায়।

এই দুই সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির লিখিত আখ্যান অবশ্যই প্রামাণ্য। তবে স
কথাই যে ভ্রমপ্রমাদশূন্য তাহা বলা যায় না। অন্যান্য কথার আলোচনা এস্থা
না করিয়া মোটের উপর এই বলা যাইতে পারে যে প্রতাপাদিত্য বিজয়কা
মানসিংহ কেদার রায়ের রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার কন্যার পা

ণ করিয়া ও তাঁহার ইষ্টদেবতা শিলাদেবীকে লইয়া সন্ধি করেন, এবং তাঁহার
জ্য তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করেন।

দ্বাদশ ভৌমিকের বৃত্তান্ত সুবিস্তর ভাবে লিখিত হইলে কালে কেদার রায়ের
ান্তও লিখিত হইবে আশা করা যায়।

আজ এই বিষয়ে আর অধিক লেখার প্রয়োজন নাই।

প্রতাপাদিত্য গ্রন্থ লিখিবার আয়োজন করিতেছি এই বিরাট সংবাদ ত
মার "ঐতিহাসিক চিত্রের" সংবাদ স্তম্ভে ইতিপূর্ব্বেই প্রকাশিত করিয়া
য়াছ। ঈশ্বরেচ্ছায় সে ইচ্ছা ফলবতী হইলে বড়ই আনন্দের বিষয় হইবে।
ত হইবে কি না, "প্রশ্ন ইহাই এখন।"

ভাল কথা, ঠাকুর ফতেসিংহ প্রতাপাদিত্যের নাম উল্লেখ না করিয়াই তাঁহার
জ্যকে the country of the Btahmaputra বলিয়াছেন। এই বর্ণনা
তিসংক্ষিপ্ত বুঝিতে হইবে।

"Raja Kaidar Nath of Oodey." এই "উদয় তাহা হইলে
কেদারনাথের রাজধানী। এই স্থান কোথায় কোন সন্ধান লইতে পার কি?
চারণ রামনাথ বারেট লিখিয়াছেন—প্রতাপাদিত্যের ভ্রাতুষ্পুত্র হরিরায়কে
প্রতাপাদিত্যের রাজ্য প্রত্যর্পণ করা হয়। একথা কতদূর সঙ্গত? কচুরায়
"শোহরজিৎ" উপাধির সহিত রাজ্য পাইয়াছিলেন। এই ত জানি। এই
হরিরায়ের" কথা তাহা হইলে কি ভুল?

ভরসা করি সমস্ত বিষয়ে আলোচনা তোমার দ্বারা অতি পরিপাটিরূপে
সম্পন্ন হইবে।

এপ্রেল মাসের পত্রের প্রত্যুত্তর জুন মাসে লিখিতেছি। অপরাধ লইবে
না। আমি এই সময়ের মধ্যে নিশ্চিন্ত ছিলাম না, চিন্তা ও অনুসন্ধানে সময়
ক্ষেপণ করিয়াছি, এবং "তৈলেন্ধন চিন্তার" ও পীড়ার যন্ত্রণাও ভোগ করিয়াছি।
এখানে প্লেগের নূতন আবির্ভাব হওয়াতে খুব হৈ চৈ হইয়া গেল। আজ
পর্য্যন্ত। ইতি

তোমার—শ্রীনবকৃষ্ণ।

দ্বিতীয় পত্র।

শ্রীশ্রীদুর্গা সহায় — জয়পুর ১০ই জুন।

প্রিয় নিখিলনাথ—

প্রথম পত্র পাঠাইবার পর, বংশাবলীর মূল পাইয়াছি, তাহা জয়পুর ভাষা[illegible] লিখিত। উক্ত বংশাবলী নামক হস্তলিখিত পুঁথি হইতে মানসিংহের পূর্ব্বাঞ্চল[illegible] বিজয়-বৃত্তান্ত লিখিয়া পাঠাইলাম। তাহার বঙ্গানুবাদও প্রদত্ত হইল। ইতি

নবকৃষ্ণ

"পাছে কোই দিন পাছে পূরব মাহুঁ চঢ্যা। গজনীপুর নীলোদ মেঁ [illegible] বণারস কাশীমেঁ জার অমল কীনু। কাশীমেঁ মানমন্দির বনায়ো। পা[illegible] পটনামেঁ জা অমল কীনূ ঔর ঊঁঠে বৈকুণ্ঠপুর বণায়ো। পাছে গয়াজী[illegible] পৈঁতালীস (৪৫) সরাধ কীনা। ফের উসমান্ পঠান জগন্নাথজী মাঁহ ছে[illegible] জীকাঁ সারা পূরব মেঁ অমল ছো জীসূঁ জার জগড়ো করি। ফতে পাই[illegible] উঁকা সারা রাজ মেঁ অমল কীনূ। পাছে জগন্নাথজী মে ফেরি বিধিবিধা[illegible] সূ পূজন করায়ো। ঔর স্থাপন করায়া। ঔর পাছে উমর ছা জীঠে গয়[illegible] সো বানে মারি ফতে পাই। পাছে মীরূ গয়া। ঔর মীরূসূঁ জগড়ো করি[illegible] মীরূ মে অনল কীনূ। হকীমেঁ ছা কুতল মেঁ জানে মারি ফতে পাই, ঔ[illegible] কুতল মেঁ অমল কীনু সারী পুরব মেঁ অমল কীনূ। অর পুরব মাহুঁ ঈশ[illegible] খাঁ পঠান ছো। জীসূঁ জগড়ো কীনূ, সো ভাজি গয়ো। জাজমে বৈঠ ম[illegible] পার গয়ো। পাছে উঠা সূঁ চঢ্যা সো কোয় সাটি কা চাল্যা, ব্রহ্মপু[illegible] গয়া, অর রাজা পরতাপদীপ সূ জগড়ো কীনূ, অর ফতে পাই। অ[illegible] পরতাপদীপকো গড় ছো জীনেঁ খোস্ লীনো। অর বেটো সুরজন সিংহ[illegible] মানসিংঘজী কা কাম আয়া। পর জগৎসিংঘজী ঘায়ল হুয়া। অর রা[illegible] পরতাপদীপ কা লবাজমা কী সংখ্যা—হাথী তো তেরাসো অর ফৌজ সরঞ্জা[illegible]

[illegible]জীৎ ছো। জীসূঁ ফতে পাই। পাছে উঠীনে কেদার কায়ত কো রাজ [illegible]ছো। সো রাজা বাজৈ ছো। সো উকৈ সিলামাতা ছী। সো মাতা কা প্রতাপ সে উনে কোই ভী জীৎ তো নহী। সো মানসিংহজী পুছী—[illegible]সো কাঁইকো বল ছৈ। সো অরজ করী সো সীলামাতা কো বল ছে। জদি আপ মাতা নৈ প্রসন্ন হোবা বাসূতে হোম উগরৈছ করায়ো জদি মাতা প্রসন্ন [illegible]ই। অর কেদার রাজা সূঁ মাতাকো যো বচন ছো—সো তূ রাজী হোয় কহসী সো তুজা—জদি জাস্যূ। বেটী কো স্বরূপ করি দেবী পূজন [illegible]মেঁ আয় বৈঠী। জদি রাজা আপকী বেটী জানী। অর কহী তুজা—মুনে পূজন করবা দে। তুজা ঈয়াঁ। তীন বার কহী। জদি মাতা বোলী—[illegible]রী মহা কো বচন পূরো হো চুক্যো ছৈ। জদি রাজা কহী মুনৈ ছল[illegible]য়ো আপকী মরজী হোয় সো কীজে। যদি মাতা নৈ সবুদ্র মেঁ নাষি দীনী। জদি রাজা মানসিংঘজী কো দেবী আবাজ দীনা—সো সমুদ্রমেঁ নাষি দীনা ছৈ। সো উঁঠা সূঁ কাট লীজ্যো মেহ তোসূঁ প্রসন্ন হুবা। জদি রাজা মানসিংঘজী কেদার রাজা নে দবাব দীয়ো জদি রাজা তো জাজি মেঁ বৈঠ ভাজ্যো। অর দীবাণ নেঁ মানসিংহঘজী কোঠৈ ভেজ্যো সো দীবাণ আপ মিল্যো। যদি রাজা মানসিংহজী উঁকী বেটী মাঁগী। যদি রাজা কেদার দেণী করী। অর মিলাপ হুবো। জদি নীজর করী। যদি আপ [illegible]নাই সো থারো রাজ ছৈ সো তোনে দীনূ। যদি সলাম করি পাছে সমুদ্র[illegible]মেঁ মাতা ছী জীঠাব সূঁ কাটি লীনী। অর অরজ করী—মাতা আপ ফুরমাবো [illegible]জী মাঁফক পূজন করুঁ। জদি মাতা কহী—মহারৈ বলদান নিতি হুবা জাসী [illegible]জীতেঁ থারো রাজবণ্যো রহসী। অর মেঁভী রহস্যোঁ। জীঁ দিন বলদান [illegible]রোজীনা হোতো রহজাসী জীঁ দিন থারো মহারো বচন পূরো হোসী। জদি আপ কবুল করী। অর মাতা নেঁলে আয়া। অর বংগাল্যা নেঁ পূজন [illegible]পো অর উঠা সূঁ কুঁচ করি আয়া"।

(মানসিংহ) পুনরায় কিছুদিন পরে পূর্ব্বাঞ্চলে গেলেন। তথায় গজনী-[illegible], নীলোদ ও কাশীতে গিয়া ঐ সকল স্থান দখল করিলেন ও কাশীতে

দ্বিতীয় পত্র।

শ্রীশ্রীদুর্গা সহায়

জয়পুর
১০ই জুন।

প্রিয় নিখিলনাথ—

প্রথম পত্র পাঠাইবার পর, বংশাবলীর মূল পাইয়াছি, তাহা জয়পুর ভাষায় লিখিত। উক্ত বংশাবলী নামক হস্তলিখিত পুঁথি হইতে মানসিংহের পূর্ব্বাঞ্চল-বিজয়-বৃত্তান্ত লিখিয়া পাঠাইলাম। তাহার বঙ্গানুবাদও প্রদত্ত হইল। ইতি

নবকৃষ্ণ

"পাছে কোই দিন পাছে পূরব মাহুঁ চঢ্যা। গজনীপুর নীলোদ মেঁ ... বণারস কাশীমেঁ জার অমল কীনু। কাশীমেঁ মানমন্দির বনায়ো। পা... পটনামেঁ জা অমল কীনূ ঔর উঁঠে বৈকুণ্ঠপুর বণায়ো। পাছে গয়াজী... পৈঁতালীস (৪৫) সরাধ কীনা। ফের উসমান্ পঠান জগন্নাথজী মাঁহ ছো... জীকাঁ সারা পূরব মেঁ অমল ছো জীস্যুঁ জার জগড়ো করি। ফতে পাই... উঁকা সারা রাজ মেঁ অমল কীনূ। পাছে জগন্নাথজী মে ফেরি বিধিবিধ... স্যূঁ পূজন করায়ো। ঔর স্থাপন করায়া। ঔর পাছে উমর ছা জীঠে গয়... সো বানে মারি ফতে পাই। পাছে মীরূ গয়া। ঔর মীরূস্যুঁ জগড়ো করি... মীরূ মে অনল কীনূ। হকীমেঁ ছা কুতল মেঁ জানে মারি ফতে পাই, ... কুতল মেঁ অমল কীনু সারী পুরব মেঁ অমল কীনূ। অর পুরব মাহুঁ ঈশা... খাঁ পঠান ছো। জীস্যুঁ জগড়ো কীনূ, সো ভাজি গয়ো। জাজমে বৈঠ স... পার গয়ো। পাছে উঠা স্যুঁ চঢ্যা সো কোস সাটি কা চাল্যা, ব্রহ্মপু... গয়া, অর রাজা পরতাপদীপ স্যূ জগড়ো কীনূ, অর ফতে পাই। অ... পরতাপদীপকো গড় ছো জীনেঁ খোস্ লীনো। অর বেটো তুরজন সিংহ... মানসিংঘজী কা কাম আয়া। পর জগৎসিংঘজী ঘায়ল হুয়া। অর রা... পরতাপদীপ কা লবাজমা কী সংখ্যা—হাথী তো তেরাসৌ অর ফৌজ সরঞ্জা...

...জীৎ ছো। জীস্যুঁ ফতে পাই। পাছে উঠীনে কেদার কায়ত কো রাজ ...ছো। সো রাজা বাজৈ ছো। সো উকৈ সিলামাতা ছী। সো মাতা কা ...প্রতাপ সে উনে কোই ভী জীৎ তো নহী। সো মানসিংহজী পুছী— ...সো কাঁইকো বল ছৈ। সো অরজ করী সো সীলামাতা কো বল ছে। জদি আপ মাতা নৈ প্রসন্ন হোবা বাসূতে হোম উগরৈছ করায়ো জদি মাতা প্রসন্ন ...হুই। অর কেদার রাজা স্যূঁ মাতাকো যো বচন ছো—সো তূ রাজী হোয় কহসী সো তূজা—জদি জাস্যূ। বেটী কো স্বরূপ করি দেবী পূজন মেঁ আয় বৈঠী। জদি রাজা আপকী বেটী জানী। অর কহী তূজা—মুনে পূজন করবা দে। তূজা ঈয়াঁ। তীন বার কহী। জদি মাতা বোলী—থারী মহা কো বচন পূরো হো চুক্যো ছৈ। জদি রাজা কহী মুনৈ ছল ...লীয়ো আপকী মরজী হোয় সো কীজে। যদি মাতা নৈ সবুদ্র মেঁ নাষি দীনী। জদি রাজা মানসিংঘজী কো দেবী আবাজ দীনা—সো সমুদ্রমেঁ নাষি দীনা ছৈ। সো উঁঠা স্যূঁ কাট লীজ্যো মেহ তোস্যূঁ প্রসন্ন হুবা। জদি রাজা মানসিংঘজী কেদার রাজা নে দবাব দীয়ো জদি রাজা তো জাজি মেঁ বৈঠ ভাজ্যো। অর দীবাণ নেঁ মানসিংহঘজী কোঠৈ ভেজ্যো সো দীবাণ আপ মিল্যো। যদি রাজা মানসিংহজী উঁকী বেটী মাঁগী। যদি রাজা কেদার দেণী করী। অর মিলাপ হুবো। জদি নীজর করী। যদি আপ ফুরমাই সো থারো রাজ ছৈ সো তোনে দীনূ। যদি সলাম করি পাছে সমুদ্র মেঁ মাতা ছী জীঠাব স্যূঁ কাটি লীনী। অর অরজ করী—মাতা আপ ফুরমাবো জী মাঁফক পূজন করুঁ। জদি মাতা কহী—মহারৈ বলদান নিতি হুবা জাসী জীতেঁ থারো রাজবণ্যো রহসী। অর মেঁভী রহস্যোঁ। জীঁ দিন বলদান রোজীনা হোতো রহজাসী জীঁ দিন থারো মহারো বচন পূরো হোসী। জদি আপ কবুল করী। অর মাতা নেঁলে আয়া। অর বংগাল্যা নেঁ পূজন ...পো অর উঠা স্যুঁ কূঁচ করি আয়া"।

(মানসিংহ) পুনরায় কিছুদিন পরে পূর্ব্বাঞ্চলে গেলেন। তথায় গজনী-...র, নীলোদ ও কাশীতে গিয়া ঐ সকল স্থান দখল করিলেন ও কাশীতে

"বংশাবলী" পুঁথির কিঞ্চিৎ পরিচয়"

এই হস্ত লিখিত পুঁথির সঙ্কলয়িতা কে, তাহা জানা যায় না। গ্রন্থের সূচনায় এইরূপ আছেঃ—"শ্রীগণেশায় নমঃ। শ্রীমাতাজী সদা সহায় অথ কচ্ছবাহা কী বংশাবলী লিখ্যতে॥ দোহা॥

গুরুগণপতি অরু সারদা ইন্‌কো করি প্রণাম
কচ্ছবংসা রাজা ভয়ে কহোস তিনকে নাম"

এইরূপ একটু সংক্ষিপ্ত মঙ্গলাচরণের পর রাজপুতদিগের "কচ্ছাবহ" শাখা রাজগণের ধারাবাহিক বিবরণ আরব্ধ হইয়াছে। গ্রন্থের প্রারম্ভে ও উপসংহারে—কোন স্থানেই সঙ্কলয়িতার নাম, বা গ্রন্থসঙ্কলনের সময় উল্লিখিত হয় নাই। এই গ্রন্থের একখানি অবিকল নকল এবং মাড়ওয়ারী ভা (জয়পুরী) সহজে বোধগম্য হয় না বলিয়া ইহার একটী আধুনিক হিন্দু অনুবাদ আমি ২।১ জন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির অনুগ্রহে দেখিবার সুযোগ পাইয়াছি

ফল কথা, এই গ্রন্থের জয়পুরী ভাষা এখনকার লোকের নিকট আদৌ দুর্বোধ্য নহে। এমন কি, আমি এখানে ৯ বৎসর থাকিয়া স্থানীয় চলি জয়পুরী ভাষা যতটুকু শিখিয়াছি, তাহাতেই ইহা মোটামুটি এক প্রকার সমস্ত বুঝিতে পারি। এবং গ্রন্থের উপসংহারে সম্বৎ ১৮৯১ সালে মহারাজা রামসিং রাজা হইলেন, এই সমাচারও ইহাতে লিখিত হইয়াছে। তাহা হইলে সম্ভবতঃ ঐ সময়ে (১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে) এই গ্রন্থ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। অথবা ইহাও হইতে পারে যে বহুকাল হইতে এইরূপ 'বংশাবলী' লেখা চলিয়া আসিতেছে এবং যাঁহার যাঁহার নিকট এইরূপ 'বংশাবলী' আছে তাঁহারা সকলেই ঐ সকল "বংশাবলীতে" অধুনাতন ঘটনাবলি পর্য্যন্ত সন্নিবিষ্ট করিয়া আসিতেছেন। ফলতঃ যে "বংশাবলী" খানি আমার দৃষ্টিগোচর হইয়াছে তাহার ভাষা ও লিখন প্রণালী আধুনিক জয়পুরী ভাষা হইতে কিছুই ভিন্ন নহে।

এ বিষয়ে চারণবংশোদ্ভূত রামনাথ বারেট—যিনি হিন্দীভাষার "ইতিহাস রাজস্থান" নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন, তাঁহার গ্রন্থের ভূমিকায় জয়পুরের

তিহাসিক উপাদান সমূহ সংগ্রহ বিষয়ে যাহা লিখিয়াছেন—এস্থলে উদ্ধৃত রিয়া দিলামঃ—

"অচরোলকে ঠাকুর রঘুনাথসিংহজী সাহেব সে জয়পুর কা ইতিহাস লিখনে ক লিয়ে এক বহুৎ অচ্ছী বংশাবলী মিলী। দুসরী বংশাবলী জয়পুর কী জাজী নরসিংহদাসজী সাহেব নে দী; তীসরী হণুতিয়া গ্রাম নিবাসী পালাবৎ রণ বালাবখ্‌সজী নে, চৌথী, বীরদাকে ঠাকুর সাহব কিশোর সিংহজী নে, র, পাঁচব, আম্বেরকে জগৎশিরোমণিজীকে মন্দিরকে পূজারী বসন্তলালজী ব্রাহ্মণ নে দী; ইনমেঁসে প্রথম তীন তো একহী পুস্তক কী পৃথক্ পৃথক্ প্রতি, অর্থাৎ উন্ তীনোমেঁ একসা বৃত্তান্ত থা, কিসী মেঁ কুছ ন্যূনাধিকতা নহী থী। বীরদে ঠাকুর সাহব নোজো বংশাবলী দী, বহ সবসে বিলক্ষণ থী; উসী মেঁ কচ্ছবাহোঁকে ইধর আনে কা সম্বৎ ৯৩৩ দিয়া হৈ। ইস্ বংশাবলীসে ঠিক্ ঠিক্ মিলতী দুসরী বংশাবলী পাঠোদাকে ঠাকুর সাহব জুহারসিংহজীকে পাস থী, উনমেঁ ভী কচ্ছবাহোঁকে ইধর আনেকা সং ৯৩৩ দিয়া হৈ। যেহী দোনোঁ বংশাবলী সত্য প্রতীত হোতী হৈঁ। ইস্ বিষয়কা এক নোট ভী জয়পুরকে ইতিহাসকে প্রারম্ভ মেঁ দিয়া হৈ। সো ধ্যান দেনে যোগ্য হৈ। পুজারী বসন্তলালজী কী বংশাবলী মেঁ বহুৎ স্পষ্ট বৃত্তান্ত লিখা হৈ বহ বহুৎ প্রমাণীক প্রতীত হোতী হৈ। ইন সব বংশাবলিয়োঁ কো পরতাল পরতাল কর জয়পুর কা ইতিহাস লিয়া হৈ; ইন্ সব সাহিবোঁ কা মৈঁ বহুৎ উপকার মানতা হুঁ। শোক হৈ কি গত গ্রীষ্ম ঋতুমে ঠাকুর রঘুনাথসিংহজী কা শরীর বর্ত্ত গয়া"।

এই গ্রন্থ ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত হইয়াছে। এবং মুদ্রাঙ্কনের সময়ের ৪।৫ বৎসর পূর্ব্বে গ্রন্থ লিখন সমাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল।

উল্লিখিত উদ্ধৃত অংশ হইতে স্পষ্ট জানা যাইতেছে যে এই প্রকারের য়েক খানি ভিন্ন ভিন্ন 'বংশাবলী' ভিন্ন ভিন্ন স্থানে আছে।

১। আচরোনের ঠাকুর সাহেব রঘুনাথ সিংহের নিকট একখানি। ইনি এখন পরলোকগত।

২। জয়পুরের রাজা নরসিংহ দাস সাহেবের নিকট একখানি। ইনি এখন পরলোকগত।

৩। হণুতিয়া গ্রাম নিবাসী পালাবৎ চারণ বালাবক্সের নিকট একখানি।

৪। বীরদার ঠাকুর সাহব কিশোর সিংহের নিকট ১ খানি।

৫। আমেরের জগৎশিরোমণিজীর মন্দিরের পূজারী বসন্তলাল ব্রাহ্মণের নিকট একখানি।

৬। পাঠৌদার ঠাকুর সাহেব জুহার সিংহজীর নিকট ১ খানি।

ইহার মধ্যে প্রথম তিন খানি একই জিনিস—ভিন্ন ভিন্ন নকল মাত্র ৪র্থ এবং পঞ্চম খানিতে স্পষ্ট স্পষ্ট বৃত্তান্ত লিখিত আছে। গ্রন্থকর্ত্তা এ দুই খানির বিশেষ আদর করিয়াছেন। এবং প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকা করিয়াছেন।

যে 'বংশাবলী' গ্রন্থ আমাদিগের দৃষ্টিগোচর হইয়াছে—উহা সম্ভবত প্রথমোক্ত তিন খানির অন্যতম। জয়পুরের ভূতপূর্ব্ব রাজমন্ত্রী ঠাকুর ফ সিংহও খুব সম্ভবতঃ এই খানিরই অনুসরণ করিয়াছেন।

সব গোল চুকিয়া যায় যদি জয়পুর রাজকীয় ইতিহাস লিখন বিভাগ হই কিছু উপাদান পাওয়া যায়। এই বিভাগে পুরাকাল হইতে জয়পুরের ইতিহা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে লিখিত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু সে ইতিহাসস্থ তত্ত্বং নিহি গুহায়াম্।

বীর কাহিনী।

বা

ফরিদপুরের ইতিহাসের একাংশ। *

ঢাকা, মুরশিদাবাদ প্রভৃতি স্থানের যেরূপ একখানা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ইতিহাস সংগৃহীত হইবার সম্ভাবনা, ফরিদপুর সম্বন্ধে কখনও সেইরূপ আশা করা যাইতে পারে না।

আমরা দেখিতে পাই মোগল আমলের সরকার ফতেয়াবাদ, চাকলেভূষণা ও চাকলে জাহাঙ্গিরনগরের কিছু কিছু লইয়া ইহার সংগঠন। কোম্পানীর অধিকারের প্রথম সময়ে উহা ঢাকা এবং যশোহরের মধ্যে বিভক্ত হয়; পরে ঢাকা জালালপুর নামে একটা জেলার নামকরণ হইয়া ঢাকাতেই উহার সদর নির্দ্দিষ্ট থাকে। ঢাকার জন্য একজন মাজিষ্ট্রেট কালেক্টার ও ঢাকা জালালপুরের জন্য একজন স্বতন্ত্র মাজিষ্ট্রেট কলেক্টার নিযুক্ত ছিলেন। ১৮১১ খৃষ্টাব্দে ঢাকা জালালপুরের মাজেষ্ট্রেটী কালেক্টারী ঢাকা হইতে ফরিদপুর উঠিয়া আইসে, এই সময় চন্দনা নদীর পূর্ব্ববর্ত্তী অংশ যশোহর হইতে খারিজ হইয়া ফরিদপুরে পরিবর্ত্তিত হয়। পদ্মার পূর্ব্বতটবর্ত্তী জাফরগঞ্জ এবং নবাব-গঞ্জের থানা কতককাল ফরিদপুরের মধ্যে থাকিয়া পরে ঢাকার অধীনে হয়। আবার বাখরগঞ্জের অন্তর্গত গোপীনাথপুরের থানা যশোহর হইতে ভূষণা ও মুকসুদপুর থানাদ্বয় এবং পাবনা হইতে পাংশা খারিজ হইয়া ফরিদপুরের মধ্যে আইসে।

প্রথমতঃ এইরূপেই জেলার সংগঠন হয়, পরে ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে মাদারিপুর

* এই প্রবন্ধটী ১৩১২ সালের ২৯শে জ্যৈষ্ঠ সাহিত্যপরিষদে পঠিত হয়।

সবডিভিসন বাখরগঞ্জ জেলা হইতে ফরিদপুরের অধীন হইলে উহা একটী প্রকৃত জেলাতে পরিণত এবং তৎপর হইতেই তথায় একজন ডিষ্ট্রিক্ট জজ নিযুক্ত হয়।

পূর্ব্বে মুনফৎগঞ্জের থানা ঢাকার জেলার অধীন ছিল। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে উহা বাখরগঞ্জ ভুক্ত হইয়া মাদারীপুর সবডিভিসনের মধ্যে যায়। এখন মাদারিপুরের সহ উহাও ফরিদপুরের এলেকা ভুক্ত হইয়াছে। সম্প্রতি মুনফৎগঞ্জ নামের পরিবর্ত্তে পাংশা ষ্টেসন নাম হইয়াছে।

বলিতে গেলে ভূষণা ও পালং থানাই জেলার প্রাচীন অংশ; যদি কিছু প্রাচীন ঐতিহাসিক বা কীর্ত্তির বিষয় সংগঠিত হইয়া থাকে তবে ঐ দুই ষ্টেসনের অন্তর্গত স্থানেই তাহা অধিক পরিমাণে হইয়াছে। ভূষণার মুকুন্দ রায়, সংগ্রাম সাহ ও সীতারাম রায়ের নাম আজ কাল কে না অবগত আছেন। বিক্রমপুরের কথকাংশ এবং ইদিলপুরের কথকাংশ লইয়া পালং ষ্টেসন, ঐ বিক্রমপুরের চাঁদরায়, কেদার রায় এবং রাজবল্লভের পরিচয় কাহার অবিদিত? আমরা প্রসঙ্গক্রমে এই সকল মহাত্মাগণের এবং অপরাপর কতিপয় ঘটনার সঙ্ক্ষিপ্ত বীরোচিত ইতিহাস মাত্র এই স্থলে উল্লেখ করিতে প্রয়াস পাইলাম। এতৎ সম্বন্ধে অধিক বাক্যবিন্যাস অনাবশ্যক।

আকবর সাহের শাসনের ২৮ বৎসরে (১৫৮৩ খৃঃ) প্রথম আমরা ফতেয়াবাদের নাম প্রাপ্ত হই। এই সময়ে খানি আজাম মীরজা কোকা বাঙ্গলা ও বিহারের বিদ্রোহদমনে নিযুক্ত ছিলেন। মাশুম কাবুলী ও কতলু লোহানী বিদ্রোহের নায়ক ছিলেন। কালীগঙ্গার নিকট উভয় পক্ষের সাক্ষাৎ হওয়ায় যুদ্ধ আরম্ভ হয়।

"রাজকীয় সৈন্য শত্রু সৈন্যের সম্মুখীন হইয়া একমাস পর্য্যন্ত যুদ্ধ করেন। প্রত্যহই উভয় পক্ষের যুদ্ধ হইত, উভয় পক্ষেই যথেষ্ট সাহস প্রদর্শন করিয়াছিলেন। কিন্তু পরিণামে বিদ্রোহীদের কোন ভয়ের সঞ্চার হওয়ায় রাজকীয় সৈন্য জয়লাভ করে। এই সময়ে বিদ্রোহীদিগের মধ্যে কাজীম জাদা নামক কোন নেতা ফতেয়াবাদ হইতে অনেকগুলি যুদ্ধ জাহাজ এবং কামান বন্দুক

ইয়া পৌঁছেন, কিন্তু তিনি বিপক্ষের কামানের গুলিতে প্রাণ ত্যাগ করিলে হমলার আজ্ঞাক্রমে কালাপাহাড় তৎপদে প্রতিষ্ঠিত হন"। *

ইহাতে স্পষ্ট বোধ হয় যে এক সময়ে ফতেয়াবাদের শক্তি কম ছিলনা, আত্মরক্ষণোপযোগী যুদ্ধ জাহাজ কামান বন্দুক ইত্যাদি তাহারা অপনারাই প্রস্তুত করিয়া লইতে পারিত। ঐরূপ কারিকরের সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি াইতেছিল, "জাহানকোষা" কামান ঢাকার কর্ম্মকারের দ্বারাই প্রস্তুত হয়। াকবর সাহের রাজত্ব সময়ে এই সরকারের ৩১ মহালে ৭৯৬৯৫৬৭ দাম কর আদায় হইত। ৯০০ রণতরী এবং ৫০৭০০ সৈন্য এক প্রকার যাইতে ারিত।

আকবর বাদসাহের রাজত্বে ফরিদপুরের অন্তর্গত বিক্রমপুর পরগণায় একটী ময়রাভিনয় দেখিতে পাই। কেদার রায়ের সহিত মোগল সেনাপতি মান-সিংহের এই সঙ্ঘর্ষণ হয়।

বারভূঞাগণের মধ্যে যদি কাহাকেও সর্ব্ব প্রথম আসন প্রদান করা র্ত্তব্য হয়, আমাদের বিবেচনায় তবে তাহা বিক্রমপুরের কেদার রায়েরই পা। ঈশা খাঁ মসনদ আলী সর্ব্ব প্রধান ছিলেন বটে কিন্তু পরিণামে তিনিও োগল পতাকামূলে মস্তক অবনত করিতে বাধ্য হইলেন। অধিকাংশই ৎপথাবলম্বন করেন, করিলেন না কেবল তিনটী মহাপ্রাণ, বিক্রমপুরের কেদার রায় ভূষণার মুকুন্দরায় ও যশোহরের প্রতাপাদিত্য। আকবরনামাতে কেদার রায় ও মুকুন্দরাম রায়ের নাম স্পষ্ট উল্লেখ আছে, জানিনা প্রতাপা-দিত্যের নাম উহাতে উল্লেখ নাই কেন। এমন কি এখন দেখা যায়, যে ীলামনী মানসিংহ বঙ্গদেশ হইতে জয়পুর স্বীয় রাজধানীতে লইয়া গেল, াহাও প্রতাপাদিত্যের গৃহদেবী নন, কেদার রায়ের গৃহাধিষ্ঠাত্রী দেবী বলিয়াই

* ইলিয়ট ৬৭ পৃষ্ঠা। পূর্ব্ববঙ্গে অনেক প্রস্তরনির্ম্মিত দেবমূর্ত্তি দেখা যায়, কোনটী বা কেবারে ভগ্ন কোনটীর নাসিকা ও কর্ণ ভগ্ন। উহা বাদসাহের কাণ্ড বলিয়াই শুনা যায়। াধ হয় এই সুযোগে কালাপাহাড় একবার ফতেয়াবাদ আসিয়া পূর্ব্ববঙ্গে নানাবিধ উৎপাত রিয়াছিল।

তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। যাহা হউক কেদার রায় যে একজন প্রক্রা ক্ষমতাসম্পন্ন ও বীরপুরুষ ছিলেন তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই।

কেদার রায় ও ইশাখাঁ এক দলবদ্ধ হইয়া, মোগল বাদসাহের বিরুদ্ধে যুদ্ব ঘোষণা করেন, এই সময়ে ১৬০২ খৃষ্টাব্দে বিপুলবাহিনী ও রণতরী সুসজ্জিত হইয়া ব্রহ্মপুত্র, মেঘনা ও কালীগঙ্গার তটও সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। মোগল সেনাপতি বাজ বাহাদুর বিপুল আয়োজন করিয়া কেদার রায়কে দমন করিবার জন্য শ্রীপুর উপনীত হন। কিন্তু কেদার রায়ের বিক্রম সহ্য করিতে না পারিয়া মানসিংহের নিকট আরও সৈন্য সাহায্য চাহিয়া পাঠান রাজা মান তৎক্ষণাৎ একদল সুশিক্ষিত সৈন্য বাজবাহাদুরের সাহায্যার্থে প্রেরণ করিয়া স্বয়ং পশ্চাৎ অনুসরণ করেন। মানসিংহ রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া কেদার রায়কে পরাস্ত করেন বটে কিন্তু তাহার রাজ্য গ্রহণ করেন নাই। সম্ভবতঃ সেই যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া কেদার রায়ের গৃহাধিষ্ঠাত্রী দেবী শীলাময়ীকে মানসিংহ জয়পুর লইয়া যান এবং স্বয়ং কেদার রায়ের একটী কন্যাকে গ্রহণ করেন †

আকবর বাদসাহের রাজত্বের ৪৮ বৎসরে ১৬০৩ খৃঃ পুনরায় কেদার রায় মোগলের বশ্যতা অস্বীকার করেন, এই সময়ে তাহার সহিত ইশা খাঁর বিবাদ ইশা মোগল পদে মস্তক অবনত করিয়াছে, এক মাত্র মগরাজকে অবলম্বন করিয়া কেদার বঙ্গমাতার স্বাধীনতা সংরক্ষণপ্রয়াসে বদ্ধপরিকর। কেদার রায় পাঁচশত জাহাজ সংগ্রহ করিয়া মোগল সৈন্যাধ্যক্ষ কিলমককে অবরোধ করিয়া ফেলিলেন, এবার ঘোরতর যুদ্ধ বাধিল, মোগল সেনা পরাস্ত হইয়া পলায়ন করিতে অসমর্থ হইয়াছিল, কিন্তু মানসিংহ পুনরায় বহু সৈন্য সহ যুদ্ধস্থলে উপনীত হইয়া শ্রীপুর অবরোধ করিলেন। আকবরনামাতে দেখা যায় কেদার রায় ভয়ানক যুদ্ধে আহত হইয়া ধৃত হন—কিন্তু মানসিংহের নিকট আনীত হইবার অল্প

* ইলিয়ট ১০৬ পৃষ্ঠা বালাম ৩।
† মেঘনাদ ভট্টাচার্য্য প্রেরিত প্রবন্ধ, সাহিত্যপারিষৎ পত্রিকা।

কাল পরেই তিনি সেই নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিয়া সুরভোগ্য সুরলোকে প্রস্থান করেন। *

দেশী প্রবাদ অনুসারে জানা যায় রাজকর্ম্মচারী বিশ্বাসঘাতক ব্রাহ্মণবংশীয় রামন্তল খাঁর প্ররোচনায় মানসিংহ গুপ্ত ঘাতক প্রেরণ করিয়া সেই পরাক্রমশালী বীরকেশরীকে গোপনে হত্যা করেন। যে স্থানে এই যুদ্ধাভিনয় হয় তাহার নাম নগর ফতেজঙ্গপুর। উহা পালং ষ্টেশন হইতে ৫ মাইল পূর্ব্বে উত্তরাংশে অবস্থিত।

কেদার রায়ের পরই আমরা ভূষণার মুকুন্দ রায়ের নাম উল্লেখ করিতে পারি। আকবরনামাতে ইনি মুকুন্দ জমিদার নামে অভিহিত হইয়াছেন। কুতুলখাঁর আক্রমণ হইতে সলিমাবাদের শাসনকর্ত্তা মীর জানদাদ আত্মরক্ষা করিতে অসমর্থ হইয়া ইঁহার আশ্রয় গ্রহণ করেন। আকবরনামাতে এপর্য্যন্তই পাওয়া যায়। এই সময়ে মুকুন্দ মোগলবাদসাহের অধীন ছিলেন, পরিণামে কিন্তু তিনিও মোগলদ্রোহী হইয়া মানসিংহ কর্ত্তৃক পরাস্ত ও হত হন।

মুকুন্দ রায়ের পর ভূষণার সংগ্রাম সাহের নাম উল্লেখযোগ্য। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে সংগ্রাম প্রাদুর্ভূত হন এবং বাদসাহ আরঙ্গজেবের অধীনে থাকিয়া মাড়োয়ারের রাঠোর এবং সাহাবাজপুরের মগদিগকে দমন করিয়া বাদসাহের নিকট ভূষণাচাকলার অনেক স্থান জায়গীরস্বরূপ প্রাপ্ত হন। † পরে তাহার বংশধরগণ বিদ্রোহী হইলে সীতারামের পিতা উদয়নারায়ণ ১৬৫৫ খৃষ্টাব্দে, নবাবী সৈন্যসহ ভূষণায় আগমন করিয়া তাহাদের জমিদারী বাজেয়াপ্ত করিয়া লন।

সীতারাম রায়ের অমানুষিক বীরত্বের কথা বোধ হয় কাহারও অবিদিত নাই। নবাবসেনাপতি আবু তোরাব ইঁহার হস্তে নিহত হন। পরে মুর্শিদ

* ইলিয়ট ১১৬ পৃষ্ঠা আকবর নামা।
† কবি কণ্ঠহার কৃত সদ্বৈদ্য কুলপঞ্জিকা, ভরত মল্লিক কৃত চন্দ্রপ্রভা, আলমগীর নামা হইতে উদ্ধৃত কলিকাতা রিভিউ, মিঃ বিভারিজ কৃত বাখরগঞ্জের ইতিহাস, টড কৃত রাজস্থান দেখ।

কুলি খাঁ কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া তিনি নিহত হন। তাঁহার জন্মস্থান ভূষণার নিকটবর্ত্তী গেপোলপুর গ্রামে, এই হিসাবে ফরিদপুরের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, তাঁহার কীর্ত্তিকলাপ ও রাজ্যশাসন ইত্যাদি সমুদয়ই মামুদপুরে হইত, সেই জন্য যশোহর তাঁহার লীলাক্ষেত্র মাত্র।

ভগবানের রাজ্যে অত্যাচারীর পতন সুনিশ্চয়, তবে দুদিন অগ্রে আর দুদিন পশ্চাতে; ইতিহাস আলোচনা করিয়া দেখা যায়, রাজাই হউন প্রজাই হউন, অত্যাচার অবিচার যাঁহার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, তিনিই আপনার পতনের পথ সেই কালেই পরিষ্কার করিয়া রাখিয়াছেন। উচ্চনীচ কাহারও এই বিধান হইতে নিস্কৃতি পাইবার সম্ভাবনা নাই। এজন্য রাজতন্ত্রের পরিবর্ত্তে প্রজাতন্ত্র এবং প্রজাতন্ত্রের বিলয়ে রাজতন্ত্রের সংস্থাপন হইতেছে। একটী ক্ষুদ্র উদাহরণ দ্বারা আমরা এ বিষয়ের সত্যতা প্রদর্শন করিব।

বারভূঞার পতনের পর, তাহাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলি নানা বিভাগে বিভক্ত হইয়া আবার বহু জমিদারের অভ্যুদয় হয়। কেদার রায়ের জমিদারী নিজ বিক্রমপুর নওপাড়ার ভরদ্বাজ চৌধুরীদের হস্ত-গত হয়। প্রথম জমিদার রঘুনন্দন অতি সচ্চরিত্র এবং বীর পুরুষ ছিলেন। এজন্য মানসিংহ তাঁহার হস্তেই ঐ জমিদারী ন্যস্ত করেন। রঘুনন্দন জমিদারী লাভ করিয়া স্বদেশের যথেষ্ট উন্নতি সাধন করিয়া তুলেন। নানাস্থান হইতে নানা শ্রেণীর সম্ভ্রান্ত লোক আসিয়া এই সময়ে তথায় বাস করিতে আরম্ভ করেন। বিশেষ বৈদ্য সম্প্রদায় মধ্যে তাঁহার স্থান অতি নিম্নে ছিল, এজন্য যশোহরাঞ্চল হইতে বহু সম্ভ্রান্ত বৈদ্য আনিয়া স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠা করেন। ক্রমে দুই তিন পুরুষ পর যাঁহারা এই বংশে অবতীর্ণ হইতে লাগিলেন, তাঁহারা কিন্তু আর কাহাকেও সম্মানী বলিয়া গ্রাহ্য করিতেন না। নানারূপ অত্যাচার অবিচার চলিতে লাগিলেন। শুনা যায় ইঁহারা সাড়ে সাত ঘর লোককে ক্রীতদাসের কার্য্যে নিযুক্ত করেন, ভদ্রলোকের বাটীর নিকট দিয়া, অশ্লীল সারি গাহিয়া বাইচের নৌকা চালাইতেও ইতস্ততঃ করিতেন না।

অত্যাচারের মাত্রা ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়া সকল শ্রেণীর উপরই চলিতে লাগিল।

দা তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা যাঁহাদের পদধূলি বাড়ীতে পড়িলে, আপনা-কে কৃতার্থ মনে করিতেন, সেই সকল স্বশ্রেণীয়দিগকে এখন আর তাঁহারা য্য বলিয়াই বিবেচনা করিতেন না।

দিন কাহারও সমানে যায় না, এদিকে বৈদ্য বংশের মধ্যে যাঁহারা ইতি-কেবল কৌলীন্য ও ঔষধ সম্বল করিয়া এতকাল জীবনযাপন করিতেছিলেন, য় আবার তাঁহাদের বংশধরেরা অনেকেই সংস্কৃত শ্লোকাবৃত্তি পরিত্যাগ রিয়া, আবার পারস্য ভাষায় মনোনিবেশ করিলেন। অচিরাৎ ফলও ফলিল, মধ্যে অনেকে উচ্চ রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইতে লাগিলেন। এই সময় তাঁহা-দের নিকট জমিদারের অন্যায় অত্যাচার বা আদব কায়দা ভাল লাগিত না। বোধ হয় সকলেই অনুমান করিতে পারেন যে, মানব যতই উন্নতিলাভে অগ্রসর হয়, ততই তাহার দৃষ্টি তদপেক্ষা উন্নতবানের প্রতি পতিত হয়; আর যাহাতে তাহারা সেই পদ লাভ করিতে পারে তজ্জন্য বদ্ধপরিকর হয়।

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি ও এক সময় বিক্রমপুরস্থ ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় মধ্যে পাণ্ডিত্যের প্রাধান্য ব্যতীত বৈষয়িক বিষয়ে বড় কেহ লিপ্ত ছিলেন না। স্বাবলম্বনে এই সময়ে বৈদ্য সম্প্রদায়ের মধ্যে জপসার রায়, সোনার ও সোমকাটের ভুঞা এবং সরকার। কায়স্থ সম্প্রদায় মধ্যে মালখানগরের বসু বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন।

বসু মহাশয়দের অবস্থা পূর্ব্ব হইতেই কতকটা উন্নত হইতেছিল, কিন্তু একাকী প্রবল পরাক্রান্ত জমিদারের সহিত এ পর্য্যন্ত কিছু করিয়া উঠিতে পারেন নাই; ক্রমে এই কয়েক ঘর একত্রিত হইয়া জমিদারের বিরুদ্ধে দাঁড়াই-লেন। জমিদারও নূতন অভ্যুত্থিত প্রজাগণকে দমন জন্য নিত্য নূতন অত্যা-চারের সৃষ্টি করিতে লাগিলেন, উভয় পক্ষের দাঙ্গা হাঙ্গামায় বিক্রমপুর উৎসন্ন যাইতে বসিল। এই কথা ক্রমে ঢাকার সুবেদারের কর্ণগোচর হইল। এই সময়ে সুবেদার সরফরাজ খাঁর প্রতিনিধি ঘালেব আলি খাঁ ঢাকার নায়েব এবং যশোবন্তরায় তাঁহার দেওয়ান ছিলেন।

প্রজারা জমিদারের বিরুদ্ধে নানারূপ অত্যাচারের আবার জমিদার পক্ষ

কুলি খাঁ কর্তৃক ধৃত হইয়া তিনি নিহত হন। তাঁহার জন্মস্থান ভূষণার নিকটবর্ত্তী গেপোলপুর গ্রামে, এই হিসাবে ফরিদপুরের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, তাঁহার কীর্ত্তিকলাপ ও রাজ্যশাসন ইত্যাদি সমুদয়ই মামুদপুরে হইত, সেই জন্য যশোহর তাঁহার লীলাক্ষেত্র মাত্র।

ভগবানের রাজ্যে অত্যাচারীর পতন সুনিশ্চয়, তবে দুদিন অগ্রে আর দুদিন পশ্চাতে; ইতিহাস আলোচনা করিয়া দেখা যায়, রাজাই হউন প্রজাই হউন, অত্যাচার অবিচার যাঁহার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, তিনিই আপনার পতনের পথ সেই কালেই পরিষ্কার করিয়া রাখিয়াছেন। উচ্চনীচ কাহারও এই বিধান হইতে নিষ্কৃতি পাইবার সম্ভাবনা নাই। এজন্য রাজতন্ত্রের পরিবর্ত্তে প্রজাতন্ত্র এবং প্রজাতন্ত্রের বিলয়ে রাজতন্ত্রের সংস্থাপন হইতেছে। একটী ক্ষুদ্র উদাহরণ দ্বারা আমরা এ বিষয়ের সত্যতা প্রদর্শন করিব।

বারভূঞার পতনের পর, তাহাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলি নানা বিভাগে বিভক্ত হইয়া আবার বহু জমিদারের অভ্যুদয় হয়। কেদার রায়ের জমিদারী নিজ বিক্রমপুর নওপাড়ার ভরদ্বাজ চৌধুরীদের হস্তগত হয়। প্রথম জমিদার রঘুনন্দন অতি সচ্চরিত্র এবং বীর পুরুষ ছিলেন। এজন্য মানসিংহ তাঁহার হস্তেই ঐ জমিদারী ন্যস্ত করেন। রঘুনন্দন জমিদারী লাভ করিয়া স্বদেশের যথেষ্ট উন্নতি সাধন করিয়া তুলেন। নানাস্থান হইতে নানা শ্রেণীর সম্ভ্রান্ত লোক আসিয়া এই সময়ে তথায় বাস করিতে আরম্ভ করেন। বিশেষ বৈদ্য সম্প্রদায় মধ্যে তাঁহার স্থান অতি নিম্নে ছিল, এজন্য যশোহরাঞ্চল হইতে বহু সম্ভ্রান্ত বৈদ্য আনিয়া স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠা করেন। ক্রমে দুই তিন পুরুষ পর যাঁহারা এই বংশে অবতীর্ণ হইতে লাগিলেন, তাঁহারা কিন্তু আর কাহাকেও সম্মানী বলিয়া গ্রাহ্য করিতেন না। নানারূপ অত্যাচার অবিচার চলিতে লাগিলেন। শুনা যায় ইঁহারা সাড়ে সাত ঘর লোককে ক্রীতদাসের কার্য্যে নিযুক্ত করেন, ভদ্রলোকের বাটীর নিকট দিয়া, অশ্লীল সারি গাহিয়া বাইচের নৌকা চালাইতেও ইতস্ততঃ করিতেন না।

অত্যাচারের মাত্রা ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়া সকল শ্রেণীর উপরই চলিতে লাগিল

...দা তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা যাঁহাদের পদধূলি বাড়ীতে পড়িলে, আপনাকে কৃতার্থ মনে করিতেন, সেই সকল স্বশ্রেণীয়দিগকে এখন আর তাঁহারা ...্য বলিয়াই বিবেচনা করিতেন না।

...দিন কাহারও সমানে যায় না, এদিকে বৈদ্য বংশের মধ্যে যাঁহারা ইতি- ... কেবল কৌলীন্য ও ঔষধ সম্বল করিয়া এতকাল জীবনযাপন করিতেছিলেন, ... আবার তাঁহাদের বংশধরেরা অনেকেই সংস্কৃত শ্লোকাবৃত্তি পরিত্যাগ ...িয়া, আবার পারস্য ভাষায় মনোনিবেশ করিলেন। অচিরাৎ ফলও ফলিল, ...ধ্যে অনেকে উচ্চ রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইতে লাগিলেন। এই সময় তাঁহাদের নিকট জমিদারের অন্যায় অত্যাচার বা আদব কায়দা ভাল লাগিত না। বোধ হয় সকলেই অনুমান করিতে পারেন যে, মানব যতই উন্নতিলাভে অগ্রসর হয়, ততই তাহার দৃষ্টি তদপেক্ষা উন্নতবানের প্রতি পতিত হয়; আর যাহাতে তাহারা সেই পদ লাভ করিতে পারে তজ্জন্য বদ্ধপরিকর হয়।

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি ও এক সময় বিক্রমপুরস্থ ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় মধ্যে পাণ্ডিত্যের প্রাধান্য ব্যতীত বৈষয়িক বিষয়ে বড় কেহ লিপ্ত ছিলেন না। স্বাবলম্বনে এই সময়ে বৈদ্য সম্প্রদায়ের মধ্যে জপসার রায়, সোনার ও সোমকাটের ভুঞা এবং সরকার। কায়স্থ সম্প্রদায় মধ্যে মালখানগরের বসু বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন।

বসু মহাশয়দের অবস্থা পূর্ব্ব হইতেই কতকটা উন্নত হইতেছিল, কিন্তু একাকী প্রবল পরাক্রান্ত জমিদারের সহিত এ পর্য্যন্ত কিছু করিয়া উঠিতে পারেন নাই; ক্রমে এই কয়েক ঘর একত্রিত হইয়া জমিদারের বিরুদ্ধে দাঁড়াইলেন। জমিদারও নূতন অভ্যুত্থিত প্রজাগণকে দমন জন্য নিত্য নূতন অত্যাচারের সৃষ্টি করিতে লাগিলেন, উভয় পক্ষের দাঙ্গা হাঙ্গামায় বিক্রমপুর উৎসন্ন যাইতে বসিল। এই কথা ক্রমে ঢাকার সুবেদারের কর্ণগোচর হইল। এই সময়ে সুবেদার সরফরাজ খাঁর প্রতিনিধি ঘালেব আলি খাঁ ঢাকার নায়েব এবং যশোবন্তরায় তাঁহার দেওয়ান ছিলেন।

প্রজারা জমিদারের বিরুদ্ধে নানারূপ অত্যাচারের আবার জমিদার পক্ষ

আমাদের এমন একজনও থাকিবে না, যাহাদের নিকট তোমরা, জয় পরাজয়ের সংবাদ অবগত হইতে পারিবে।

প্রাতঃ সময় এই যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া সম্পূর্ণ দিবারাত্রি উভয় পক্ষের সমভাবে অস্ত্রশস্ত্র পরিচালনা চলিয়াছিল। কিন্তু বিজয়লক্ষ্মী রাজপক্ষের অঙ্কশায়িনী হওয়ায়, প্রতিপক্ষগণ তিষ্ঠিতে পারিল না। উভয়পক্ষের প্রায় সহস্র লোক হতাহত হইল। সম্মুখবর্ত্তী যমুনা নদীর নীল জল রক্তিমাভা ধারণ করিল, এই ভয়াবহ যুদ্ধে পূর্ব্ববঙ্গের বহু হিন্দু মুসলমান বীর স্ব স্ব প্রাণান্ত করিয়া স্ব স্ব পক্ষের কল্যাণসাধনে ও প্রতিপক্ষের জীবনহননে প্রবৃত্ত হইয়াছিল; সাম্রাজ্যের রাজায় রাজায় যুদ্ধ হইলে এইটী ইতিহাসের পৃষ্ঠায় উজ্জ্বল অক্ষরে লিপিবদ্ধ থাকিত। বাঙ্গালীর বীরত্বের একটা দৃষ্টান্ত বহুযুগ পর্য্যন্ত লোকসমাজের অন্তঃস্তলে চিরনিবদ্ধ থাকিত, ভবিষ্যৎ বংশধরদিগকে জাগ্রত করিয়া তুলিত। যেরূপ গভীর বিক্রম এই সময় উভয় পক্ষ হইতে প্রদর্শিত হইয়াছিল, চাঁদরায়ের পতনের পর এতদঞ্চলে আর তদনুরূপ হইয়া উঠে নাই। শুনিয়াছি এরূপ বহু ছিন্নমস্তক সংগৃহীত হইয়া রায় গোপালকৃষ্ণ বাহাদুরের নিকট উপস্থিত করা হয়। রায় বাহাদুর ঐ মুণ্ডনিচয় একত্রিত করিয়া তদুপরি এক মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া তন্মধ্যে রণদক্ষিণা নামে কালী সংস্থাপন করেন। লেখক স্বয়ং ঐ মঠ এবং কালীর ঘট সন্দর্শন করিয়াছেন।

যৎকালে ঐ দাঙ্গা হইয়া বহু লোকক্ষয় হয় তৎসময় দেশের রাজা কোম্পানি বাহাদুর, তাঁহারা এই সংবাদ অবগত হইয়া মূল বিবরণ অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হন। পরে তাঁহাদের মতে রায় গোপালকৃষ্ণ দোষী সাব্যস্ত হওয়ায়, তাঁহার প্রতি এই দণ্ডাজ্ঞা প্রয়োগ হয় যে, তাঁহাকে আড়াই ঘণ্টা কয়েদ থাকিতে হইবে, অবশ্য এই আজ্ঞা প্রতিপালিত হইল। কিন্তু দেশীয় জমিদারগণ-মধ্যে হাহাকার পড়িয়া গেল। সেই দিন সকলেই বিবেচনা করিলেন যে, দেশের মাটী বা মনুষ্য আর তাহাদের আয়ত্ত নহে, সমুদয় কোম্পানি বাহাদুরের। জমিদারের মানসম্ভ্রম আর থাকে না। এমনকি প্রতি পক্ষ মুন্সী ইমামদ্দীনের নিকট তাহার কর্ম্মচারিগণ বড়ই সন্তোষের সহিত এই ঘটনা

প্রকাশ করিলেন। ভাবিলেন এজন্য তাঁহারা নিশ্চয় পুরস্কৃত হইবেন। কিন্তু ফল বিপরীত ফলিল। 'ইমামদ্দীন' শুনিবামাত্র কি রাজা বাহাদুরের জেল! তবেত আর মানসম্ভ্রম থাকিবে না, এই কথা উচ্চারণ করিয়া তিনি যে পতিত হইলেন তাহাতেই তাঁহার মহাপতন হইল। কোথায় শত্রুর মর্য্যাদার হানি শুনিয়া হৃষ্ট হইবেন, না, তাহাই তাঁহার মনোকষ্ট ও মৃত্যুর কারণ হইল। যাঁহার আত্মমর্য্যাদা জ্ঞান আছে তিনি মানীর মানের যে পক্ষপাতী হইবেন তাহাতে সন্দেহ কি? *

বোধ হয় যাঁহারা কোম্পানির রাজত্বপ্রাপ্তির সহায়তা করিয়াছিলেন, তাহাদের মনে বিশ্বাস ছিল, সর্ব্বসময়ে সর্ব্বপ্রকারে তাঁহারা সসম্মানে এবং বিষয় সম্পত্তি লইয়া ইংরাজ আমলে সুখে কাটাইয়া দিবেন। তাঁহাদের অত্যাচার অবিচারের দিন রাজস্থানীয় কোম্পানি বাহাদুর কোন লক্ষ্যই করিবেন না। কিন্তু পরিণামে তাঁহারা ও তাঁহাদের বংশধরগণ আপনাদের ভ্রম অচিরেই বুঝিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। সম্ভবতঃ এই সকল বিষয় ভাবিয়া সেই মহাভাগ মুসলমানবীর এই অধঃপতিত নরক স্থান হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিলেন।

ইহার পর হইতেই দিন দিন কোম্পানীর পরাক্রম বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, দেশীয় লাঠিয়ালগণও তৎপোষক জমিদারগণ মেলেরিয়াপ্রপীড়িত রোগীর ন্যায় ক্রমে নির্জ্জীব হইয়া পড়িতে লাগিল, ক্রমশ সহ্য করাইয়া ইংরাজাধিকারের শত বৎসর পর যে কালে নূতন পেনালকোড জারি হইল তৎসময় হইতেই, বঙ্গ-মাতার বীরসন্তানেরা ত্রাহি রবে, শড়কী, বর্শা, তীর, তলোয়ার, পরিত্যাগ করিয়া দিব্য সভ্য বাবু সাজিয়া আসরে অবতীর্ণ হইলেন। সেইদিন হইতেই কার্য্য মুখে চলিতে আরম্ভ হইল। যাহা হউক কিন্তু নীলকরপ্রপীড়িত কৃষকগণের উৎসাহ ও কার্য্যকলাপসন্দর্শনে তৎকালে মনে হইয়াছিল সেই

* বহুদিন গত হইল ঢাকা গেজেটে একজন লেখক এই বৃত্তান্ত অবতারণা কালে রাজপক্ষের মূল মুন্সী পক্ষের জয়ের ঘোষণা করিয়াছেন, বোধ হয় তিনি সম্যক্ ঘটনা অবগত না হইয়াই ঐরূপ মিথ্যার আশ্রয় লইয়াছিলেন। বিক্রমপুরের ইতিহাস, মহারাজ রাজবল্লভের জীবন-চরিত ৪৩ পৃষ্ঠা।

সময় পর্য্যন্ত বঙ্গমাতার সন্তানেরা বীররসের নেশা হইতে একেবারে বঞ্চিত হয় নাই।

পরবর্ত্তী সময়ে এই জেলার ইদিলপুরের চৌধুরীরা কতককাল সজীবতাবস্থায় কালকর্ত্তন করিয়াছিলেন। কোম্পানীর রাজকর বার বার বন্ধ করিয়াও তাঁহারা পর্য্যুদস্ত হন নাই। কত বার তাহাদের জমিদারী বাজেআপ্ত করা হয় কিন্তু কোনমতেও সরকার বাহাদুরের কর আদায়ের সুবিধা হইয়া উঠে নাই। পরে যখন কলিকাতাবাসী মোহিনীমোহন ঠাকুর ১৮১২ খৃষ্টাব্দে ঐ পরগণা নিলাম খরিদ করেন, তিনি দ্বাদশ বৎসর মধ্যে উহা দখল করিতে পারেন নাই। উভয় পক্ষের দাঙ্গা হাঙ্গামায় বহুলোক হতাহত হয়। সদর-লণ্ডের * রিপোর্টে জানা যায় "যখনই নিলাম খরিদারগণ পরগণা দখল করিতে অগ্রসর হন, তখনই চৌধুরীরা অস্ত্র শস্ত্র লইয়া বাধা দেওয়াতে ভয়ানক দাঙ্গা হয়।" পরে কিন্তু ইংরাজের আইনের কাছে চৌধুরীদের জোর জবর আর টিকিল না।

নড়ালের বাবুদের নাম বঙ্গবিশ্রুত, বাবু রামরতন রায়ের লাঠীর কথা সকলেই অবগত আছেন। এই রায় বংশস্থাপয়িতা কালীশঙ্কর সরকার জমিদারী করিয়া যান বটে, কিন্তু তৎসমুদয় তাঁহার সময় পর্য্যন্ত সুশৃঙ্খলা বিধান হয় নাই। রামরতনের প্রথম সময়ে তেলীহাটী পরগণার ২২ বাইশ তালুকদার একত্র দলবদ্ধ হইয়া, জমিদারের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করে। তাহারা বলিত নাটোরের রাজা পরগণার প্রকৃত মালিক, কালীশঙ্কর বেনামদার মাত্র, আমরা তাহাকে খাজনা দিব না। উভয় পক্ষের লাঠির চোটে তেলীহাটী উৎসন্ন যাইতে বসে, পরে বুদ্ধিমান রামরতন রায় লাঠী চালান অপেক্ষা আইনের আশ্রয় গ্রহণ করাই সঙ্গত বিবেচনা করিয়া উক্ত উপায় অবলম্বনে পরে কৃতকার্য্য হন। এই বাইশ তালুকদারের মধ্যে উজানীর রাজবংশ, নারাণপুরের

* বাখরগঞ্জের ভূতপূর্ব্ব কালেক্টর মিঃ সদার লণ্ড রিপোর্ট, ১৮৬৭ সনে যাহা ঢাকার কমিশনার নিকট প্রেরণ করেন।

মান মুন্সীরা প্রধান তালুকদার ছিলেন। খান্দার পাড়ার রায়গণ এবং রীর সমদ্দারেরা ক্ষুদ্র তালুকদার ছিলেন; জমিদারের পক্ষ জয়ী হইলে, ী গ্রাম্য গীত রচিত হয়। উহার একটী পদ এইরূপ—যথা,—

"রাজা হাতী মুন্সী ঘোড়া নারাণ রায় কুক্কুর।
বাঁশবনে ফেউ ফেউ করেন সমদ্দার ঠাকুর॥"

এইরূপ আর একটী বিরোধের বিবরণ এ স্থলে উল্লেখ করা যাইতেছে। রিপুরের ঘাটমাঝি প্রভৃতি স্থান পূর্ব্বে জালালপুর জমিদারের অধীন ছিল। াহাদের কর্ম্মচারী রতিরাম দাস ও রামদাস কালক্রমে ঐ জমিদারী মধ্যে এক াণ্ড তালুক করিয়া ফেলে। এজন্য জমিদারের সহিত তাঁহাদের মনান্তর জমিদার মেঘামিয়া রতি রায়ের তালুক লুণ্ঠন করিতে গমন করায় একটা হয়, উহাতে জমিদার হত হন; রতিরাম এই অবসরে জমিদারের অধীনস্থ নেক প্রজার বাড়ী ও ঘাটমাঝি প্রভৃতি স্থান লুণ্ঠন করিয়া আনেন। তৎ ম্বন্ধে এই গ্রাম্য কবিতাটী শুনা যায়; যথা—

"মেঘা মিয়া চেঁগা হইল বিধি হইল বাম।
ঘাটমাঝী লুঠিয়া নিল বুড়া রতি রাম॥"

পরে মেঘামিয়ার স্ত্রী, রতিরামের আত্মীয় তিতুরাম মিত্র ও ভীমদাস দ্বারা কৌশলে রতিরামকে হস্তগত করিয়া প্রাণদণ্ড করে। এই বিশ্বাসঘাতকদ্বয়ের ংশধরগণ আজও জমিদার দত্ত লাখরাজ ভোগ করিতেছে।

অতঃপর আমরা নীলকর ও ফরাজী সম্প্রদায় ঘটিত দুইটী বিবরণ এস্থলে উল্লেখ করিয়া পাঠক মহোদয়গণকে এই ক্লান্তিকর বিষয় হইতে মুক্তিপ্রদান করিতে প্রয়াস পাইব।

ঠিক একই সময়ে ফরিদপুর জেলা দুইটী ঘটনায় একেবারে ব্যতিব্যস্ত হইয়া ছিল। উহার একটী ফরাজী সম্প্রদায়ের অভ্যুদয় লাভ দ্বিতীয়টী নীলকর সাহেবদের অত্যাচার।

ফরাজী সম্প্রদায়ের নেতা হাজী সরিতুল্লা সাহেবের জন্মস্থান শিবচর থানার র্গত দৌলতপুর; সরিতুল্লা শিক্ষা লাভ জন্য মক্কা গমন করিয়া ২০ বৎসর

পরে দেশে প্রত্যাগমন করেন। তাঁহার যৎসামান্য ভূসম্পত্তি ছিল, তা
পদ্মা কর্ত্তৃক ভগ্ন হইয়া তৎসঙ্গে লীন হয়। ওয়াহেবি সম্প্রদায়ের সহিত
কাল পর্য্যন্ত একত্র বাস করিয়া তাহাদের রীতিনীতি শিক্ষার ফল ও
দেশ মধ্যে প্রচার এবং সুন্নত ও বিবাহাদির ব্যয় সংক্ষেপ ভাবে সম্পাদন
জন্য উপদেশ দান করিয়া অনেক মুসলমানকে স্বধর্ম্মে দীক্ষিত করে
হাজি সাহেবের মৃত্যুর পর তৎ সম্প্রদায়ী লোকেরা তাঁহার পুত্র দুধুমিয়া
দলের নেতৃত্বপদ প্রদান করিয়া ক্রমে তিনি একটী সম্পত্তি ক্রয় করায়
তাঁহাকে সময় সময় নানারূপ দাঙ্গা হাঙ্গামাতে জড়িত হইতে হইত
পাচবরের সেন বাবুদের সহিত এই সময়ে তাঁহার ভয়ানক দাঙ্গা হয়। এতদ্ভি
আরও কয়েকটী ঘটনায় লুঠ, হত্যা প্রভৃতি সম্বন্ধীয় মকর্দ্দমায় তাঁহা
কারাদণ্ডের আদেশ হয়। এই বৎসর ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের ভীষণ বিদ্রোহের সম
গবর্ণমেণ্টের বিবেচনায় তাঁহার মত ক্ষমতাশালী লোককে মফস্বল
নিরাপদ সম্ভব নয় বলিয়া কলিকাতায় আবদ্ধ রাখা হয়। বিদ্রোহ অবস
পর্য্যন্ত তাঁহাকে তথায় থাকিতে হইয়াছিল, পরে মুক্তিলাভ করেন। আ
তাঁহার বিরুদ্ধে নানারূপ অত্যাচারের মকর্দ্দমা উপস্থিত হওয়ায়, তাঁহার কারা
হয়, পরে তিনি মুক্তি লাভ করিয়া দেশ পরিত্যাগ করিয়া ঢাকা চলি
যান। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে তথায় তাঁহার মৃত্যু হয়।

এস্থলে তাঁহার সময়ের একটী ভীষণ হত্যার ঘটনা নিম্নে উল্লেখ
যাইতেছে।

তৎসময়ে মিঃ ডুলহস পূর্ব্ব বঙ্গের নানা স্থানে কুঠী সংস্থাপন করি
নীলের দাদনে প্রজাকুলকে আকুল করিয়া তুলেন। তাঁহার কুঠীর দেও
কালীপ্রসাদ কাঞ্জীলাল মুনফৎগঞ্জ থানার অন্তর্গত কুঠী সমূহের তত্ত্বাবধা
ছিলেন। কালীপ্রসাদ, প্রজা ও ফরাজী সম্প্রদায়ের প্রতি বড়ই অত্যা
করিতেন। এজন্য সমুদয় প্রজা ও ফরাজী একত্রিত হইয়া তাঁহাকে
করিয়া অমানুষিক অত্যাচার করে। জানা যায় তাঁহাকে এইরূপ অব
নৌকাযোগে বাখরগঞ্জের অন্তর্গত কাসকাঠীর দক্ষিণাংশে সমুদ্রের নি

কোন স্থানে লইয়া যাইয়া হত্যা করা হয়। এজন্য দুধুমিয়ার দলের বিরুদ্ধে
ক মকর্দ্দমা উপস্থিত হইয়াছিল, তাহার জন্য তাঁহার কারাদেশ হয়।*

এই সময়েও তৎপর বহুবৎসর ব্যাপী ফরিদপুরে নীলকর সাহেবেরা ভয়ানক
ত্যাচার করেন। তন্মধ্যে বেলেকাদীর অন্তর্গত জঙ্গলগড়ের বিবরণ উল্লেখ
যোগ্য। যশোহরের অন্তর্গত নিশ্চিন্তপুরের নীলকর মিঃ ডুরেণ্ড ফরিদপুরের
অন্তর্গত (পূর্ব্ব পাবনার অন্তর্গত জঙ্গল গড়ে নীল দাদন প্রদান জন্য উপস্থিত
ন। প্রজারা কোন মতেও তাহা গ্রহণ করিতে স্বীকৃত না হওয়ায়, সাহেব
নিজ লোক দ্বারা বীজ বপন করিতে প্রবৃত্ত হন। এই ঘটনায় প্রজা সাধারণ
একমতাবলম্বী হইয়া সাহেবের কার্য্যে বাধা প্রদান ও তাহাকে কিঞ্চিৎ উত্তম
মধ্যম দিয়া বিদায় করে।

এই সময় পাবনার অধীনে কুমারখালি সবডিভিসন, সাহেব তত্রস্থ জয়েণ্ট
ম্যাজিষ্ট্রেটকে এ বিষয় জানাইয়া তদন্ত করিবার জন্য প্রার্থনা করেন। তখন
অধিকাংশ হাকিম নীল করদের পিতামাতা ছিলেন, জয়েণ্ট সাহেব, দরখাস্ত
পাইয়াই জঙ্গলগড়ের দিকে অগ্রসর হইলেন। এত তাড়াতাড়ি ইহা ঘটিল
যে সঙ্গী পুলিশ পর্য্যন্ত তৎসহ গমন করিয়া উঠিতে পারিল না।

গ্রাম মধ্যে প্রবেশমাত্র চারিদিকে প্রকাশ হইল যে, নীলকর সাহেব পুনরায়
বপন করিতে আসিয়াছে। তৎসময় আবার যাবতীয় প্রজা একত্রিত হইয়া
সাহেবকে আক্রমণ করিল; সাহেব পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলেন তিনি মহ-
কুমার হাকিম, কিন্তু কেহই তাঁহার সে কথা বিশ্বাস না করিয়া তাহার উপর
লাঠি চালাইতেই পুলিস দলবল লইয়া উপস্থিত হইল, তথাপি কোন প্রজা ভীত
না হইয়া যাহাকে পাইল তাহাকেই মারপীঠ করিতে লাগিল; প্রজাদের প্রথম
বিবেচনার ত্রুটিতে বিষময় ফল ফলিল। জয়েণ্ট সাহেব দলবল লইয়া রণে
ভঙ্গ দিলেন।

* মিঃ বিভারেজ কৃত বাখরগঞ্জের ইতিহাস এবং ইঃ হুইস ম্যাজিষ্ট্রেট কলেক্টর ফরিদপুর ঢাকা
কমিশনার নিকট যে ১৮৬৭ সনের ৪ঠা এপ্রেল তারিখ যে রিপোর্ট করেন তাহা দেখ।

মাজিষ্ট্রেট প্রত্যাবর্ত্তন করিলে পথিমধ্যে নীলকর সাহেবের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। বলিতে হইবে না যে ডুরেণ্ড সাহেব চালাকী করিয়া হাকিম বাহাদুরকে পাঠাইয়া নিজে মন্দ ভাবে গমন করিয়াছিলেন। এই সময় নীলকর ডুরেণ্ড তাহাকে বুঝাইলেন যে, প্রজারা বিদ্রোহী হইয়াছে; অতএব পল্টন না আসিলে তাহারা কখনও বশ্যতা স্বীকার করিবে না। অচিরে এই বৃত্তান্ত কলিকাতায় জানান হইলে কর্ত্তৃপক্ষ তথা হইতে এক রেজিমেণ্ট সৈন্য কুমারখালীতে প্রেরণ করিলেন।

সমাগত সৈন্যাধ্যক্ষ সৈন্যসহ জয়েণ্টমাজিষ্ট্রেট ও নীলকর সাহেব জঙ্গলগড়ের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন; প্রজারা উহার বিন্দু বিসর্গও জানিতে পারে নাই। ক্রমে গ্রাম ঘেরাও হইলে যে কালে বন্দুকের গুড় গুড় শব্দ হইয়া উঠিল তখন গ্রামবাসীরা বুঝিল এবার আর তাহাদের পরিত্রাণ নাই। এক জাতি হইলে সকলেই যে এক ধর্ম্মাবলম্বী বা একতাবলম্বী হইয়া থাকে তাহা কখনও মনে স্থান দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। একই পরিবারে পিশাচ ও দেবতার অধিকার রহিয়াছে, একই বৃক্ষ অবলম্বন করিয়া, মাধবী লতা ও বেতস পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

বেলেকান্দী কনসারনের জার্ডিন স্কীনারের মেনেজার মিঃ বাটারাবি অচিরে এই সংবাদ পাইয়া জঙ্গলগড়ে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তিনি সম্মুখে ভয়াবহ ব্যাপার অবলোকন করিয়া সৈন্যাধ্যক্ষকে বুঝাইলেন, যাহারা বিদ্রোহী বলিয়া পরিচিত, তাহাদের এমন কোন বল নাই যে তাহারা কোন প্রকারেও কোম্পানী বাহাদুরের প্রতি অসম্মান করিতে পারে, তবে সাময়িক গোলযোগ এইরূপ অনেক সময় ঘটিয়া থাকে। গোলাগুলি চালাইবার কোন আবশ্যক নাই। মাত্র জনকতক সিপাহী গ্রাম মধ্যে প্রবেশ করিলেই যাহাকেই হউক বন্দী করিয়া আনিতে পারিবে। কার্য্যে তাহাই হইল, এই উপায়ে লোকজন ধৃত হইয়া বিচারার্থ প্রেরিত হয়। বলা বাহুল্য বিচার গুণে কেহ বা অল্প কেহও বা যাবজ্জীবনের জন্যও দ্বীপান্তরিত হয়। তন্মধ্যে রাজচন্দ্র চৌধুরীর নাম উল্লেখ যোগ্য।

আমরা এতৎসম্বন্ধে আর অধিক মন্তব্য প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করি না, সামর্থ্যও আমাদের নাই। একমাত্র ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগের কএকটী বীরচিত্র এই স্থানে প্রদর্শিত হইল। পাঠক মহোদয়গণ দেখিবেন আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা সিংহ না হউন, ব্যাঘ্র প্রভৃতি হইতে কিরূপে মার্জ্জারে পরিণত হইয়াছিলেন। আর আমরাও এই বিংশ শতাব্দীর মধ্যে কিরূপ মূষিকভাবাপন্ন হইয়া ঘৃণিত জীবনভার বহন করিতেছি। ইহা বুঝিবার ও ভাবিবার বিষয়। *

শ্রীআনন্দনাথ রায়।

হাজি মহম্মদ মসিন। †

বাঙ্গলার নবাব খাঁ আজিম মির্জ্জা কোকের রাজত্বকাল হইতেই জেলা যশোহরের সদর ষ্টেসনের এক মাইল দক্ষিণ পূর্ব্বস্থিত চাঁচড়া গ্রামে রায় উপাধিধারী দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ রাজাদিগের বাস। দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন, দয়া দাক্ষিণ্য ও অতিথেয়তা প্রভৃতি রাজোচিত সদ্‌গুণে চাঁচড়ার রাজগণ যশোহর, খুলনা, নদীয়া ও চব্বিশ পরগণা প্রভৃতি জেলার অধিবাসিগণের নিকট বিশেষ সুপরিচিত।

এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা রাজা ভবেশ্বর রায় হইতে অধস্তন পঞ্চম পুরুষ রাজা কৃষ্ণরাম রায়ের মৃত্যু হইলে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র শুকদেব বার আনা ও কনিষ্ঠ

* শ্রীযুক্ত আনন্দনাথ রায় মহাশয় ফরিদপুরের পূর্ব্ব কাহিনী সম্বন্ধে যে একটী সংক্ষিপ্ত চিত্র প্রদান করিয়াছেন, তাহা হইতে আমরা সে কালের বাঙ্গালীদের বিষয়ে অনেক কথা জানিতে পারিয়াছি। এইরূপে বাঙ্গালার সকল জেলার প্রাচীন বিবরণ সংগৃহীত হইলে বাঙ্গালার বা বাঙ্গালী জাতির প্রকৃত ইতিহাস প্রকাশিত হইতে পারে। বাঙ্গালী যে চিরকাল এরূপ ভীরু ও অকর্ম্মণ্য ছিল না ইহা ঐতিহাসিক সত্য। প্রকৃত ইতিহাসের অভাবে আমরা আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণকে কাপুরুষ মনে করিয়া থাকি, কিন্তু ইতিহাস তাহাদের সম্বন্ধে অন্য কথা বলে।
(সম্পাদক)

† সেনহাটী পীতাম্বর লাইব্রেরীর মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

পুত্র শ্যামসুন্দর চার আনা সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইলেন। উভয় ভ্রাতা বিশেষ সৌহার্দ্য ছিল সুতরাং তাঁহাদের মধ্যে কোন দিন সামান্য কথান্তর হয় নাই। উভয়ে সুখে ছিলেন। সন ১১৫২ সালে রাজা শুকদেব রায়ের মৃত্যু হইল—তৎপুত্র নীলকান্ত রার এক আনার মালিক হইয়া বসিলেন। জমীদারী হাতে পাইয়া নীলকান্ত প্রথমেই ছলে বলে, কৌশলে পিতৃব্য রাজ শ্যামসুন্দরের বিষয় টুকু কাড়িয়া লইলেন—দুর্ব্বল শ্যামসুন্দর প্রবল সরীক নীল কান্তের সহিত আঁটিয়া উঠিতে না পারিয়া মুর্শিদাবাদে গিয়া নবাবের শরণাপন্ন হয়েন। আলিবর্দ্দি খাঁ তখন বাঙ্গালার নবাব। সন ১১৬৫ সালে এই মুর্শিদাবাদেই রাজা শ্যামসুন্দরের মৃত্যু হয়।* তাঁহার একমাত্র নাবালক পুত্রও তাঁহার জীবদ্দশায় মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল সুতরাং শ্যামসুন্দরের মৃত্যুর পর তাঁহার সম্পত্তি মুর্শিদাবাদের তদানীন্তর নবাব মিরজাফর আলি খাঁ সরকারে বাজেয়াপ্ত করিয়া লইলেন।

এই সময়ে নবাবের দরবারে আগা আহম্মদ মোতাহর নামক জনৈক উচ্চ পদস্থ মুসলমান কর্ম্মচারী ছিলেন—নবাব তাঁহাকে বড়ই ভাল বাসিতেন। আগা আহম্মদ তাঁহার কন্যা মনুজান বিবিকে হুগলীনিবাসী শলা উদ্দিন মহম্মদ খাঁর সহিত বিবাহ দেন। রাজা শ্যামসুন্দরের চার আনা অংশ সরকারে বাজেয়াপ্ত হইলে আগা আহম্মদ উপযুক্ত সম্পত্তির বিনিময়ে নবাবের নিকট হইতে ঐ সম্পত্তি লইয়া কন্যা মনুজান বিবিকে যৌতুক দিলেন। মনুজান বিবি সন ১২১০ সালে পরলোক গমন করেন। মনুজানের কোন সন্তান সন্ততি ছিল না সুতরাং তাঁহার মৃত্যু অন্তে ফারাজ অনুসারে তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা হাজি মহম্মদ মসিন উত্তরাধিকারী সূত্রে এই সম্পত্তি প্রাপ্ত হইলেন।†

হাজি মহম্মদ মসিন অর্থশালী, দানশীল, মিতব্যয়ী ও শান্তিপ্রিয় লোক ছিলেন। তাঁহার নিজের যে অর্থ ও সম্পত্তি ছিল, তাহাতেই তাঁহার আবশ্য-

* Records of the Chanchara Roy.

† হাজি মহম্মদ মসিন মনুজান বিবির বিমাতার পূর্ব্বস্বামী ফয়েজুল্লার ঔরসজাত পুত্র—আগা আহম্মদের পুত্র নহেন। লেখক

ীয় ব্যয় ও দাতব্য সঙ্কুলান হইয়া যাইত। তাঁহারও কোন সন্তানসন্ততি এবং কট কিম্বা দুর আত্মীয় ছিল না—সুতরাং উত্তরাধিকারীসূত্রে প্রাপ্ত মনুজান বির সম্পত্তি হইতে বার্ষিক মাত্র ১২৮৫৲ টাকা লাভের সম্পত্তি নিজে রাখিয়া ান্য স্থাবর, অস্থাবর যাবদীয় সম্পত্তি ধর্ম্মার্থে ও লোক হিতার্থে উৎসর্গ রিয়া দিলেন। তাঁহার জীবদ্দশায় ও মৃত্যু অন্তে এই উৎসর্গীকৃত সম্পত্তি াহার দ্বারা কি ভাবে পরিচালিত হইবে—লভ্যাংশই বা কি ভাবে ব্যয় হইবে াদি স্থির করিয়া সন ১২১৩ সালে এক তৈনতনামা সম্পাদন করেন ঐ নতনামা পার্শি ভাষায় লিখিত হইয়াছিল। শুনিয়াছি উহা এখনও হুগলী ামবাড়ীর দপ্তরখানায় আছে। তৈনতনামার নকল ও তাহার ইংরাজী অনু- হুগলী ইমামবাড়ীর প্রাচীর গাত্রে খোদিত আছে। তাহার অনুবাদ ন্নে দেওয়া গেল—

"আমি, হাজি মহম্মদ মসিন, পিতার নাম হাজি ফয়েজুল্লা, পিতামহের নাম জি ফলজুল্লা সাকিম বন্দর হুগলী। সুস্থ শরীরে ও সুস্থ মনে, স্থির চিত্তে ও বুদ্ধিতে ইচ্ছা পূর্ব্বক একরার করিতেছি যে, আমার কোন সন্তান সন্ততি া শাস্ত্রানুসারে উত্তরাধিকারী হইতে পারে এমত কোন জ্ঞাতি কুটুম্ব না কায় এবং সৎকার্য্য ও হজরৎ অর্থাৎ আমাদের কৌলিক কার্য্য মহামুদ াফা প্রভৃতির যাতেহা করা আবশ্যক বোধ করায় জেলা যশোহরের র্গত সৈয়দপুর ও শোভনালী নামক পরগণার জমীদারী, হুগলী মোকামের াম বাড়ী, এমাম বাজার, হাট এবং ইমাম বাড়ীর দ্রব্য সামগ্রী যাহা আমি াবৎ ভোগ দখল করিয়া আসিতেছি, তাহা নিম্নলিখিত মত ব্যয়ার্থে ওয়াকফ াৎ উৎসর্গ করিলাম।

—সেখ মহামুদ সাদকের পুত্র রজবাণী সেখ ও আহমদ আলী খাঁর পুত্র করআলী খাঁ, উভয়েই বুদ্ধিমান, জ্ঞানবান ও ধার্ম্মিক। আমি ইহাদিগকে র্গীকৃত সম্পত্তির মোতওল্লি নিযুক্ত করিলাম। ইঁহারা উভয়ে ঐক্য করা পরামর্শসহকারে এক যোগে সমুদয় কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন। র্গীকৃত মহালে সরকারী রাজস্ব পরিশোধ করিয়া যাহা লভ্যাংশ থাকিবে

মোতওল্লিদ্বয় তাহা সমান নয় অংশ করিবেন। প্রথম অংশ মহা
মোস্তাফা ও তদ্বংশীয়গণের ফতেহা, মহরম ও অন্যান্য ধর্ম্মসঙ্গত পর
খরচের জন্য এবং ইমামবাড়ী ও কবরের মেরামত খরচের জন্য ব্যয় করিবে
২ অংশ মোতওল্লিদ্বয় আপনাদিগের খরচের জন্য তুল্যাংশ লইবেন। ব
৪ অংশ কর্ম্মচারী ও অন্যান্য যে সকল ব্যক্তির নাম আমার দস্তখতি
মোহরাঙ্কিত ফর্দ্দে লিখিত হইল তাহাদিগকে দিবেন। দৈনিক খরচ, সাধা
ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের মাসেহারা এবং পেয়াদা পাইকগণের বেতন ইত্যাদি য
এখন নির্দ্দিষ্ট আছে তাহা আমার মৃত্যু অন্তে মোতওল্লিদ্বয় বিবেচনা মত স্থির
রাখিবেন। প্রকাশ থাকে যে, যদি কোন সময় মোতওল্লি কার্য্য নির্ব্ব
করিতে অশক্ত হয়েন তাহা হইলে মোতওল্লিদ্বয় উভয়ে বিবেচনা করিয়া উপ
লোককে মোতওল্লি স্থলাভিষিক্ত করিতে পারিবেন—এই মর্ম্মে একরার
লিখিয়া দিলাম। ইতি সন ১২১৩ সাল তারিখ ৮ই বৈশাখ।"

এই তৈনতনামা সম্পাদনের পর হাজি মহম্মদ প্রায় ৬ বৎসর জীবিত ছিলে
ততদিন মোতওল্লিদ্বয় ইষ্টেটের সমস্ত কার্য্যই তৈনতনামানুসারে যথানিয়মে বি
সুশৃঙ্খলতার সহিত নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। কিন্তু সন ১২১৯ সালেই মসি
মৃত্যু হইল অমনিই তাঁহারা সম্পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করিয়া বিশেষ স্বেচ্ছাচারি
সহিত কার্য্য করিতে লাগিলেন। যে কোন উপায়ে সম্পত্তির আয় বৃদ্ধি করি
পারিলেই মোতওল্লিদ্বয়ের লাভ সুতরাং অবৈধ উপায় অবলম্বন ও আবশ্যক
অত্যাচার ও উৎপীড়ন করিতেও তাঁহারা কুণ্ঠিত হইলেন না। তৈনতনা
যেরূপ খরচের ব্যবস্থা ছিল তাহারও অনেক পরিবর্ত্তন করিয়া স্বার্থসি
পথ প্রশস্ত করিয়া লইলেন সময়ে এই সমস্ত স্বেচ্ছাচারিতা ও অত্যাচা
কথা গভর্ণমেণ্টের কর্ণ গোচর হইল—দয়ালু গভর্ণমেণ্ট আর স্থির থাকিতে পা
লেন না। সন ১২২১ সালে এই ওয়াকফ সম্পত্তি তত্ত্বাবধারণের ভার, ১৮
খৃঃ ১৯ আইন বিধান মতে, রেভিনিউ বোর্ডের হস্তে অর্পিত হইল। কি
ইহাতেও মোতওল্লিদ্বয়ের চৈতন্য হইল না বরং তাঁহাদের অত্যাচার ও স্বে
চারিতার মাত্রা ক্রমেই বাড়িয়া চলিল। দেখিয়া শুনিয়া সন ১২২৩ সালে গ

র্ণমেণ্ট সম্পত্তি তত্ত্বাবধারণের ভার নিজ হস্তেই গ্রহণ করিলেন। পূর্ব্ববর্ত্তী মোতওল্লিদ্বয়কে পদচ্যুত করিয়া গভর্ণমেণ্ট তাঁহাদের স্থান একজন মাত্র নূতন মোতওল্লি নিযুক্ত করিলেন—অন্যতম মোতওল্লি স্থলে যশোহরের কালেক্টর এজেণ্ট স্বরূপ কার্য্য করিতে লাগিলেন। * ইষ্টেটের কাজ এই ভাবেই চলিল।

এদিকে গভর্ণমেণ্টের কৃতকার্য্য রদ ও রহিত করিবার জন্য পদচ্যুত মোত-ওল্লিদ্বয় গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে দেওয়ানী আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত করিলেন। মোকদ্দমা অনেক দিন চলিল—উভয় পক্ষেরই অর্থ ও সময় নষ্ট হইল। অবশেষে সন ১২৪২ সালে দেশের তৎকালীন সর্ব্বপ্রধান আদালত ইহার চূড়ান্ত মীমাংসা করিয়া গভর্ণমেণ্টের অনুকূলেই ডিক্রী দিলেন।

উল্লিখিত মোকর্দ্দমা বিচারাধীন থাকা সময়ে মসিন ফণ্ডে বিস্তর টাকা জমিয়া গিয়াছিল। লর্ড মেটকাফ্ তখন ভারতবর্ষের গভর্ণর জেনারল—তিনি তাঁহার উপযুক্ত মন্ত্রীদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া এই সমস্ত নগদ সম্পত্তি সাধারণের বিদ্যা শিক্ষার্থ ও অন্যান্য হিতজনক কার্য্য ব্যয় করাই স্থির করিলেন। তদনুসারে সন ১২৪৩ সালে ১৬ই শ্রাবণ মসিন ফণ্ডের টাকার সাহায্যে চুচঁড়ায়—"College of Mahammad Mohsin"—স্থাপিত হইল। † কলেজের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ ফণ্ড হইতে বার্ষিক প্রায় ৫০০০৲ টাকা খরচ হইতে লাগিল। কয়েক বৎসর এই ভাবেই কাজ চলিল। কিন্তু মসিন ফণ্ডের এত টাকা প্রধানতঃ মুসলমানের হিতার্থে ব্যয় না হইয়া কলেজে জাতি নির্ব্বিশেষে খরচ হইতেছে দেখিয়া মুসলমান সম্প্রদায় ইহাতে ঘোরতর আপত্তি উত্থাপন করিলেন।—"কলেজে মুসলমান ছাত্রের সংখ্যা অতি সামান্য অতএব মসিন ফণ্ডের টাকার দ্বারা ইংরাজী শিক্ষা না দিয়া সাধারণ মুসলমানদিগকে আরব্য ও পারস্য ভাষা শিক্ষা দিবার জন্য উপযুক্ত স্থানে মাদ্রাসা স্থাপন করা আবশ্যক"—এইমর্ম্মে মুস-

* ১৮৮২ খৃঃ খুলনায় স্বতন্ত্র জেলা স্থাপিত হইলে তখন হইতে যশোহরের কালেক্টরের পরিবর্ত্তে খুলনার কালেক্টর এজেণ্টের কার্য্য করিতেছেন।

† "বঙ্গবাসী" আফিস হইতে প্রকাশিত "বঙ্গভাষার লেখক", ১ম ভাগ।

লেখক।

লমান সম্প্রদায় হইতে ভারতবর্ষের তৎকালীন গভর্ণর জেনারল লর্ড নর্থব্রুকের নিকট এক আবেদন পত্র প্রেরণ হইল। এই আবেদন পত্র বড়লাট সাহেবের নিকট পৌঁছিল—তিনি বঙ্গের তদানীন্তন লেফ্‌টেনাণ্ট গভর্ণর আর জর্জ ক্যাম্বেল সাহেবের পরামর্শে সন ১২৮০ সালে কলেজ হইতে মসিন ফণ্ডের সাহায্য উঠাইয়া লইয়া মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রার্থনা মতে হুগলী, ঢাকা, রাজসাহী ও চট্টগ্রাম প্রভৃতি মুসলমান প্রধান স্থানে মাদ্রাসা স্থাপন করিলেন। College of Mahammad Mahsin "হুগলী কলেজ" নামে পরিবর্ত্তিত হইল।

উল্লিখিত মাদ্রাসা স্থাপন করিবার কিছুকাল পূর্ব্বে—সন ১২৭৪ সালে সেই ফণ্ডের অর্থ সাহায্যেই যশোহর জেলার (বর্ত্তমানে খুলনা জেলার) অন্তর্গত মসিনের জমিদারীভুক্ত দৌলতপুর নামক স্থানে স্থানীয় অধিবাসিগণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার জন্য একটী মাইনর স্কুল ও ব্যাধিক্লিষ্ট দরিদ্র প্রজাবর্গের চিকিৎসার জন্য একটী দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত হয়। ইহার ৮ বৎসর পরে সন ১২৮২ সালে উক্ত মাইনর স্কুলটী এনট্রান্স স্কুলে পরিণত হইয়াছে।*

চিকিৎসালয়, স্কুল ও মাদ্রাসা স্থাপন ব্যতীত বিদ্যাশিক্ষা বিষয়ে উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ মাদ্রাসা ও অন্যান্য কলেজ ও স্কুলে গুণানুসারে মুসলমান ছাত্রদিগের জন্য বৃত্তি স্থাপন করিয়া গভর্ণমেণ্ট এই ফণ্ড হইতে অনেক টাকা ব্যয় করিয়াছেন। গভর্ণমেণ্ট কলেজ ও অন্যান্য স্কুলে মুসলমান ছাত্রদিগের দুই তৃতীয়াংশ ও ইংরাজী স্কুলের মুসলমান মৌলবীদিগকে সম্পূর্ণ বেতনও এই ফণ্ড হইতে দেওয়া হইয়া থাকে। এইরূপে মুসলমানদিগের শিক্ষার জন্য কর্ত্তৃপক্ষগণ কর্ত্তৃক মসিন ফণ্ড হইতে বৎসর বৎসর অর্দ্ধ লক্ষাধিক টাকা ব্যয় হইতেছে। †

* The annual Report of the Daulatpur H. E. School, for the year 1904-5.

† "খুলনাবাসী" ১ম বর্ষ।

শ্রীঅশ্বিনীকুমার সেন।

মুর্শিদাবাদ-কাহিনী।

(দ্বিতীয় সংস্করণ।)

দ্বিতীয় সংস্করণ সম্বন্ধে বঙ্গবাসী বলিতেছেন,—"এ পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণ আনন্দদায়ক। * * * এ পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণ এখন সহজে বাহির হইতেছে,—বিষয় ভাল হইলে, আর উপযুক্ত লেখক সরস ভাষায় বিশদ ভাবে ঐতিহাসিক তথ্য লিখিতে পারিলে, ঐতিহাসিক পুস্তকের আদর সহজে ও সর্ব্বত্র হইয়া থাকে। * * * নিখিল বাবু সুশিক্ষিত সুলেখক, তাঁহার শ্রম-সাধনা প্রশংসনীয় তাই তাঁহার কৃত ইতিহাসগ্রন্থ প্রশংসিত। দ্বিতীয় সংস্করণ অচিরেই নিঃশেষিত হইবে, এইরূপই আশা হয়। * * * নিখিল বাবুর মুর্শিদাবাদ কাহিনীর দ্বিতীয় সংস্করণ নিশ্চিতই সমাদৃত হইবে। এই সংস্করণে কতকগুলি হাফটোন চিত্র প্রকাশিত হইয়াছে। চিত্রগুলি উপাদেয়।" সুন্দর কাপড়ে বাঁধাই মূল্য ২৷৷০ টাকা।

মুর্শিদাবাদের ইতিহাস।

ইতিহাস সম্বন্ধে বান্ধব বলিতেছেন,—"নিখিল বাবু ইতঃপূর্ব্বে মুর্শিদাবাদ-কাহিনী নামে এক বৃহৎ গ্রন্থ প্রচার করিয়াছেন। তাঁহার এই মুর্শিদাবাদের ইতিহাস সেই পথে বৃহত্তর দ্বিতীয় গ্রন্থ। তিনি এই উভয় পুস্তকেই বহুশ্রম-সাধ্য পাণ্ডিত্য, বৃত্তান্ত-পরীক্ষণ-পটুতা ও পরিশ্রমশীলতার পরিচয় দিয়াছেন। ইহা বলা বাহুল্য যে, তাঁহার পরিশ্রমে স্বর্ণবৃষ্টি হইয়াছে।" অগণ্য হাফটোন চিত্রে পরিপূর্ণ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর একখানি সুবৃহৎ মানচিত্রে অলঙ্কৃত। ইহা কেবল মুর্শিদাবাদের নহে, কিন্তু সমস্ত বাঙ্গালারই অষ্টাদশ শতাব্দীর ইতিহাস। প্রথমখণ্ড, সুন্দর কাপড়ে বাঁধাই মূল্য ২৷৷০ টাকা।

এই পুস্তকদ্বয় কলিকাতা, ২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের পুস্তকালয়ে ও ঐতিহাসিক চিত্র কার্য্যালয়ে পাওয়া যায়।।

—:০:—

"কেশরঞ্জন" চিরবসন্তময় নন্দনের আনন্দ দান করে।

শুধু গন্ধে নহে,—"কেশরঞ্জন" গুণেও সর্ব্বজনপ্রিয়।

কেশ দীর্ঘ ঘন কোমল কুঞ্চিত ও চিক্কণ করিতে, চিরকালের জন্য কেশ কোকিলকৃষ্ণ রাখিতে, এবং মাথাধরা, মাথাঘোরা, মাথা জ্বালা ও হাত-পায়ের জ্বালা নিবারণ করিতে,—

একমাত্র মহৌষধ "কেশরঞ্জন"

রাজা মহারাজ, হাকিম উকিল, অধ্যাপক সম্পাদক, শিক্ষক লেখক, বক্তা চিন্তাশীল প্রভৃতি সকল ব্যক্তি

কেশরঞ্জনের নিতান্ত পক্ষপাতী।

ভদ্র মহিলাগণ "কেশরঞ্জন" মাখিয়াই কেশের শোভা বর্দ্ধন করেন।

সাবধান হইবেন—

কেশরঞ্জন তৈলের জাল তৈল বাজারে বিক্রয় হইতেছে।

শিশির প্যাকের উপর আমার নাম ও মূর্ত্তি দেখিয়া লইবেন।

এক শিশির মূল্য ১৲ টাকা মাত্র। ডাঃ মাঃ ।/০ পাঁচ আনা।

কেশরঞ্জনের বিস্তৃত বিবরণ, দেশ-বিদেশের সহস্র সহস্র গণ্য মান্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের প্রশংসাপত্র এবং "সই" উপন্যাস সম্বলিত, ১৩১২ সালের সচিত্র "কেশরঞ্জন-ডায়েরি," অর্দ্ধ আনার টিকিট পাঠাইলে, বিনামূল্যে দেওয়া যায়।

গবর্ণমেণ্ট মেডিকেল ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত,

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত কবিরাজ।

১৮।১ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

কলিকাতা, ২৫নং রায়বাগান ষ্ট্রীট, ভারতমিহির যন্ত্রে, সান্যাল এণ্ড কোম্পানির দ্বারা মুদ্রিত

সচিত্র

মাসিক পত্র।

শ্রীনিখিলনাথ রায় বি. এল.

সম্পাদিত।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২, দুই টাকা] [প্রতি সংখ্যার মূল্য ৶০ আনা।

তিনি সিরাজ-উদ্দৌলাকে তাহাদিগের দমন করিবার উপদেশ দিয়া যান এবং সময় পাইলে তিনি নিজেই তাহা সম্পন্ন করিয়া যাইতেন, ইহাও প্রকাশ করেন। সুতরাং মুতাক্ষরীণকারের মতের সহিত আলিবর্দ্দীর সিরাজের প্রতি শেষ উপদেশের অনৈক্য আছে বলিয়া বোধ হয় না। মুস্তাফাখাঁর প্রস্তাবকালে তিনি ইংরেজদিগকে দমন করিতে প্রস্তুত ছিলেন না, ইহাই বোধ হইয়া থাকে।

আলিবর্দ্দীর উপদেশ হৃদয়ে ধারণ করিয়া সিরাজ-উদ্দৌলা মুর্শিদাবাদে মসনদে উপবিষ্ট হইলেন। তৎপূর্ব্ব হইতে ইংরেজদিগের ব্যবহার তিনি সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত হইয়াছিলেন; এই সময়ে ইংরেজেরা কলিকাতাকে সুরক্ষিত করিবার জন্য দুর্গাদির সংস্কার ও কোন কোন স্থানে সৈন্য রক্ষার স্থানাদি নির্ম্মাণ করিতে ছিলেন। সিরাজ-উদ্দৌলা তাহারও সংবাদ পাইলেন, এবং কৃষ্ণদাসকে আশ্রয় দিয়া ঘেসেটী বেগমের পক্ষ অবলম্বনে চেষ্টা করায়, তাঁহার বিদ্বেষ-বহ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তিনি ইংরেজদিগের প্রতি নিষেধাজ্ঞা প্রচারিত করিলেন। ইংরেজেরা কিন্তু তাহাতে কর্ণপাত করিলেন না। অগত্যা তাঁহাকে কাশীমবাজার অবরোধ করিতে হইল। পরে কলিকাতা অধিকার করিতে হয়। যদিও সিরাজ-উদ্দৌলা স্বীয় অমাত্যবর্গের ষড়যন্ত্রের জন্য শেষে ইংরেজদিগের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া অবশেষে জীবন বলি দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, তথাপি ইংরেজদিগের ঔদ্ধত্য, তাহাদিগের রাজ্যলিপ্সা প্রভৃতির জন্য তিনি যে, তাহাদের দমনের চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। তৎকালের সমস্ত ঘটনা পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে, স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সিরাজের ইংরেজ বিদ্বেষের সূচনা হয়। তিনি খেয়ালের বশবর্ত্তী হইয়া কদাচ ইংরেজদিগকে নির্য্যাতিত করিতে প্রবৃত্ত হন নাই। ইংরেজের ঔদ্ধত্য ও রাজ্যলিপ্সা সিরাজ-উদ্দৌলাকে তাঁহাদের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত করিতে বাধ্য করিয়াছিল।

সম্পাদক।

মোগলসাম্রাজ্যের অন্তর্বিপ্লব।

দীনা-হীনা হৃতগৌরবা ভারতবর্ষ চিরদিনই এইরূপ ছিল না, একদিন ইহার ঐশ্বর্য্য-কাহিনী প্রবাদের মত দেশদেশান্তরে লোকমুখে প্রচারিত হইত। একদিন কি এসিয়া, কি ইউরোপ, সকল দেশের নরনারীগণই মনে করিতেন, ভারতবর্ষের মৃত্তিকা স্বর্ণনির্ম্মিত, বৃক্ষলতাদি হীরকমণ্ডিত এবং তাহাতে মণিমুক্তা প্রভৃতি নানা প্রকার রত্নরাজি পুষ্পিত হইয়া থাকে। কিন্তু হায়! আজ সে দিন কোথায়?

আমরা আজ বেশী দিনের কথা বলিতেছি না, তিন শত বৎসর পূর্ব্বে খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইহার গৌরব-সূর্য্যের আলোকে আকৃষ্ট হইয়া, দেশদেশান্তর হইতে যে সকল পর্য্যটক ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে ডাঃ বার্ণিয়ারের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইনি ১৬৬৩ খৃঃ অব্দে বাদশাহ শাহ্‌জাহানের দরবারে চিকিৎসক নিযুক্ত হন। পরে তাঁহার প্রিয় ওমরাহ দানেশমন্দ খাঁর * সহিত সখ্যসূত্রে আবদ্ধ থাকিয়া, বহুকাল ভারতবর্ষে অবস্থান করেন। সেই সময়ে ভারতবর্ষের চতুর্দ্দিকে এক অশান্তির ছায়া পতিত হইয়াছিল। বৃদ্ধ শাহ্‌জাহান পীড়িত হইয়া পড়ায়, তাঁহার পুত্রগণ তাঁহার জীবিতাবস্থায়ই রাজ্যলোলুপ হইয়া চতুর্দ্দিক হইতে আগরা অভিমুখে অগ্রসর হইতে থাকেন। ডাঃ বার্ণিয়ার এতৎসম্বন্ধে যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহাতেও তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্তে ভারতবর্ষের তাৎকালীক

পর্য্যটক বার্ণিয়ার।

* ইঁহার পূর্ব্ব নাম মহম্মদ সফি বা সফিমোল্লা। শাহ্‌জাহান বাদশাহ ইঁহার বীরত্বে মুগ্ধ হইয়া ইঁহাকে দানেশমন্দ খাঁ (অভিজ্ঞ যোদ্ধা) নামক উপাধিতে ভূষিত করেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বর্ণিয়ারের পরবর্ত্তী পরিব্রাজক চার্ডিল ঐতিহাসিক কাফি খাঁ বা ডাউ কেহই ইহার সম্বন্ধে কিছুমাত্র উল্লেখ করেন নাই।

১—১৯২ পৃষ্ঠা, কলিকাতা, ৯১ নং দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীট ত্রিদিব প্রেসে শ্রীকুঞ্জবিহারী দে কর্ত্তৃক; ১৯৩—৪৬৪ পৃষ্ঠা ২৫ নং রায়বাগান ষ্ট্রীট, ভারত মিহির যন্ত্রে সান্যাল এণ্ড কোম্পানির দ্বারা ও ৪৬৫—৫৪৪ পৃষ্ঠা ৭৬ নং বলরাম দের ষ্ট্রীট মেট্‌কাফ্ প্রেসে মুদ্রিত।

দ্বিতীয় পর্য্যায়, আষাঢ় ও শ্রাবণ ১৩১২ ১১ ও ১২শ সংখ্যা

শ্রীযুক্ত নিখিল নাথ রায় বি, এল.,—সম্পাদক।

সূচী।

	বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
১।	কৃষ্ণরাজ উদেয়ার ...	... ...	৪৬৫
২।	"ফারদুষী ও সুলতান মামুদ"	শ্রীঅশ্বিনী কুমার সেন ...	৪৭২
৩।	সংক্ষিপ্ত সিরাজজীবন	শ্রীশ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ...	৪৭৮
৪।	রাজা বুদ্ধিমন্ত খাঁ চৌধুরি।	শ্রীঅশ্বিনী কুমার সেন ...	৫১৬
৫।	জগৎশেঠ	... ...	৫২১
৬।	চচ ও আরবীয়দিগের সিন্ধু অধিকার	শ্রীঅশ্বিনী কুমার সেন ...	৫৩২
৭।	মতিঝিল (কবিতা)	শ্রীশ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ...	৫৩৮
৮।	উপসংহার	... ...	৫৪৩

গ্রাহক গণের প্রতি নিবেদন

আমরা ঐতিহাসিক চিত্রের দ্বিতীয় পর্য্যায়ের এক বৎসরের সমস্ত সংখ্যা শেষ করিয়া দিলাম। শারীরিক অসুস্থতা, স্থান পরিবর্ত্তন ও গ্রাহকগণের মূল্য প্রেরণের শৈথিল্যের জন্য ঐতিহাসিক চিত্র নিয়মিতরূপে প্রকাশিত করিতে সমর্থ হই নাই। সম্প্রতি সুবিখ্যাত মেট্‌কাফ্‌ প্রেসের সত্ত্বাধিকারিগণ ইহার প্রকাশের সমস্ত ভার গ্রহণ করিয়াছেন। ১৩১৪ সালের বৈশাখ হইতে ঐতিহাসিক চিত্রের তৃতীয় পর্য্যায় মাসে মাসে যথানিয়মে প্রকাশিত হইবে। এখন হইতে ইহার প্রকাশের কোনরূপ ত্রুটি হইবে না। আশাকরি, ঐতিহাসিক চিত্রের পুরাতন গ্রাহক মহোদয়গণ ইহার নব পর্য্যায়েরও গ্রাহক হইতে অসম্মত হইবেন না। নবপর্য্যায়ও তাঁহাদের নিকট যথানিয়মে প্রেরিত হইবে। যাঁহারা অনিচ্ছুক হইবেন, তাঁহারা এই সংখ্যা প্রাপ্তি মাত্র শ্রীযুক্ত হরিপদ চট্টোপাধ্যায়, মেট্‌কাফ্‌ প্রেস, ৭৬ নং বলরাম দে ষ্ট্রীট কলিকাতা এই ঠিকানায় পত্র লিখিবেন। গ্রাহক গণের নিষেধ পত্র না পাইলে আমরা বুঝিয়া লইব যে, তাঁহারা নবপর্য্যায়ও লইতে ইচ্ছুক। যাঁহারা নবপর্য্যায়ের গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইতে অভিলাষী হইবেন, তাঁহাদের নিকট সানুনয় অনুরোধ যে, তাঁহারা দয়া করিয়া আমাদের উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ ৩য় বর্ষের অগ্রিম বার্ষিক মূল্য পাঠাইয়া অনুগৃহীত করিবেন।

সম্পাদক।

কৃষ্ণরাজ উদেয়ার।

কৃষ্ণা ও কাবেরীর সলিলবিধৌত হইয়া যে মহিসুর রাজ্য দক্ষিণ ভারতবর্ষের একটি প্রসিদ্ধ জনপদরূপে বিরাজ করিতেছে, খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষভাগে তাহার সূচনা হয়। যাদববংশীয় বিজয়রাজ দ্বারকা হইতে মহিসুরের নিকটে আসিয়া অবস্থিতি করেন, ও বিজয়নগরের রাজবংশের অধীনে সর্দ্দার নিযুক্ত হন। বিজয়রাজের বংশ প্রবল হইয়া উঠিলে তাঁহারা ১৫২৪ খৃঃ অব্দে পুরগিরি নামক স্থানে একটি দুর্গ নির্ম্মাণ করেন ও তাঁহাদের কুলদেবতা চামুণ্ডার আশ্রয়স্থল মহিষাসুরের নামানুসারে উক্ত দুর্গের মহিষাসুর আখ্যা প্রদান করেন। মহিষাসুর হইতে ক্রমে উক্ত স্থানের মহিসুর নামকরণ হয়। বিজয়রাজবংশীয় রাজ উদেয়ার * ১৬১০ খৃঃ অব্দে বিজয়নগররাজের প্রতিনিধির হস্ত হইতে শ্রীরঙ্গপত্তন বিচ্ছিন্ন করিয়া লন ও বর্ত্তমান মহিসুর রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। সেই সময় হইতে শ্রীরঙ্গপত্তন তাঁহাদের রাজধানী হইলেও উক্ত রাজ্য মহিসুর রাজ্য বলিয়াই কথিত হইত।

রাজ উদেয়ারের পর ছিক্কাদেবরাজ উক্ত বংশের মধ্যে প্রাধান্য লাভ করেন। তিনি দাক্ষিণাত্যের অনেক স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। ছিক্কা দেবের পর আর দুই জন মাত্র উক্ত বংশের রাজা হইয়াছিলেন। ১৭৩১ খৃঃ অব্দে

* উদেয়ার শব্দ কানাড়ী "উদেয়" বা প্রভু শব্দের গৌরবাত্মক বহুবচন।

তাঁহাদের বংশের লোপ হওয়ায় তাঁহাদের নিকট আত্মীয় চামরাজ মহিসুরে সিংহাসনে উপবিষ্ট হন। কিন্তু তিনি রাজ্যচুত হইয়া বন্দী হওয়ায় ১৭৩৪ খৃ অব্দে মহিসুর রাজবংশের এক দূর আত্মীয় ছিক্কাকৃষ্ণরাজ মহিসুরের রাজছ মস্তকে ধারণ করেন। ছিক্কাকৃষ্ণরাজের রাজত্বসময়ে দাক্ষিণাত্যে এক মুসল মান বীর ধীরে ধীরে প্রাধান্য লাভ করিতেছিলেন। তিনি ইতিহাসপ্রসি হায়দরআলি। হায়দর আপনার প্রতিভা ও শক্তিবলে দাক্ষিণাত্যের অনে স্থানে বিজয়লাভ করিয়া মহিসুরের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত আরম্ভ করেন ছিক্কাকৃষ্ণরাজ তাঁহার সে কঠোর দৃষ্টিতে উত্তক্ত হইয়া পড়িলেন। অবশে ১৭৬৩ খৃঃ অব্দে বেদনুর নামক স্থানে হায়দর তাঁহাকে পরাজিত করিয়া তাঁহা ক্ষমতা ও ধন সম্পত্তি সমস্ত অপহরণ করিয়া লইলেন। মহিসুর রাজ্য করায়া করিয়া হায়দর দাক্ষিণাত্যে প্রবল হইয়া উঠেন। ক্রমে ব্রিটিশরাজের সহি তাঁহার সংঘর্ষ উপস্থিত হয়।

এই সময়ে ওয়ারেন হেষ্টিংস ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনারেল। মান্দ্রা গবর্ণমেণ্টের অবিবেচনায় দাক্ষিণাত্যের দুই মুসলমান শক্তি ইংরেজের প্র বিরক্ত হইয়া উঠে ও তাহারা মহারাষ্ট্রীয়দিগকে তাহাদের সঙ্গে যোগদানে জন্য আহ্বান করে। হেষ্টিংস কৌশলপূর্ব্বক নিজাম ও মহারাষ্ট্রীয়দিগে হস্তগত করিয়া ফেলেন। কিন্তু হায়দর বিদ্যুদ্‌বেগে ইংরেজ রাজ্যে ধাবি হন। পিলোরি নামক স্থানে কর্ণেল বেলির অধীন একদল ইংরেজ সেনা ভূতলশায়ী করিয়া হায়দর মান্দ্রাজ পর্য্যন্ত ধাবিত হন। তাহার পর সা আয়ার কুট ও কর্ণেল পিয়ার্স হায়দরের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। এই যুদ্ধ শে হইতে না হইতে হায়দরের মৃত্যু হয়, এবং তাঁহার পুত্র টিপুসুল্‌তান ইংরে দিগের সহিত সন্ধি বন্ধন করেন। টিপুসুল্‌তানও অধিক দিন স্থির ভা অবস্থিতি করিতে পারেন নাই। তিনিও পরে সন্ধিভঙ্গ করিয়া ইংরেজদিগে সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। তদানীন্তন গবর্ণর জেনারেল লর্ড কর্ণওয়ালিস স্ব ইংরেজ সেনা লইয়া নিজাম ও মহারাষ্ট্রীয়দিগের সাহায্যে শ্রীরঙ্গপত্তনে উপস্থি হইলে টিপু অবশেষে সন্ধি করিতে বাধ্য হন। কিন্তু তিনি মনে মনে ইংরে

দিগের প্রতি অসন্তুষ্ট ছিলেন। টিপু ফরাসীদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া ক্রমে ইংরেজদিগের বিরুদ্ধে উত্থিত হন, ও তৃতীয় বার আবার মহিসুর যুদ্ধ আরব্ধ হয়। সে সময়ে লর্ড ওয়েলসলি গবর্ণর জেনারেল ছিলেন। তিনি মান্দ্রাজে উপস্থিত হইয়া জেনারেল হারিসকে সসৈন্যে প্রেরণ করেন। টিপু সম্মুখ যুদ্ধে অগ্রসর হইতে সাহসী না হইয়া শ্রীরঙ্গপত্তনে আশ্রয় লন। ব্রিটিস সেনা ১৭৯৯ খৃঃ অব্দে শ্রীরঙ্গপত্তন অধিকার করিলে টিপু বীরের ন্যায় যুদ্ধ করিয়া প্রাণ বিসর্জ্জন দেন। তাঁহার রাজ্য অবশেষে ইংরেজ, নিজাম ও মহারাষ্ট্রীয়-দিগের হস্তে পতিত হয়।

মহিসুর রাজ্য হস্তগত করিয়া লর্ড ওয়েলসলি ইহাকে ব্রিটিশ রাজ্যভুক্ত করিবেন কি পুনর্ব্বার ইহাকে স্বতন্ত্র ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিবেন, তাহারই বিবে-চনায় প্রবৃত্ত হন। তিনি সমগ্র মহিসুর রাজ্যকে ব্রিটিশ রাজ্যভুক্ত না করিয়া তাহার মধ্যভাগে একটি স্বতন্ত্র রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিতে ইচ্ছা করিলেন। অবশিষ্ট অংশ ইংরেজ, নিজাম ও মহারাষ্ট্রীয়দিগের মধ্যে বিভক্ত হইবার কথা হয়। এই স্বতন্ত্র রাজ্যে আবার কাহাকে প্রতিষ্ঠিত করিবেন ইহারও এক সমস্যা উপস্থিত হয়। টিপু জীবন বিসর্জ্জন দিলেও তাঁহার পুত্রগণ জীবিত ছিলেন। এক্ষণে তাঁহাদের হস্তে কি প্রাচীন হিন্দু রাজবংশের হস্তে মহিসুর রাজ্য অর্পিত হইবে এই সমস্যার মীমাংসা করিয়া লর্ড ওয়েলসলি প্রাচীন হিন্দু রাজবংশের হস্তেই মহিসুর রাজ্য অর্পণ করিতে ইচ্ছা করিলেন। যদিও টিপুর হস্ত হইতে মহিসুর রাজ্য লওয়ার জন্য তাঁহারা টিপুর পুত্রদের হস্তে উক্ত রাজ্য অর্পণ করা যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিয়াছিলেন, তথাপি টিপুর সহিত ফরাসীদের গুপ্ত মন্ত্রণার জন্য তাঁহারা তাঁহার পুত্রগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন নাই। অন্যদিকে প্রাচীন হিন্দু রাজবংশ চিরদিনই ইংরেজদিগের মিত্র ছিলেন। তাঁহারা কখনও তাঁহাদের সহিত বিরোধ বা তাঁহাদের শত্রুগণের সহিত যোগদান করেন নাই। তাঁহারা সিংহাসনে উপবিষ্ট হইলে, টিপুবংশীয় ও তাঁহাদের মিত্র ইংরেজদের চিরশত্রু ফরাসীদিগের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ হইবেন। তদ্ভিন্ন তাঁহারা বহু প্রাচীন সম্ভ্রান্ত বংশ হওয়ায় তাঁহাদিগকেই মহিসুর রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করাই

কর্ত্তব্য।* অবশেষে তাহাই স্থির হয়, এবং তাঁহারা প্রাচীন রাজবংশের সহি
সম্বন্ধ অরকোতারার চামরাজের পুত্র কৃষ্ণরাজকে মহিসুরের সিংহাসন প্রদা
করেন। টিপুর পুত্রেরা বৃত্তি লাভ করিয়া প্রথমে বেলোর পরে কলিকাতা
আসিয়া বাস করিতে বাধ্য হন।

* আমরা এস্থলে উক্ত বিষয় সম্বন্ধে লর্ড ওয়েলেস্‌লির নিজের উক্তিই উদ্ধৃত করিতেছি।

"It would certainly have been desirable that the power should hav
been placed in the hands of one of Tiphoo's sons; but the hereditary an
intimate connection established between Tiphoo and the French, the pro
bability that the French may be enabled to maintain themselves in Egyp
and the perpetual interest which Tiphoo's famlly must feel to undermin
and support a system which had so much reduced their partimony an
power, precluded the possibility of restoring any branch of the family o
the late Sultan to the throne, without exposing us to the constant hazar
of internal commotion, and even of foreign war.

"Between the British Government and this family (the old Hindo
house of Mysore) an intercourse of friendship and kindness had subsiste
in the most desperate crisis of their adverse fortunes."

"They had formed no connection with your enemies. Their elevatio
would be a spontaneous act of your generosity, and from your suppor
alone could they ever hope to be maintained upon the throne, eithe
against the family of Tiphoo Sultan, or against any other claimant. The
must naturally view with an eye of jealousy all the friends of the usurpin
family, and consequently be adverse to the French, or to any other state
connected with that family in its hereditary hatred of the British Govern
ment.

"In adition to these motives of policy, moral consideration and senti
ments of generosity and humanity, favoured the restoration of the ancien
family of Mysore. Their high birth, the antiquity of their legitimat
title, and their long and unmerited suffereings rendered their peculia
objects of compassion and respect; nor could it be doubted that thei
government would be both more accepted and more indulgent than tha
of the Mahommedan usurpers, to the mass of the inhabitants of the country
composed almost entirely of Hindoos."

মহিসুর রাজ্যের বন্দোবস্তের জন্য জেনেরাল হারিস, কর্ণেল ওয়েলসলি
নরি ওয়েলসলি, লেপ্টনাণ্ট কর্ণেল কার্কপ্যাট্রিক এবং লেপ্টেনাণ্ট কর্ণেল
রিয়োজকে লইয়া একটি পরামর্শ সমিতি গঠিত হয়। টিপুর পুত্রগণকে
ত্তিদান করিয়া ১৭৯৯ খৃঃ অব্দের ১৮ই জুন বেলোরে প্রেরণ করা হয়। কৃষ্ণরাজ
দেয়ার মহিসুরের রাজা বলিয়া বিঘোষিত হন। তখন তাঁহার বয়ঃক্রম ৪
সর মাত্র ছিল। ৩০এ জুন জ্যোতিষিগণের মতে শুভদিন থাকায় কৃষ্ণরাজ
ই দিন অভিষিক্ত হন। শ্রীরঙ্গপত্তন দুর্গপ্রাকার হইতে তাঁহার অভি-
কের ঘোষণাস্বরূপ তোপধ্বনি হয়। প্রধান সেনাপতি তাঁহার হস্তে রাজ্যের
াহর প্রদান করেন। টিপুর রাজস্বমন্ত্রী পুর্ণিয় নামক মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ
জ্যের দেওয়ান, কর্ণেল বেরিক্লোজ ব্রিটিশ রেসিডেণ্ট ও কর্ণেল ওয়েলসলি
রঙ্গপত্তনের সেনাপতিরূপে নিযুক্ত হন। কৃষ্ণরাজকে মহিসুর রাজ্যের
াংশ প্রদান করিয়া অবশিষ্টাংশ ইংরেজ, নিজাম ও মহারাষ্ট্রীয়দিগের মধ্যে
াগের বন্দোবস্ত হয়। কিন্তু মহারাষ্টীয়েরা তাহাদিগের অংশ লইতে
ীকৃত হওয়ায় তাহা ইংরেজ ও নিজামের মধ্যে বিভক্ত হইয়া যায়। মহিসুর-
জের সহিত ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সৈন্যরক্ষার সন্ধিও স্থির হয়। মহিসুর রাজ্যের
হিরাক্রমণ হইতে রক্ষার জন্য ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টকে ৩৮ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা
ওয়ার বন্দোবস্ত হইয়াছিল, এবং সেই টাকা দিতে না পারিলে কোম্পানী
ুবাদী রাজ্যের কতকাংশও লইতে পারিবেন বলিয়া স্থির হয়। এইরূপে
ষ্ণরাজ উদেয়ার ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রসাদে রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। বলা
হুল্য, তিনি শিশু হওয়ায় ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট মহিসুর রাজ্যশাসনে প্রবৃত্ত হন।
পূর্ণিয়া ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের অনুগ্রহে মহিসুর রাজ্যের দেওয়ান নিযুক্ত
য়ায় তাঁহারই হস্তে মহিসুর রাজ্যের বন্দোবস্ত ভার অর্পিত হয়। পূর্ণিয়া
তসহকারে তাহা পালন করিয়াছিলেন। কৃষ্ণরাজ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে ১৮১১
অব্দে তাঁহার ষোড়শবর্ষ বয়সে তিনি পুর্ণিয়ার হস্ত হইতে রাজ্যভার গ্রহণ
রিয়া নিজেই রাজ্যশাসনে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু তিনি যৌবনসুলভ চাঞ্চল্যের
সুচারুরূপে রাজ্যশাসনে সক্ষম হন নাই। ক্রমে কতকগুলি লোক তাঁহার

বিরুদ্ধাচরণ করিয়া তাঁহার বিপক্ষে নানা দোষের কথা প্রচার করিতে আর
করে। মান্দ্রাজের শাসনকর্ত্তা সার টমাস মনরো ১৮২৫ খৃঃ অব্দে মহিসুরে
উপস্থিত হইয়া রাজাকে সতর্ক করিয়া আসেন। কিন্তু যাহারা রাজার বিরো
হইয়াছিল, তাহারা ক্রমে ব্যাপার গুরুতর করিয়া তুলে। অবশেষে ১৮৩
খৃঃ অব্দে কতকগুলি লোক বিদ্রোহী হইয়া উঠিলে, একদল ইংরেজ সৈ
তাহার নিবারণের জন্য প্রেরিত হয়। ইহার পর ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট নিজ হ
মহিসুর রাজার শাসনভার গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন। তদানীন্তন গব
জেনেরাল লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক রাজাকে তাহা জ্ঞাপন করিলে রাজা, শা
ভাবে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের হস্তে ১৮১১ খৃঃ অব্দের ৩১এ মার্চ্চের রাজ্য
অর্পণ করেন। তাঁহাকে মাসিক ৭০ হাজার টাকা বৃত্তি ও রাজস্বের পঞ্চমাংশ
বৎসরে ৫ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা প্রদান করা স্থির হয়। রাজা তাঁহার না
রাজকার্য্য পরিচালনায় ইচ্ছা করিয়াছিলেন, কিন্তু ডিরেক্টরগণ তাহাতে সম্
হন নাই।

মহিসুর রাজ্যশাসনের ভার আপনাদের হস্তে গ্রহণ করিয়া লর্ড উইলি
বেণ্টিঙ্ক বিগত গোলযোগের অনুসন্ধানের জন্য একটি অনুসন্ধান-সমিতি গ
করেন। উক্ত সমিতি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান আরম্ভ করিয়া জানি
পারেন যে, রাজার নামে অনেক মিথ্যা অত্যাচার সৃষ্ট হইয়া ব্রিটিশ গব
মেণ্টের কর্ণগোচর হইয়াছে। অবশ্য তাঁহার কিছু কিছু দোষ ছিল স
কিন্তু তাহা অতিরঞ্জিত হইয়া ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করিয়াছিল। এ
প্রস্তাবে রাজা ততোধিক দোষী নহেন। অনুসন্ধান-সমিতির ম
করিয়া উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক রাজাকে পুনরায় রাজ্যশাসনের ভার অর্পণ করি
জন্য ডিরেক্টরগণকে লিখিয়া পাঠান, কিন্তু তাঁহারা কিছুতেই সম্মত হন না
তাঁহারা যাহা গ্রাস করিয়াছেন তাহা আর উদ্গার করিতে ইচ্ছা করিবেন
অগত্যা জেনেরাল কুবন মহিসুর রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করিলেন। তি
১৮৬১ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত মহিসুর রাজ্যের সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া উক্ত রাজ্য শাসন করি
ছিলেন। এইরূপে মহিসুর রাজ্য আপনার স্বাতন্ত্র্য হারাইয়া ইংরেজের দ্বা

াসিত হইতে আরম্ভ হয়। বর্ত্তমান কালে যদিও তাহার নামে স্বতন্ত্র অস্তিত্ব
াছে, তথাপি তাহা ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের ইঙ্গিতেই চালিত হইয়া থাকে।
হার স্বাধীন বা স্বতন্ত্র হইয়া কোনরূপ কার্য্য করিবার অধিকার নাই।
রতবর্ষের অধিকাংশ দেশীয় রাজ্যেরই এইরূপ অবস্থা।

লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক হইতে আরম্ভ করিয়া লর্ড লরেন্স পর্য্যন্ত কৃষ্ণরাজ
তোক গবর্ণর জেনেরলের নিকট হইতে রাজ্যভিক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু
কহই তাঁহার কথায় কর্ণপাত করেন নাই। পাষাণদেবতার ন্যায় তাঁহাদের
ধির কর্ণে তাঁহার আবেদন পৌঁছায় নাই। অবশ্য তাঁহার কোন দাবী ছিল না
তা, কিন্তু ভারত গবর্ণমেণ্টের যে সুবিচার হইয়াছিল তাহাও সুস্পষ্টরূপে
া যায় না। মার্কুইস অব ওয়েলসলি কোন গূঢ় উদ্দেশের জন্যই হউক বা
জ উদারতা গুণেই হউক, যখন টিপু সুলতানের হস্ত হইতে গৃহীত মহিসুর
জ্যের কতকটা অস্তিত্ব রাখিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার সে
চ্ছা অক্ষুণ্ণ রাখাই উচিত ছিল। কিন্তু তাহার অন্যথা হওয়ায়, আমাদের
নে এরূপ হয় যে, নিজাম, মহারাষ্ট্রীয় ও ফরাসীদিগের ভয়ে তখন ব্রিটিশ
বর্ণমেণ্ট মহিসুর রাজ্যকে আত্মসাৎ করিতে পারেন নাই। যখনই তাহার
সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে, তাঁহারা আর সে সুযোগ পরিত্যাগ করেন নাই।
ইরূপে ভারতের অনেক রাজ্য ও প্রদেশ তাঁহাদের করায়ত্ত হয়। অবশ্য
তাঁহারা সমগ্র ভারতবর্ষ করায়াত্ত করিতে পারিতেন, কিন্তু একটা সাধুতার ভাণ
রিয়া তাঁহারা কেন যে তাহাদের অস্তিত্ব রক্ষা করিয়াছেন ইহার গূঢ় উদ্দেশ্য
ঝা দুষ্কর। কৃষ্ণরাজ ক্ষুণ্ণ মনে ১৮৬৮ খৃঃ অব্দে ৭৩ বৎসর বয়সে এ জগৎ
রিত্যাগ করিয়া শান্তিলাভ করিতে সমর্থ হন। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি চামরাজ
দেয়ারকে দত্তক গ্রহণ করিয়া যান। তাহার পর চামরাজ মহিসুরের রাজা
লিয়া কথিত হন।

"ফারদুষী ও সুলতান মামুদ" *

—:০:—

পারস্য কাব্যকাননের অধীশ্বর মহাকবি ফারদুষী খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর শেষভাগে মাসাদের নিকটবর্ত্তী ক্ষুদ্র তূস্ পল্লীতে জন্ম গ্রহণ করেন। ফারদুষীর বাল্য জীবনী আমরা বিশেষ কিছুই জানিতে পারি নাই, তবে বাল্যকাল হইতেই যে তিনি দেশভ্রমণে অনুরক্ত ছিলেন, তাঁহার চরিতাখ্যায়কগণ মাত্রেই একথা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। সময় এবং সুবিধা পাইলেই তিনি বাড়ী ঘর ছাড়িয়া, আত্মীয়স্বজন ভুলিয়া দেশ দেশান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। এই রূপে বাল্যকাল হইতেই দেশ বিদেশের বিভিন্ন ধর্ম্মের ও বিভিন্ন প্রকৃতির লোকের সংস্রবে আসিয়া লোকচরিত্র সম্বন্ধে ফারদুষীর মোটামুটী একটা অভিজ্ঞতা জন্মে। এই অভিজ্ঞতার ফলে তিনি দেশের প্রাচীন সাহিত্য, কাব্য, উপন্যাস ও ইতিহাস চর্চ্চায় প্রবৃত্ত হন। কাব্য ও ইতিহাসেই তাঁহার সমধিক অনুরাগ ছিল। আবার ইতিহাসের মধ্যে তিনি পারস্যের প্রাচীন ইতিহাস আলোচনা করিয়াই অধিক সময় অতিবাহিত করিতেন।

এই সময় গজনবী সুলতান মামুদ পারস্য দেশ জয় করিয়া তথায় স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করিতেছিলেন। সুলতান মামুদ অর্থলোভী হইলেও বিজিত দেশের প্রাচীন গৌরব ও কীর্ত্তিকাহিনী সংরক্ষণে বিশেষ উদ্যোগী ও যত্নশীল ছিলেন। দেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া তিনি বুঝিতে পারিলেন যে পূর্ব্ববর্ত্তী শাসনকর্ত্তৃগণের গোড়ামী ও ধর্ম্মান্ধতায় পারস্যনাগ্রাজ্য তাহার প্রাচীন যশঃ, গৌরব ও কীর্ত্তি হারাইয়া অধঃপতনের শেষ সীমায়

* Introduction to Shahnamah, col.—Kennedy on Persian Literature Malcolm's Persia, Elphinstone's History of India, occasional notes on Indian History by Sir William Jones and Prof. E. B. Cowell, "সাহিত্য", কার্ত্তিক, ১৩০১ and "ভারতী", কার্ত্তিক, ১৩০৮।

উপনীত হইয়াছে। বিজিত পারস্যের এ দুর্দ্দশা দেখিয়া বিজয়ী সুলতানের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল—তিনি বহুমূল্য পুরস্কারের প্রলোভন দেখাইয়া ডাকিকি (Dakiki) নামক দেশের তদানীন্তন সর্ব্বপ্রধান কবিকে পারস্যদেশে মুসলমান অধিকার বিস্তৃত হইবার পূর্ব্ববর্ত্তী কালের শাসনকর্ত্তা ও বীরগণের কীর্ত্তি কাহিনী অবলম্বনে একখানি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর মহাকাব্য প্রণয়ন করিতে আদেশ করিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় মহাকাব্যের সহস্র শ্লোক রচনা করিতেই নিজ ভৃত্যের গুপ্ত আঘাতে কবিবর ডাকিকি ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করেন। ডাকিকির মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই মহাকবি ফারদুষী লোক পরম্পরায় সুলতান মামুদের বিদ্যোৎসাহিতা ও বদান্যতার কথা অবগত হইয়া গজনীর রাজসভায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং অতি অল্পকাল মধ্যেই নিজ কবিত্বশক্তি প্রদর্শন করিয়া সুলতান ও অমাত্যবর্গকে সন্তুষ্ট করিতে সমর্থ হন। অর্থলোভী হইলেও সুলতান মামুদ কাব্যামোদী ও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। ফারদুষীর গুণগ্রামের পরিচয় পাইয়া তিনি তাঁহাকে বহুমূল্য উপহার দিতে প্রতিশ্রুত হইয়া ডাকিকি-আরব্ধ মহাকাব্য লিখিবার ভার অর্পণ করেন। ফারদুষীও রাজাজ্ঞায় নূতন উৎসাহে ও নবোদ্দামে কাব্য রচনায় মনোনিবেশ করিলেন। পূর্ব্ব রাত্রে যতটুকু রচনা করিতেন পরদিন রাজসভায় তাহা সুলতান ও অমাত্যবর্গকে পাঠ করিয়া শুনাইতেন। সুলতান ও তাঁহার রচনা শুনিয়া প্রত্যেক দিনই তাঁহাকে উপযুক্ত পুরস্কার প্রদানে উৎসাহিত করিতেন। এইরূপে পূর্ণ ৩০ বৎসরের বিপুল যত্ন, পরিশ্রম ও অনুসন্ধানের ফলে মহাকবি ফারদুষী তাঁহার প্রতিভা ও পাণ্ডিত্যের বিরাট কীর্ত্তি স্বরূপ 'সাহনামা' নামক মহাকাব্য রচনা করিলেন।

'সাহনামা' ষষ্ঠী সহস্র শ্লোকে সম্পূর্ণ হইয়াছে। ইহার ভাষা অতি সুমার্জ্জিত। প্রসিদ্ধ পাশ্চাত্য সমালোচকগণও গ্রন্থের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। পারস্য ভাষায় ইহার ন্যায় দ্বিতীয় গ্রন্থ নাই। এমন সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর মহাকাব্য পাশ্চাত্য সাহিত্যেও অতি বিরল। গ্রন্থে প্রাচীন পারসী শব্দের বহুল প্রয়োগ দৃষ্ট হয় এবং কবি যে ইচ্ছা করিয়াই অতি সাবধানে আরবী শব্দ

পরিত্যাগ করিয়াছেন গ্রন্থ অধ্যয়ন কালে পাঠক মাত্রেরই তাহা উপলব্ধি হইবে।

'সাহনামা' রচনা সম্পূর্ণ হইলে প্রতিশ্রুত পুরস্কার প্রাপ্তির আশায় গ্রন্থ সমভিব্যাহারে ফারহুষী সুলতানের সভায় উপস্থিত হইলেন। গ্রন্থের প্রত্যেক শ্লোকের জন্য কবিবরকে একটী করিয়া (সুবর্ণ মুদ্রা (Gold Dirhem) প্রদান করিবেন সুলতান এইরূপ অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। কিন্তু ঈর্ষাপ্রণোদিত দুষ্টবুদ্ধি অমাত্যগণের কুমন্ত্রায় সুবর্ণমুদ্রা স্থলে প্রত্যেক শ্লোকের জন্য কবিবরকে একটী করিয়া রজত মুদ্রা প্রদান করিবার অনুমতি করিলেন। স্বভাব তেজস্বী ফারহুষী সুলতানের এই অসাধু ব্যবহারে বিশেষ মর্ম্মাহত হইলেন, এবং ঘৃণা-ভরে রাজদত্ত পুরস্কার প্রত্যাখ্যান করিয়া সুলতানের সান্নিধ্য পরিত্যাগ করিয়া নিজ জন্মভূমি তুস্‌পল্লীতে চলিয়া গেলেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে সম্রাটের ব্যবহারে ফারহুষী মর্ম্মান্তিক আহত হইয়াছিলেন। সুলতানের এই নীতি বিগর্হিত, জঘন্য আচরণের কতকটা প্রতিশোধ দিবার মানসে তাঁহার বিরুদ্ধে এক বিদ্রূপাত্মক কবিতা রচনা করিয়া তাঁহার মস্তকে প্রচণ্ড বজ্রের ন্যায় নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। কবিতার উপসংহার ভাগে সুলতান মামুদের নৈতিক চরিত্র, বংশ ও পিতৃপুরুষের উপর তীব্র আক্রমণ ছিল। ফারহুষী প্রেরিত এই কবিতা পাঠ করিয়া সম্রাটের চক্ষু ফুটিল—তিনি নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিলেন। কবির সহিত তিনি যে অন্যায় ব্যবহার করিয়াছেন তাহা মনে করিয়া বিশেষ লজ্জিত হইলেন এবং নিজের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কবিবরের নিকট তাঁহার ন্যায্য প্রাপ্য ষষ্ঠী সহস্র সুবর্ণমুদ্রা ও অন্যান্য বহুবিধ উপহার প্রেরণ করিলেন। কিন্তু হায়! কবিবর আর তাহা ভোগ করিয়া যাইতে পারিলেন না। রাজ ভৃত্যগণ যখন সুলতান প্রেরিত এই বহুমূল্য অসংখ্য উপহার লইয়া কবির গৃহ-প্রাঙ্গনে প্রবেশ করিতেছিল ঠিক সেই সময়েই কবির অনুচরগণ অন্য দ্বার দিয়া তাঁহার মৃতদেহ বহন করিয়া বাহিরে লইয়া যাইতেছিল। ফারহুষীর একমাত্র দুহিতাও পিতার ন্যায় তেজস্বিনী ছিলেন, তিনি প্রথমে কিছুতেই রাজপ্রেরিত সেই বহুমূল্য উপঢৌকন গ্রহণে সম্মত হন নাই, কিন্তু পরে সুলতানের

নির্ব্বন্ধাতিশয়ে তাহা গ্রহণ করিয়া তাঁহার পিতার প্রিয় জন্মভূমি তুস্‌পল্লীর অধিবাসিবর্গের জলকষ্ট নিবারণ করিবার উদ্দেশ্যে তৎসমস্তই ব্যয় করিয়া ফেলিলেন। নিজে কপর্দ্দক মাত্রও রাখিলেন না।

ফারহুষী প্রণীত মহাকাব্য সাহনামা বর্ত্তমানে প্রাচ্য প্রতিভা ও পাণ্ডিত্যের বিরাট্ সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। যদি কখনও সর্ব্বসাধারণ্যে ইহা পারস্য ভাষায় পঠিত হয় তবেই ইহার যোগ্য সমাদর হইবে এবং তখন ইহা যে আমাদের আদি কবি ভারতের শিরোচূড়ামণি বাল্মীকির রচনা হইতে কোন অংশে ন্যূন নহে, সে বিষয়ে কাহারও সন্দেহ থাকিবে না।

যদি সুলতান মামুদ উপযুক্ত সময় স্বীয় প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিতেন—যদি তাঁহার অসাধু ব্যবহারে ভগ্নাশ হইয়া ফারহুষীকে অকালে মানবলীলা সংবরণ করিতে না হইত তবে প্রাচ্য সাহিত্যাধিষ্ঠাত্রীর কমনীয় অঙ্গে সাহনামার ন্যায় আরও দুই একখানি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর অলঙ্কার শোভা পাইত না এ কথা কে বলিতে পারে? *

শ্রীঅশ্বিনীকুমার সেন

(বর্ত্তমান প্রবন্ধ সঙ্কলন বিষয়ে আমরা প্রধানতঃ Elphinstione' প্রভৃতি ইংরাজ ঐতিহাসিকগণের প্রদত্ত বিবরণ হইতে সাহায্য লইয়াছি। প্রবন্ধ লেখা প্রায় শেষ হইয়াছে এমন সময়ে আমাদের জনৈক বন্ধু, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত "বিশ্বকোষ" নামক অভিধানে প্রকাশিত ফারহুষী বিষয়ক বিবরণটীর প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। Elphiotne প্রভৃতির প্রদত্ত বিবরণের অনেক স্থলেই মিল নাই। কবিরা নিরঙ্কুশ, কিন্তু ঐতিহাসিকের বিশেষতঃ বাঙ্গালী ঐতিহাসিকের——পথ তত সুগম নহে। বাঙ্গালীর নিজের কিছুই নাই, ইতিহাস লিখিতে হইলে ইচ্ছায় হউক অনিচ্ছায় হউক তাহাকে বিদেশী বিধর্ম্মী লেখকের প্রদত্ত বিবরণের উপর নির্ভর করিয়া—পরের মুখে ঝাল খাইয়া—নিজের মতামত প্রকাশ করিতে হয়। এমত অবস্থায় একজনকে উপেক্ষা করিয়া অপরের মতাবলম্বী হওয়ার সাধ্য

আমাদর নাই। Elphinstone প্রদত্ত বিবরণের পার্শ্বে "বিশ্বকোষের" বিবরণ উদ্ধৃত করিয়া আমরা বিদায় হইলাম। শেষের ভার দশের উপর——

"Perceiving that the ancient renown of Persia was on the point of being extinguish, owing to the bigotry of his predecessiors, Mahmud early held out rewards to any one who would embody in historical poems the achievements of her kings and heroes previous to the Mahamedan conquest. Dakiki, a great poet of the day, whom he had first engaged in this undertaking, was assassinated by a servant before he had finished more than one thousand complete. When the fame of Mahmud's liberality fortunately attracted Ferdousi to his court. By him was this great work completed."

Elphinstone's History of India.

"পারস্যের শাসনীয় রাজ যজদেজার্দ কৈমুর বংশ হইতে খুস্‌রো বংশ হইতে রাজগণের বিবরণ সংগ্রহ করিয়া নিজ উদ্যম ও তত্ত্বাবধানে "সিয়ার উলমুল্ক" বা "বস্তান নামা" নামে একখানা ইতিহাস সঙ্কলন করিয়াছিলেন। মহম্মদের শিষ্যগণ যখন পারস্য রাজ্য বিদলিত করিবার চেষ্টা করেন তৎকালে যজ দেজার্দের পুস্তকাগারে ঐ গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছিল। খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে শাসন বংশীয় জনৈক রাজা ডাকিকি নামক একজন কবিকে ঐ মহাগ্রন্থ উদ্ধার করিবার ভার অর্পণ করেন। কিন্তু সেই কবি হাজার শ্লোক লিখিবার পরেই তাহার কৃত দাসের হস্তে কালকবলে পতিত হন। তৎপরে এই গ্রন্থ উদ্ধারের কেহই চেষ্টা করেন নাই। অবশেষে ঘটনাক্রমে সুলতান মামুদের হস্তে এক খণ্ড "বস্তাননামা" পতিত হয়। তিনি সেই গ্রন্থ হইতে সাতটী বিষয় লইয়া সাতজন কবিবে এক এক খানি কবিতা পুস্তক লিখিতে আদেশ করেন। ফারদুষী এই সময় স্বীয় জন্ম ভূমি তুষনগরে ছিলেন। তিনি কবি ডাকিকির চেষ্টা ও সুলতান মামুদের মহদভিপ্রায় শুনিয়াছিলেন। এখন তিনি সৌভাগ্য ক্রমে একখানা বস্তান নামা * হাতে পাইলেন। কঠোর পরিশ্রমে সমস্ত পুস্তক খানি ভাল করিয়া বুঝিয়া লইলেন। অল্পদিনের মধ্যে জুহাক্ ও ফার-

দুনের যুদ্ধ অবলম্বন করিয়া একখানি খণ্ড কাব্য প্রকাশ করিলেন। এই খণ্ড কাব্যের সুখ্যাতি সুলতান মামুদের কর্ণ গোচর হইল। তিনি ফারদুষীকে আহ্বান করিলেন। ফারদুষী গজনীতে আসিলেন। সুলতান কবিবরকে বস্তাননামা অবলম্বনে আপন পূর্ব্ব পুরুষ গণের অনুপম কীর্ত্তি কবিতায় গ্রথিত করিতে করিলেন।"

বিশ্বকোষ।

"Ferdousi lounched a bitter satire at Mahmud. The Satire, however, has survived. It is to it, we owe the knowledge of Mahmud's base birth be."

Elphinstone's History of India.

"উজীরের পরামর্শে সুলতান এইরূপ কার্য্য করিয়াছেন—কবি উজীরের উদ্দেশ্যে এক বিদ্রূপাত্মক গ্রন্থ লিখিয়া সুলতানের নিকট পাঠাইয়া দিয়া মাজন্দরাণ দেশে পলাইয়া গেলেন।"

বিশ্বকোষ।

সংক্ষিপ্ত সিরাজজীবন।

মুর্শিদাবাদে—সিরাজের প্রথম জীবন।

(১)

ন্যায়ধর্ম্মপরায়ণ, প্রশান্ত চরিত,
আলিবর্দ্দী বহুগুণে ছিল গুণান্বিত।
দুষ্ট সরফরাজ খাঁ ত্যজিল জীবন,
বিষম সমরক্ষেত্রে—গিরিয়া প্রান্তরে।
তাহার যতেক ধনরত্ন সিংহাসন,
অবশেষে বিরজিল আলিবর্দ্দীকরে।
অপুত্রক আলিবর্দ্দী জগতে প্রচার
ঘেসেটী আমিনা নামে দুই কন্যা তাঁর।

(২)

পাটনা শাসনভার আলি যেই দিন
লভিল আপন করে, জন্মিল সে দিন
—জৈনুদ্দীন ঔরসেতে, আমিনা উদরে
সিরাজ নামেতে শিশু সুন্দর গঠন।
প্রবাল গঞ্জনা পায় যার ওষ্ঠাধরে
খঞ্জনলাঞ্ছিত যার যুগল নয়ন
গোলাপ সুন্দর শিশু তুলনা বিহীন
প্রতিপচ্চন্দ্রের সম বাড়ে দিন দিন।

(৩)

আলিবর্দ্দী দিব্য মূর্ত্তি সে শিশু রতনে,
দেখিয়া পরমানন্দে ভাসে মনে মনে।
একে অপুত্রক, তাহে সদৃশ কুমার
—দৌহিত্র সিরাজ—তাই হৃদয়শোণিত,
জীবন সহায়, নেত্রমণি সম তার।
তবে কেন না হইবে আলিবর্দ্দী চিত
বৎসহারা গাভী প্রায় ক্ষণ অদর্শনে!
স্নেহ ভালবাসা সম কি আছে ভুবনে?

(৪)

লালিত পালিত শিশু সোহাগে আদরে—
যখন সে যাহা চায় তাই পায় করে
চন্দ্র সূর্য্য তারাদল গ্রহ উপগ্রহ
পারে না লভিতে শুধু এই ধরাতলে।
যার আছে আলিবর্দ্দী সম মাতামহ
কিসের অভাব তার অবনীমণ্ডলে?
"আদুরে গোপাল" সম সিরাজ হৃদয়
গঠিত হইল শিশু, সতত নির্ভয়।

(৫)

শৈশবে বিলাস বীজ উপ্ত হৃদে যার
বড়ই দুর্দ্দশা ঘটে ভবিষ্যতে তার,
বাল্যকালে শিশুচিত গড়িবে যেমন
তেমতি পাইবে তার পুন পরিণাম
কেবল শিক্ষার ভেদে শিশুর জীবন
কখন নরক তুল্য কভু স্বর্গ ধাম।

অসঙ্গত স্নেহ দান শাসন অভাব
সিরাজ লভিল শেষে অসৎ স্বভাব।

(৬)

কুসঙ্গি জুটিল ক্রমে সিরাজ সহিত
ধীরে ধীরে,——
যৌবন সুলভবৃত্তি হইল স্ফূরিত
সাধিতে পাশব কার্য্য ব্যস্ত অনুক্ষণ
মানসে নাহিক জ্ঞান তার হিতাহিত
পশুতুল্য বন্ধু সহ সদা বিচরণ
বিলাস বাসনা স্রোতে অঙ্গ ঢালি দিল
অবিরাম সেই নীরে ভাসিতে লাগিল।

(৭)

অবিবেক, ধন, আর প্রভুত্ব যৌবন,
প্রত্যেক অনর্থ মূল বলে মহাজন।
চারিটী একত্র যথা হয় সম্মিলন
কি অনর্থ ঘটে তথা ভাব দেখি মনে।
অনর্থ সাগরে আজি তাই সন্তরণ
দিতেছে সিরাজ তার মিত্রগণ সনে।
সঙ্গোপনে বন্ধুসহ কুকার্য্য সাধন
করিয়া সিরাজ কাল কাটে অনুক্ষণ।

(৮)

ক্রমে মাতামহ কাছে সতত তাহার
বসতি অন্যায় বলি মানসে সঞ্চার।
আলিবর্দ্দী কাছে তাই সিরাজ গমন
করিল একদা ইষ্ট করিতে সাধন—

কহিল তাহারে সব খুলি নিজ মন
আমি তব উপযুক্ত দৌহিত্র রতন
আমোদ প্রমোদ করা মোর সর্ব্বক্ষণ
উচিত তোমার পাশে নহে কদাচন।

(৯)

স্বতন্ত্র প্রমোদশালা আমার কারণ
কর্ত্তব্য নির্ম্মাণ করা তোমার এখন।
দৌহিত্রের কথা শুনি মাতামহ চিত
প্রসন্ন প্রফুল্ল ভাব করিল ধারণ,
যেমন সুন্দর যুবা দেহ বীরোচিত
পরিপক্ক বুদ্ধি তার হয়েছে এখন
এইরূপে সিরাজের স্মরি গুণ যত
দৌহিত্র প্রস্তাবে আলি হইল সম্মত।

হীরাঝিলের প্রাসাদে—সিরাজের যৌবনাবস্থা।

(১০)

গঙ্গার পশ্চিম তীরে সিরাজ কারণ
নির্ম্মিত প্রমোদশালা মানসমোহন
অট্টালিকা প্রান্তে ঝিল হইল খনন
প্রথিত উভয় পার্শ্বে ইষ্টক যাহার—
"হীরাঝিল" নাম যার বিদিত ভুবন
সৌন্দর্য্যে অতুল ভবে সম নাহি আর
চন্দ্রকরে কি মাধুরী স্বচ্ছ ঝিলনীর
ধরিয়া করিত চিত্ত দর্শক অধীর

(১১)

নর্ত্তকী, গায়িকা, আর সহ বন্ধুগণ
ঝিলনীর বক্ষতরী করি আরোহণ
যখন সিরাজ সুখে করিত ভ্রমণ
ঝিলের কতই শোভা হইত বর্দ্ধন।
শীকার তল্লাস ব্যাঘ্র করে যথা বনে
সিরাজ প্রমোদশালে তথা সঙ্গী সনে
পরনারী অঙ্কগতা বলে কিম্বা ধনে
করিয়া কাটায় কাল মদিরাসেবনে।

(১২)

নিত্য নব রূপবতী বার নারীগণ
সিরাজ আদেশে তথা করিত গমন।
এই হিরাঝিলে ফৈজীরূপ সুধাপানে
সিরাজ পাগল হয়ে ছিল একদিন
একদিন লুৎফুন্নেসা সহ এই স্থানে
সিরাজ আমোদ ভোগ কত নিশিদিন
—কাটায়েছে ; যাপিয়াছে বিলাস জীবন
সে সুখের হীরাঝিল কোথায় এখন !

(১৩)

নৃত্যগীতে যে প্রাসাদ সদা মুখরিত
দুর্গন্ধ মদিরা গন্ধে চৌদিক পূরিত
কত কুলললনার সতীত্ব রতন
একদা যে প্রাসাদেতে হয়েছে বিলীন
কোথা সেই পাপ পুরী রয়েছে এখন
কালের প্রবাহে এবে অস্তিত্ব বিহীন

একদিন বঙ্গভূমি নামেতে যাহার
—কাঁপিয়াছে ; আজি নাহি চিহ্ন মাত্র তার !

মুর্শিদাবাদে—সিরাজের রাজত্বকাল।

(১৪)

পাণ্ডু শোথে ক্লিষ্ট আলি ত্যজিল জীবন
সিরাজ রাজ্যের ভার করিল গ্রহণ।
রাজ্য মাঝে রাজশক্তি করিলা বিস্তার
দিনে দিনে অর্থ চিন্তা বাড়িল রাজার
অত্যাচার উৎপীড়ন কমিল না তার
সদা ভীত চিত্ত যত রাজা জমীদার—
সিরাজ ইংরাজদ্বেষী অনেকেই কয়
আবাল্য তাঁহার মিত্র কভু যারা নয়।

(১৫)

ইতিহাসে সুবিখ্যাত ঢাকার নবাব
রাজবল্লভের নহে সামান্য প্রভাব
অর্থ পিপাসায় ক্লিষ্ট হইয়া সিরাজ
লভিতে তাহার অর্থ করিল গমন
রাজপুত্র কৃষ্ণদাস নিকটে ইংরাজ
নবাবের ভয়ে শেষে লইল শরণ।
তাহাতে উদিল ক্রোধ ইংরাজ উপরে
সিরাজ খুঁজিল পন্থা প্রতিশোধ তরে।

(১৬)

ইংরাজ সিরাজ আজ্ঞা করিল লঙ্ঘন
রাজপুত্র কৃষ্ণদাসে রক্ষিয়া যখন,

তখনি নবাব আজ্ঞা করিল প্রচার
"ইংরাজ সত্বর দুর্গ ফেলহ ভাঙ্গিয়া
তোমরা করিছ এবে যাহার সংস্কার।"
ইংরাজ অন্যায় আজ্ঞা দিল উড়াইয়া
ক্রোধেতে উন্মত্ত হয় নবাব তখন
কাশিমবাজার কুঠী করিল বেষ্টন।

(১৭)

তারপর কলিকাতা করি আক্রমণ
অন্ধকূপে ইংরাজেরে করিল ক্ষেপণ
বায়ু জল অভাবেতে ছটফট প্রাণ
অকালে ইংরাজ যত ত্যজিল জীবন
নিত্য নব অত্যাচার করিয়া সাধন
সিরাজ লোকের হল অপ্রিয় ভাজন
সে কারণ বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ জনগণ
সিরাজ অনিষ্ট হেতু সবে দিল মন।

(১৮)

ইতিহাসে যারে কয় কুবের সমান
জগতের শ্রেষ্ঠ ধনী বলিয়া সম্মান
জগৎশেঠের নাম খ্যাত চরাচরে।
রাজার রাজত্ব, জমীদারের সম্মান
নবাবের সিংহাসন ছিল যাঁর করে
সিরাজ করিয়াছিল তার অপমান
কিরূপে সে হতভাগ্য রাখিবে জীবন
একবার তার লাগি করেনা চিন্তন।

(১৯)

দীর্ঘশ্মশ্রু সমন্বিত বণিক্ প্রধান
উমিচাঁদ রাজ যোগ্য লভিত সম্মান
শত সৌধ বিভূষিত রাজপুরী যার
নয়নরঞ্জন জনগণ মনোরম
পুষ্পরাজি সুশোভিত উদ্যান যাহার
দেখিলে নন্দন বলি মনে হত ভ্রম
সশস্ত্র প্রহরীদল সদা সিংহদ্বার
রক্ষিত, ভূষিত হয়ে আদেশে যাহার।

(২০)

ইংরাজ কুঠীতে আর নবাব দরবারে
সমান সম্মান দান করিত যাহারে
সেও রুষ্ট অসন্তুষ্ট সিরাজ আচারে
তাই মিলি গণ্য মান্য সম্ভ্রান্ত সুজন
নবাব সিরাজ রাজ্য চ্যুত করিবারে
করিল মনন দুর্ভাগ্য অতুল
ইতিহাসে যার দোষ ঘোষে অনিবার।

(২১)

সিরাজের সর্ব্বনাশ করিতে সাধন
মন্ত্রণার স্থল হল শেঠের ভবন
গভীর রজনীকাল সুপ্ত ধরাতল
নীরব অবনী স্তব্ধ জীব সমুদায়
বহুজন পরিপূর্ণ মন্ত্রণার স্থল
নীরবতা ভঙ্গ তবু নাহি দেখা যায়
বহু তর্ক বিতর্কের পর নিরূপণ
হইল, মিরজাফর পাবে সিংহাসন।

(২২)

কেহবা সত্তর লক্ষ, কেহ কোটী মান,
কেহ পাবে ত্রিশ লক্ষ যুদ্ধ অবসান
কালনেমী করেছিল যথা লঙ্কা ভাগ
সেইরূপ সেনাপতি ক্লাইব কেশরী—
নবাবের ধনরত্ন করিল বিভাগ
ভাঙ্গিল বিরাট সভা চলিল শর্ব্বরী
বঙ্গলক্ষ্মী সিরাজের গৃহ তেয়াগিল
ইংরাজের প্রতি তাঁর করুণা হইল।

পলাশীর যুদ্ধে—সিরাজ।

(১)

দ্বাবিংশ রজনী জুন নিশীথ মেদিনী
ঘনঘোর অন্ধকার
মেঘাচ্ছন্ন চারিধার
হেনকালে পলাশীতে ব্রিটীশবাহিনী—

(২)

"লক্ষবাগ" নামে খ্যাত রসাল কানন
ব্রিটীশের সেনাদলে
ক্লান্ত দেহ আর্দ্র জলে
আম্রকুঞ্জতলে করে আশ্রয় গ্রহণ*

* The whole army reached Plassey grove after a great fatiguing march and through a whole night's rain (—Ive's Journal).

(৩)

তেজ নগরের নাম জানে বহু জনে
তাহার প্রান্তরে ধীরে
জাহ্নবীর পূর্ব্ব তীরে
আছিল সিরাজ সেনা শিবির স্থাপনে

(৪)

নবাবের রণভেরী বাজিয়া উঠিল
বহু দূরে শব্দ তার
পশিতেছে অনিবার
সেই শব্দে শত্রুগণ হৃদয় কাঁপিল।

(৫)

এইবার নিকটেতে শত্রু সেনাগণ
বুঝিয়া ক্লাইব মনে
সারা রাতি জাগরণে
কাটাইল চিন্তাবৃত চিত্তে সর্ব্বক্ষণ †

(৬)

সাত পাঁচ মনে মনে ক্লাইব গণিল
কিরূপে সম্মুখ রণে
নবাব সৈন্যের সনে
যুঝিব ইহাই তাঁর মানসে উদিল।

(৭)

সময় সুযোগ বুঝি চোর একজন
সহসা কৌশল করি
শিবিরে প্রবেশ করি—
সিরাজের ফর্শী লয়ে করে পলায়ন।

(৮)

সুপ্তোত্থিত জন প্রায় সিরাজ তখন
পশ্চাতে ছুটিল তার
ধরিতে না পারি আর
শিবিরে ফিরিল পুনঃ হয়ে ক্ষুণ্ণ মন

(৯)

অলক্ষিতে আর্ত্ত স্বরে সিরাজ তখন
বলে "মরি নাই হায়!
তথাপি মৃতের প্রায়!
ইহারা সকলে মোরে করিছে গণন!*

(১০)

পোহাইল বিভাবরী উদিল দিনেশ
নবাবের মুখশশী
মলিন করিল পশি
চিন্তানল, হৃদয়েতে নাহি সুখলেশ।

(১১)

জাফর লতিফ রায়দুর্লভের সেনা।
অর্দ্ধ চন্দ্রাকারে ফিরে
ব্যূহ রচি ধীরে ধীরে—
বেষ্টিতে রসালকুঞ্জ করিল সূচনা (†)

* The soldier slept, but few of the officers and last of all the commander. (Orme ii 172),

† At day break of the 23rd, the nabab's army was perceived marching out of their lines towards the grove which we were in possession of; their intention seemed to surround us (Ive's Journal).

(১২)

সরসীর তীরে মীরমদন রহিয়া—
কামানে আগুন দিল
মহাশব্দে বাহিরিল
একটী লোহিত গোলা ভীষণ হইয়া—

(১৩)

তখনি সে গোলাঘাতে গোরা একজন
শমন ভবনে হায়—
জনেক মৃতের প্রায়
আহত সমর স্থলে হারায়ে চেতন। (*)

(১৪)

ইংরাজের বজ্রনাদী কামান পীড়নে
দুচারি নবাব সৈন্য
না দেখি উপায় অন্য
একে একে গেল সবে সমন সদনে।

(১৫)

অর্দ্ধ ঘণ্টা মাঝে গোরা সৈন্য ত্রিশজন
মৃত্যুর ক্রোড়েতে যবে
শুইয়া পড়িল সবে
ক্লাইবের রণসাধ মিটিল তখন।

(১৬)

ইংরাজের ত্রিসহস্র সেনা মুষ্টিমেয়
ভাবিল যে কতক্ষণ

† (Orme vol. ii 175).

শত্রুগণ সহ রণ
করিব ; যাহারা যুদ্ধে ভীষণ অজেয় !

(১৭)

ইংরাজ কামান দুটী বাহিরে রাখিল
লইয়া চারিটী আর—
আম্র কুঞ্জে অন্ধকার—
ক্লাইভ আদেশে সবে লুকায়ে বসিল।

(১৮)

নবাবের ব্যূহসজ্জা, সমর কৌশল,
নিরখি ক্লাইভ মন
কাঁপিতেছে অনুক্ষণ
ক্রোধে বর্ষে উমিচাঁদে বাক্য হলাহল।

(১৯)

অপাত্রে বিশ্বাস মোরা করিয়া স্থাপন
বড়ই কুকাজ হায় !
করিয়াছি প্রাণ যায়—
কিরূপে জিনিব মোরা বলহ এখন।

(২০)

কিবা স্থির হয়েছিল মন্ত্রণা ভবনে ?
"একটা সামান্য রণ
করি তার পরক্ষণ
মনস্কাম পূর্ণ হবে" ভাব দেখি মনে ?

(২১)

নবাবের সেনাদল পলাশী প্রাঙ্গনে
লুকাইয়া বাহুবলে

রবে মাত্র যুদ্ধস্থলে
বিপরীত সব কথা দেখিয়ে এখন।

(২২)

উমিচাঁদ নম্রভাবে কহিল তখন
"যুদ্ধ করে অনিবার
মীরমদনের আর
মোহনলালের সেনা কর দরশন।"

(২৩)

"প্রভুভক্ত সেনাপতি এরা দুই জন
প্রাণপণে এ দু'জনে
পরাস্ত করহ রণে
আর কেহ করিবেনা অস্ত্রসঞ্চালন।"

(২৪)

"দেখ দেখি মীর্জাফর সহ সৈন্যগণ
ইয়ারলতিফ বীর
সসৈন্যে রয়েছে স্থির
রায় দুর্লভের সেনা অটল কেমন!"

(২৫)

চিত্রার্পিত সম অই সেনাপতিগণ
নিজ নিজ সৈন্য চয়—
সহিত দাঁড়ায়ে রয়—
আশ্চর্য্য কৌতুক যেন করিছে দর্শন। *

* "Mirza afer Khan, * * * contented himself withstanding at distance with the troops under his command, exactly, like one who had ome only to see the engagement although his sole air was to effect iraj-ud-daulah's downfall". (The Sir Mutakherin English Translation ol. ii Page 231).

(২৬)

মীরমদনের সেনা আকৃতি ভীষণ
সুধীরে সম্মুখে আসি
ভুজবল সুপ্রকাশি
বিপুল বিক্রমে করে গোলা বরিষণ—

(২৭)

তখন ক্লাইভ বীর মন্ত্রণা কুশল
ঘর্ম্ম-সিক্ত কলেবরে—
পশিল মন্ত্রণা ঘরে—
জিজ্ঞাসিতে মিত্রগণে সমর কৌশল

(২৮)

সমর সভায় এই হল নিরূপণ
আজিকে ইংরাজগণে
মিলি এই আম্রবনে
লুকাইয়া কোনরূপে বাঁচাও জীবন

(২৯)

ধূমরাশি অকস্মাৎ ছাইল গগন
আষাঢ়ের মেঘ তায়
কিছু নাহি দেখা যায়—
মধ্যাহ্ন নিশীথকাল দিন দরশন

(৩০)

নব মেঘে আচম্বিতে বারি বরিষণ
হইল ভিজিল তায়—
মীরমদনের হায়—
কামান, বারুদ, আদি যুদ্ধে প্রয়োজন

(৩১)

অতীব উদ্যমে বীর যুদ্ধ আয়োজন
করিতেছে এক মনে
সহসা অশুভক্ষণে
আসিল একটী গোলা দৈববিড়ম্বন

(৩২)

সেই ভীম গোলাঘাতে ছিন্ন উরুস্থল
মীরমদনের হায়—
আয়ু সূর্য্য অস্ত যায়—
ফুরাইল সেই সঙ্গে সিরাজের বল।

(৩৩)

ধরাধরি করি সেই বীর কেশরীরে
লয়ে যত সৈন্যগণ
ত্যজিয়া বিষম রণ
উপনীত একেবারে সিরাজ শিবিরে।

(৩৪)

লুকায়েছে আম্রবনে শত্রু সেনাগণ
কহিল তথায় গিয়া
মীরমদনের হিয়া—
কম্পিত মৃত্যুর কোলে করিয়া শয়ন—

(৩৫)

মীরমদনের মুখে নবাব যখন
শুনে সেনাধ্যক্ষগণ
কেহনা করিছে রণ
দাঁড়ায়ে করিছে সবে আমোদ দর্শন।

(৩৬)

একাকী মোহনলাল যুঝিতে লাগিল
আহত বীরের কথা
শুনিয়া সিরাজ ব্যথা
দেখিল নবাব আজি ব্যাকুলিত মন

(৩৭)

মীর্জাফর সহ পুত্র, পাত্র মিত্রগণ
ধরিয়া শাণিত অসি
সিরাজ শিবিরে পশি *
দেখিল নবাব আজি ব্যাকুলিত মন

(৩৮)

মীরজাফরের চিন্তা দূরে পলাইল
নাহিক বন্ধন ভয়—
তথায় ঘাতক চয়—
তার তরে সুসজ্জিত নাহিক দেখিল।

(৩৯)

সিরাজ কিরীট খুলি সম্মুখে জাফর
আকুল হৃদয়ে তারে
বলিল সে বারে বারে
তুমি মাত্র এ মুকুট রক্ষণে তৎপর।

* At last he came accompanised by his son Miran, alias Mir Moha mad Sudy-Khan by Ihaden-hussain-Khan and by a numerous body his friends and followers well armed (The S. Mutakherin P. 232).

(৪০)

আলিবর্দ্দী নাহি এবে তুমিই প্রধান
পূর্ণ কর যার স্থান
বিপদে করহ ত্রাণ—
রাখহ সম্ভ্রম, প্রাণ রাজোচিত মান। *

(৪১)

কৃত্রিম বিশ্বস্তভাবে মীর্জাফর কয়
মুকুটে কুর্ণিশ করি—
বক্ষোপরি হস্তধরি
"ভয় নাই শত্রু জয় করিব নিশ্চয়।

(৪২)

"আজি দিবা হইয়াছে দেখি অবসান
যুদ্ধ করি সারাদিন
সিপাহীরা বলহীন
আজিকে শিবিরে তারা করুক প্রস্থান।

(৪৩)

"প্রভাতে আবার যুদ্ধ হবে সংঘটন"
সিরাজ বলিল তায়—

* He (Siraj ud-daulah) even took his turban from off his head, and aced it before the General to whom he addressed those very word, * * I took up to you as to the only one present alive of that venerable rsonage ; * * * I recommend myself to you, to be care of the nservation of my honour and life.

"ঘটিবে যে নিরুপায়
নিশায় শিবির শত্রু করিলে বেষ্টন। *

(৪৪)

সগরবে মির্জাফর বলিল যখন
"ঘটিবে যদি বা হেন
আমরা রয়েছি কেন ?"
সিরাজের মতি ভ্রম ঘটিল তখন।

(৪৫)

সিরাজ আদেশ দিল যত সৈন্যগণে
"মীর্জাফরে বিশ্বাসিয়া—
আপনা ভুলিয়া গিয়া—
"ক্ষান্ত হও শিবিরেতে যাও সর্ব্বজনে"

(৪৬)

না শুনে মোহনলাল আদেশ তখন
তাহার সেনানীচয়—
রণমত্ত সে সময়
অদম্য সাহসে শত্রু করি আক্রমণ

(৪৭)

সিরাজ মোহনলাল্ বলিল সম্ভ্রমে
"দুই চারি দণ্ডে আর—

* "That the day was now drawing to its end ; and that there remaine
no itme for attack sent a counter order to the troops that are advancin
said he, recall those engaged : and tomorrow with the blessing of God
will join all the troops together and provide for the engagement. Siraj-u
daulah observed, that they might be attacked by the enemy in the nigh
This also the general took upon himself to provide against and he pr
mised that the enemy would not form a night attack (S. M. Page 233)

রণসিন্ধু হব পার—
অনুচিত ক্ষান্ত, এবে রণে কোন ক্রমে।"

(৪৮)

"পদ মাত্র যদি মোরা পশ্চাদ্‌গমন
করি তবে এই ক্ষণ—
সর্ব্বনাশে সংঘটন—
হইবে জানিও মোর অব্যর্থ বচন।"

(৪৯)

"ফিরিব না কোন ক্রমে করিব সমর—"
মোহনলালের বাণী—
মনে দৃঢ় অনুমানি—
শিহরিল সেনাপতি দুষ্ট মীর্জাফর।

(৫০)

নবাবে তুষিল শঠ বিবিধ বিধানে
নবাব সরল মনে
আজ্ঞা দিল সৈন্যগণে
শিবিরে ফিরিতে পুন, ক্ষান্ত যুদ্ধদানে।

(৫১)

অলঙ্ঘ্য প্রভুর বাক্য বলিয়া তখন
যদিও অনিছা ছিল
তবু যুদ্ধ তেয়াগিল
মোহনলালের চক্ষু লোহিত বরণ—

(৫২)

মীর্জাফর করেছিল যা কিছু মনন
পরমেশ পূরাইল
ক্লাইবে সংবাদ দিল
"লুকায়ে থাকার আর নাহি প্রয়োজন।"

(৫৩)

এক্ষণ অথবা নিশি তৃতীয় প্রহরে
লভিবে নিশ্চয় জয়
মানসে না করি ভয়
আক্রমণ কর যদি শিবির উপরে।

(৫৪)

সময় সুযোগ বুঝি বৃটিশ বাহিনী
ধীরে ধীরে বাহিরিল
আম্রবন তেয়াগিল
রণবাদ্যে যুদ্ধস্থল কাঁপায় মেদিনী।

(৫৫)

দ্বিসহস্র অশ্বারোহী সহ সৈন্যগণ
রণভূমি তেয়াগিয়া
হস্তী পৃষ্ঠে আরোহিয়া
সিরাজ রক্ষিতে রাজ্য করিল গমন।

(৫৬)

বিশ্বাসঘাতক সেনাপতি মীর্জাফর
সময় বুঝিয়া মনে
ইংরাজ সেনানী সনে
যোগদান করিবারে হল অগ্রসর।

(৫৭)

পাঁচটা বাজিয়া গেল তবু সমভাবে
যুদ্ধ চলে অনুক্ষণ
ক্রোধে ভঙ্গ দিল রণ
নবাবের সেনা, দেখি জাফর স্বভাবে

(৫৮)

বৃটীশ বাহিনীগণ সদর্পে তখন
শূন্য শিবিরের পানে
অগ্রসর যুদ্ধ দানে
নবাব সিরাজে সবে করিতে নিধন।

(৫৯)

শিবির সিরাজ শূন্য দেখি সৈন্যগণ
আনন্দে প্রফুল্লমন
কাঁপাইয়া আম্রবন
ভীম রবে জয় বাদ্য করে ঘন ঘন।

(৬০)

জানিল বৃটীশ জয় পলাশী প্রান্তর
জয় ঘোষে সর্ব্বস্থান
চিন্তা, ভয়, তিরোধান
হইল সকল প্রজা প্রফুল্ল অন্তর।

(৬১)

জয়ের নিশান তুলি ইংরেজ তখন
ক্লাইভ সৈন্যের সনে
মীর্জাফর সিংহাসনে
বসাইতে রাজধানী করিল গমন।

(৬২)

মুরশিদাবাদে পশি দেখে মীরজাফর
নাহিক সিয়াজ আর
শূন্য রাজাসন ভার
সস্ত্রাক পলায়ে গেছে কোথা রাজ্যেশ্বর—

(৬৩)

নাহিক রাজ্যের শোভা রাজ্যলক্ষ্মী হীন
চারিদিকে শোভা হীন
পশুপক্ষী প্রাণিহীন
হয়ে যেন যাপিতেছে সবে নিশি দিন।

(৬৪)

সুদূর সমুদ্র পারে জ্বলিছে কেবল
একটী উজ্জ্বল আলো
নগরী করিয়া আলো
নাচায়ে পবিত্র করে যেন জলস্থল!

(৬৫)

নিরূপিত দিনে সিংহাসনে আরোহণ
করিয়া মীরজাফর
চারিদিকে বহুচর
পাঠাইল সিরাজেরে করিতে বন্ধন।

জাফরাগঞ্জে—সিরাজের শেষ জীবন।

(১)

পলাশীর রণবহ্নি হইল নির্ব্বাণ
নবাবের পরাজয় ঘোষিল সকলে
তবু না ত্যজিল আশা সিরাজের প্রাণ
জয়াশা মানসে তার জাগে পলে পলে।
কিন্তু হায় অবশেষে সকলি অসার;
সিরাজ শত্রুর হস্তে পেলনা নিস্তার।

(২)

একদিন যেই স্থানে সিংহপরাক্রম
প্রকাশিয়া ছিল বীর নবাব সিরাজ
তথায় সে বন্দী বেশে আজি দস্যুসম
জুলাই দ্বিতীয় রাত্রে নিশীথ বিরাজ
গলদশ্রু আঁখি দেহ শৃঙ্খলিত তার—
শশী বিনিন্দিত মুখ শোভার আধার।

(৩)

ললিত লাবণ্যময় দেহ অনুপম
মলিন হয়েছে এবে নিগ্রহ কারণ,
সিংহের কুমার আজি শৃগালের সম
সহস্র বৃশ্চিক তারে দংশে অনুক্ষণ।
বিধাতার ভাগ্য লিপি কে পারে খণ্ডিতে ?
নিজ কর্ম্ম ফল জীব ভুঞ্জে পৃথিবীতে !

(৪)

জাফ্রাগঞ্জ রাজ সৌধকক্ষ তমোময়
বন্ধুহীন, মিত্রহীন সেই কারাগার
দেখিলেই মনে হয় যেন যমালয়,
সিরাজ একাকী যথা ফেলে অশ্রুধার।
চৌদিকে আমিত্র তার করিছে ভ্রমণ
পিঞ্জরে আবদ্ধ আজি সিংহের নন্দন।

(৫)

মাতামহ আলিবর্দ্দী নাহি তথা আর
নাহিক জননী তথা আমিনা বেগম
নাহি মাতামহী তার স্নেহের আধার
নাহিক লুৎফুন্নেসা ভার্য্যা প্রিয়তম,
অরণ্যে ব্যাধের করে বিহঙ্গ যেমন
তেমতি সিরাজ আজি ব্যাকুলিত মন।

(৬)

ভাবনা সাগরে আজি সিরাজ মগন
জীবনের যত কাজ ভাবে মনে মনে
কভু হাসে কভু করে অশ্রু বরিষণ
যেমতি পাগল কভু বিরস বদনে ;
স্মরি পূর্ব্ব সুখ ফাটে সিরাজ হৃদয়—
রাজা হয়ে কারাদুঃখ জীবনে কি সয় ?

(৭)

সিরাজের আয়ুদিবা ক্রমে অবসান
সহসা মৃত্যুর ক্ষণ হল উপনীত
সিরাজ বধের আজ্ঞা করিল প্রদান
মীরণ—জাফরপুত্র নিষ্ঠুর দুর্নীত।
আসিল ঘাতকবৃন্দ মীরণ আদেশে,
সেই সৌধ কারাগারে রাক্ষসের বেশে।

(৮)

শুনিয়া সিরাজহত্যা একে একে সবে
প্রদর্শিল পৃষ্ঠদেশ আজ্ঞাকারী জনে,
কিন্তু হায় অর্থ ব্যয়ে কোন কার্য্য করে ?
অসম্পন্ন চিরকাল থাকে এ ভুবনে ?
সামান্য মানব হত্যা—সিরাজ জীবন,
অর্থ বিনিময়ে হয় অসাধ্য সাধন।

(৯)

উপনীত মহম্মদী বেগ অবশেষে—
সিরাজ অন্নেতে যার পুষ্ট কলেবর
দুরাত্মা পশিল কক্ষে ঘাতকের বেশে—
প্রচণ্ড মুরতি সেই মুক্ত-অসিকর—
দেখিয়া ঘাতক দেহ কাঁপে থর থর—
সিরাজ পাগলসম ব্যাকুল অন্তর।—

(১০)

এতক্ষণ কত আশা হৃদয়ে তাহার—
ক্ষণে ক্ষণে খদ্যোতের প্রায় সমুদিত—

* At last, one Muhamedy-beg accepted the commission, which so many had rejected with indignation. This man who had been fed in the house of Siraj-ud-daulah's father, and in that of Aly-verdy Khan's consort. See Scotts' History of Bengal Page 372 (S. M. Page 242).

ইহার অপর নাম "লাল মহম্মদ"।

† "—No—they are not,—and I must die—to alone for Hossain-culi-Khan's murder's (S. M.—Page 242).

মুহূর্ত্ত মাঝেতে হায় সকলি অসার—
সর্ব্বাঙ্গে বিদ্যুৎ তার হল প্রবাহিত
কেমনে জীবন রবে ভাবিল তখন
অন্য চিন্তা ত্যজিয়াছে সিরাজের মন।

(১১)

ক্রমশঃ বাড়িল তার মনের আবেগ
কম্পিত অধর "ওষ্ঠে আর্ত্ত কণ্ঠে আর—
সিরাজ বলিল, কেরে মহম্মদী বেগ ?
তুমি ! তুমি ! তুমিই কি শেষে তীক্ষ্ণধার—
অসি করে আসিয়াছ বধিতে আমায় ?
ভবে নিমখারামীর দিতে পরিচয় ? (*)

(১২)

"কেন ? কেন ? কেন ? তুমি বলিতে কি পার
সুবিস্তৃত জন্মভূমে নিভৃত আলয়ে—
সামান্য অশন আর বসন আমার—
অদানেতে অপারগ ইহারা নির্ভয়ে ?
কিছুই চাহি না শুধু চাহিতেছি প্রাণ—
ভিক্ষা চাই দাও মোরে রাখহ সম্মান।"

(*) যে স্থানে সিরাজের অন্নদাস মহম্মদী বেগ তাহার প্রভুকে হত্যা করিয়াছিল সে স্থান অদ্যাপি "নিমখারাম দেউড়ী" নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে।

(১৩)

দুর্ভাগ্য সিরাজ হায় হয়েছে এখন
নতুবা ঘাতকে কেন প্রাণ ভিক্ষা চায়
কালি যার প্রতাপেতে ফাটিত গগন
আজি তার দুরবস্থা পদরেণু প্রায়,
কালের কুটিল চক্র কে ভেদিতে পারে
অহঙ্কার, ধন মদ অসার সংসারে।

(১৪)

পুরক্ষণে আত্মগর্ব্বে সিরাজ হৃদয়
টলিল, ঘাতকে কয় ত্যজি নম্র ভার—
না—না—মোর আর বাঁচা উচিত ত নয়
এখনি জগতে হোক আমার অভাব।
জগতের শত্রু বলি খ্যাত যেই জন
ক্ষমার অযোগ্য ভবে নিশ্চয় সেজন।

(১৫)

এখনো লিখিত আছে উজ্জল মসীতে
করেছি কুকাজ যত ভবে অনুষ্ঠান
"বধেছি হোসেনকুলী সুতীক্ষ্ণ অসিতে
সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত হউক বিধান"।
লও অসি দাও গলে ঘাতক প্রধান
হউক এ বঙ্গভূমি শান্তিময় স্থান।"

(১৬)

পরক্ষণে চাহি লাল মহম্মদ পানে
নিরাশ কটাক্ষে দৃষ্টি করিয়া ক্ষেপণ
"এস—রহ—রহ তৃষ্ণা হর বারিদানে"
বলিল সিরাজ হয়ে পিপাসু বদন।
শুনে কি কৃতঘ্ন হন্তা কাতরোক্তি তার ?
পাপিষ্ঠ ঘাতকে বলে সিরাজ আবার।

(১৭)

"তিষ্ঠ লাল মহম্মদ তিষ্ঠ কিছুক্ষণ,
অন্তিম দেবতা কাছে আমি একবার
জীবনের শেষ কাজ করি সম্পাদন,
তাহাতে তোমারো পুণ্য হইবে অপার।"
কে শুনিছে সে সদয় সিরাজবচন
পুণ্যময় ইচ্ছা তার হলোনা পূরণ!

(১৮)

দিল বাধা না হইতে শেষ উপাসনা
প্রহারি সিরাজ গলে অসি তীক্ষ্ণ ধার,
দারুণ আঘাত লভি মরম বেদনা
রুধিরাক্ত কলেবরে ছুটি চারি ধার
ঘূর্ণিত হইয়া পড়ে কক্ষের উপর
ঘাতক প্রহারে অসি তবু নিরন্তর।

(১৯)

মহম্মদীবেগ হয়ে উন্মত্তের প্রায়
পুনঃ পুনঃ সিরাজেরে করে খড়্গাঘাত
তথাপি অতীব কষ্টে সিরাজ তাহার
কহিল করুণ কণ্ঠে জুড়ী দুটী হাত
ছিড়েছে মরম গ্রন্থি ফুরায়েছে আশ
নাহিক হৃদয়ে আর কোনরূপ ত্রাস

(২০)

"আর না—হোসেনকুলী—আর না—আর না! *
তব আত্মা শান্তি লাভ করুক এখন!!"
বলিয়া নীরব যুবা ফুরাল বাসনা
শত্রুর সকল আশা হইল পূরণ।
বদনের শেষ কথা বদনে রহিল!
পাপপূর্ণ ধরাধাম সিরাজ ত্যজিল।

(২১)

নরে যথা নর রক্ত নাহি করে পান
হিংসা দ্বেষ নাহি যথা চির শান্তিময়—

* "Enough,—that is enough—I am done for—and Hosein-Khan's death revenged. On uttering word he fell on his face retu his soul to its Maker, and engaged out of this valley of miserie wading through his own blood (S. M.— Page 242).

তথায় সিরাজ আজি করিল প্রস্থান
ভুলিয়া ঐশ্বর্য্য গর্ব্ব তুচ্ছ প্রাণ ভয়
সিরাজ বিহনে ধরা হইল নীরব—
রাজ অন্তঃপুরে উঠে শুদ্ধ হাহারব।

লুৎফুন্নেসা-সমীপে সিরাজ।

(১)

অশান্তির নিকেতন সংসার মাঝারে
প্রিয়তমা পত্নী মাত্র সুখের আধার
সে সুখে বঞ্চিত করে জগদীশ যারে
তার সম দুরদৃষ্ট কেবা আছে আর?

(২)

তরুণ অরুণ যথা প্রভাত গগনে
সুনীল অম্বরে যথা তারকার রাশি
শারদ চন্দ্রমা যথা মানবনয়নে
সরসীর বুকে যথা কমলের হাসি।

(৩)

মানবের প্রিয়তমা রমণীবদন
ততোধিক সুখ কর মানসমোহন,

ঐশ্বর্য্য সম্পদ কিম্বা সুখের সদন
প্রিয়ম্বদা নারী তুল্য নাহি কোন ধন।

(৪)

চির অশান্তির অঙ্কে করিয়া শয়ন
মানসে কতই কষ্ট করিত বিরাজ,
কিন্তু লভি অদ্বিতীয় রমণী রতন
হৃদয়ে অমূল্য সুখ পাইত সিরাজ।

(৫)

ললিত লাবণ্যময় পত্নীদেহ তার
অধরে মধুর হাসি হেরিয়া নয়নে,
পরাণপাগলকারী শকতি অপার
সিরাজ আপনা ভুলি রহিত সেক্ষণে।

(৬)

লুৎফুন্নেসা সিরাজের প্রীতির আধার
স্নেহ, দয়া, ভালবাসা, সৌন্দর্য্যের খনি
তাই বলি নবাবের হৃদয় আগার—
অধিকার পেয়েছিল নারীচূড়ামণি।

(৭)

সুবিস্তৃত লোচনের প্রকৃতি চঞ্চল
শত চক্ষে হেরিয়াও সিরাজের আশ
মিটিত না, মনে হ'ত হেরি অবিরল
মনের বাসনা কভু হয়নি বিনাশ।

(৮)

অশান্তি সাগর পারে অবসর ক্ষণে
আসিয়া সিরাজ যবে লভিত বিরাম
(লুৎফুন্নেসার পার্শ্বে বসি মনে মনে)
ভাসিত শান্তির স্রোতে সুখের বিরাম।

(৯)

স্বর্গ সুখে বিমোহিত সিরাজের মন
হৃদয়ে কতই আহা ছুটিত তখন
যাহা কিছু মনোদুঃখ দূরে পলায়ন
করিত, শোভিত হৃদে নন্দনকানন।

(১০)

পতিভক্তি রমণীর শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার
তাহে দেহ বিভূষিত লুৎফুন্নেসার—
পতি মাত্র রমণীর জগতের সার—
জানিত লুৎফুন্নেসা রূপের আধার।

(১১)

রাজরাণী ছিল যবে তখনো যেমন
ভিখারীর পত্নী সাজি নহে ভিন্ন মন
স্বামী সুখে সুখী আর দুখে দুখী মন
অদ্বিতীয় লুৎফুন্নেসা মাঝেতে ভুবন।

(১২)

অপ্সরানিন্দিত-রূপা সিরাজ মহিষী
একমাত্র কন্যা রত্ন রাখি অঙ্কস্থানে,
বৈধব্য দুর্দ্দশা লভি সারা দিবানিশি
কাঁদিত নিয়ত দুঃখে কাতর পরাণে।

(১৩)

ধর্ম্ম কর্ম্ম দেবার্চ্চনা করি সমাধান
স্মরিয়া পতির মুখ কাঁদিয়া অধীর
অনাথার নিত্য ক্রিয়া সমাধি উদ্যান
গমন করিয়া পূজা করিত স্বামীর।

(১৪)

স্বর্ণ রৌপ্যময় পুষ্পান্বিত কৃষ্ণবাস
সিরাজ সমাধি ছিল যাহে আবরিত,
প্রত্যহ প্রদীপ জ্বালি তার তমোনাশ
করিতেন লুৎফুন্নেসা ভক্তি পূর্ণচিত।

(১৫)

এখনো সমাধিক্ষেত্র করিলে দর্শন
খোসবাগ উদ্যানেতে করিয়া গমন
লুৎফুন্নেসা পতিভক্তা ছিল যে কেমন
বুঝিবে তাহার স্বামী ছিল কিবা ধন।

(১৬)

দেখিবে সে পতিরতা কোথায় শায়িতা
সুখে দুখে যাহা ছিল একমাত্র ধন
লভিয়াছে সেই পদ হইয়াও মৃতা,
ভবে রাখিবার তরে স্বামী নিদর্শন।

(১৭)

একদিন ক্রীতদাসী ছিল যেই নারী
কাটায়েছে আলিবর্দ্দী-আলয়ে জীবন
কে জানিত এত গুণ হৃদয়েতে তারি
রয়েছে অদৃশ্য ভাবে বিশ্ববিমোহন।

(১৮)

রামসীতা চিত্র সম সুধা প্রদায়িনী
আদর্শ যবন-নারী তুল্য আর নাই
লুৎফুন্নেসা, সিরাজ অদৃষ্ট-কাহিনী
ইতিহাসে সুশোভিত রয়েছে সদাই।

——

লেখকের এক দিনের স্মৃতি।

সমাধি-কাননে—সিরাজ।

আলিবর্দ্দী নবাবের কীর্ত্তির নিশান
বিখ্যাত শ্মশানভূমি "খোসবাগ" হায়।
কলস্বনা প্রবাহিনী, ত্রিতাপহারিণী,
কলুষনাশিনী মর্ত্তে মাতা ভাগীরথী
চলিতেছে দ্রুতপদে পূর্ব্বেতে যাহার,
প্রশান্ত চরণতল করিয়া চুম্বন!—
জাগায়ে প্রাচীন স্মৃতি ভাবুকের মনে!
এখনো দাঁড়ায়ে আছে অচল অটল
বাঙ্গলার রাজধানী ছিল কোন দিন
মুর্শিদাবাদ—এই বিজ্ঞাপন তরে।
নিরখিলে যার পানে শান্তিবারিকণা
বরষে নীরবে ধীরে শান্তিহীনমনে
বিজড়িত, তার সনে সিরাজের নাম।
অনল প্রবাহ নাহি বহে সে শ্মশানে
অহরহঃ প্রকৃতির প্রিয়নিকেতন।
চাহিলে কাননপানে চিন্তারত চিতে,
মানবের মনে হয় বৈরাগ্য সঞ্চার!
কত কথা মনে পড়ে আপনা হইতে
যবনের অত্যাচার অবিচার গাথা
নবাবের প্রতিকূলে যত ষড়যন্ত্র
পলাশীর যুদ্ধগাঁথা বিষাদ কাহিনী
অবশেষে দুর্ভাগ্যের বিনাশ ব্যাপার।

মধুকর গায় সদা তথা গুণগান
প্রস্ফুটিত ফুলমধু সেবি মনোসাধে;
বিহঙ্গের "কল" গানে মুখরিত সদা
সে অপূর্ব্ব উপবন; হৃদয়ের জ্বালা
দূরীভূত কিছুক্ষণ রহিলে তথায়।
সুশীতল পবনের চির বাসস্থান
সুন্দর উদ্যান বানরের ক্রীড়া ভূমি
ভাবিলে নয়নে হয় অশ্রুর সঞ্চার।
সমাধি মন্দির মাঝে পশিলে সহসা
লোমাঞ্চিত কলেবরে ভয়ের সঞ্চার।
মধ্যস্থলে আলিবর্দ্দী আদর্শ নবাব
দক্ষিণে মহিষী তাঁর প্রাণ প্রিয়তমা
পূর্ব্ব পার্শ্বে পত্নীসহ দুর্ভাগ্য সিরাজ
চিহ্নহীন, অবিখ্যাত নগণ্যের প্রায়
মৃত্তিকার সনে মিশি রয়েছে শায়িত। *

শ্রীশ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

---

* লেখকের সহিত আমাদের সকল স্থলে ঐক্য নাই। ঐ, সং

রাজা বুদ্ধিমন্ত খাঁ চৌধুরী। *

বঙ্গদেশের দক্ষিণ প্রান্তব্যাপী যে সুবিশাল অরণ্যাণী আজ "সুন্দরবন" নামে পরিচিত হইয়া লোকের বিস্ময় ও ভীতি উৎপাদন করিতেছে। একদিন উহাই বহুধনজনপূর্ণ সুরম্য হর্ম্ম্যমালাবিভূষিত মহাসমৃদ্ধিশালী খণ্ড খণ্ড রাজ্য-রূপে বিরাজিত ছিল। কালপ্রভাবে মহামারী, ঝটিকাবর্ত্ত, জলপ্লাবন ও ভূকম্পন প্রভৃতি আধি ও প্রাকৃতিক বিপ্লবে ন্যায়, ধর্ম্ম, দয়া, দাক্ষিণ্য ও শান্তির কেন্দ্রস্থান সেই সুশোভন জনস্থলী ক্রমশঃ ধ্বংসের মুখে পতিত হইয়া বর্ত্তমানে 'ভয়াল ভল্লুক, সিংহ, ব্যাঘ্র' প্রভৃতি শ্বাপদ সমূহের ক্রীড়াভূমিতে পরিণত হইয়াছে।

কৌশলী ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের যত্নে ও চেষ্টায় বর্ত্তমান যুগে সুন্দরবনের অনেকটা স্থান আবাদ হওয়ায় ইহার পূর্ব্ব গৌরব ও সমৃদ্ধিজ্ঞাপক বহু নিদর্শনাদি ক্রমেই লোক-লোচন-সমীপবর্ত্তী হইতেছে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে মিষ্টার টিলম্যান হেঙ্কন নামক একজন অদ্ভুতকর্ম্মা ইংরাজ পুরুষ যশোহরের ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের পদে আসীন ছিলেন। ইনি প্রথমতঃ সুন্দরবনের পশ্চিমাংশ আবাদ করিতে প্রবৃত্ত হন।

* Hunter's Statistical account of Bengal, Vol. II, J. Westlands' History of Jessore, বঙ্গীয় বৈশ্যবারু-জীবি সমিতির তৃতীয় বার্ষিক কার্য্য বিবরণী, ও সতীশচন্দ্র রায় চৌধুরী প্রণীত "বঙ্গীয় সমাজ"।

লেখক—

হেঙ্কনের কৃত আবাদই বর্ত্তমানে "ডেমারাইলের আবাদ" নামে খ্যাত। এই আবাদের অন্তর্গত উস্কা অঞ্চলে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ইষ্টকস্তূপ, ভূপ্রোথিত মন্দির, জলাশয়, কূপ, রাজপথ ও গড় প্রভৃতি বহুতর প্রাচীন কীর্ত্তির ভগ্নাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে। স্থানীয় জনপ্রবাদ ও কিম্বদন্তীসমূহ এ গুলিকে রাজা বুদ্ধিমন্ত খাঁ চৌধুরির রাজ্য ও রাজধানীর ভগ্নাবশেষ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছে।

রাজা বুদ্ধিমন্ত নবশাখের অঙ্গীভূত বারুজীবিজাতীয় ও দত্তবংশোদ্ভব ছিলেন। কথিত আছে ইনি বঙ্গের তদানীন্তন মুসলমান শাসনকর্ত্তার অধীনে সৈনিক বিভাগে কাজ করিতেন। কোন একটী বিশেষ যুদ্ধে জয়লাভ করায় নবাব ইঁহার উপর যৎপরোনাস্তি সন্তুষ্ট হইয়া ইঁহাকে 'খাঁ চৌধুরি' উপাধি সহ একটী বিশাল জায়গীর প্রদান করেন। নবাব প্রদত্ত উপাধি ও জায়গীর প্রাপ্ত হইয়া বুদ্ধিমন্ত যমুনাতীরে রাজধানী স্থাপনান্তর তথায় আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। রাজা বুদ্ধিমন্ত কোন্ সময়ে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন এবং কত দিনই বা রাজত্ব করিয়াছিলেন বহু অনুসন্ধানেও আমরা তাহা নির্ণয় করিতে সমর্থ হই নাই, তবে তিনি যে একজন ধার্ম্মিক, ভগবদ্ভক্ত ও বিশাল রাজ্যের মহা প্রতাপশালী অধীশ্বর ছিলেন, আবিষ্কৃত ভগ্নাবশেষ এবং প্রাচীন জন প্রবাদ উভয়েই অবিসংবাদে তাহা প্রমাণ করিতেছে।

রাজা বুদ্ধিমন্তের সর্ব্বপ্রধান কীর্ত্তি তাঁহার নির্ম্মিত "নবরত্ন বিষ্ণু মন্দির।" নবরত্ন আগা গোড়া ইষ্টক নির্ম্মিত ও দক্ষিণ দ্বারী। ক্ষীণ স্রোতা স্বচ্ছসলিলা যমুনা নদী ইহার পশ্চিম প্রান্ত বিধৌত করিয়া কুলু কুলু রবে সাগরাভিমুখে প্রবাহিত হইতেছে। মন্দিরটী উচ্চতায় ৯০, দৈর্ঘে ৩০, এবং প্রস্থে ২৯ হাত হবে। সম্মুখে দরজার উপরিভাগে দেওয়ালের গায়, দক্ষিণে গরুড়ের উপরোপরি কৃষ্ণ বলরামের প্রতিমূর্ত্তি ও বামে নারদের প্রতিমূর্ত্তি খোদিত আছে। প্রতিমূর্ত্তি গুলির উপরে, ভূমি হইতে ন্যূনাধিক ৪০ হাত উর্দ্ধে একখানি প্রস্তর ফলকে প্রাচীন বাঙ্গলা অক্ষরে নিম্নোদ্ধৃত সংস্কৃত শ্লোক ও সাল লিখিত আছে :—

"শাকের দশমাম্বুজি বাণে * * বিতে।
মঠোঽয়ং সোপান শ্রীকৃষ্ণেন কৃত ময়া॥" *
১৬০৪।

"নবরত্ন বিষ্ণুমন্দির" নির্ম্মাণ সম্বন্ধে :একটী জন প্রবাদ শুনা যায়—আমর নিম্নে তাহা উল্লেখ করিলাম:—

রাজা বুদ্ধিমন্ত, রাজ্য ভার গ্রহণ করিয়া শ্রীশ্রী৺ জগন্নাথ দেবের পাদপ দর্শন আকাঙ্খায় স্বদল বলে শ্রীক্ষেত্রাভিমুখে রওনা হইলেন। তখন দে রেলগাড়ী কিম্বা ষ্টীমার ছিলনা; সুতরাং কতকদূর নৌকা পথে যাইয়া প স্থল পথে পদব্রজে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। দিনের বেলায় পথ চলিতে এবং রাত্রি উপস্থিত হইলেই নিকটবর্ত্তী সরাই কিম্বা চটীতে গিয়া আশ্র লইতেন! এই সময়ে একদিন রাত্রিযোগে রাজা স্বপ্ন দেখিলেন যেন শ্রীশ্রী জগন্নাথ দেব স্বয়ং আসিয়া তাঁহাকে বলিতেছেন—"দ্বাপরে কুরুক্ষেত্র যু অর্জ্জুনের রথে সারথি রূপে যাহারা আমার দর্শন পায় নাই, তাহাদিগকে দ দিবার জন্যই আমি এই কলিযুগে জগন্নাথ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া শ্রীক্ষেত্র ধা অবস্থান করিতেছি। তুমি উক্ত যুদ্ধে বাদ্যকর থাকিয়া দামামা ধ্বনিতে সর্ব্ব আমাকে বিশেষ বিরক্ত করিয়াছিলে বলিয়া তখন আমি তোমাকে দেখা দে নাই—শ্রীক্ষেত্রেও দেখা দিব না। তবে এযুগে তোমার ভক্তি দেখিয়া আ তোমার উপর বড়ই সন্তুষ্ট হইয়াছি তাই প্রকারান্তরে তোমাকে দর্শন দি তুমি রাজধানীতে ফিরিয়া যাইয়া "নবরত্ন বিষ্ণু মন্দির" প্রতিষ্ঠিত কর তাহাতে আমার চতুর্ভুজ মূর্ত্তি স্থাপন কর। প্রতি রথযাত্রার সময় বিগ্রহের উৎসব করিও, আমি সেই মূর্ত্তিতেই তোমাকে দর্শন দিব।"

এই স্বপ্নাদেশ প্রাপ্ত হইয়া রাজা বুদ্ধিমন্ত স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করি

* জল ও বায়ুর অত্যাচারে প্রস্তর ফলকের অনেক স্থল অস্পষ্ট হওয়ায় শ্লোকের ম পাঠোদ্ধার করা গেল না। আমরা যতদূর বুঝিতে পারিলাম এস্থলে তাহাই উদ্ধৃত করা গেল। লেখক—

এবং অতি সত্বর এক সুদৃশ্য বিষ্ণুমন্দির নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে বিষ্ণুর চতুর্ভুজ মূর্ত্তি স্থাপন করণান্তর রথযাত্রা উপলক্ষে উৎসব করিতে লাগিলেন। ভগবান্‌ও নিজ প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সে বিগ্রহে অধিষ্ঠিত হইয়া ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিলেন।

বুদ্ধিমন্তের প্রতিষ্ঠিত সেই বিগ্রহটী এখন আর নবরত্ন মন্দিরে নাই। সুন্দরবন আবাদ সময়ে মন্দির আবিষ্কৃত হইলে স্বপ্নযোগে বিষ্ণু কর্ত্তৃক প্রত্যাদিষ্ট হইয়া টাকী নিবাসী স্বর্গীয় গোবিন্দ রাম রায় চৌধুরী মহাশয় ঐ বিগ্রহটী নিজ গৃহে লইয়া গিয়াছিলেন। আবাদ হইতে বিগ্রহটী লইয়া আসিবার সময় আঘাত লাগিয়া বিগ্রহের কোন অঙ্গহানি হইয়াছিল। শাস্ত্র বিরুদ্ধ বলিয়া গোবিন্দ রাম এইরূপ অঙ্গহীন বিগ্রহ প্রতিষ্ঠায় ইতস্ততঃ করিতে-ছিলেন। এমন সময় তিনি রজনীযোগে স্বপ্নাদিষ্ট হইলেন যে, "পুত্রাদির অঙ্গহানি হইলে পিতা যেমন তাহাকে পরিত্যাগ করেন না, তুমিও আমাকে অঙ্গহানীয় জ্ঞান করতঃ আমার প্রতিষ্ঠা ও সেবার ব্যবস্থা করিয়া দাও, ইহাতে তোমার মঙ্গল হইবে।"

এইরূপ প্রত্যাদিষ্ট হইয়া চৌধুরী মহাশয় বিশেষ যত্ন ও ভক্তি সহকারে মহা সমারোহে বিগ্রহটীকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করতঃ উহার উপযুক্ত সেবার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে গোবিন্দ রামের বংশধরগণই বিগ্রহের সেবা ও তত্ত্বাবধান করিতেছেন।

বিষ্ণু মন্দিরের ১ মাইল উত্তরে বাঁকড়া নামক গ্রামে মাটীর নীচে আর একটী মন্দির আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহা একটী শিব মন্দির। মন্দিরের ভিতর হাত মাটীর নীচে কষ্টি পাথর নির্ম্মিত একটী বৃহৎ শিব লিঙ্গ পাওয়া গিয়াছে। এত যুগ যুগান্তর ধরিয়া লিঙ্গ মূর্ত্তিটী এই ভাবে মাটীর নীচে পড়িয়া আছে; কিন্তু অতি বিস্ময়ের বিষয় যে, উহা এখনও এত সুন্দর ও সমুজ্জল রহিয়াছে যে, দেখিলেই সদ্য নির্ম্মিত বলিয়া প্রতীতি জন্মে। জন প্রবাদ এ মন্দির ও মন্দিরাভ্যন্তরস্থ বিগ্রহকেও রাজা বুদ্ধিমন্তের অন্যতম কীর্ত্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছে।

যমুনা নদীর পর পারে বিষ্ণু মন্দিরের পশ্চিমে বহুদূর ব্যাপী একটা ইষ্টকস্তূ
দৃষ্ট হয়। লোকে বলে, ইহাই রাজা বুদ্ধিমন্তের খোষ বাগ বা উদ্যান বাটিকা
ভগ্নাবশেষ।

রাজধানী ও রাজবাটীর অনতিদূরেই রাজা বুদ্ধিমন্তের সৈন্যাগার বা দু
স্থাপিত ছিল। সৈন্যাগার ও তাহার চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী স্থানই বর্ত্তমান স
"হেঙ্কন গঞ্জ" বা "হিঙ্গল গঞ্জ" নামে অভিহিত হইতেছে। দুর্গের পশ্চি
দিকে যমুনা নদী ও অন্য তিন দিকে সুগভীর গড় খাই দ্বারা বেষ্টিত ছিল
গড়খাইর সুস্পষ্ট চিহ্ন এখনও বর্ত্তমান।

সুন্দরবনের অনেক স্থলেই এইরূপ প্রাচীন কীর্ত্তির ভগ্নাবশেষ বিদ্যমান
কিন্তু একটু আয়াস স্বীকারে তাহা অনুসন্ধান করিবার ইচ্ছা বা প্রবৃ
আমাদের মধ্যে কয়জনের আছে?

শ্রীঅশ্বিনী কুমার সেন।

জগৎশেঠ।

অষ্টম অধ্যায়।

মহাতপচাঁদ।

আফগান-বিদ্রোহ শান্ত হইলেও মহারাষ্ট্রীয়েরা কিন্তু সহজে বাঙ্গলা পরিত্যাগ করে নাই। যদিও আফগানগণের ধ্বংসের পর জনজী নাগপুরাভিমুখে গমন করিয়াছিলেন, কিন্তু মহারাষ্ট্রীয়েরা একেবারে বঙ্গরাজ্য হইতে অপসৃত হয় নাই। মীর হাবিব তাহাদিগের নেতা হইয়া মেদিনীপুর ও উড়িষ্যা প্রদেশে অবস্থিতি করিতেছিল। রঘুজী ভোঁসেলা স্বীয় কনিষ্ঠ পুত্র বিম্বজীকে অনেকগুলি সেনাসহ মীর হাবিবের সহিত যোগদানের জন্য পাঠাইয়া দেন। আলিবর্দ্দী খাঁ কিছুকাল মুর্শিদাবাদে শান্ত ভাবে অবস্থিতি করিবেন মনে করিয়াছিলেন। কিন্তু পুনর্ব্বার মহারাষ্ট্রীয়দিগের উৎপাতে ব্যাকুল হইয়া তাঁহাকে মুর্শিদাবাদ পরিত্যাগ করিতে হয়। তিনি কাটোয়ায় উপস্থিত হইয়া কয়েক দিন শিবির সন্নিবেশ করিয়া অবস্থিতি করেন। ইতিপূর্ব্বে তিনি একদল সেনা বর্দ্ধমানে প্রেরণ করিয়াছিলেন। ক্রমে তিনি মেদিনীপুরের অভিমুখে অগ্রসর হন। মীর হাবিব তথায় শিবির সন্নিবেশ করিয়া অবস্থিতি করিতেছিল। মীর হাবিব নবাবের আগমন অবগত হইয়া তথা হইতে প্রস্থান করে ও একটি দুর্গম জঙ্গলময় স্থানে শিবির সন্নিবেশ করে। নবাব এক দল সৈন্য তাহাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলে, তাহাদের সহিত মহারাষ্ট্রীয়দিগের সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। মহারাষ্ট্রীয়েরা পরাজিত হইয়া কটক অভিমুখে পলায়ন করে, এবং নবাবও তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করেন। নবাব কটকের নিকট উপস্থিত হইলে মহারাষ্ট্রীয়েরা বনে জঙ্গলে আশ্রয় গ্রহণ করে। নবাব তাহা-

দিগের কোনরূপ সন্ধান না পাইয়া কটক অভিমুখে অগ্রসর হন, এবং মহারাষ্ট্রীয়দিগের সাহায্যকারী সারন্দাজ খাঁ প্রভৃতির নিকট হইতে বারাবতী দুর্গ অধিকার করিয়া লন। তাহার পর তিনি কোন সুদক্ষ কর্ম্মচারীর প্রতি কটকের ভার অর্পণ করিয়া মুর্শিদাবাদ অভিমুখে অগ্রসর হন। বালেশ্বর বন্দরে উপস্থিত হইলে সংবাদ আসিল যে, মীর হাবিব ও মহারাষ্ট্রীয়েরা কটকে উপস্থিত হইয়া উক্ত কর্ম্মচারীকে আহত ও বন্দী করিয়া কটক অধিকার করিয়াছে। সে সময়ে বর্ষা উপস্থিত হওয়ায় নবাব আর কটকে প্রত্যাবৃত্ত না হইয়া মুর্শিদাবাদেই চলিয়া আসেন।

উড়িষ্যায় মীর হাবিবের ও মহারাষ্ট্রীয়দিগের অত্যাচার বর্দ্ধিত হইতেছে দেখিয়া নবাব পুনর্ব্বার উড়িষ্যাভিমুখে অগ্রসর হন। তিনি কাটোয়া ও বর্দ্ধমান অতিক্রম করিয়া মেদিনীপুরে উপস্থিত হইয়াছিলেন, ও সিরাজউদ্দৌলাকে মহারাষ্ট্রীয়দিগের পশ্চাদ্ধাবন করিতে আদেশ দেন। সিরাজউদ্দৌলা তাহাদিগকে বিতাড়িত করিয়া বালেশ্বর বন্দরে উপনীত হন। তাহার পর সিরাজউদ্দৌলা মেদিনীপুরে আগমন করেন। তাঁহাদের মেদিনীপুর অবস্থান কালে এইরূপ সংবাদ প্রচারিত হয় যে, মহারাষ্ট্রীয়েরা পার্ব্বত্য পথ দিয়া মুর্শিদাবাদ অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে। নবাব তাহা শ্রবণ করিয়া মেদিনীপুর হইতে মুর্শিদাবাদ যাত্রা করেন। তিনি বর্দ্ধমানে উপস্থিত হইয়া পরে তথা হইতে পার্ব্বত্য প্রদেশে মহারাষ্ট্রীয়দিগের অনুসরণ করিলে তাহারা আবার মেদিনীপুরের অভিমুখে গমন করে। নবাব বর্দ্ধমানে পুনর্ব্বার উপস্থিত হইয়া সিরাজউদ্দৌলাকে মুর্শিদাবাদে প্রেরণ করিয়া স্বয়ং মেদিনীপুরের দিকে অগ্রসর হন।

সিরাজউদ্দৌলা মুর্শিদাবাদে উপস্থিত হইয়া মেহেদিনেসার খাঁ নামক এক ব্যক্তির প্ররোচনায় উত্তেজিত হইয়া উঠেন। সিরাজের পিতা জৈনুদ্দীন আহম্মদের মৃত্যুর পর নবাব সিরাজকেই পাটনা বা আজিমাবাদ প্রদেশের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু রাজা জানকীরাম তাঁহার সহকারী নিযুক্ত হন। প্রকৃত প্রস্তাবে জানকীরামই পাটনা শাসন করিতেন। মেহেদিনেসার সিরাজকে স্বয়ং পাটনা শাসনের ভার লইবার জন্য উত্তেজিত

করিলে, সিরাজ কতকগুলি সেনা লইয়া মুর্শিদাবাদ হইতে পাটনাভিমুখে অগ্রসর হন। মেহেদিনেসার তাঁহার সৈনাপত্য গ্রহণ করে। নবাব এই সংবাদ পাইয়া মীরজাফর খাঁ ও দুর্ল্লভরামের প্রতি মহারাষ্ট্রীয়দিগের আক্রমণের ভার দিয়া নিজে মুর্শিদাবাদাভিমুখে অগ্রসর হন। রাজধানীতে পৌছিয়া তিনি জানকীরামকে সংবাদ পাঠান যেন সিরাজের কোনরূপ অনিষ্ট সাধিত না হয়। জানকীরাম কৌশলপূর্ব্বক মেহেদীনাসের খাঁকে হত করিলে ও সিরাজকে অক্ষত রাখিলে, নবাব অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন। তিনি পাটনাভিমুখে অগ্রসর হইয়া পথিমধ্যে সিরাজের সহিত সাক্ষাৎ করেন ও উভয়ের মিলন সংঘটিত হয়।

তাহার পর নবাব মহারাষ্ট্রীয়দিগকে দমনের জন্য পুনর্ব্বার যাত্রা করেন। তিনি বর্দ্ধমান উপস্থিত হইলে মীরজাফর ও রায়দুর্ল্লভ তাঁহার নিকট উপস্থিত হন। পরে সকলে মিলিয়া মহারাষ্ট্রীয়দিগের পশ্চাদ্ধাবন করা হয়। দুই একটি যুদ্ধের পর মীর হাবিব ও মহারাষ্ট্রীয়েরা পলাইয়া বনে জঙ্গলে আশ্রয় গ্রহণ করে। তাহার পর নবাব পুনর্ব্বার মুর্শিদাবাদাভিমুখে যাত্রা করেন। উভয় পক্ষ এইরূপে ক্রমাগত রণশ্রমে ক্লান্ত হইয়া সন্ধির জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়ে। পরে মীর হাবিব মীরজাফর খাঁর সহিত পরামর্শ করিয়া নবাবের সহিত সন্ধি করিতে ইচ্ছুক হন। সন্ধিতে নবাব সুবর্ণরেখার পর পার হইতে সমস্ত উড়িষ্যা মীর হাবিবের হস্তে ছাড়িয়া দেন, মীর হাবিব, তাঁহার ও রঘুজীর কর্ম্মচারীরূপে উড়িষ্যায় অবস্থিতি করিয়া উক্ত প্রদেশের আয় রঘুজীকে প্রদান করিবার জন্য আদিষ্ট হন। মেদিনীপুর উড়িষ্যা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বাঙ্গলার অন্তর্ভুক্ত হয়। মীর হাবিব কিছুকাল উড়িষ্যায় নির্ব্বিবাদে অবস্থিতি করিলে পর, জনজী কটকে উপস্থিত হইয়া তাঁহার নিকট হইতে সমস্ত হিসাব পত্র দাবী করিয়া বসেন। ক্রমে উভয়ের মধ্যে বিবাদের সূচনা হইলে, মীর হাবিব জনজীর আদেশে নিহত হয়। তাহার পর নবাব ও রঘুজীর পক্ষ হইতে একজন কর্ম্মচারী উড়িষ্যায় নিযুক্ত হইলেও, প্রকৃত প্রস্তাবে উড়িষ্যা মহারাষ্ট্রীয়দিগের হস্তগত হয়, ইহার পর হইতে বাঙ্গলায় বর্গীর হাঙ্গামার অবসান ঘটে।

আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, মহারাষ্ট্রীয় ও আফগানদিগের সহিত যুদ্ধে নবাবের অনেক অর্থ ব্যয় হইয়া যায়, এবং জগৎশেঠ তাহার যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। কিন্তু উত্তরোত্তর অর্থ ব্যয় হওয়ায় নবাব অর্থসংগ্রহের উপায় নির্দ্ধারণে প্রবৃত্ত হন। তিনি জগৎশেঠের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া স্থির করেন যে, জমীদারদিগের প্রতি কোনরূপ আবওয়াব বা অতিরিক্ত কর স্থাপন না করিলে যুদ্ধের ব্যয় নির্ব্বাহ করা কঠিন হইবে। অনন্তর তাহাই নির্দ্দিষ্ট হয়। সেই সময়ে অন্যান্য সুবায় মহারাষ্ট্রীয়দিগকে চৌথ প্রদান করিবার জন্য অতিরিক্ত কর আদায় হইত। নবাব জমীদারদিগকে তাহা বুঝাইয়া দিয়া তাহাদের উপর চৌথ স্থাপন করেন। যদিও গঙ্গার পশ্চিমতীরস্থ জমীদারগণ মহারাষ্ট্রীয়দিগের উপদ্রবে সম্পত্তিহীন হইয়া পড়িয়াছিলেন, তথাপি তাহাদের হস্ত হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য নবাবের সেনারক্ষার ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে তাঁহারা কিছুমাত্র আপত্তি করেন নাই। গঙ্গার পূর্ব্বতীরস্থ জমীদারগণের রাজ্যে মহারাষ্ট্রীয়দিগের কোনরূপ উপদ্রব হয় নাই। অথচ তাঁহারাও তাহাদিগের জন্য সর্ব্বদা শঙ্কিত ছিলেন। তাঁহারাও বর্গীদিগকে বিতাড়িত করিবার জন্য নবাবের সৈন্যরক্ষার প্রয়োজন মনে করিয়াছিলেন। সুতরাং উক্ত চৌথ প্রদান করিতে বাঙ্গলায় কোন জমীদারই আপত্তি করেন নাই। নবাব জমীদারদিগের নিকট হইতে ১৫ লক্ষের উপর চৌথ আদায় করিতে আরম্ভ করেন। চৌথ আদায় করিয়া তাহার বিশেষরূপ ফল লাভ হয় নাই, কারণ, পরে উড়িষ্যা তাঁহার হস্তচ্যুত হয়। তদ্ব্যতীত নিজামত কেল্লার সংস্কার ও সিরাজদ্দৌলার মনসুরগঞ্জের প্রাসাদ রক্ষার জন্য ও আহুক ও নজরানা মনসুরগঞ্জ নামেও দুইটি আবওয়াব বা অতিরিক্ত কর স্থাপন হইয়াছিল। নবাব আলিবর্দ্দী খাঁর প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা থাকায় জমীদারেরা তাহাতেও কোনরূপ আপত্তি করে নাই। এইরূপে নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ শূন্য রাজকোষ পূরণের কিঞ্চিৎ উপায় করিয়াছিলেন।

নবাবের অর্থনাশের উপায় হইলে, জগৎশেঠ অনেক পরিমাণে অব্যাহতি লাভ করেন। যদিও তাঁহার অপরিমিত অর্থ থাকায় তিনি নবাবকে অর্থ

সাহায্য করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইতেন না। বিশেষতঃ তাঁহাদের গদী, ও কারবার রক্ষার জন্য মহারাষ্ট্রীয়দিগকে দমন করা বিশেষরূপে প্রয়োজন হইয়াছিল। তাঁহাদের গদী হইতে বাঙ্গলার অধিকাংশ জমীদার, ও ব্যবসায়িগণ অর্থ গ্রহণ করিতেন। মহারাষ্ট্রীয়দিগের উৎপাতে অনেক জমীদারের ক্ষতি হওয়ায় ও ব্যবসায়ীদিগের কারবার সুচারুরূপে চালিত না হওয়ায় তাহাদেরও অনেক ক্ষতি হইতেছিল। তদ্ভিন্ন তাঁহাদের গদী লুণ্ঠিত হওয়ারও আশঙ্কা ছিল। একবার মহারাষ্ট্রীয়েরা তাহাদের গদী লুণ্ঠনও করিয়াছিল। এই সমস্ত কারণে শেঠগণ নবাবের সেনারক্ষার জন্য অর্থ সাহায্য করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইতেন না। তাঁহারা তজ্জন্য অকাতরে অর্থ সাহায্য করিতে প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু নবাব ক্রমাগত তাঁহাদের নিকট হইতে অর্থ গ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত মনে না করায় জমীদারদিগের প্রতি আবওয়াব বা অতিরিক্ত কর স্থাপনে ইচ্ছুক হন, এবং তজ্জন্য জগৎশেঠেরও পরামর্শ গ্রহণ করেন। তাহার মতে উক্ত কর স্থাপিত হইলে, জগৎশেঠের নিকট হইতে তাঁহাকে আর অধিক সাহায্য গ্রহণ করিতে হইত না। তথাপি সময়ে সময়ে যে অর্থের প্রয়োজন হইত, এমন নহে। শেঠগণও তাহা প্রদানে পরাঙ্মুখ ছিলেন না। যাহা হউক, এইরূপে তাঁহাদের ভারের কিছু লাঘব হওয়ায়, শেঠগণ আপনাদের ব্যবসাবাণিজ্যপরিচালনের কিঞ্চিৎ অবসর পাইয়াছিলেন।

এই সময়ে তাঁহাদের কারবার পূর্ণমাত্রায় চলিতেছিল। মহারাষ্ট্রীয়দিগের উপদ্রবে অনেক জমীদারের ধনসম্পত্তি নষ্ট হওয়ায়, তাহাদিগকে রাজস্বগ্রহণে ও অন্যান্য কার্য্যের জন্য যথেষ্ট অর্থের প্রয়োজন হইয়াছিল। জগৎশেঠের নিকট ভিন্ন তাঁহাদের গত্যন্তর ছিল না। কাজেই তাঁহাদিগকে শেঠদিগের নিকট উপস্থিত হইতে হইত। শেঠেরাও তাঁহাদিগকে অর্থ প্রদান করিয়া অতিমত সুদ গ্রহণ করায় তাঁহাদের কারবার দিন দিন বর্দ্ধিতহারেই চলিতেছিল। তদ্ভিন্ন সেই সময়ে বাঙ্গালা দেশে দেশীয় ও বিদেশীয় বণিকগণের নানাপ্রকার বাণিজ্য প্রচলিত ছিল। দেশীয় কাশ্মীরী, মুল্‌তানী, পাঠান, শিখ ব্যবসায়িগণ ব্যতীত, তাতার ও মোগলগণ এবং ইংরেজ, ফরাসী, ওলন্দাজ,

দিনেমার, আর্ম্মনীয়গণ বাঙ্গালায় আগমন করিয়া নানাবিধ বাণিজ্যে লিপ্ত হইত। বৈদেশিক বণিকগণ বাণিজ্যের জন্য আপনাদের ভিন্ন ভিন্ন কেন্দ্র স্থাপিত করিয়াছিল। ইংরেজদিগের কলিকাতা, ফরাসীদিগের চন্দননগর, ওলন্দাজদিগের চুঁচুড়া, দিনেমারদিগের শ্রীরামপুর ও আর্ম্মনীয়দিগের সৈদাবাদ প্রধান স্থান ছিল। তদ্ভিন্ন, কাশীমবাজার, পাটনা, ঢাকা, মালদহ প্রভৃতি স্থানেও তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন কুঠী স্থাপিত হয়, এই সমস্ত বাণিজ্যের জন্য রেশম ও কার্পাসবস্ত্রের ব্যবসায়ই প্রধান ছিল। কিন্তু মহারাষ্ট্রীয়দিগের উপদ্রবে তুতের ও কার্পাসের চাষ নষ্ট হওয়ায় ব্যবসায়ের যার পর নাই ক্ষতি হয়। কৃষকদিগকে পুনর্ব্বার চাষের জন্য ব্যবসায়ীদিগকে দাদন দিতে বাধ্য হইতে হইয়াছিল। সেই জন্য নগদ টাকার প্রয়োজন হওয়ায়, তাহাদিগকে শেঠদিগের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। এইরূপে শেঠদিগের কারবার দিন দিন উন্নতির চরমসীমায় উপস্থিত হইতে থাকে। তাহাদের গদীতে বার কোটি টাকার কারবার চলিতেছিল। কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে তাঁহাদের প্রতিনিধিগণ অবস্থিতি করিয়া প্রয়োজনীয় অর্থের সরবরাহ করিতেন।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ অনেক বিষয়ে বিশেষতঃ রাজস্বসম্বন্ধে জগৎশেঠের পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। মুতাক্ষরীণে লিখিত আছে যে, জগৎশেঠের ও নবাবের অন্যান্য প্রধান কর্ম্মচারিবর্গ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া ভারতবর্ষের সমস্ত সংবাদ ও রাজস্ব ও অন্যান্য বিষয়ের উল্লেখ করিতেন। নবাব তাঁহাদের সহিত দুই ঘণ্টাকাল এই সমস্ত বিচারের পরামর্শ করিতেন।* প্রত্যহই ঐ সমস্ত বিষয়ের আলোচনা হইত। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, রাজ্যশাসনসম্বন্ধে জগৎশেঠের কিরূপ সংস্রব ছিল। প্রাত্যহিক কার্য্য

* "The learned men being departed, the chiefs of offices, the general intelligencers, and the rich banker Djagat-seat with some others, attended, and read or mentioned the news of every part of Hindia; or they reported such statements and revenue matters, as had remained from the morning audience; and this second audience likewise took up two full hours." (Mutaqherin vol I, P. 687).

ব্যতীত নবাব সময়ান্তরেও অনেক বিষয়ে জগৎশেঠের পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। সুতরাং নবাব দরবারে চিরদিনই শেঠদিগের সমভাবে সম্বন্ধ ছিল।

মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত সন্ধি স্থাপিত করিয়া নবাব জীবনের অবশিষ্ট কাল শান্তভাবে কাটাইবেন মনে করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার ভাগ্যে তাহা ঘটিয়া উঠে নাই। যদিও বাহিরের অশান্তি নির্ব্বাপিত হইয়াছিল, তথাপি তাঁহার সংসার মধ্যে ঘোরতর অশান্তি প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ সিরাজউদ্দৌলাকে পুত্রসম প্রতিপালন করিয়াছিলেন, এবং তাঁহাকে তাঁহার উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। কিন্তু তাঁহার পরিবারস্থ অনেকে তাহাতে সন্তোষ লাভ করেন নাই। বিশেষতঃ তাঁহারা ঘোরতর ঈর্ষ্যানল প্রজ্বালিত করিয়া নবাবের সংসারকে ভস্মীভূত করিবার উপক্রম করেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ কন্যা ঘসিটি বেগম সিরাজের বিপক্ষতাচরণে প্রবৃত্ত হন। সৈয়দ আহম্মদ ও তাঁহার পরিবারবর্গও সিরাজের সিংহাসন প্রাপ্তির বিরোধী হইয়া উঠেন। এই সমস্ত ঘটনা ঘটিবার কিছু পূর্ব্বে মুর্শিদাবাদে একটি শোচনীয় ব্যাপার সংঘটিত হয়। হোসেন কুলীখাঁর হত্যাকেই আমরা সেই ব্যাপার বলিয়া উল্লেখ করিতেছি। হোসেনকুলী ঢাকার নায়েব সুবা নবাবের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতুষ্পুত্র নওয়াজেস মহম্মদ খাঁর সহকারী ছিলেন। তাঁহার সহিত নওয়াজেসের পত্নী ঘসিটি বেগম ও সিরাজের মাতা আমিনা বেগমের অবৈধ প্রণয় সংঘটিত হওয়ায়, আলিবর্দ্দী খাঁর বেগমের পরামর্শে সিরাজ তাহার হত্যাকাণ্ড সম্পাদন করেন। তাঁহার আদেশে হোসেন কুলী নিহত হয়। হোসেন কুলীর হত্যায় অনেকে সিরাজের প্রতি বিরক্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু আমরা ইহাকে সিরাজের একটি গুরুতর কলঙ্ক বলিয়া মনে করি না। কারণ, তিনি স্বীয় জননীর ধর্ম্মধ্বংসকারীকে হত্যা করিয়া আপনার পরিবারকে পাপের হস্ত হইতে রক্ষার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন, এবং আলিবর্দ্দী খাঁর মহীয়সী বেগম তাহাতে তাঁহাকে উত্তেজিত করিয়াছিলেন। নবাব আলিবর্দ্দীরও তাহা অজ্ঞাত ছিল না।

অনেকে বিশেষতঃ নবাবের পরিবারস্থ সকলে সিরাজের প্রতি বিরক্ত হওয়ায় তাঁহাদের মধ্যে ঘোরতর অশান্তির সৃষ্টি হয়। অশান্তির অগ্নি প্রজ্বলিত

হইতে আরম্ভ হইলে, নওয়াজেস মহম্মদ খাঁ এজগৎ হইতে বিদায় গ্রহণ করেন। তাহারই কিছু পরে সৈয়দ আহম্মদ খাঁও তাঁহার অনুসরণ করেন। ভ্রাতুষ্পুত্রদ্বয়ের মৃত্যুতে অধীর হইয়া নবাব নিজেও পীড়িত হইয়া পড়েন, ক্রমে তিনি শোথ রোগে আক্রান্ত হন। সেই রোগ ক্রমে প্রবল হইয়া উঠিলে নবাব চিরদিনের জন্য চক্ষু মুদিত করেন। অবশেষে তাঁহাকে তাঁহার মাতার সমাধি-ক্ষেত্র খোসবাগে সমাহিত করা হয়। অদ্যাপি তথায় তাঁহার সমাধি বিদ্যমান আছে। নবাব আলিবর্দ্দী খাঁর মৃত্যুতে সমস্ত বঙ্গরাজ্যে হাহাকার পড়িয়া যায়। যিনি মহারাষ্ট্রীয় ও আফগানদিগের হস্ত হইতে বঙ্গরাজ্যকে রক্ষা করিয়া অপত্যনির্ব্বিশেষে প্রজা পালন করিয়াছিলেন, তাঁহার মৃত্যুতে সমস্ত বঙ্গদেশ যে শোকাচ্ছন্ন হইবে, তাহা নিঃসন্দেহ বলা যাইতে পারে। শেঠগণও আপনাদের একমাত্র সহায় হারাইয়া অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়েন।

মুতাক্ষরীণকার বলেন যে, নবাব আলিবর্দ্দী খাঁর অন্তিমসময় উপস্থিত, এই কথা প্রচারিত হইলে, রাজধানীর প্রধান প্রধান ব্যক্তিরা তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া আবেদন করিয়াছিলেন যে, সিরাজের হস্তের সহিত তাঁহাদের হস্ত মিলাইয়া নবাব সিরাজকে তাঁহাদের সহিত সদ্ব্যবহার করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া যান। কিন্তু নবাব ঈষৎ হাস্য করিয়া উত্তর দিয়াছিলেন যে, "আমার মৃত্যুর পর যদি তাহাকে তাহার মাতামহীর সহিত তিন দিন সদ্ভাবে কাটাইতে দেখিতে পাও, তাহা হইলে তোমরা বা অপর যে কেহ আপনাদের জন্য কিছু আশা করিতে পার"। * অবশ্য এই প্রধান ব্যক্তিদিগের মধ্যে জগৎ শেঠও

* "It is reported that on it becoming public that Aly-verdy-Khan was drawing to his end, some of the principal persons of the city, fearful of what might happen after his decease, requested to be recommended to Seraj-ed-daulah, by putting their hand within his: the old man smiled at the request, and said, "*if you perceive after my death that he has been for three days together upon good terms with his grand-mother then you as any others may have a chance for yourselves.*" So well did he know the man's character." (Mutagherin vol. I, P. 682).

একজন ছিলেন। আমরা মুতাক্ষরীণকারের এরূপ উক্তির মর্ম্ম বুঝিতে পারি নাই। কারণ আমরা জানিতে পারি যে, নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ সিরাজ-উদ্দৌলাকে মৃত্যুকালে অনেক উপদেশ দিয়া যান। তিনি তাঁহাকে কোরাণ স্পর্শ করাইয়া মদ্যপান হইতে নিবৃত্ত করাইয়াছিলেন। তাহার পর ইংরেজদিগের সম্বন্ধে তিনি তাঁহাকে অমূল্য উপদেশ দিয়া যান। অতএব তিনি যে সিরাজ-উদ্দৌলাকে নিতান্ত অপদার্থ মনে করিতেন, ইহা আমাদের মনে হয় না। আমরা পরে তাহার উল্লেখ করিতেছি। তদ্ভিন্ন আমরা দেখিতেছি, সিরাজ তিন দিন পর্য্যন্ত কেন, মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তাঁহার মাতামহীর উপদেশে চালিত হইয়াছিলেন। মাতামহীর সহিত কখনও তাঁহার অসদ্ভাব ঘটে নাই। সেইজন্য মুতাক্ষরীণ-কারের উক্ত উক্তি জনশ্রুতি ব্যতীত আর কিছু বলা যাইতে পারে না। দুঃখের বিষয় এই যে, তাঁহার উক্তিতে সিরাজের প্রকৃত চরিত্র বুঝা যায় না। তাঁহার গ্রন্থ অনেক স্থানেই ইহার সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছে।

নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ সিরাজউদ্দৌলাকে মৃত্যুর পূর্ব্বে ইংরেজদিগের সম্বন্ধে যে অমূল্য উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, আমরা এস্থলে তাহার মর্ম্ম প্রদান করিয়াছি। কারণ, সেই উপদেশের জন্যই সিরাজের সহিত ইংরেজদিগের বিবাদ উপস্থিত হয়, এবং সেই বিবাদে জগৎশেঠ প্রভৃতি লিপ্ত হইয়া বাঙ্গালায় এক ভয়াবহ কাণ্ডের অবতারণা করিয়াছিলেন। সুতরাং পরবর্ত্তী অধ্যায় বিশদভাবে বুঝিবার জন্য এস্থলে তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম প্রদত্ত হইতেছে। নবাব সিরাজউদ্দৌল্লাকে এইরূপ বলিয়া যান যে, "ইংরেজদিগের ক্ষমতা যেরূপ বাড়িতেছে, তাহাতে তুমি প্রথমে তাহাদিগকে দমন করিবে। ইংরেজদিগকে দমন করিতে পারিলে অন্যান্য ইউরোপীয়েরা তোমাকে আর অধিক কষ্ট প্রদান করিবে না। তাহাদিগকে কুঠী নির্ম্মাণ করিতে বা সেনা রাখিতে দিও না। তাহা করিতে দিলে তোমার রাজ্যের অস্তিত্ব থাকিবে না। ঈশ্বর আমাকে বাঁচাইয়া রাখিলে আমি তোমাকে নিরাপদ করিয়া যাইতাম। ইংরেজদিগকে দমন করিবে। তাহাদের অভিসন্ধি হইতে বুঝা যাইতেছে, তোমার রাজ্য বিপদ-সঙ্কুল হইবে। তাহারা অল্পদিন হইল আঙ্গিয়ারাজ্য অধিকার করিয়াছে,

তোমার রাজ্যেরও সেইরূপ দশা করিবে। তাহারা আমাদের সঙ্গে কেবল অর্থের জন্য যুদ্ধ করে, ন্যায়ের জন্য নহে। ইউরোপীয়গণ এখানে কেবল ধনলাভের উদ্দেশে উপস্থিত হয়, এবং তাহাদের রাজাদের মধ্যে বিবাদের ভাণ করিয়া বাদসাহের রাজ্য অধিকার ও অধিবাসিগণের ধনসম্পত্তি আপনার বণ্টন করিয়া লয়। রাজ্য ও ধনলিপ্সা খৃষ্টানদিগের অন্তরের সামগ্রী, এবং প্রাচ্যদেশে তাহাদের কার্য্য হইতে প্রতীয়মান হয় যে, ঈশ্বরের কোনরূপ নীতি তাহারা মান্য করিয়া চলে না। তাহারা অনন্ত জীবন বা অবিনশ্বরত্বে বিশ্বাস করে না। তাহারা যে সমস্ত সাধু উদ্দেশ্য বিশ্বাস করার ভাণ করে, তাহার বিপরীতাচরণ করিয়া থাকে। তুমি ইংরজেদিগকে দাসানুদাসের অবস্থায় পরিণত করিবে। তুমি কদাচ তাহাদিগকে কুঠী নির্ম্মাণ করিতে বা সৈন্য রাখিতে দিবে না। দিলে রাজ্য তোমার থাকিবে না তাহাদেরই হইবে। যাহারা আপনাদিগের উল্লিখিত ঐশ্বরিক নিয়মের বিরুদ্ধে ক্ষমতা ও কৌশল চালনা করিতেছে, তাহাদিগকে কেবল বলের দ্বারাই দমন রাখিতে হইবে।"*

* "My son, the power of the English is great ; reduce them first when that is done, the other European nations will give you litt trouble. Suffer them not to have factories or soldiers ; if you do, t country is not yours. I would have freed you from this task, if God ha lengthened out my days.—The work, my son, must now be you Reduce the English first ; if I read their designs aright, your dominio will be most in danger from them. They have lately conquered Angr and possessed themselves of his country and his riches. They mean to the samething to you : they make not war among us for justice, but f money. It is their object ; all the Europeans come here to enrich ther selves ; and, on pretence of private contests between their kings, th have seized the country of the King, and devided the goods, of his peop between them. Love of dominion, and gold, hath laid fast hold of t souls of the Christians, and their actions have proclaimed over all t East, how little they regard the express precepts they have received fr God. They believe not that life and immortality which is brought

সিরাজউদ্দৌলা এই উপদেশানুসারে কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হওয়ায়, ইংরেজ-দিগের সহিত তাঁহার বিবাদারম্ভ হয়। জগৎশেঠ প্রভৃতিও সেই বিবাদে যোগদান করিয়াছিলেন। আমরা পরে তাহা দেখাইতে চেষ্টা করিব।

light by their revelation. They act in defiance of the good principles they would pretend to believe. My son, reduce the English to the condition of slaves, and suffer them not to have factories or soldiers ; if you do, the country will be theirs, not your's. They who, we see, are every day using all their policy, and their power, against what they themselves say, is the law of the most high, are only to be restrained by force."

চচ ও আরবীয়দিগের সিন্ধু অধিকার।

দিওয়াইজের পুত্র সিহারসের রাজত্বকালে সিন্ধুদেশের রাজধানী আলোর অত্যন্ত সমৃদ্ধিশালী নগরী ছিল। সিহারস প্রবল প্রতাপশালী নরপতি ছিলেন। তাঁহার প্রজাবৃন্দের মধ্যে এক ব্যক্তিও তাঁহার প্রতি অসন্তুষ্ট ছিল না। এই সময়ে পারস্যদেশ হইতে নিমরজাধিপতি তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করেন। দুই পক্ষে তুমুল যুদ্ধ হয়। সিহারসের সৈন্যগণ পলায়ন করে; কিন্তু সিহারস সম্মুখ যুদ্ধে নিহত হন। পারসীকগণ লুণ্ঠনাদি করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া যায়। সিহারসের পুত্র রায় সাহসী সিংহাসনে আরোহণ করেন।

এই সময়ে শিলাইজের পুত্র চচ নামক এক ব্রাহ্মণ মালিক সাহসী রায়ের প্রধান সচিবের পদে নিযুক্ত হন। রাণী চচের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং সাহসী রায়ের মৃত্যু হইলে চচ সিংহাসন অধিকার করিয়া বসিলেন। পরে রাণী সুভান দেওর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। চচ তাঁহার ভ্রাতা চন্দরকে আনাইয়া তাহাকে তাঁহার সহকারী পদে নিযুক্ত করিয়া আলোরে প্রতিষ্ঠিত করেন।

চচ বঙ্গদেশ জয় করিয়াছিলেন। জাপুর রাজকে যুদ্ধে নিহত করেন। সিক্কা, মুলতান প্রভৃতি জয় করিয়া কাশ্মীরের সীমান্ত পর্য্যন্ত সসৈন্যে গমন করেন। কাশ্মীররাজের সহিত তাঁহার রাজ্যের সীমা নির্দ্দেশ কার্য্য শে করিয়া আলোরে প্রত্যাবৃত্ত হন। চচ অনেক দিন স্বরাজ্যে না থাকায় অনেক করদ রাজগণ তাঁহাকে আর কর দিবেন না এইরূপ স্থির করিয়াছিলেন কি চচ কাশ্মীর হইতে ফিরিয়া এইরূপ ভাব দেখিয়া বুদাপুর ও শিওয়িস্তানের দিকে যাত্রা করিলেন। বুধপুরের অধিপতি কোটাল বিন ভাণ্ডারগু ভাণ্ড

পুত্রকে পরাস্ত করিয়া শিওয়িস্তানে গমন করিয়া তথাকার অধিপতি মাট্টাকে যুদ্ধে পরাস্ত করিলেন। কিন্তু তাহার প্রতি দয়া প্রকাশ করিয়া পুনরায় তাহাকে রাজ্য প্রত্যর্পণ করেন এবং তথায় নিজের একজন বিশ্বাসী কর্ম্মচারীকে রাখিয়া আসেন।

ব্রাহ্মণাবাদের অধিপতি অঘম লোহান তাঁহাকে কর দিতে অস্বীকৃত হওয়ায় চচ ব্রাহ্মণাবাদ অভিমুখে সসৈন্যে যাত্রা করিলেন। দুই পক্ষে ভীষণ যুদ্ধ হইল। অনেকে নিহত ও আহত হইল তখন অঘম পলায়ন পূর্ব্বক দুর্গাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া দুর্গদ্বার বন্ধ করিয়াদিলেন। চচ দুর্গ অবরোধ করিয়া রহিলেন। এই দুর্গাবরোধ এক বৎসর কাল ছিল।

অঘম কনৌজাধিপতি রাসলের পুত্র শতবানকে সাহায্যের জন্য লিখিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু পত্রের উত্তর আসিবার পূর্ব্বেই অঘমের মৃত্যু হইল। বুধ নৌবিহার মন্দিরের উপাসক বুধরাঘু নামক ব্যক্তি অঘমের অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিল। তাহারই উপদেশে অঘম চচের হস্তে দুর্গ পরিত্যাগ করেন নাই। অঘমের মৃত্যু হইলে তাহার পুত্র সরবন্দ রাজ্যের শাসন ভার পাইলেন। এই খবরে বুধরাঘু স্বীয় মন্দিরে ফিরিয়া গেলেন। সরবন্দ দুর্গদ্বার চচকে খুলিয়া দিলেন। বুধরাঘুর বিষয় শুনিয়া চচ তাঁহাকে বধ করিবার আজ্ঞা প্রদান করিলেন। চচ সরবন্দের সহিত সন্ধি স্থাপন করিলেন। অঘমের স্ত্রীকে নিজে বিবাহ করিলেন এবং সরবন্দের সহিত তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রের কন্যার বিবাহ দিলেন। ইহার পর চচ বুধরাঘুকে বধ করিবার অভিপ্রায়ে তাহার মন্দিরের দিকে যাত্রা করিলেন তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে বুধরাঘু আসনে উপবিষ্ট হইয়া হস্তে মৃত্তিকা লইয়া মূর্ত্তি রচনা করিতেছেন। বুধরাঘুর পশ্চাতে এক ভীষণ ছায়া মূর্ত্তি চচের নয়নগোচর হইল, ইহাতে চচ অত্যন্ত ভীত হইলেন এবং তাঁহাকে বধ করা দূরে থাকুক কিরূপে বুধরাঘুকে তুষ্ট করিবেন তাহারই চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এবং সাওয়ান্দশীতে যে জীর্ণ বুধ নৌভিহার মন্দির ছিল উহার সংস্কার করিবেন এইরূপ অঙ্গীকার করিয়া ব্রাহ্মণাবাদে প্রত্যাগমন করিলেন। ব্রাহ্মণাবাদের রাজস্ব নির্দ্ধারণ করিয়া কিরমান অভিমুখে যাত্রা

করিলেন। সেখান হইতে কামরান ও আরমাবেল হইয়া আলোরে প্রত্যাগমন করেন এবং ৪০ বৎসর রাজত্বের পর চচের মৃত্যু হয়।

চচের মৃত্যুতে তাঁহার ভ্রাতা চান্দর সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইনি ৮ বৎসর রাজত্ব করিয়া পরলোক গমন করিলে চচের পুত্র দাহির আলোর অধিকার করিলেন ও চন্দরের পুত্র রাজ ব্রাহ্মণাবাদ অধিকার করিলেন; কিন্তু এক বৎসর পরেই রাজের মৃত্যু হওয়ায় চচের জ্যেষ্ঠ পুত্র বর্ষিয়া ভগ্নী মাঞ্জি বাইকে সঙ্গে লইয়া ব্রাহ্মণাবাদে রহিলেন। ভগ্নী বিবাহযোগ্যা হইয়াছে দেখিয়া বর্ষিয়া ৭০০ শত অশ্বারোহী ৫০০ শত পদাতিক সঙ্গে দিয়া ভগ্নীকে ভ্রাতা দাহিরের নিকট ভাটিয়া রাজের সহিত বিবাহ দিবার জন্য পাঠাইয়া দিলেন। কিন্তু দাহির জ্যোতিষীগণের নিকট শুনিলেন যে বুইয়ের স্বামী হিন্দ ও সিন্দুদেশের রাজা হইবে। ইহা শুনিয়া দাহির নিজেই ভগ্নীকে বিবাহ করিলেন। বর্ষিয়া ইহা শুনিয়া দাহিরকে শাস্তি দিবার ইচ্ছায় আলোর অভিমুখে যাত্রা করিলেন কিন্তু আলোরে আসিয়া বর্ষিয়ার মৃত্যু হইল। দাহির সমগ্র সিন্দুদেশের রাজা হইলেন। এই সময়ে ইরাক ও মাকারনের শাসন কর্ত্তা হাজাজ তাঁহার এক নিকট আত্মীয় মহম্মদ কাসিমকে সিন্দু আক্রমণ করিতে পাঠাইয়া দেন। কাসিম দেবল অধিকার করিয়া সীগুয়ীস্তান যাত্রা করেন। সেখানে তুমুল যুদ্ধ হয় এবং কাসিম যুদ্ধে জয়ী হন।

নিরুন পর্ব্বতদুর্গ অতিক্রম করিয়া মিহরান নদীতীরে আসিয়া কাসিম সৈন্য সমাবেশ করিলেন এবং তথা হইতে দাহিরের নিকট দূত প্রেরণ করেন, দূত ফিরিয়া আসিলে তিনি একজন সেনাপতিকে ৬০০ অশ্বারোহীর সহিত দাহিরের পুত্র যুকির বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। যাহাতে যুকি পিতার সহিত যোগ দিতে না পারেন ইহাই উদ্দেশ্য। এই সময়ে হাজাজ ২০০০ দুই সহস্র সৈন্য কাসিমের সাহায্যার্থে প্রেরণ করেন। মিরবানের তীরে দুই পক্ষে ৫ দিন ধরিয়া যুদ্ধ হওয়ার পর দাহির যুদ্ধে নিহত হন। তাঁহার ছিন্ন মুণ্ড ও পাতাকা কয়েকটি কাসিম হাজাজের নিকট প্রেরণ করেন। হাজাজ তাহা পুনরায় খলিফ ওয়ালিদের নিকট পাঠাইয়া দেন। রাণী মাঞ্জি বাই দুর্গ অধিকৃত হইলে, অগ্নি

কুণ্ডে প্রাণত্যাগ করেন। কাসিম দুর্গস্থ প্রায় ৬০০০ সৈনিকের প্রাণ বধ করেন ও অপর দাস দাসী যাহারা ছিল, তাহাদিগকে সপুত্র পরিবার শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া লইয়া যান। দাহিরের পুত্র জয়সিয় (জয়সিংহ) পলায়ন করিয়া জয়ধুর পরে তথা হইতে কাশ্মীর রাজের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। কিছু দিন পরে জয়সিয় কুরজ রাজ দারোহর রায়ের নিকট গমন করেন। সেখানে দারোহর রায়ের ভগ্নী জানকী জয়সিয়ের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া রাত্রিকালে তাঁহার শয়ন কক্ষে প্রবেশ করেন এবং জয়সিয় কর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাতা হইয়া ক্রোধে প্রাতঃকালে স্বীয় ভ্রাতার নিকট জয়সিয় তাঁহার সতীত্ব নাশের চেষ্টা করিয়াছেন এরূপ মিথ্যা অভিযোগ করেন। দারোহর রায় জয়সিয়কে আহারের নিমন্ত্রণ করিয়া তাঁহাকে হত্যা করিবেন এরূপ ষড়যন্ত্র করেন; কিন্তু একটী ভৃত্যের সাহায্যে এবিষয় জানিতে পারিয়া জয়সিয় তথা হইতে পলায়ন করেন ও কালঞ্জরের সীমান্তে কসর নামক স্থানে যাইয়া অবস্থান করিতে থাকেন।

এদিকে কাসিম দাহিরের দুর্গ অধিকার করিয়া কোন ব্রাহ্মণকে তথায় থাকিতে দিলেন না। কিন্তু পরদিবস তাঁহার সৈন্যগণ প্রায় এক সহস্র ব্রাহ্মণকে ধরিয়া আনিয়া উপস্থিত করিল। তাহাদের মধ্যে অনেককে ইসলামধর্ম্মে দীক্ষিত করাইলেন এবং যাহারা ইসলামধর্ম্ম গ্রহণ করিল না, তাহাদের উপর অধিক করের ব্যবস্থা করিলেন। এই সময়ে একজন স্ত্রীলোক দাহিরের অপর স্ত্রী লাদিকে আনিয়া উপস্থিত করিল। কাসিম স্ত্রীলোকটীর নিকট লাদিকে ক্রয় করিয়া নিজে বিবাহ করিলেন। এবং লাদির দুই অবিবাহিতা কন্যাকে খলিফের নিকট প্রেরণ করিলেন। এইরূপে সিন্ধুদেশে আরবীয়দিগের অধিকার হইল।

দাহিরের কন্যাদ্বয়কে খালিফ সম্মুখে আনয়ন করাইয়া উহাদিগের নাম জিজ্ঞাসা করিলেন। উহারা উত্তর করিল সূর্য্যাদেও ও পরমলদেও। কনিষ্ঠাকে তিনি সম্মুখ হইতে লইয়া যাইতে বলিলেন এবং অপরটীর রূপে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে নিকটে ডাকিলেন। সে উত্তর করিল যে, "আমরা আপনার নিকট প্রেরিত হইবার পূর্ব্বে সেনাপতি মহম্মদ কাসিমের নিকট তিন দিবস ছিলাম।

অতএব আমরা আপনার উপযুক্ত হইতে পারি না। ইহা আপনাদের রীতি হইতে পারে, কিন্তু সম্রাটদিগের এরূপ রীতি গর্হিত।" ইহা শ্রবণে খালিফ ক্রোধান্ধ হইয়া কাসিমের নিকট এই আজ্ঞা পাঠাইলেন যে, তুমি আপনাকে একখণ্ড চর্ম্মে অপরের দ্বারা আবৃত করাইয়া আমার নিকট প্রেরিত হইবে। কাসিম আজ্ঞাপত্র প্রাপ্তিমাত্র সকলকে বলিলেন যে, আমাকে চর্ম্মে আবৃত কর। তাহাই করা হইল। চর্ম্মাবৃত হইয়া কাসিম দুইদিনের মধ্যে প্রাণত্যাগ করিলেন। তাঁহার চর্ম্মাবৃত দেহাবশেষ খালিফের নিকট প্রেরিত হইল। তখন খালিফ দাহিরের কন্যাদ্বয়কে ডাকাইয়া সেই দেহ দেখাইলেন এবং বলিলেন যে, দেখ আমার অনুজ্ঞায় কাসিম আপন প্রাণ দান করিয়াছে। তখন দাহিরের জ্যেষ্ঠা কন্যা অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিয়া বলিলেন যে, তাঁহারা মিথ্যা বলিয়া তাঁহাদের পিতৃহত্যার প্রতিশোধ লইয়াছেন। খালিফ ইহাতে ক্রোধান্বিত হইয়া কন্যাদ্বয়কে একটী প্রকোষ্ঠে বদ্ধ করিয়া উহার দ্বার ইষ্টকদ্বারা চিররুদ্ধ করিবার আদেশ দিলেন। *

*

"৬৪১ খৃষ্টাব্দে চচবংশীয় এক ব্যক্তি সিন্ধু প্রদেশে ব্রাহ্মণ রাজ্য স্থাপন করেন তাহারও পূ[র্ব্ব] হইতে চচ জনপদের নামকরণ হইয়া থাকিবে।

পূর্ব্বে সিন্ধুপ্রদেশে রায়বংশ রাজত্ব করিতেন, একজন চচ ব্রাহ্মণ গিয়া তাঁহার নিকট হই[তে] রাজ্য কাড়িয়া লন। কাহারও মতে ইনিই প্রথম চতুরঙ্গ খেলা বাহির করেন।

চচবংশ ৪৭৯ খৃষ্টাব্দ হইতে প্রায় ১৩৭ বর্ষ প্রবল প্রতাপে রাজত্ব করিয়াছিলেন। আরবীয়[গণ] এই বংশ উচ্ছেদ করিবার উদ্দেশে সিন্ধুপ্রদেশে আগমন করেন। এই উপলক্ষ করিয়া ৭[০] খৃষ্টাব্দে আরবী ভাষায় "চচ নামা" নামক গ্রন্থ রচিত হয়। ১২১৬ খৃষ্টাব্দে মুহম্মদ নামে এ[ক] ব্যক্তি "তারিখ্‌ই হিন্দ্‌ ও সিন্দ্‌" নাম দিয়া এই গ্রন্থ পারস্য ভাষায় অনুবাদ করেন। বিশ্বকোষ।

মহম্মদ কাসিমের এই ভীষণ মৃত্যুসম্বন্ধে অনেক আরবীয় গীতিকাব্য ও কবিতা প্রচলিত আছে। *

---

* Elliot's History of India, Chachnama, হইতে সংগৃহীত।

"Buddhism, which prevailed all through Sind and the mountainous districts to the west, had given place to Brahmanism about the middle of the 7th century, when the Brahman Chach usurped the throne of Sind.

* * * *

It was not until two unsuccessful attempts had been made to reach Debal that Hajjaj, the governor of Trak and Makran, appointed his relative, the boy-general Mahommed Kasim to the command of a fresh force, with the conquest of Sind in immediate view, but with the ulterior object of reaching China from the Indus.

* * * *

With a force of 6000 picked cavalry, 6000 camelmen and 3000 baggage animals, Mahomed Kasim traversed Makran, sending at the same time five Catapults by sea for the purpose of reducing Debal. He passed through Mukran from West to East, destroying the Buddhist city of Armail (Las Bela) Mounte and finally captured Debal on the 1st May 712. From that point his onward progress was triumphant * * * He extended his conquest northward to the borders of Kashmir, and Established an Arab dynasty in Sind which lasted for three centuries. * * These three centuries of Arab occupation of the Indus valley mark the Zenith of Arab ascendancy in Asia."—Col Sir T. H. Holdich in the Enc. Brittanica.

(মুর্শিদাবাদের ঐতিহাসিক দৃশ্যাবলী)

(১)

মতিঝিল ।*

—:০:—

মুর্শিদাবাদের নাম ইতিহাস খ্যাত,
সুদূর ইংলণ্ড: কিবা পৃথিবী বিখ্যাত।
প্রাচীন কাহিনী তার করিতে প্রচার,
প্রবাহিতা ভাগীরথী, পূর্ব্বতীরে যার,—
জীর্ণদেহে শোভিতেছে দেখ "মতিঝিল"
(অশ্বের পাদুকাকৃতি ত্রিধারে সলিল)

পূর্ব্বশোভা তিরোহিত ঝিলের এখন,
একদা যাহার দৃশ্যে ভুলেছে ভুবন।
নাহিক সুনীল এবে ঝিলের সলিল,
শৈবাল, শাদ্বলে পূর্ণ হইয়াছে ঝিল ;

* মতিঝিল এক্ষণে মুর্শিদাবাদ সহরের ১ মাইল অন্তরে দক্ষিণ-পূর্ব্বাংশে রহিয়াছে। অতি পূর্ব্বকালে এস্থান ভাগীরথীর গর্ভে অবস্থিত ছিল, কিন্তু ক্রমশঃ ভাগীরথীর উভয় পার্শ্বের স্রোত রুদ্ধ হইয়া অশ্বপাদুকাকার-ঝিল বা বদ্ধ বিলে পরিণত হইয়া গিয়াছে। ইহার গর্ভে যথেষ্ট পরিমাণে মতি পাওয়া যাইত বলিয়াই ইহার নাম "মতিঝিল" হয়।

তবুও কমল হাসে তুলি নিজ শির,
ধীরে যারে তালে তালে নাচায় সমীর,
"গুন্ গুন্" রব তুলি ভ্রমরনিচয়,
ঝিলের প্রাচীন কথা পরস্পরে কয় ;
কোথাও জলের পাখী করি কল গান,
শ্রবণে বরিষে সুধা জুড়ায় পরাণ ;
নব দূর্ব্বাদল শোভে ঝিল তীরদেশে,
সাজায়ে প্রকৃতি অঙ্গ মনোহর বেশে।
সুদীর্ঘ পাদপরাজি ঝিল তীরোপরে,
নীর মাঝে নিজাকৃতি দরশন করে,
পূর্ব্বের সৌভাগ্য স্মরি কভু হাহাকারে,
"শন্ শন্" শব্দ করি সে দুঃখ প্রচারে !
রাখাল গোপাল ল'য়ে বসিয়া ছায়ায়,
মনসুখে হাসে খেলে, কভু গীতি গায় ;
রজনীতে ঝিলনীর কত শোভা ধরে,
চন্দ্রকর বায়ু সনে যখন বিচরে।

স্বভাব শোভায় পূর্ণ এবে ঝিলকায়,
ভগ্নস্তূপে পরিণত প্রাসাদ তথায় ;
চিন্তারত চিতে ঝিল করিলে দর্শন,
প্রত্নতত্ত্ববিদ্ করে অশ্রু বরিষণ !

আলিবর্দ্দী ভ্রাতুষ্পুত্র জামাতৃরতন—
নোয়াগেস মহম্মদ, করিয়া যতন,
হেথায় করিয়াছিল, মস্‌জিদ ভবন,
মাদ্রাসা, অতিথিশালা, প্রাসাদ, তোরণ,

মনোজ্ঞ কানন ছিল চারিদিকে যার,
গঙ্গাবারি স্পর্শে পূত প্রাচীর যাহার,
অসিত মর্ম্মরযুত সে তোরণ দ্বার,
দেখিলে অলকাভ্রান্তি হইত সবার,
অর্দ্ধভগ্ন, লতাগুল্মে আবৃত এক্ষণে!
অশ্রু আসে যার প্রতি চাহিলে নয়নে!
গঙ্গা আর পদ তার চুম্বন না করে!
দূরে গিয়া দুঃখ গায় কুল কুল্ স্বরে!

কতই বিলাসদ্রব্য রম্য হর্ম্ম্য মাঝে!
শোভিয়াছে একদিন মনোহর সাজে!
ত্রিদিব সমান ছিল যে গৃহ নিচয়,
এখন পশিতে তথা মনে হয় ভয়!
লক্ষনর পদরজে, একদা যে স্থান,
পবিত্র হইত সদা জগত প্রধান,
সপ্ত ত্রিংশ সহস্র রজত মুদ্রারাশি,
গ্রহণ করিত যথা দীন দুঃখী আসি,
মাসে মাসে এইমুদ্রা কে বিলাতে পারে?
ধন্য নোয়াগেস তুমি দয়ালু সংসারে!

এক দিন নোয়াগেস যে প্রাসাদতলে
গায়িকার * গীতসুধাপানে, নেত্রজলে,

* ভগবাই নাম্নী জনৈক নর্ত্তকীর সহিত এই মতিঝিলের প্রাসাদে নোয়াগেস্ মহম্মদ প্রণয়পাশে আবদ্ধ হইয়াছিলেন; এবং অনেক সময় মধ্যে মধ্যে তিনি উক্ত বাইজীসহ এই প্রাসাদে কালাতিপাত করিতেন বলিয়া ইতিহাসে কথিত হইয়া থাকে।

ভাসিয়া আবদ্ধচিত, প্রেমের বন্ধনে!
রসাতলে সে ভবন দেখে সর্ব্বজনে!
নোয়াগেস্ প্রণয়িনী ঘেচেটী বেগম,
একদা রহিত যথা পারিজাত সম,
কি যাতনা আজি তথা শৃগাল বানর!
অনায়াসে ক্রীড়া করে বাঁধি নিজঘর!
একদিন যে প্রাসাদে ইংরাজ রাজন্,
"পুণ্যাহ" করিয়াছিল লইয়া স্বজন!
কত আড়ম্বর হায়! হইয়াছে যথা,
বিজন বিপিন এবে কিছু নাহি তথা!
একদিন শ্বেতাঙ্গেরো প্রিয়বাসস্থান
যে স্থান আছিল, তাহা বিজন শ্মশান!
সৌন্দর্য্য বর্দ্ধন আর যাহার নির্ম্মাণ
ঘটায়েছে কত রাশি অর্থতিরোধান!
এবে তার এই দশা ভাবিলে নয়নে,
অশ্রুপাত নাহি করে বল কোন্ জনে?
স্বর্গ করিয়াছে আজি নরকে গমন!
জগতের কিবা রীতি দেখ জনগন!

কি ছার এ মতিঝিল প্রাসাদ ভবন!
পরিণাম লয় তরে বিশ্বের সৃজন!
কাননে কুসুম হাসে কদিনের তরে?
সহসা তাহার শোভা বল কেবা হরে?
দিব্যকান্তি জন মূর্ত্তি সংসারে যাহার!
কে করে হরণ বল জীবন তাহার?

সংসারের মায়া চক্রে পড়ি জীবগণে !
নিজের গৌরব রাশি ছড়ায় ভুবনে !
বৃথা ক্ষণেকের তরে সুন্দর আকার !
দেখিয়া মোহিত বিশ্ব রূপেতে তাহার !
কালচক্রে নিষ্পেষিত কিন্তু সে যখন !
কিছুই তাহার আর রহেনা তখন !
তাই আজি "মতিঝিল"—কীর্ত্তি নোয়াগেস্
গৌরব বিচ্যুত দেহ, পেয়েছে এবেশ !

শ্রীশ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

উপসংহার

আমরা আশার কুহকে মুগ্ধ হইয়া ঐতিহাসিক চিত্রের দ্বিতীয় পর্য্যায় আরম্ভ করিয়াছিলাম, তখন বুঝি নাই যে, এক বৎসরের লীলাখেলার সঙ্গে দ্বিতীয় পর্য্যায়ের উপসংহার হইবে। বঙ্গীয় ঐতিহাসিকগণের নেতা শ্রীযুক্ত অক্ষয়-[illegible] মৈত্রেয় মহাশয় প্রথমে বড়ই আশান্বিত হইয়া ঐতিহাসিক চিত্রের অবতারণা করিয়াছিলেন। যদিও তিনি দক্ষ কর্ণধার ছিলেন, তথাপি ঐতিহাসিক চিত্র জাহাজকে চালিত করিতে পারেন নাই। সে বড় জাহাজ মনে করিয়া আমরা একখানি ক্ষুদ্র ডিঙ্গী লইয়া অবতীর্ণ হইয়াছিলাম, কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাহা একটি বৎসরও সুচারুভাবে ভাসিয়া যাইতে পারে নাই। কোনরূপে তাহাকে একটি বৎসর চালাইয়া দ্বিতীয় পর্য্যায়ের উপসংহার করিতে হইল। বঙ্গদেশে নব ঐতিহাসিক চর্চ্চায় সাধারণের কিছু কিছু অনুরাগ দেখিয়া আমাদের মনে হইয়াছিল যে, ঐতিহাসিক চিত্র জাহাজ না হউক, অন্ততঃ ঐতিহাসিক চিত্র ডিঙ্গি খানিও ধীরে ধীরে ভাসিয়া যাইতে পারিবে। কিন্তু আমরা বুঝিতে পারি নাই যে, বাঙ্গলার সকল নদনদীতে যেমন বারমাস জল থাকে না। সাহিত্য জগতেরও কোন কোন নদনদীও সেইরূপ। এক্ষণে আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে, বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাস-নদ বারমাস জলে পূর্ণ থাকে না। কাজেই ঐতিহাসিক ডিঙ্গীও তাহাতে বারমাস ভাল করিয়া [illegible]সিতে পারে না। কিছুদিন পরে তাহাকেও চড়ায় লাগিতে হয়। ঐতিহাসিক [illegible]ত্রের অবস্থা কিরূপ হয়, তাহা বোধ হয় নূতন করিয়া বলিবার প্রয়োজন [illegible]ীয় পর্য্যায়ের ঐতিহাসিক চিত্র প্রকাশের পর সঞ্জীবনী বলিয়া [illegible] বঙ্গদেশে এরূপ পত্রের অধিক দিন স্থায়িত্ব হইবে কিনা সন্দেহ। [illegible]। তিনি পূর্ব্ব হইতেই যেরূপ আশঙ্কা করিয়াছিলেন, কিছুকাল [illegible]ই বুঝিতে পারি। বঙ্গীয় পাঠকগণের ঐতিহাসিক চিত্রের

দিকে মনোযোগ আকৃষ্ট হয় নাই। আমরা যথাসাধ্য [illegible] চেষ্টা করিয়া নাটকউপন্যাসের জলপ্লাবন হইতে তাঁহা[illegible] নাই। বাঙ্গলার প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ও লেখকগণ [illegible] জন্য চেষ্টা করিয়াও পদতল ডুবাইবারও জল পান না[illegible] থাকিলে, কখনও কোন পত্র সুচারু রূপে চালিত হই[illegible] লেখকগণ সাহিত্যচর্চ্চার জন্য অকাতরে পরিশ্রম ক[illegible] বিনিময় কৈ? এদেশে সম্পাদক বা গ্রন্থকার সাধার[illegible] ও অর্থ দুই ব্যয় করিবেন এরূপ সামর্থ্য তাঁহাদের না[illegible] পরিশ্রমের ফল অল্পদিনের মধ্যেই শুকাইয়া যায়। [illegible] অভাবে আমাদিগকে বাধ্য হইয়া ঐতিহাসিক চিত্রের [illegible] সংহার করিতে হইল। যদি ভগবানের ইচ্ছা হয়, তা[illegible] ইহার তৃতীয় পর্য্যায়ও আরব্ধ হইতে পারে।